PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

3RD APRIL, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 3rd April, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, Dy. Minister and 22 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghor Deb Barma :-- Question No. 139.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 139.

QUESTION

Refer to the Resolution passed by the Assembly on 21-3-68 regarding formation of a Committee to prevent alienation of land from tribals to non-tribals and state—

1) Whether the said Committee has been formed ;

2) if so, in how many cases the Committee has recommended for such transfer of land ? and

3) if not, the reasons therefor ?

ANSWER

1) A Tribal Advisory Committee is already in existence. So no seperate Committee has been formed.

2) No case so far referred to the Tribal Advisory Committe.

3) Amendment of section I87 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960, to regulate the statutory power of the Collector to grant such permission is still under consideration.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই প্রস্তাবটা যখন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল তখন ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি কমিটি ছিল কিনা?

শ্রীএস. এল, সিংহ—ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি কমিটি ছিল।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি কমিটি থাকা সত্ত্বেও কেন তাহলে এই হাউসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল?

শ্রীএস. এল. সিংহ—ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি কমিটিতে ট্র্যান্সফার অব ল্যাণ্ড নিয়ে আলাপ হয়েছিল। সেখানে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে ডি, এম, এর যে ষ্ট্যাটুটরী পাওয়ার আছে সেই পাওয়ার সে ব্যবহার করুক যখনি ডিফিকালটি হবে তখনি সে সেটা রেফার করতে পাবে ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি কমিটিতে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বক্তব্য তিনি রাখছেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাতে এই প্রস্তাব পাশ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা?

শ্রীএস. এল, সিংহ—ইহা সিদ্ধ হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৩১ | ৩ | ৬৮ ইং তারিখে যে প্রস্তাবটা পাশ হয় টু প্রিভেনট দি ট্র্যান্সফার অব ল্যাণ্ড অব ট্রাইবেল টু ননট্রাইবেল সেটা ডি, এম, এর যে অধিকার আছে সেই জায়গায় কমিটি করার প্রস্তাব ছিল কিনা?

শ্রীএস. এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ'লনিয়েশান বন্ধ করতে গেলে পরে আমাদের ১৮৭ নং যেটা আছে সেটা বন্ধ করা দরকার এবং সেই অনুসারে আমরা তা আমেন্ড করার জন্য ঠিক করছি এবং সেটা আণ্ডার কনসিডারেশন।

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—**Mr.** Speaker, Sir, question No 437.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, question No. 437.

QUESTION

1) Is it a fact that some land has been alloted to All India women

Food Council or Nikhil Bharat Mahila Khadya parishad for construotion of a building ;

2) If so, quantity of land and amount of grant for the construction of the said bulding ;

3) What is the purpose of alloting the land and granting the amount for the canstruction of the building ;

4) What are the activities of the Institution ?

ANSWER

1)
2) Materials are under collection.
3)
4)

Mr. Speaker—Shri Promde Rn. Gasgupta

Shri Promode Rn, Dasgupta—Question No 463,

Sri S. L. Singh—*M*r. Speaker, Sir, question No. 463.

QUESTOIN

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to refer to the private Members' Resolulion on bringing Bill for remission of Land Revenue to the holders of land upto three standard acres possessed by the peasants passed in the House on the 26th Sept., 1969 and state—

1) Wether the Bill on remission of Land Revenue to the holders of land upto three standard acres possessed by the peasants will be brought within 1970-71 ;

2) If not, reasons therefor ?

ANSWER

1) & 2) As the details financial implications of the resolution and the possibility of raising resources by taxation to make up loss in other fields etc. are still under examination it can not be speceifically stated now as to by which date it would be possible to finalise the examination.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি যে এই রিজলিউশনটি ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ ইং নেওয়া হয়েছে, এটাও হচ্ছে একটা ষ্টেটুটরী রিজলিউশন যার পেছনে একটা লিগেল ইম্পলিকেশন আছে। অতএব সেই হিসাবে এই যে রেমিশনের জন্য যে প্রস্তাবটা পাশ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বিলটা আনার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন। একজামিনেশন তো করা হচ্ছে। কিন্তু বিলটা আনা হবে কিনা সেটা কি বলবেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৭০—৭১ সালে এটা সম্ভব নয়। আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছি এবং পসিবল যদি হয় তা হলে আমরা চেষ্টা করব।

Mr. Speaker— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma – Question No. 477.

Shri S L. Singh—Mr speaker, Sir, question No 477.

প্রশ্ন

১) ছামনু ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক এলাকায় চাউলের বাজার দর ১৯৭০ এর ফেব্রুয়ারী মাসে গড়ে কে, জি, প্রতি কত ছিল;

২) ঐ এলাকায় কোন সরকারী রেশন সপ্ আছে কিনা; থাকিলে কোন্ কোন্ স্থানে আছে তাহার নাম' এবং

৩) রেশন সপ্ খোলা না হইলে কবে পর্য্যন্ত খোলা হইবে?

উত্তর

১) কে, জি, প্রতি ১.২০ হইতে ১.৫০ পর্য্যন্ত।

২) ছামনু মানিকপুর, গোবিন্দ বাড়ী, ছৈলেংটা, ধুমাছড়া, মনু।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Question No. 497.

Shri S. L. Singh—Mr Speakar Sir, Question No. 497.

QUESTION

ক) কেন্দ্রীয় খাদ্য গুদামে রক্ষনাবেক্ষনের ত্রুটির জন্য সম্প্রতি কি পরিমাণ গম পোকায়

নষ্ট হইয়াছিল ?

খ) পোকা খাওয়া গমের কি পরিমাণ গম রেশনের দোকানে বিক্রির জন্য দেওয়া হইয়াছিল ?

গ) জনসাধারনের প্রবল আপত্তির দরুণ ঐগুলি ফেরত নেওয়া হইয়াচিল কিনা, এবং

ঘ) হইয়া থাকিলে কি পরিমাণ ঐ রূপ গম ফেরত নেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

ক) কেন্দ্রীয় গুদামে কোন গম পোকায় নষ্ট করে নাই।

খ) পোকা খাওয়া গম বিক্রিয় জন্য কোন রেশনের দোকানে দেওয়া হয় নাই।

গ) জন সাধারনের আপত্তির দরুণ কোন গম ফেরত নেওয়া হয় নাই।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী—কোন গুদামে পোকায় খাওয়া কোন গম আছে কিনা ? যে কোন গুদামে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমান্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সম্প্রতি কোন দৈনিক পত্রিকায় এই রকন কোন সংবাদ বেরিয়েচিল কিনা যে কেন্দ্রীয় গুদামে নষ্ট হয়েছে। এইগুলি জন সাধারণের কাছে রেশনে বিক্রি করতে দেওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণ নিতে অস্বীকার করছে ? এই যে সংবাদটা উঠেছে তার কোন তদন্ত করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—পত্রিকায় যাহাই উঠে তাহাই সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন প্রায় মাস খানেক আগে মাননীয় লেফটেনাণ্ট গভর্ণর আগরতলায় দুইটি গুদামে গম বা আটা সীজ করেছিলেন কিনা ?

শ্রীএস, এল সিংহ—আই ডিমান্ড নোটিশ।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলছেন যে পত্রিকাগুলিতে যে সংবাদ উঠে এর মধ্যে মিথ্যা আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি উত্তর দিয়েছি যাহাই উঠে তাহাই সত্য নহে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন যে যাহা রটে তার কিছুটা সত্য বটে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি আগেই বলেছি যাহাই রটে তাহাই সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই সমস্ত খবর সরকার পক্ষ থেকে কনট্রাডিক্ট করা হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—সরকার যখন যা প্রয়োজন মনে করে তখন তা কন্ট্রাক্টডিক্ট করেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—এখানে কথা আছে সম্প্রতি কি পরিমাণ গম পোকায় নষ্ট করিয়াছে? গম কি নষ্ট হয়েছে না নষ্ট হয় নাই?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলাই হয়েছে কেন্দ্রীয় গুদামে কোন গম পোকায় নষ্ট করে নাই। অতএব ভাব দ্বারা বুঝা যায় নষ্ট হয় নাই।

Mr Speaker—Shri Kshitish Chandra Das.

Shri Kshitish Chandra Das—Starred Question No. 529.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 529 Sir.

QUESTION

ক) কমলপুর S.D.O, এর অফিসে Contingent menial হিসাবে শ্রীশশীমোহন শব্দকর Sweeper এর কাজ করিয়াছেন ৩০ বৎসর যাবত ইহা সত্য কি না?

ANSWER

ক) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath,

Shri Monoranjan Nath—Starred Question No. 528.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 528, Sir.

প্রশ্ন

ক) ধর্মনগর তহশীলাধীনে পদ্মবিল মৌজার ৫৫নং জোতের মোঃ এক দ্রোণ তের গণ্ডা ১৪৯/১৯৫৮ নং মোকর্দ্দমা এবং ৩০৫ নং জোতের মো ৮০ বারকানি ১৪/১৯৫৭ নং মোকদ্দমা Certificate case মূলে কোন সনে নীলাম হইয়াছিল?

খ) উক্ত নীলামের জায়গার দখল নীলাম খরিদ্দারগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি?

গ) যদি বুঝাইয়া না দেওয়া হইয়া থাকে ইহার কারণ কি?

ঘ) যদি বুঝাইয়া না দেওয়া হয় তবে উক্ত নীলাম খরিদ্দারগণকে সুদ সহ নীলাম ডাকের টাকা অবিলম্বে ফেরৎ দেওয়া হইবে কি?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 226, Sir.

Shri S. L, Singh—Starred Question No 226, Sir,

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট কতটি গম ভাঙ্গানের মিল আছে এবং সেই মিলগুলি ত্রিপুরার প্রয়োজন মেটাতে পারে কিনা ;

২) যদি সম্ভব না হয়, কত পরিমাণ গম ত্রিপুরার বাহিরে ভাঙ্গানো হয় ;

৩) ত্রিপুরার মিলগুলিতে এবং ত্রিপুরার বাহিরে গম ভাঙ্গান প্রতি কিলোগ্রামে কত করে চার্জ্জ দিতে হয় (আলাদা ভাবে)

উত্তর

১) এবং ২) ত্রিপুরায় মোট ১২৫টী গম ভাঙ্গার মিল আছে এবং ইহা ত্রিপুরার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

৩) ত্রিপুরায় সরকারী খাতে বিভিন্ন স্থানের গম ভাঙ্গানোর চার্জ্জ নিম্নে দেখান হইল।

আগরতলা -- ৩ পয়সা প্রতি কেজি				কৈলাসহর — ৪ পয়সা প্রতি কেজি			
কুমারঘাট — ৮	,,	,,	,,	ধর্ম্মনগর — ৪	,,	,,	,,
বিলোনীয়া— ৬	,,	,,	,,	আমবাসা— ৮	,,	,,	,,
অমরপুর— ৬	,,	,,	,,	সোনামুড়া— ৪	,,	,,	,,

উপরি উক্ত রেইটের উপর ৩% রিফ্রেক্‌সনারী ঘাট্‌তি দেওয়া হয়। শুধু আটার জন্য ত্রিপুরার বাহিরের কোন মিলের সঙ্গে গম ভাঙ্গানর কোন রেইট নির্দ্ধারিত করা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার বাহিরেও গমের একটা বড় অংশ ভাঙ্গানো হয়, শিলচরে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার যে প্রশ্নটা ছিল, আমি তার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছি যে ত্রিপুরাতে ১২৫টি গম ভাঙ্গানোর মিল আছে এবং ত্রিপুরার প্রয়োজনের পক্ষে

সেগুলি যথেষ্ট। কাজেই ত্রিপুরার বাহিরে কোন মিলের মধ্যে ত্রিপুরার জন্য গম ভাঙ্গানো হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরার সরকার ত্রিপুরার বাহিরে গম ভাঙ্গিয়ে সেগুলি আবার এই আগরতলা শহরে রি-মিলিং করার জন্য দিয়ে থাকেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একবার গম ভাঙ্গানোর পর সেগুলি আবার ভাঙ্গাবার জন্য এখানে কোথাও দেওয়া হয় না ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শিলচরে ফ্লাওয়ার মিলে ত্রিপুরার গম ভাঙ্গানোর জন্য দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ফ্লাওয়ার ভাঙ্গাবার জন্য দেওয়া হয়।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury

Shri Earshad Ali Choudhury—Starred Question No. 500.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 500, Sir.

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৯ ইং হইতে ১৯৭০ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত G. R Fund এর কত টাকা কত জন দুর্গতদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে, এবং

খ) বর্ত্তমানে ঐ Fund এ আর কত টাকা রহিয়াছে ?

উত্তর

ক)
খ) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker—Shri Kshitish Chandra Das.

Shri Kshitish Chandra Das—Starred Qestion No. 511

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 511, Sir.

প্রশ্ন

ক) কমলপুর মানিক ভাণ্ডার হালাহালী ইত্যাদি বাজারের উন্নতির জন্য কোন Estimate সরকার হইতে ধরা হইয়াছে কিনা ?

খ) ধরা হইয়া থাকিলে কোন বাজারে কত ধরা হইয়াছে তাহার পরিমাণ কত ?

গ) মাছের হাট, তরকারীর হাট ও অন্যান্য বাজে মাল দোকানীদের বসবার জন্য কমলপুর বাজারের একটা Estimate, Revenue Deptt. P. W Deptt. এর Executive Engineer Amabassa হইতে পাইয়াছেন কি ?

উত্তর

ক)
খ) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
গ)

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma,

Sri Aghore Deb Barma —Starred Question No. 312

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 312. Sir.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে শ্রীমণীন্দ্র তরফদার (প্রধান, ফটিকরায় গাঁও সভার এবং চেয়ারমেন কৈলাসহর B. D. C) গত ১৯৬৮—৬৯ ইং সনের মঞ্জুরীকৃত স্থানীয় এলাকায় নিজে R. C. C well করবে বলে মং ১৩০০৲ টাকা গ্রহণ করেছেন ;

২। যদি শ্রীতরফদার উক্ত টাকা গ্রহণ করে থাকেন স্থানীয় এলাকায় R. C. C well করা হইয়াছে কি ; এবং

৩। না হয়ে থাকলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। হঁ।

২। হাঁ অধুনা নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি যে সেখানে আর, সি, সি, ওয়েল করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি তো বলেছি যে অধুনা কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—অধুনা যদি কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আপনি তদন্ত করতে রাজি আছেন কি ?

শ্রীএস এল, সিংহ—আমি যেখানে বললাম যে কাজটি অধুনা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে কাজেই তদন্তের কোন প্রশ্নই উঠে না ?

Mr. Speaker—There are 12 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay the replies to the Unstarred Questions on the Table of the House.

BREACH OF PRIVILEGE

Shri Naresh Roy :— Hon'ble speaker Sir, in enclosing herewith a copy of the publication of Dainik Sambad dated the 2nd April, 1970 I beg to move a motion of breach of privilege against the Editor of the said paper. Under caption "স্পীকারকে নিয়ে একাধিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিধান সভায় তুমুল হৈ চৈ বাদানুবাদ, উত্তেজনা, ওয়াক আউট ও গালাগালি" The Editor in page 4 and column 4 of the said publication has catered the news which is defamatory to the prestige of the Speaker and the House and beyond the competency of the Editor to publish such a news.

"মিঃ স্পীকার স্যার, ২রা এপ্রিল ঐ পত্রিকার হেডিং 'এ' "স্পীকারকে নিয়ে হৈ চৈ বাদানুবাদ, উত্তেজনা, ওয়াক, আউট ও গালাগালি" তার চতুর্থ পৃষ্ঠায় তৃতীয় এবং চতুর্থ কলমে আছে —

'মুখ্যমন্ত্রী যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন তাঁর একটি উক্তির চ্যালেঞ্জ করে সি, পি, আই সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা পয়েন্ট অব অর্ডার উত্থাপন করেন। স্পীকার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আপত্তিজনক কিছু নেই বলে মন্তব্য করলে শ্রীদেববর্ম্মা চীৎকার করে অধ্যক্ষর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর দালালী করছেন. পরে কথাটি সভার কার্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয়। সি, পি এম সদস্য শ্রীবিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা ও তার সমর্থনে উঠে দাঁড়ান। স্পীকার সদস্যকে উত্তেজনা পরিহার করে সভার সৌষ্ঠব বজায় রাখতে আহ্বান জানান এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ স্বীকার করেন। এখানে একটা কথা লেখা হয়েছে. মাননীয় অধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর দালালি করেন এ ই যদি এটা সভার কার্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে কি করে এখানে সম্পাদক মহাশয় 'মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দালালি করছেন এই বকম লিখেছেন। কাজেই এটা ইনটেনশন্যালী মাননীয় অধ্যক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ করেছেন। আরেকটি কথাও ঐখানে ইনটেনশন্যালী লিখেছেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে হেয় করার জন্য যেটা হচ্ছে, স্পীকার সদস্যকে উত্তেজনা পরিহার করে সভার সৌষ্ঠব বজায় রাখতে আহ্বান জানান এবং পক্ষ পাতিত্বের অভিযোগ স্বীকার করেন, এটা সম্পূর্ণ একটা অসত্য কথা। কারণ আমরা হাউসে ছিলাম এবং যারা উপস্থিত ছিলাম তাদের স্মরণ আছে যে এমন কোন স্বীকারোক্তি স্পীকার হাউসে রাখেন নাই কাজেই এমন

যে একটি পত্রিকা, যার থেকে দেশ এবং সমাজ অনেক কিছু আশা করতে পারেন এবং পত্রিকা হচ্ছে প্রধান যার মাধ্যমে অনেক ভাল জিনিষ শিখতে পারে এবং প্রকৃত সত্য ঘটনা জানতে আগ্রহী হয়, সেই পত্রিকা যদি এই রকম মিথ্যাকে, অসত্যকে নিয়ে অগ্রসর হয়, এবং ছিনিমিনি খেলে, তাহলে সেটা সমাজের পক্ষে বিপদ এবং সমাজ বিরোধী। তারই জন্য আজকে আমি এর বিরুদ্ধে ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মোশান এই হাউসের সামনে রাখছি।

Mr. Speaker :— I have heard the case. I shall have to examine the case with reference to rules, I shall give my ruling on Monday the 6th April, 1970

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—There is one Calling Attention given notice of by Sri Aghore Deb Barma on 30th March, 1970, to which the Minister concerned agreed to make a statement today, the 3rd April, 1970.

I would call on Hon'ble Minister in-charge to make a statement on—

"Fire gutted at Debendra Sardar Para near Golaghati bazar P. S. Bishalgarh, Sadar on 23.3.70."

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই নিয়ে মাননীয় মেম্বারদের সাথে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং আলাপ হওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে যে রিপোর্ট পেয়েছি, সেই রিপোর্টের মূলে সেখানে ফায়ার ভিক্‌টিম যারা তাদের হেলপ করার জন্য অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব আফটার দিস রিপোর্ট উই উইল বি এবল টু রিলিজ দি ফাণ্ড টু দি ফায়ার ভিক্‌টিমস্। আমার মনে হয় অলরেডি কিছু হেলপ সেখানে গিয়েছে, যদিও আমি সঠিক জানিনা। আমি মাননীয় সদস্যদের সেদিন বলেছিলাম যে ফায়ার ভিকটিম যারা তাদের কেউ লোন নিতে ইচ্ছুক নন। ফায়ার ভিক্‌টিমসদের খুব বেশী হলে ৫০ টাকা আমরা মাথাপিছু হেলপ দিতে পারব। সেটার জন্য সাঙ্কশন মত ফাণ্ড রাখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—অন পয়েন্ট অব ইনফরমেশন প্লীজ। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমরা আগে দেখেছি এই সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবার পিছু ৫০ টাকা করে সাহায্য দেওয়া হত, এই ক্ষেত্রে সেই রকম কোন সাহায্য দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—প্রতাপগড় যখন আগুন লেগেছিল তখন আমরা হেলপ দিয়েছি ; এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তারা ৩০০/৪০০ টাকা করে সাহায্য চায়। কিন্তু সে সাহায্য দেওয়ার প্রভিশন নাই, তবে সেটা লোন হিসাবে নিতে পারেন। কিন্তু তারা লোন নিতে আনউইলিং। যাই হোক সেটা এনকোয়ারী করা হচ্ছে। এনকোয়ারী রিপোর্ট পেলে পরে মাননীয় সদস্যদের আমি জানাতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ইনফরমেশন—পরিবার পিছু মিনিমাম এবং মেক্সিমাম

কত করে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা অবস্থার উপর নির্ভর করে। অবস্থা অনুসারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এমন কোন হার্ড এণ্ড ফাস্ট রুলস নাই।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING DISCUSSION ON MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE FOR SHORT DURATION

Mr. Speaker :—I have received a notice from Sri Rajkumar Kamaljit Singh, Member desiring to raise discussion on—

"Introduction of Tractor Service for the Farmers of Tripura."

I have admitted the notice. Discussion will be held on the 6th April, 1970.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1970-71.

Mr. Speaker :—To day in the list of Business 6 Demands viz. Demand nos. 6 stamps, 7—Registration Fees. I5—Medical, 16—Public Health & 22 Labour & Employment are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finanse Minister has moved there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demands Nos. 6 & 7 together and Demand Nos. 15, 16 & 35 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demands Nos 6 Stamps & 7—Registration Fees together

Sri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No, 6—Stamps. Mr. speaker, Sir, on the recomen

dation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,21,000/ [inclusive of the sums specfied in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill; 1970]; be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 7—Major Head—15 Registration Fees.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট নাম্বার 6 এ ৪০,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। আর ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার সেভেনে ২,২১,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আজকে সামগ্রিকভাবে আমাদের ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা, অর্থনৈতিক যে অবস্থা তার চেহারা হল যে বেশীর ভাগ লোক এখানে পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু। তাদের সহায় সম্বল সব কিছু হারিয়ে তারা এখানে এসেছে। কাজেই তাদের অর্থনৈতিক মান তাড়াতাড়ি উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে না। সর্ব্বোপরি আজকে সারা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বেশী আঘাত করছে। এক কথায় ক্রমশ: দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। সেই দিক দিয়ে আজকে অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও রেজিষ্ট্রেশন ফিস, ষ্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। সে জন্য বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে ষ্ট্যাম্পের মূল্য যা বাড়ানো হয়েছে সেটা কমানো দরকার বলে মনে করি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে স্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন ফিস সম্পর্কে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সেইগুলি আমি সমর্থন করি। প্রথম ডিমাণ্ডটিতে ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৪০,০০০ টাকা এবং এটাতে ৬৯-৭০-সালে আয় হয়েছে ১০,১৫ ০০০ টাকা। চলতি বৎসরের বাজেটেও সম্ভাব্য আয় ১০,১৫,০০০ টাকা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আয় অতি সামান্য। যে জায়গাতে সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকার মত খরচ সেখানে আয় ১,৮০,০০০০০ টাকা। সুতরাং আয় বাড়ানোর দিকে আমাদের মনযোগ দেওয়া দরকার। বিশেষত ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশ এক্ষুণি সোচ্চার দাবী তুলেছেন যে তারা ভারতবর্ষ থেকে কোন একদিন হয়ত বিচ্ছিন্ন হ'তে চাইবেন। এমন অবস্থাও হতে পারে কাজেই সে দিকে নজর রাখা দরকার। চিরদিনের জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ আমাদের ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রস্তুত নাও থাকতে পারে। তখন হয়ত আমাদের স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কাজেই যে হেডে আমাদের আয় হয় সেই আয় বিঘ্নিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্প না থাকার জন্য। গত ২।৩ বৎসরে আমি লক্ষ্য করেছি যে মফঃস্বলে সাব-ট্রেজারীতে ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায় না। ষ্ট্যাম্প কালোবাজারী হয়। অদ্ভুত কথা সেই ষ্ট্যাম্প মফঃস্বলের লোকেরা আগরতলা থেকে কিনে নিয়ে যায়। যারা এই ব্যবসা করে তাদের সাজা হওয়া উচিত। এমন কি আসাম থেকেও ষ্ট্যাম্প

আসছে। কিন্তু সেই আয় হচ্ছে আসাম গভর্ণমেন্টের। আমরা এটা পাচ্ছি না। প্রতি বৎসরেই শেষের দিকে কয়েকবার মফঃস্বলের সাবট্রেজারীগুলিতে ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের সরকার এটা বুঝাতে পারেন যে আমাদের আয়ের জন্য ষ্ট্যাম্প আমাদের দরকার তাহলে বিষয়টা তারা বিবেচনা করবেন। শুনেছি আমাদের সমগ্র ভারতের ষ্ট্যাম্প নাকি এক জায়গায় প্রিণ্টেড হয় অর্থাৎ নাসিকে। সেখান থেকে ডিমাণ্ড দেওয়া সত্বেও নাকি ষ্ট্যাম্প চাহিদা মত পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূরীভূত হতে পারে যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বুঝাতে পারি যে আমাদের যদি প্রয়োজনীয় ষ্ট্যাম্পের সরবরাহ দেওয়া হয় তাহলে আমাদের আয় বাড়বে। সেই দিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা যাতে নজর দেন সেজন্য তাদের আমি অনুরোধ করছি। আর মাননীয় অঘোরবাবু বলেছেন বিশেষ করে নন্ জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পের কথা। জমি যারা খরিদ করতে পারেন তারা এই ষ্ট্যাম্প দিতে অনিচ্ছুক নন। কাজেই এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি তাতে কালোবাজারীও বন্ধ হবে। এইদিকে নজর দিতে সরকারকে আমি অনুরোধ করব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে যে ডিমাণ্ড হাউসে উত্থাপন করেছেন সেই ডিমাণ্ডগুলি আমি সমর্থন করছি এবং বলছি যে আমাদের ত্রিপুরায় ১৯৭০ইং আসামের ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট গ্রহণ করা হয়। সেই সময় থেকেই আমি লক্ষ্য করছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ষ্ট্যাম্পের অভাব হচ্ছে। কারণ এর আগে যে জায়গাতে এক টাকার ষ্ট্যাম্প লাগতো সেই জায়গাতে দুই টাকার ষ্ট্যাম্প লাগছে। সেই প্রপোরশনে ষ্ট্যাম্প ত্রিপুরা রাজ্যে বাড়ে নাই। কাজেই একদিকে জমির ভ্যালুয়েশন যেমন বেড়ে গেছে অন্যদিকে ষ্ট্যাম্পের ভ্যালুয়েশনও বেড়ে গেছে। সুতরাং সেই অবস্থাতে ঠিক মত ষ্ট্যাম্পস তারা পাচ্ছে না। সেইজন্য বাধ্য হয়ে তারা আসাম এবং অন্যান্য স্থান থেকে স্ট্যাম্প আনছে। কয়েক হাজার টাকার স্ট্যাম্প প্রতি বৎসর আসে। সেই দিকে আমাদের সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সেটা শুধু গভর্ণমেন্টের ক্ষতি নয়, সেটা পাবলিকেরও ক্ষতি। কারণ আসাম থেকে স্ট্যাম্প আনতে গেলেও তাকে খরচ দিতে হয়। সেই দিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি যাতে ঠিক ঠিক মত স্টাম্প আমরা পেতে পারি। আমি একটা অলটারনেটিভ সাজেশন রাখব যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি আমাদের স্ট্যাম্পস না দেয় তাহলে আমাদের ইনকাম বৃদ্ধি করতে হবে। আমি যখন পাকিস্তান এডমিনিস্ট্রেশনে কিছুদিন ছিলাম তখন আমি দেখেছি এইরকম স্ট্যাম্পের যখন অভাব হয়েছিল তখন তারা ট্রেজারীতে টাকা জমা দিত। তখন তারা সেমি কাগজে সীল মেরে দিয়ে কার্টিজ অথবা ১৩ ইঞ্চি কাগজে যত টাকার ষ্ট্যাম্প দরকার তত টাকার ষ্ট্যাম্প দিয়ে দিত। টাকাটাও ট্রেজারীতে জমা হয়েছে, পাবলিকও সাফার করছে না। আমি মনে করি যদি স্ট্যাম্পস না আসে তাহলে অলটারনেট এইরকম একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার যাতে পাবলিকের সুবিধা হয় এবং

গভর্ণমেণ্টেরও সেই দিক থেকে লাভবান হয়। নন জুডিশিয়েল স্টাম্পের ব্যাপারেও একই অবস্থা কোর্টে মোকদ্দমা করতে গিয়ে ষ্ট্যাম্প পাওয়া যায় না। সেই দিক থেকে মমলা মোকদ্দমা নষ্ট হয়ে যায়। সেই দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে মাননীয় অঘোরবাবু ও বলেছেন। এটা সম্পর্কে আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আর রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে বলব, মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু বলেছেন যে রেজিস্ট্রেশন এবং স্ট্যাম্পের কোন দরকার নেই। কিন্তু আমি বলব, উনি যদি বলেন যে দরকার নেই, তাহলে তো আর চলবে না। মানুষ কেন তাদের জায়গা সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করে, তার অনেক কারণ আছে এবং রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট যেখানে রয়ে গেছে, সেই মত তারা এটা করছে। কাজেই সেই এ্যাক্টকে এ্যামেণ্ডমেণ্ড না করে সেটা করা যায় না। মানুষ রেজিস্টেশন করে তার সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য। আমি দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে রেজিস্টেশন অফিস অনেক কম। প্রত্যেক সাব-ডিবিশানে একটি করে সাব-রেজিষ্টী অফিস আছে। আমি আমার ধর্মনগরের কথা বলছি যে সেখানে একটা সাব-রেজিষ্টী অফিস আছে কিন্তু কাঞ্চনপুর থেকে মানুষ যদি ধর্মনগর এসে তাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়, তাহলে দেখেছি যে কাঞ্চনপুর থেকে ধর্মনগরের দূরত্ব একেবারে কম নয় এবং সেখানে তেমন কোন ভাল কমিউনিকেশন নেই যাতে করে যাতায়াত করার পক্ষে সুবিধা হয়। তাতে করে সেখানকার লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, সেজন্য আমি সরকারকে এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলব যাতে করে কাঞ্চনপুরে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন শহর অঞ্চলে রেজিস্টেশন অফিস খোলা হয়। যদি সরকার মনে করেন যে সেখানে এই ধরণের অফিস খুললে এষ্টাব্লিস-মেণ্ট কস্ট চালাতে অসুবিধা হবে এবং সরকার সেদিক দিয়ে লুজার হবেন, সেজন্য আমি এখানে একটা প্রস্তাব রাখব যে আমরা ব্রিটিশ এ্যাডমিনেস্টেশনের সময় দেখছি যে অনেক জায়গাতে রেজিস্টেশন অফিসে অনরারী রেজিস্ট্রার রাখা হত, তাতে করে এশটাবলিসমেণ্ট খরচ কম পড়ে যদি সেখানে একটা স্কেলিটন স্টাফ রাখা হয়, সেইজন্য দৃষ্টি দিতে বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর একটা কথা আমি এখানে বলছি, সেটা হল এখন যদি সদর জোনে এবং আগরতলাতে হয় এবং সাব ডিভিশান টাউনগুলিতে যে সব সাব-রেজেষ্ট্রি অফিস আছে প্রত্যেক জোনে যদি হেড কোয়ার্টার করে একজন সাব-রেজিষ্ট্রারকে স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়, তাহলে মফঃস্বল এর জনসাধারণের পক্ষে খুবই উপকার হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশান ডিমান্ডের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি তাকে সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমি এখানে ২/৪টি কথা রাখব। মানুষ যখন অভাবে পড়ে তখন অন্য কোন উপায় না থাকার দরুন, সেই অভাবের তাড়নায় নিজেদের জমি জমা বিক্রি করতে

বাধ্য হয়। আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে মহকুমাগুলির সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে প্রায় দেখা যায় যে ষ্টামেপর অভাব থাকে। তাতে মানুষের অনেক অসুবিধা হয়। আমি আগেই বলেছি যে মানুষ অভাবে পড়লে এই সব কাজ করে। যেমন যদি আজকে কারো ছেলে-মেয়ের হঠাৎ করে একটা বড় রকমের অসুখ হল, এবং সেটা ভাল করার জন্য হয়তো কলকাতাতে পাঠাতে হবে বা কারো ছেলে মেয়ের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে অভাবের জন্য লেখাপড়া করতে পারছে না অথচ তাকে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানো বিশেষ প্রয়োজন বা কারো হঠাত করে মাতৃ বিয়োগ বা পিতৃ বিয়োগ ও হতে পারে এবং সেজন্য যে খরচের প্রয়োজন, সেটা তাকে জমি বিক্রি না করতে পারলে সম্ভব হবে না। এই সব কারণে মানুষ তার জমি জমা বিক্রি করে এবং বিক্রি করতে গিয়ে রেজিষ্ট্রি অফিসে যদি ষ্টামপ না পাওয়া যায়, তাহলে তাদের অনেক দুর্ভোগ ভোগতে হয়; এই সব আকস্মিক কারণের জন্য ষ্টা মপর অভাব থাকার দরুন অনেক সময়ে দেখা যায়, যে ষ্টামেপর দাম আট আনা, সেটা কিনতে হয় ১ টাকা দিয়ে আর যে ষ্টামেপর দাম ১/২ টাকা সেটা কিনতে হয় ২/৩ টাকা দিয়ে। এতে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মফঃস্বল থেকে যারা ষ্টামপ কিনবার জন্য আগরতলাতে আসে, সে হয়তো একদিনে তার প্রয়োজনীয় ষ্টাম্প কিনতে পারে না, তাকে হয়তো ৩/৪ দিন আগরতলাতে থাকতে হয় এবং সেজন্য তার অনেক খরচ হয়। কাজেই এই সব খরচ বাবদে যে টাকা খরচ হল এবং ষ্টামপ কিনতে যে টাকা খরচ হল তাতে মফঃস্বল গিয়ে এই ষ্টামেপর দাম অনেক বেড়ে যায় এবং সেখানকার ভেণ্ডার বেশ কিছু টাকা সাধারণ মানুষ থেকে আদায় করে নেয়। এমনও দেখা গেছে যে ষ্টামেপর দাম ৫/৬ টাকা সেটা ঐ মফঃস্বলে ১০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। না কিনে উপায় থাকে না। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সাক্ষী এবং এফিডেভিট ইত্যাদির ব্যাপারে ষ্টামেপর দরকার হয় অথচ সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এ সব সাধারণ ব্যাপারেও যদি ষ্টামপ না পাওয়া যায় তাহলে মানুষের যে কি দুর্ভোগ হয়, সেটা যারা এসব কাজ করেন তারাই উপলব্ধি করতে পারেন। আবার এমন নিয়ম আছে যে কেউ যদি ষ্টামপ না পায় এবং হাকিমের নিকট সাদা কাগজে দরখাস্ত করতে হয় এবং সেখানে যদি উল্লেখ থাকে যে আমি ষ্টামপ না পাওয়া বিধায় সাদা কাগজে দরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছি, তাহলে সেটা হাকিমকে গ্রহণ করতে হয়। সেজন্য বলছি যে এতে শুধু সাধারণ লোকেরই ক্ষতি হচ্ছে এমন নয়, সরকারের অনেক ক্ষতি হচ্ছে রেভিনিউ আদায়ের দিক দিয়ে। কাজেই এই ষ্টামেপর অভাবটা যাতে না থাকে এবং সেটা দূরীভূত হতে পারে সেজন্য সরকারের চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্স ষ্টেমপ এণ্ড রেজিষ্ট্রেশান উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। আমাদের ত্রিপুরা প্রধানতঃ কৃষি অর্থনীতির উপর চলছে। আজকে এই কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল যে ত্রিপুরা রাজ্য তার মধ্যে বেশ একটা সংকট চলছে। এমত অবস্থায় আজকে যে ষ্টামের দর বাড়ানো হচ্ছে

এবং রেজিস্ট্রেশান ফি যে বাড়ানো হচ্ছে তাতে করে ত্রিপুরার বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কোন সামঞ্জস্য থাকছে না। এতে করে জনসাধারণের যে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে, তা কারো অজানা নয়। বিশেষ করে প্রতি বছর এই ষ্টাম্প নিয়ে যে একটা দুর্নীতি হয়ে আসছে সেটার কথা ভাবলে সবচাইতে অবাক হতে হয়। কারণ আমরা জানি এটা সাধারণতঃ সরকার পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে। এখন সেই সব ষ্টাম্পের মধ্যেও যদি দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়—যেমন আট আনার ষ্টাম্প ১ টাকা দিয়ে কিনতে হয়, ১ টাকার ষ্টাম্প ২ টাকা দিয়ে কিনতে হয় এই রকম ৪ টাকার ষ্টাম্প ১০ টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তাহলে এই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আদিবাসী এবং অন্যান্য সরল প্রকৃতির লোক আছে তাদের যে কি দুর্ভোগ ভোগতে হয় সেটা ভুক্তভোগী মাত্রই জানা আছে। আজকে এইভাবে সব জিনিষ নিয়েই একটা দুর্নীতি চলছে। সেজন্য আমি বলব যে এই সব দুর্নীতি দূরীকরণের জন্য সরকারের সর্ব্ব প্রকারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এখানে মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু বলেছেন যে আমাদের আয় বাড়াতে হবে এবং আয় বাড়ানো দরকার কাজেই ষ্টাম্পের দাম কিছুটা বাড়ালে আমাদেরও কিছু আয় হতে পারে। কিন্তু আমি বলতে চাই এই ধরণের দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে যদি ষ্টাম্পের দর বাড়ে, তাহলে, তাতে কি আমাদের আয় বাড়বে? আমি বলব তাতে আমাদের আয় বাড়বে না। তবে মাননীয় সদস্য যদি উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে অন্য বিষয়ে কিছু বুঝাতে চেয়ে থাকেন সেটা অন্য কথা। মানুষ রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে যদি তাদের প্রয়োজনীয় ষ্টাম্প না পায়, তাহলে তাদের যে অবস্থার মধ্যে পড়তে হয় সেগুলি কি উনারা একবার ভেবে দেখছেন? কিন্তু সেই দিকে উনাদের নজর নেই। নজর নেই এই কারণে যে তাদের দুর্নীতিকে বন্ধ করার জন্য কোন প্রচেষ্টা তাদের নেই। কাজেই এই অবস্থায় আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে এই সরকারের শাসনে জনসাধারণের যে দুর্ভোগ সেটা কিছুতেই ঘুচবে না এবং ঘুচাবার কোন চেষ্টাও করা হবে না। তাই এইখাতে যে ডিমাণ্ডগুলি আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং সেইজন্য আমি এইগুলির বিরোধীতা করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৬ এবং ৭ যা হাউসের সামনে আমাদের অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থন করি। ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে অনেক সদস্য অনেক কথা বলেছেন। আমার কথা হচ্ছে এই ষ্ট্যাম্প বা রেজিষ্ট্রেশন ফি বিত্তবান লোকেরা খুব কমই কিনতে যায়। আমি এই ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে আজকে দুই বছর যাবত বলছি যে এর ভিতর একটা দুর্নীতি চলছে। আমি যখন উদয়পুর থেকে আসা যাওয়া করি তখন দেখি মুহুরীবরা প্রচুর ষ্ট্যাম্প আগরতলা থেকে নিয়ে যায়। তখন তারা এইসব ষ্ট্যাম্প কোথায় পাচ্ছে? ডাইরেক্ট গভর্ণমেণ্ট থেকে না পেয়ে তারা বাইরে থেকে সংগ্রহ করে এক টাকার ষ্ট্যাম্প তিন টাকা এবং তিন টাকার ষ্ট্যাম্প ১০ টাকা এইভাবে গরীব জনসাধারণ তাদের কাছ থেকে কিনছে, এর ফলে কৃষক এবং গরীব লোকের জমি কেনা বেচা একবারে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এটা সত্য কথা অনেক সদস্য এর

উপর বলেছেন, অতএব কারণেই আমি এর উপর বিশেষ বলছিনা। ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে আমি একথা বলব যে অতি ত্বরান্বিত ভাবে যাতে এই দুর্নীতি বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। ষ্ট্যাম্প এখানে ডাবল, তিন ডাবল, চার ডাবল দাম দিলে পাওয়া যাচ্ছে। এতে মনে হয় গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে অন্য লোকের হাত দিয়ে এইগুলি শেয়ার বেসিসে চালান করা হয়, এদিকে সরকারকে নজর দেওয়ার জন্য বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রেজিষ্ট্রেশন ফি সম্পর্কে বলছি, এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। যেখানে ১০০ টাকা হিসাব মত হয়, সেখানে ৪০০ টাকা লাগে। গভর্ণমেণ্টের কোন ডিপার্টমেণ্ট এদিকে নজর দেয় বলে আমার জানা নাই। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৪টা পর্যন্ত বসে থেকেও রেজিষ্ট্রেশন করাতে পারে না, এমন ঘটনা হামেশা ঘটছে। তার মধ্যে আবার দরবারী ফি, তাল্লাসীফি এই ফি সেই ফি করে হয়তো সন্ধ্যার সময় দেখা গেল তাকে ৩৮০ টাকা দিতে হবে। আমি গতবার নিজে দেখেছি কি যে ভয়ানক অবস্থা সেখানে হচ্ছে কিন্তু গর্ভার্ণমেণ্ট থেকে কোন তদবির হচ্ছে না। হয়তো কোন লোক লেখাপড়া জানেন না, তার যে একটা টীপ সই লাগবে, তার আঙ্গুল ধরে মুহুরী সেটা করিয়ে দেবে, তার জন্যও ফিস চাই, এইভাবে যেখানে হিসাব মত ১৫/২০ টাকা লাগে সেখানে ১৫০/১৬০ লেগে যায়। এই রেজিষ্ট্রেশন ব্যাপার কি—যে কষ্ট-দায়ক, সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনা।

তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে হয়তো তাকে বলা হল, তোমারটা আজকে হবেনা হে, সময় নাই। কিন্তু রাত্রি ৯।১০ টার সময় হয়তো বলা হল তুমি লেট ফি দিলে তোমারটা হবে, তার জন্য ১০ টাকা বেশী লাগবে। অতএব কারণেই আমি অতি দুঃখের সহিত বলছি, এই সম্বন্ধে যেন গর্ভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে এই বিষয়ে নজর দেওয়া হয় এই বলে ডিমান্ডের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr Speaker—Any other Member willing to participae in the discussion ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি ডিমান্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৬ এবং ৭, এই দুইটিকে সমর্থন করছি। সমর্থনের সংগে সংগে আমি দুই একটি বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। আজকে মাননীয় সদস্যগণ অনেকে অনেক কথা বলছেন। আমাদের নিশিবাবু যে সমস্ত কথা এখানে তুলে ধরেছেন, বাস্তবিক সেগুলি অনেকটা সত্য। বিশেষ করে মফঃস্বলে সাবডিভিশন-গুলিতে প্রকাশ্যে মুহুরীদের কাছে স্ট্যাম্প কিনতে পাওয় যায়। ভেণ্ডারকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তারা বলবেন আগরতলারটা নেবেন না কমলপুরেরটা নেবেন। কারণ আগরতলার হলে বেশী লাগবে, আর কমলপুরের যদি নেন তাহলে আছে কি না জেনে নিতে হবে। এর মধ্যে কেরামতি আছে স্যার। এইসব কথা বলে লাভ নাই। কারণ বলতে উৎসাহ লাগেনা। তবুও বেহায়ার মত বলার চেষ্টা করি যাতে নাকি জনসাধারণের কিল কনি থেকে বাঁচতে পারি। এই ব্যাপারটা ব্রিটিশ আমলে আমরা জানি যে যারা নাকি দলিল করতে চায়, তাদের নামে স্ট্যাম্প বিক্রি হত।

সেখান থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারতাম যে কার নামে স্ট্যাম্পগুলি বিক্রি হচ্ছে। এই কথাটা আমি গত বছরেও বলেছিলাম। যদি একজনের দশটা স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেভাবে সে কিনতে পারে কিন্তু সেটা জানার একটা উপায় ছিল। বিভিন্ন সাবডিভিশনে বিভিন্ন এ্যাজেন্ট আছে, এখানকার এ্যাজেন্টের সংগে যোগাযোগ থাকত তাদের মাধ্যমে কেনা বেচা হত, এখানে একটা চেক দেওয়ার উপায় ছিল। কিন্তু আজকে সেটা ধরার কোন উপায় নাই। আসলে এখানে যে স্ট্যাম্পের অভাব সেটা সত্য নয়। কারণ আমরা দেখছি যে বেশী টাকা দিলে স্ট্যাম্প পাওয়া যায়। যদি ষ্ট্যাম্পের অভাব থাকত তাহলে সেগুলি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। কাজেই আমি মনে করি এই জিনিষটা যাতে আগরতলায় চেক দেওয়া হয়, তার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। এই বলে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker—Any other Member willing to participate in the discussion? Now I would request the Hon'ble Minister in-charge to give reply.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় বলেছেন যে স্ট্যাম্পের দাম অত্যন্ত বেড়ে গেছে এবং ত্রিপুরা অর্থনৈতিক অবস্থায় গরীব জনসাধারণ এত টাকায় স্ট্যাম্প কিনতে পারেন না। কিন্তু আমাদের মাননীয় সদস্যকে আমি বলব যে আমাদের এখানকার আয়ের যে অবস্থা এই অবস্থার মধ্যে যে সমস্ত আয়ের পথ আছে সেগুলিকে আমরা কমাতে পারিনা। রিলাক্জেশন সম্ভব নয়, বরঞ্চ আয় বাড়াবার কথা আমরা চিন্তা করছি। এমতাবস্থায় স্ট্যাম্প ডিউটি কমানো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যারা জায়গা জমি বেচা কেনা করবেন তাদের এই স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিৎ নয়।

আর রেজিস্ট্রেশন ফি সম্পর্কে বলেছেন যে সেটা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু স্ট্যাম্প ডিউটি বেড়েছে, রেজিস্ট্রেশন ফি বাড়েনি। স্ট্যাম্প ডিউটি বাড়ার কারণ হচ্ছে আসামের যে স্ট্যাম্প এক্ট সেটা এখানে চালু করার ফলেই এটা বেড়েছে। একটা বিষয়ে এখানে বলা হয়েছে যে মফঃস্বলে স্ট্যাম্প পাওয়া যায় না এবং রেজিস্ট্রেশন যে সমস্ত চার্জ্জ নেওয়া হয় সেগুলি অনেক বেশী নেওয়া হয়, ইত্যাদি যে সমস্ত বিষয়ে মাননীয় সদস্যরা এখানে বলেছেন, সেইগুলি যথাযথভাবে প্রতিকারের ব্যবস্থা সরকার নিশ্চয়ই করবেন এবং মফঃস্বলে যাতে স্ট্যাম্পের অভাব না হয় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে যাতে জনগণের অসুবিধা না হয়। আমরা আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা যারা যেখানে আছেন সেখানে যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের গোচরীভূত যেন করেন, সেই অনুরোধ রাখছি। মাননীয় নিশিবাবু যে কথা রেজিস্ট্রেশন চার্জ্জ সম্পর্কে বলেছেন যে চার্জ্জ দিতে হয় তার চেয়ে বেশী দিতে হয়, সেটাকে যথাসম্ভব চেক করা দরকার। আজকাল আমার মনে হয় মানুষ

অত বোকা নয়, কোনটার কি চার্জ্জ সেটা দেখে তারা দেয়। একজন বলেছেন টাকা দিয়ে দেয় সেটা ঠিক নয়। যা হউক যদি সেই রকম ঘটনা ঘটে থাকে সেটা আমরা দেখব এবং মাননীয় সদস্যরা এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন এই আবেদন রেখে আমি আশা করব এই যে ডিম্যাণ্ড দুইটি হাউসের সামনে রখো হয়েছে, হাউস সেগুলি গ্রহণ করবেন।

Mr, Speaker—There is no cut motion on the Demand for the Crant No. 6—Stamp. Now I am putting the Demand to vote,

The motion of Hon'ble Shri Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs. 40 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of Mareh, 1971 in respect of Demand No. 6, Major head 14—Stamps was put and agreed to;

There is no cut motion on the domand for Grant No. 7—Registration Fees. Now I am putting demand to vote.

The motion of Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee that a sum not exceeding Rs, 2,21,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of Maroh, 1971 in respect of Demand No. 7, Major Head 15 Registration was put and agreed to.

I would request to Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 15 16 & 35 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,14,53,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970]. be granted to defray the charges which will come in cour e of payment during the year ending on the 3Ist day of March, 1971 in respeot of Demand No. 15, Major Head-29—Medical.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs - 34,16,009/-[inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 3Ist day of March. 1971 in respeot of Demand No. 16, Major Head 30—Public Health.

Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs 2 92,000/-(inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No 35, Major Head—94—Capital Outlay on Improvement of Public Health.

Mr. Speaker—There are cut motions on the demands for Grant Nos. 15 & 16. I would request Shri Bidya Ch. Deb Barma to start discussion on his cut motions on these demands.

He is absent. Next I would call on Shri Aghore DebBarma. He is also absent. Now I request Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Dev Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে ডিমাণ্ড ফর্ গ্রান্ট নম্বর ফিফটিন—মেডিকেলে, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০—৭১ সালের ব্যয় বরাদ্দ ১১৭,৫৩,০০০ টাকা চেয়েছেন। এইখানে আমার পলিসি কাট হল— (১) টি, বি, রোগীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দান না করা। (২) ডাক্তারখানাগুলিতে সর্ব্বত্র মেডিকেল অফিসার নিয়োগের বরাদ্দ না রাখা।

টি, বি, রোগীদের, সাধারণত যারা মফ:স্বলে থাকেন তাদের পক্ষে আগরতলায় এসে চিকিৎসা করার জন্য যাতায়াত করতে অনেক অসুবিধা হয়। এই জন্য এদেরকে, বিশেষ করে সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাষ্টের জন্য বিশেষ একটা মাসিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা এখানে নাই। আগে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এইবার থেকে বিশেষ করে উপজাতীদের মাসিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেন নাই এবং ডাক্তারখানাগুলিতে বিশেষ করে ডিসপেন্সারীগুলিতে কোন ডাক্তারের ব্যবস্থা নাই। মাত্র একজন কম্পাউণ্ডার দিয়ে ডিসপেন্সারীগুলি চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার ফলে অনেক সময় রোগীর চিকিৎসা ভাল করে হয় না এবং ঔষধ পত্রও পাওয়া যায় না। এই কারণে যে সমস্ত জায়গায় ডিসপেন্সারী আছে সেই সমস্ত জায়গায় ডাক্তার নিয়োগ করার জন্য একটা বরাদ্দ থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এর মধ্যে সেরকম ব্যবস্থা নাই। এই সমস্ত ব্যবস্থা না থাকার দরুণ অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এদিক থেকে চিন্তা করে আজকে মেডিক্যাল ডিসপেন্সারীগুলিতে ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন বুলংবাসা, অমরপুর বিভাগে, সেখানে রাইমা এবং সরমা একটা বিরাট এলাকা, সেখানে ১৫,০০০ লোকের বাস অথচ সেখানে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারের ব্যবস্থা নাই। মাত্র রাইমাতে একটা ডিসপেন্সারী আছে। তাও সেখানে ডাক্তার নাই, মাত্র একজন কম্পাউণ্ডার আছেন তিনিই কাজ চালান। সেখানে ১৫,০০০ লোকের বাস। সেই এলাকায় একজন কম্পাউণ্ডার দিয়ে ডিসপেন্সারীগুলি পরিচালন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তারপর রাইমা, সরমা এমন একটা জায়গা যেখানে

বাইরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডাক্তারের সাহায্য নেওয়ার ও কোন ব্যবস্থা নাই। এমন একটা জায়গায় একজন মেডিক্যাল অফিসারের ব্যবস্থা রাখা উচিত এবং একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার থাকা দরকার। সেখানে যাতায়াত দুর্গম, যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নাই এবং লোক সংখ্যার দিক দিয়েও খুব নগণ্য নয়। এই সমস্ত জায়গাতে মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করে এবং ডিসপেন্সারী স্থাপন করে রোগীদের চিকিৎসাখাতে সুষ্ঠ ব্যবস্থা হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দুর্নীতির কোন শেষ নাই। দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আছে। সেই বাঁধা দূর করা কোন রকমেই এই রকমের সমাজতন্ত্র দ্বারা সম্ভব নয়। বরং এই সমস্ত দুর্নীতি সবার মধ্যে সংক্রামিত করে সকলকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে। রোগীরা রোগের অনুপাতে পথ্য পাচ্ছে না। সেখানেও দুর্নীতি চলছে। রোগীর পথ্য হিসাবে যে ব্যবস্থা করা দরকার সেখানেও দুর্নীতি চলছে। রোগী তার ন্যায্য পথ্য পায় না; সে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখজনক বিষয় আর কিছুই থাকতে পারে না। আজকে মানুষের জীবন মরণের যে সমস্যা, স্বাস্থ্য রক্ষার যে সমস্যা তার সমাধান কি করে হবে যদি রোগীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়? কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে আজকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। টাকার অঙ্কের দিক দিয়ে বাজেটে একেবারে কম টাকা নাই। যে পরিমাণ টাকা আছে সেই পরিমাণ টাকা যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সঠিকভাবে খরচ করবার ব্যবস্থা হয় তাহলে অন্ততঃ সামান্যতম সুযোগ সুবিধা এই রোগী সাধারণ এবং যারা চিকিৎসার জন্য আসে তারা পেতে পারে। কিন্তু সে দিক থেকে যদি তাদের বঞ্চিত করা হয় তাহলে এই ব্যয় বরাদ্দের কোন অর্থই থাকতে পারে না। এই দিক থেকে আজকে এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এই ব্যয় বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই আজকে ত্রিপুরার প্রয়োজনের অনুপাতে যাতে করে আরও হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী এবং মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা যায় এবং তার জন্য যে প্রয়োজনীয় অর্থ দরকার সেজন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়ে আরও বেশী অর্থ আদায় করা দরকার। কেন না কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ আমাদের দিয়েছেন, তাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রয়োজন সেটা আশাতীত ভাবে মিটছে না। কাজেই যাতে করে আরও হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী স্থাপন করে ত্রিপুরার জনসাধারণের রোগের চিকিৎসা হয় এবং তারা যাতে চিকিৎসার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র পেতে পারে, সেজন্য আমাদের সকলের একত্রিত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ্ সৃষ্টি করতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আরও একটা ডিমান্ড রয়েছে, সেটা হল ডিমান্ড নাম্বার সিক্সটিন। এর জন্য ১৯৭০-৭১ সালের জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৭৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এই ডিমান্ডের উপর আমার একটা পলিসি কাট আছে। সেটা হল প্রয়োজন মত পাণীয় জলের সরবরাহ করতে সরকারী ব্যর্থতা। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার স্যার। আজকে যদি আমরা

শহর অঞ্চল বাদ দিয়ে গ্রামঞ্চলের দিকে চাই, তাহলে সেখানে দেখব যে পানীয় জলের ভীষণ অভাব। এই যে চৈত্র বৈশাখ মাস চলছে, সেখানে এই সময়ে পানীয় জলের জন্য একটা হাহাকার উঠেছে। এই হাহাকার যে এক জায়গাতে উঠেছে তা নয়, ত্রিপুরার সর্ব্বত্র আজকে পানীয় জলের জন্য হাহাকার। সেখানে পানীয় জলের অভাব। কাজেই এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে আমাদের পানীয় জলের একটা সুন্দর ব্যবস্থা করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই আগরতলা শহরের কাছেই একটা গ্রামে পানীয় জলের যে কি অভাব সেই সম্পর্কে এখন বলছি। সেটা নাগিছড়া। এই নাগিছড়া একটা বিরাট কলোনী, সেখানে মাত্র ২।৩টি রিং ওয়েল আছে। থাকলে কি হল, সেগুলিতে এই সময়ে কোন জল থাকে না। এই রিং ওয়েল থেকে জল নেওয়ার জন্য অনেক দূর থেকে মানুষকে আসতে হয়, তাছাড়া সেখানে আসতে হলে মধ্যে মধ্যে টিলা আর লুঙ্গা পার হয়ে অতি কষ্টে সেখানকার মানুষদের এই পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। আমি একবার যখন এই কলোনীতে যাই তখন সেখানকার লোকদের এই দুরবস্থা নিজের চোখে দেখে এসেছি। সেখানে পানীয় জলের জন্য যে কি হাহাকার, সেটা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝতে পারেন। আর দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে নৃপেন্দ্র চন্দ যে কলোনী আছে, সেখানেও এই পানীয় জলের জন্য হাহাকা উঠেছে। সেখানে ঐ একই অবস্থা। তাদের টিলা লুঙ্গা ভেঙ্গে তবে প্রয়োজনীয় পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয়। এই দুটি জায়গার কথা আমি বলেছি, তাই বলে যে অন্যত্রও পানীয় জলের অভাব নেই, তা নয়, ত্রিপুরার সর্বত্র এই পানীয় জলের অভাব চলছে। সেখানকার জনসাধারণ সরকারের কাছে বহুবার বহু রকমে আবেদন নিবেদন করেছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার তারা পাচ্ছে না। সে জন্য আমি বলব যে সরকার তার নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। যদি তাদের সেই সৎ সাহস থাকে তাহলে তারা এই জনসাধারণ যে পানীয় জলের জন্য অসুবিধা ভোগ করছে, সেটা দূর করার জন্য এগিয়ে আসবেন। আর যদি শুধু তাদের কাগজি গণতন্ত্রের কথা প্রচার করেন এবং তাদের তথাকথিত সেই সমাজতন্ত্রের কথা প্রচার করেন তা তাদের বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তাতে করে জনসাধারণের যে অসুবিধা আছে, সেগুলি কোন দিনই দূর হবে না।

তারপর আগরতলা শহরে যেভাবে আজকাল একটা মশার উপদ্রব চলছে, আজকে এখানে মানুষ সন্ধ্যা হলে পরে আর ঘরে বসে থাকতে পারে না। কাজেই এই মশার উপদ্রব থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আগে যেখানে ডি, টি, টি, দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এখন সেটা চালু আছে কিনা আমি তার কিছু বুঝি না। কারণ আমি গত এক মাস ধরে এই শহরে আছি, কিন্তু এমন একটা দিন দেখিনি যে কোথায়ও রাস্তাঘাট বা নর্দ্দমাতে ডি, টি, টি. দিয়েছে। এই মাত্র সেদিন দেখলাম যে আমাদের এম, এল, এ হোষ্টেলে ডি, টি, টি, দেওয়া হয়েছে। আমি এই আগরতলা শহরের নিকটবর্তী যে সব গ্রাম আছে সেগুলির কথা নাইবা বললাম। কিন্তু আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে যে এলাকাগুলি আছে সেগুলির আজকে কি অবস্থা?

এখানেতো পাড়াগুলির মধ্যে ঢুকলে দেখা যাবে রাস্তার আশে পাশে যে সব ডোবা আছে, সেগুলিতে ফেনা ইত্যাদি পঁচে গন্ধ বের হচ্ছে, আর তারই মধ্যে মশার শব্দ শুনা যাচ্ছে। সেখানে কি এই ডি, টি, টি, দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ? আমার মনে হয় তা নেই। কেননা যেখানে রাস্তার দুই পাশের নর্দমাগুলিতে ডি, টি, টি, দিতে দেখা যাচ্ছে না, সেখানেতো দেওয়ার মত অবস্থাই হয়ে উঠে না এটা আমরা ধারণা করে নিতে পারি। তারপরে কলেরা, বসন্তের টিকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছে। সে জন্য আজকে উদয়পুরে মানুষ মরছে, অমরপুরে মানুষ মরছে এবং সেই সংক্রামক রোগ আজকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কাজেই এই কলেরা এবং বসন্তের টীকা যাতে আরও ব্যাপক ভাবে দেওয়া হয়, সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। যেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বলেন যে আমাদের সমাজতন্ত্রের মধ্যে কাউকে না খেয়ে মরতে দেব না, আমরা কাউকে ঔষধ পত্রের অভাবে মরতে দেব না সেখানে আজকে লোকেরা না খেতে পেয়ে এবং সময় মত ঔষধপত্র না পেয়ে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। যখন কোথাও দেখা যায় যে মহামারী লেগেছে, তখন তারা কয়েকজন ডাক্তার বা অন্যান্য আরও কয়েকজনকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যান। তারা এমন কোন খবর পর্যন্ত রাখতে চান না যে সেখানে যাদেরকে পাঠানো হল. তারা ঠিক ঠিক মত কাজ করছেন কিনা, বা তাদের সেখানে যাওয়ার ফলে সেই রোগের প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমেছে কিনা বা কয়জন লোকে রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সেই সব জায়গাতে মারা গেল। এসব ওদের কিছু দরকার নাই। সেজন্য হয়তো আর খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। কাজেই আমি বলব যে এই সব ব্যাপারে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার যার ফলে সাধারণ লোকেরা তাদের ন্যূনতম সে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, সেটা পেতে পারে এবং তারা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলির যেন একটা সুরাহা হয়। সে জন্য আমি এই পলিসি কাটের সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে আর তাদের ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Shri Aghore Deb Barma :— I like to speak.

Mr. Speaker— Hon'ble member, you were absent from the House when I asked you to move your cut motion. Now you may have a chance for discussion on the demand.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড ফর গ্রেণ্ড নাম্বার ফিফ্‌টীন—মেডিকালের উপর ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সংগে সংগে অনেক জায়গাতে ডিসপেন্সারী এবং প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার খোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, কতগুলি জায়গাতে এইসব ডিসপেনসারী বা হেলথ সেণ্টার আছে, আর কতগুলি জায়গাতে সেখানকার জনসাধারণ সরকারের কাছে দীর্ঘ দিন

যাবত ঐ গুলির দাবী জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার থেকে কোন কিছু করা হচ্ছে না। এই রকম একটা ঘটনার কথা আমি এখানে তুলে ধরব, সেটা হল গোলাঘাটিতে ডাঃ এ, সি, ভট্টাচার্য্যের সময়ে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী করার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণে আজ পর্য্যন্তও হল না। এই গোলাঘাটি জায়গাটা চড়িলাম থেকে ৬ মাইল, বিশালঘর থেকে ৬ মাইল আর টাকারজলা থেকে ৮ | ৯ মাইল হবে। এর মধ্যে আর কোন ডিস্‌পেন্‌সারী বা হেল্‌থ সেণ্টার নেই। অথচ সেটা একটা ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চল। কাজেই ডিস্‌পেন্‌সারী না থাকার দরুণ এ অঞ্চলের লোকদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। আজকে যদি সেই অঞ্চলের মধ্যে কোথাও কোন রকমের একটা এক্সিডেন্ট হয়, তাহলে সেটাকে রিলিফ দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই। কাজেই গোলাঘাটিতে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী থাকা একান্ত দরকার। গোলাঘাটির মধ্যে একটা নূতন ডিস্‌পেন্‌সারী খোলা দরকার। আর লালসিংমুড়া বহু দিন যাবত সেখানকার জনসাধারণ দরখাস্ত করে আসছে সেখানে ডিস্‌পেন্‌সারী খোলার জন্য। আপ টু বক্‌সনগরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত যে একটা বিরাট এলাকা—ঘন বসতি এলাকা সেখানে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী হওয়া দরকার। তারপর হেজামারা সুবলসিংমুড়া এবং হেজামারা বাজারকে কেন্দ্র করে বহু গ্রাম, সেখানে একটা ডিস্‌পেন্‌সারী হওয়া দরকার। ত্রিপুরায় সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত সমস্ত ইনএকসেসিএবল এলাকাগুলির মধ্যে যেগুলি ডিটাচ্‌ড অবস্থায় আছে, সেখানে নূতন নূতন ডিস্‌পেন্‌সারী খোলার একটা প্রভি-শন এখানে এই বাজেটে থাকা দরকার ছিল. সেটা নাই। আরেকটা কথা হচ্ছে কাঞ্চন বাড়ীতে নামেমাত্র একটা ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। সেখানে ঘর কনষ্ট্রাক্‌শান হওয়া দরকার, কিন্তু অর্দ্ধেক হয়ে সেটার কাজ বন্ধ হয়ে আছে, কেন সেটা হয় না সেটা বুঝা মুস্‌কিল। সেখানে ডিস্‌পেন্‌সারী ঘর নাই বললেই চলে। অনেক দিন স্যাংশান হয়ে আছে, কিছুটা ভিট পর্যন্ত হয়ে বাকী কাজটা হলনা। সেখানকার জনসাধারণের দাবী হচ্ছে কুমারঘাট থেকে যেহেতু অনেক দূর এবং মনু থেকেও অনেক দূর এবং কাঞ্চনবাড়ী একটা থিক্‌লি পপুলেটেড এরিয়া সেই কন্‌সিডারেশনে সেখানে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার দেওয়া হোক। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন জায়গায় প্রাথমিক হেল্‌থ সেণ্টার দেওয়া যায় সেইদিক থেকে চিন্তা করে বাজেটের মধ্যে প্রভিশন রাখা দরকার ছিল, কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে নতুন হেল্‌থ সেণ্টার খোলার প্রভিশন আছে বলে আমার মনে হয় না।

আর হাসপাতাল যেগুলি এক্‌জিষ্টেন্‌স আছে, এক বাক্যে সকলেই স্বীকার করবেন—যেমন এখানে জি, বি, হাসপাতালের কথা আমি বলছি—টোটাল সীট হবে সম্ভবতঃ ৩০০ মত কিন্তু রোগী প্রায় সময়ই সাত শত থেকে আট শত থাকে। কাজেই সেইদিক দিয়ে যে নার্স আছে, যে ঔষুধপত্র আছে, বিছানা আছে, তা দিয়ে সেখানে কুলিয়ে উঠে না। কাজেই নার্সদের অনেক সময় ওভার-

টাইম করতে হয়। একটা রোগীকে নার্সিং হিসাবে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা, সেগুলি পেরে উঠে না। আমরা অনেক সময় হয়তো সমালোচনা করে থাকি কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব হয়ে উঠে না। আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত প্রত্যেক এলাকার মধ্যে সমস্ত জায়গায় ২০ বেডের হাসপাতালই হউক, আর ৬ বেডের হাসপাতালই হউক, একই অবস্থা। আমি একদিন ফটিকরায় বাজারে গিয়ে উপস্থিত হই, সেখানে একটা প্রাথমিক হেল্থ সেন্টার আছে। তার মধ্যে একজন ডাক্তার এবং দুইজন কম্পাউণ্ডার আছেন। একজন আজকে পাঁচ ছয় বছর ধরে সেখানে আছেন আর অপর জন মাত্র আড়াই বছর হয় সেখানে গেছেন। কিন্তু যিনি সেখানে আজকে পাঁচ বছরের উপরে আছেন তাকে বদলি না করে যিনি মাত্র আড়াই বছর সেখানে আছেন তাকে হঠাৎ করে বদলি করা হল। এই হচ্ছে অবস্থা। প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে সাধারণতঃ দুইজন ডাক্তার থাকার কথা। একজন এম, বি, বি, এস, এবং একজন এল, এম, এফ। এখন সেখানে যিনি এম, বি, বি, এস, ছিলেন তিনি ট্রেনিং-এ গেছেন, কতদিনের জন্য গেছেন আমি সঠিক জানিনা। তবে সেখানে রোগীর সংখ্যা সীটের যে সংখ্যা আছে তার দ্বিগুণ সবসময়ে থাকে, কাজেই এই অবস্থায় চিকিৎসা যদি ঠিক ঠিক ভাবে পাইতে হয় তাহলে একজন ডাক্তার দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠে না। এইসব জিনিষগুলি কন্সিডারেশানে আনা দরকার বলে আমি মনে করি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা বাড়ছে। অনেক সময় মিনিষ্টাররা বলে থাকেন যে আগের তুলনায় অনেক কিছু করেছি, সেটা আমরাও স্বীকার করি। রাজার আমলে এইসব কোনকিছুই ছিল না। কিন্তু একথাও বলতে হয় যে আগে লোকসংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ, আর এখন সেই জায়গায় হয়েছে ১৬/১৭ লক্ষ। তার উপর আমরা এখন গণতন্ত্রে বসবাস করছি। উনারা যদি আগের সঙ্গে তুলনা করে আত্ম সন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে থাকেন, থাকতে পারেন কিন্তু বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী এইগুলি যথেষ্ট নয়। প্রপার ট্রিটমেণ্ট যদি মানুষকে পেতে হয়, তাহলে সীট সংখ্যা বাড়ানো দরকার। যে সমস্ত হাসপাতাল ৬ বেডের আছে, সেগুলিকে ২০ বেড করা দরকার বলে আমি মনে করি।

আর হাসপাতালগুলিতে যে মিসমেনেজমেণ্ট হচ্ছে, সেই সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আমরা একবার কমিটি থেকে জি, বি, হাসপাতাল দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে চেয়ারম্যানও ছিলেন। বিছানার একটা লিষ্ট আমাদের কাছে দেওয়া হল। অর্থাৎ যে বিছানার ব্যবস্থা আছে তাতে করে একজন রোগী যাওয়ার পর আরেকজন নূতন রোগী ভর্ত্তি হলে পরে তার সে বিছানায় চাঁদরটা বদলে দেওয়ার তার মত এক্ট্রা চাঁদরও সেখানে পাওয়ার উপায় নাই। ওভার এণ্ড এভাব সারপোকার যে অবস্থা এটা বলার আর ইচ্ছা হয় না। এটা ডাক্তারবাবুরা জানেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও জানেন। এটা একটা সামান্য ব্যাপার, ইচ্ছা করলেই এইগুলি থেকে রোগীদের মুক্তি দেওয়া যায় কিন্তু সেগুলি করবেন না। আর বাই দি বাই আমরা যখন হাসপাতালে ঢুকছি আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনাদের কুকুরগুলি কি পাচার করেছ না এখনও আছে। ডাক্তারবা

বললেন যে আমরা মিউনিসিপ্যালিটিতে রিটন কম্‌প্লেন করেছি কিন্তু কিচ্ছু হয় নাই। কোন কোন সময় আমরা দেখি যে বিরাট বিরাট কুকুর গায়ে বিরাট বিরাট ঘা, রোগীদের খাওয়া যখন নিয়ে যায় তখন কুকুরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে যায়, এই দেখে রোগীদের খাওয়ার রুচি থাকেনা। শুধু আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নয় প্রত্যেকটি হাসপাতালের মধ্যে এই অবস্থা। এইগুলি একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনা যায়। কিন্তু কি করা যায়, চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী। এতে পয়সা ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্ন উঠেনা। আলাদা লোকও এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়ার প্রয়োজন নাই, শুধু এদিকে একটু নজর দেওয়া কিন্তু তা করবেন না। এইভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চলছে।

আর ত্রিপুরার মধ্যে অনেকগুলি ডিস্‌পেন্‌সারী আছে ডাক্তার নাই শুধু কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালানো হচ্ছে। যদি এখানে তা বলা হয় তাহলে উত্তরে বলা হয় ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছে না। না পাওয়ার কারণ কি? কারণ ত্রিপুরায়ও অল ইণ্ডিয়া বেসিসে ডাক্তার কম হওয়ার কোন কারণ নাই। কেন এখানে ডাক্তার আসেনা সেটার তথ্য নিয়ে. তারা কি চায়, তাদের পে-স্কেল বা যে সমস্ত অসুবিধা আছে সেগুলি দেখা দরকার। আজকে এখানে হিল এলাউন্স ইত্যাদি যদি দেওয়া হত তাহলে নিশ্চয়ই আস্‌ত। আর পে-স্কেল সম্পর্কে আমরা দেখছি তার মধ্যেও একটা তারতম্য আছে। যেমন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের আমলে — যখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এবং টি, টি, সি, ছিল। তখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের একটা অংশ টি. টি. সি-তে ট্রান্সফার করা হল কিন্তু দেখা গেল যে এ্যাডমিনিষ্টেশানে যে এল. এম. এফ. ডাক্তার আছেন তারা ১০ বছর চাকুরী করার পর তাদের সি. এ. এস গ্রেড—১ করা হয়েছে, কিন্তু টি. টি. সি-তে যাদের ট্রান্সফার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে হয়তো দশ বছরের উপরেও কারও কারও চাকুরী হয়েছে অথচ তাদের সি. এ. এস গ্রেড— ১ করা হলনা। একই বিদ্যা, একই কোয়ালিফিকেশান, একই সময়ে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট বা তারও আগে, অথচ একটা অংশ গ্রেড— ১ হল, আরেকটা অংশ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়ে গেল।

(রেড লাইট)

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার সময়ের দরকার।

মিঃ স্পীকার :— আপনার কত সময় দরকার? আপনি আর পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আর এখানে সাপ্লিমেণ্টারীর প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ট্রাইবেলদের মিনিমাম এবং মেক্সিমাম কত সাহায্য দেওয়া হয় যারা টি. বি. পেশ্যাণ্ট। উত্তরে বলা হয়েছে যে প্রয়োজন অনুপাতে দেওয়া হয়। কিন্তু উদ্বাস্তুদের যেভাবে ফিনানস্যাল গ্রাণ্ট দেওয়া হয় ট্রাইবেলদের সেইভাবে দেওয়া হয় না সেখানে তারতম্য করা হয়। কাজেই তারতম্য না করে একইভাবে সেটা করা উচিত বলে মনে করি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এক্স-রে প্লেট পাওয়া যায় না বলা হয়। এমন অনেক ঘটনা আছে ১০০ টাকার বা ৭৫ টাকার নীচে আয় হলে এক্স-রে ফ্রি পাওয়ার সুযোগ সুবিধে আছে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সরকারী কর্মচারীদের যারা অফিসার তারাই 'ঐ' কেটাগরীর মধ্যে নিজেদের দেখিয়ে এক্স-রে ফ্রি পাওয়ার সুযোগ সুবিধা নিয়ে নেন। পরবর্তীকালে যারা গরীব তাদের বেলায় প্লেট পাওয়া যায় না। আর টেলিফোন সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল অনেক স্পেশালিষ্ট ডাক্তারের বাড়ীতেই টেলিফোন আছে ঠিকই। কিন্তু যারা নাকি ডাইরেক্টলী ইনডোর পেসেন্টদের সংগে রিলেটেড চিকিৎসার ব্যাপারে তাদের বাড়ীতেও টেলিফোন থাকা উচিত যাতে নাকি তারা এমারজেন্সী কলে আসতে পারেন। তা না হলে অনেক সময় অসুবিধা হয়। আর একটা খুব ইম্পোর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে ইদানীং জি, বি, হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিজেই সেটা রিপোর্ট করেছেন, একটা সময় আছে ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত যখন সকলেই তাদের নিজের রোগীদের দেখতে যেতে পারেন। কিন্তু সে সুযোগে একদল মস্তান আছে তারাও নাকি বেড়ানোর মত সেখানে যায় কিন্তু এতে নার্সরা যখন অবজেকশন দেন তখন তাদের পক্ষ থেকে নাকি থ্রেটেনিং দেওয়া হয় আমরা দেখে নেব তোমাদের রাস্তায় বেরোলে। কাজেই এই সম্পর্কে নজর দেওয়া দরকার। আর একটা হল অ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কে। বর্ত্তমানে যে এ্যাম্বুলেন্স আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। একটা অ্যাম্বুলেন্স শুধু জি, এম টু জি, পি, এবং জি. বি. টু জি, এম নার্স এবং ডাক্তারকে ক্যারী করবার জন্য সব সময় রাখতে হয়। কারণ অ্যামারজেন্সীর জন্য দরকার আছে। কাজেই তাদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স বাড়ানো দরকার। ফটিকরায়ের মধ্যে কোন অ্যাম্বুলেন্স নাই। অতএব সেখানকার এলাকার জনসাধারণের দাবী হচ্ছে যে কুমারঘাটে অন্তত একটা অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট এর ব্যবস্থা করা হোক। সেখানে এই ব্যবস্থা করলে আপদে বিপদে অ্যামারজেন্সীর ক্ষেত্রে খুব সাহায্য হবে। এটা ঐ এলাকার জনসাধারণের দাবী। আর একটা কথা হচ্ছে নার্সদের যেসমস্ত পে-স্কেল রিভাইজড করে দেওয়ার কথা ছিল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ওয়াশিং অ্যালাউন্স দেওয়ার কথা, এখন পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। এইগুলি দেওয়া দরকার। আর একটা ঘটনা হচ্ছে কিছুদিন আগে আমার ভগ্নিপতি তার বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে গিয়েছিলেন। আমি তখন ছিলাম না। আমি যখন এসেছি তখন আমার বাসার গিয়ে উপস্থিত, মুমূর্ষ অবস্থা তখন। তখন সে আমাকে নিয়ে জি. বি. তে গেল এবং মেল মেডিকেলে তিনি ভর্তি হলেন। সেই ওয়ার্ডের যে ডাক্তার তার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। যেভাবেই হোক আমি পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাকেও তিনি চেনেন না। তাকে বললাম যে রোগী খুব ছটপট করছে একটা কিছু করুন। শেষ পর্যন্ত বি. এন্ চৌধুরী আমার জানাশুনা লোক। তাকে

ধরলাম, আধ ঘণ্টা পরে রোগী ভর্তি হল। আর একটা ঘটনা হয়েছে সে টাকা ও নিয়েছে। ৩০ টাকা আমার ভগ্নীপতির কাছ থেকে নিয়ে প্রেস ক্রিপশান করে দিল। তখন সে বাইরে থেকে ২১ টাকা দিয়ে ইনজেকশন কিনে দেওয়ার পর একটা ইনজেকশন দিয়ে ত আর দেয় না। তারপর বি, এন, চৌধুরী ফিরে আসলেন, আমিও ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার ভগ্নীপতি হতাশ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ ডাক্তারকে নেওয়াই গেল না শেষ পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত আমি শুনলাম বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর রোগী মারা গেল। রোগী মরতে পারে। তাতে আপত্তি নাই। তথাপি রোগী যদি ভাল হয় তা হলে তো খুশী হয়েই টাকা দিবে। কিন্তু এইভাবে ডাক্তারের ফিস নেওয়া উচিৎ নয়। আমি সব ডাক্তারের কথা বলছি না। কিছু কিছু এই রকম ডাক্তার আছে। অর্থাৎ পাহাড়ী উপজাতি দেখলেই আর কথাই বলতে চায় না। টাকা দিয়েও যদি চিকিৎসা পেত তা হলেও কোন আপত্তি ছিল না। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। ডাক্তারবাবুরা অনেকেই জানেন। কাজেই এই সমস্ত মনোবৃত্তির পরিবর্তন না হলে তাদের পক্ষে প্রপার ট্রিটমেণ্ট পাওয়া জটিল। আরও কিছু বলার দরকার ছিল। (রেড লাইট) অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আরও দুই মিনিট সময় দিন। আর পাবলিক হেলথের মধ্যে কয়েকটি পয়েণ্ট আমি উল্লেখ করতে চাই। মশার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা জনস্বাস্থ্যের একটা কৃতিত্ব বলতে হবে। এই খাতে যথেষ্ট টাকা আছে। অথচ সেনিটেশন বলতে যেটা বুঝায় সেই দিকে কিছুই করা হচ্ছে না। আর সিজনেল ভ্যাকসিনেটরদের সম্পর্কে—

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটা অভিরামবাবু বলেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা — বলতে পারেন। তিনি বলেছেন তার কথা। আমি বলব আমার কথা। সিজন্যাল ভেক্‌সিনেটরদের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী তাদের পার্মানেণ্ট করা উচিৎ। সেণ্ট্রালী স্পনসরড যদি হয়েও থাকে তবুও সেণ্টারকে একটা প্রপোজ্যাল পাঠিয়ে এটা করা উচিৎ। আর ড্রিংকিং ওয়াটারের কথা বলে লাভ নাই। টাকা পয়সা খরচ করে অনেক রিংওয়েল করা হয়েছে। আমাদের গ্রামেও একটা ছিল। কিন্তু এটা করার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াটা ফেটে যায়। পরে আর এটা ঠিক করা হয় নি। কাজেই জনসাধারণকে একতরফা বুঝ দিলে তো চলবে না। সেগুলি এমনভাবে করা উচিৎ যাতে জল সেখানে পাওয়া যায়। এই মনোবৃত্তি নিয়ে যদি এইগুলি করা হয় তাহলে এর কোন অর্থ নাই। কাজেই টাকা পয়সা খরচ করার দিক দিয়ে অন্তত একটা জাসটিফিকেশন থাকা দরকার। আর একটা ঘটনা হল বাই দি বাই আমি এবং মনমোহন দেববর্মা একদিন টাকারজলা বাজারে গিয়ে উপস্থিত। সেখানে দেখলাম আমাদের পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট মাইক টাইক নিয়ে হাজির। তারা বলল যে, অঘোরবাবু আপনাকে পেয়ে ভালই হল। অর্থাৎ তারা ভাক্‌সিনেশান সম্পর্কে লোকদের সিনেমা দেখাবেন কিভাবে এইগুলি দিতে হয়। দিলে কি হয় ইত্যাদি। আমি তখন বললাম, আপনারা সিনেমা দেখাবেন ভাল কথা। কিন্তু তাদের

আগে থেকে খবর দিয়ে যদি রাখতেন তা হলে তো আরও ভাল হত। অনেক লোক জমা হত। সময়টাও ভাল ছিল। হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত। আমিও তখন কি করি, গিয়ে বসলাম। আর মনমোহন দেববর্মাকে সভাপতি করা হল। কিন্তু লোক নাই। আর লোক পাব কোথায়। কাজেই টাকা আছে করতে হবে। খুব ভাল কথা। কিন্তু জনসাধারণের মংগলের জন্য যাতে খরচ হয় তাতে নিশ্চয়ই অংশ গ্রহণ দরকার। আজ এ কম্যুনিষ্ট মেম্বার আমি যাব না সেটা কথা নয়। এই সমস্ত প্রিজুডিস্ আমার নাই। ঐ দিন কি কি একটা অবজার্ভ করার দিন। তবে ৭ দিন আগে খবর দিলে তো ভাল হয়। সেগুলি না করে কিছু টাকা সেখানে মাইকের নামে বা গাড়ী খরচের নামে খরচ করা উচিত নয়। যে পারপাসে টাকাগুলি খরচ করা হচ্ছে সেই পারপাস সার্ভ হওয়া উচিত। অর্থাৎ যে পারপাসে টাকাগুলি খরচ করা হয়, সেইগুলি পারফাস ফুল্‌লী সার্ভড হওয়া উচিত। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা গৌরী সেনের টাকা পাচ্ছি, অর্থাৎ সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে টাকা পাচ্ছি, সেটা খেয়াল খুসীমত খরচ হচ্ছে। আর একটা কথা হল এটা যদি গণতন্ত্রই হয়ে থাকে, তাহলে যেভাবে খরচ হওয়া দরকার, টিক সেইভাবে করা হচ্ছে না। কাজেই এগুলি সম্পর্কে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু সময় এত কম যে তার জন্য অনেক পিড়াপিড়ী করলাম তবুও সময় পাওয়া যাবে না। আজকে স্পীকার আমাদের এই হাউসের অথরিটি, কাজেই উনার কথা আমাদের মানতে হয়, সে জন্য আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়, মেডিক্যাল এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থের পর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর বিরোধী দল থেকে এই ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশান এনেছেন, আমি তার তীব্র বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা যে কোন জগতে বাস করেন, বিশ্বাস বলতে তাদের মধ্যে কিছু নেই, তাদের মধ্যে সব সময়ে একটা অবিশ্বাসের ভাব থাকে। কাজেই বিশ্বাস যাদের নেই তারা সেখানে কিছুই চোখে দেখবে না। এবং না দেখার দরুণই তারা এই কাট মোশানগুলি এখানে এনেছেন। তাদের একটা কাট মোশান হল, টি, বি, রোগ সম্পর্কে, আজকে আমি জানি যে আমাদের ত্রিপুরাতে একটা টি বি হাসপাতাল আছে, সেটা আছে এই আগরতলা শহরে। হয়তো সেখানে রোগীদের জন্য সীট আছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম হতে পারে, কাজেই সীট আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু একটা জিনিষ এখানে দেখা দরকার যে টি, বি, রোগ কার কখন হবে বা ন হবে, সেটা তো আর আগে থেকে জানা যায় না। কিন্তু বর্তমানে টি, বি, রোগীদের জন্য ব্যবস্থা আছে তাতে দেখা যায় যে যখন টি, বি, রোগী আসে, তখন তাকে পরীক্ষা করা হয়, যদি তার সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ থাকে তাহলে আগরতলায় হাসপাতালে পাঠানো হয়,

এখানে আসলে পরে তাকে এ্যাক্স রে করা হয় তারপর যদি তার ভর্তি হওয়ার মত অবস্থা হয় তাহলে তাকে ভর্তি করানো হয় এবং তাকে ফ্রি ঔষধপত্র দেওয়া হয়। আর যদি কেউ গরীব থাকে তাহলে তাকে বাড়ীতে বসে বসে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক মাসে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং সেই মত তাকে ঔষধ পত্র দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং তার যদি আর্থিক অবস্থা এমন খারাপ হয় তাহলে তাকে ফল ইত্যাদি খাওয়ার জন্য সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়া প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশান্যাল হাসপাতালগুলিতে এই রোগের জন্য ঔষধ পত্র মজুত রাখা হয় যাতে করে সেগুলি ঐ ধরণের রোগীদের মধ্যে বিলি বণ্টন করতে পারা যায়। এই সব ব্যবস্থা আমাদের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে। তবে উনাদের একজন বলছেন যে, ট্রাইবেলদের ফ্রি কিছু দেওয়া হয় না এবং ট্রাইবেল ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে এই রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে একটা তারতম্য করা হয়। কাজেই এই যে উনাদের একটা অবিশ্বাস্য ভাব, এটা তাদের মন থেকে কোন দিন ঘুচানো যাবে না আমি মনে করি। কারণ আজকে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে যে ভাবে লোক সংখ্যা বেড়ে চলছে; তাতে করে কি ট্রাইবেল এলাকা আর নন-ট্রাইবেল এলাকা, সব জায়গাতে এই টি, বি, রোগটা দেখা যায়। টি, বি, রোগ যে বাড়ছে না, সেটা আমি বলছি না রোগ বাড়ছে, কারণ ত আমি আগেই বললাম। তবে উনারা যে বল্লেন ব্যবস্থা নেই অব্যবস্থা আছে, এটা আমি মানতে রাজি নই। আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে তারা এখানে মাত্র তিনজন সদস্য আছেন, তাহাদের এক জনের কথার সংগে অন্য জনের কথার মিল নেই, তিনজনে তিন রকম কথা বলছেন সেজন্য আমি বলব যে উনারা যেটা বল্লেন, ট্রাইবেল বেলায় কিছু দেওয়া হচ্ছে না, উদ্বাস্তুদের বেলায় সব কিছু দেওয়া হচ্ছে, সেটা ঠিক নয়। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে তাহাদের এক এক জনের বক্তব্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

তারপরে বলা হয়েছে পানীয় জলের অভাব সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আমরাও এই হাউসের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা করেছি। প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন জায়গাতে টিউব-ওয়েল এবং রিং ওয়েল ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে, তবে একটা জিনিষ উনারা বলতে পারতেন যে চাহিদা মত দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলব যে চাহিদা মত দেওয়া সম্ভব নয়। কেন না সরকারের তো আর টিউব-ওয়েল আর রিং-ওয়েল দেওয়াটা তার সব কাজ নয়, তার আরও অনেক কাজ আছে, সেগুলিও জনসাধারণের উপকারের জন্য করতে হবে। তবে আমার এখানে একটা বক্তব্য আছে, সেটা হল পাবলিক হেল্‌থ থেকে ব্লকের মাধ্যমে যে টিউব-ওয়েল দেওয়া হয় সেখানে প্রথমে তাদের কাছে কটা অ্যামাউন্ট চাওয়া হয় যে ১৭০ টাকা দিলে পরে টিউব-ওয়েল দেওয়া হবে। আমার কথা হল এমনও দেখা যায় যে এক জায়গাতে টিউব-ওয়েল বসালে সেখানে হয়তো ২।৩ টা পাইপ লাগে আবার অন্য আর

এক জায়গায় বসালে পরে সেখানে হয়তো ৫।৬ টা পাইপ লাগবে, তাহলে সেখানে কি ভাবে এই ধরণের একটা এষ্টিমেট করা হল যে টিউব-ওয়েল পেতে হলে ১৭০ টাকা প্রথমে জমা দিতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে টিউব-ওয়েলগুলি এভাবে না করে যদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সেই টিউব-ওয়েলের পার্টসগুলি দিয়ে দেওয়া হয়, কেন না সেখানে তো আর লেবারের অভাব নেই, তারা সেগুলি করতে পারবে। কাজেই এই যে ১৭০ টাকা দেওয়ার কথা, সেটা গরীব জনসাধারণের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আর দেখা যায় টিবওয়েল দিলে সেখানে সেগুলি কয়েক দিনের মধ্যে অকেজো হয়ে যায়। তাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে। এখন যদি ঐ ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে বলা হয় যে টিউব-ওয়েল করে দিয়ে এসেছেন, কিন্তু সেটা তো এখন নস্টই হয়ে রয়েছে কাজে মেরামতের কাজটা করে দিতে হবে। তখন তারা বলে যে এটা আমাদের দায়িত্ব নয়। এভাবে অনেক ঘুরাঘুরি করতে হয়। কাজেই এটা জনসাধারণের পক্ষে কোন মতেই কাম্য নয়। এর একটা প্রতিকার করা একান্ত দরকার, তা না হলে শুধু টিউব-ওয়েল দিয়ে সরকার দায়িত্ব খালাস করতে চাইলে সেটা খালাস হয়ে যাবে না। আর রিং ওয়েলেও ঐ একই অবস্থা। সরকার আজকে আগরতলা শহরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পাণীয় জলের ব্যবস্থা করছে, কিন্তু সাব-ডিভিশানের বা মফঃস্বল এই পাণীয় জলের ব্যবস্থা করতে কেন যে সাধারণ লোকদের কাছ থেকে ১৭০ টাকা করে জমা নেওয়া হয়, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। অথচ এই টাকা কৃষকদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা মনে করি এই টাকাটাও সরকার তাদের থেকে নেওয়া বন্ধ করা উচিত। তাই আমি বলছিলাম যে সরকার যদি পাইপ, ফিল্টার ইত্যাদি খরিদ করে কণ্ট্রাক্টারকে না দিয়ে যদি ঐখানকার পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এই টিউব ওয়েল করায়, সেখানে যথেষ্ট মজুর আছে তাহলে ভাল হয়। সেখান জনসাধারণ না হয় বোরিং খরচটা দিল।

আর এক ভদ্রলোক বলেছেন যে সন্ধ্যা সময়ে তিনি মশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পান না। ডি, টি, টি, দেওয়া হচ্ছে না আবার কোথাও কোথাও নাকি ভেকসিনেশান দেওয়া হচ্ছে না ইত্যাদি। সেজন্য আমি বলেছি স্যার, ওদের কোন বিশ্বাস নেই। এখন বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে তারা কি করে চোখে দেখবেন যে আমাদের এখানে যে অনেক কিছু হয়েছে এবং হচ্ছে। আসল কথা হল স্যার, আমার কাছে একটা কথা হচ্ছে, বিশ্বাসে পাবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর কাজেই তাদের বিশ্বাস নেই। কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস না থাকার দরুণই আজকে তাদের পশ্চিমবঙ্গ, এবং কেরলা এবং তথা ত্রিপুরায় তাদের চিৎকার যে আমরা সংখ্যা লঘু, আর এখানে বলছেন যে আমরা মাত্র তিন জন। অতএব আমি বলব কংগ্রেসকে বিশ্বাস করুন, তাহলে ভোটও কৃষ্ণও পাবেন। আমি নারদমুনির কথা বলছিলাম। নারদ মুনিতো বীণা নিয়ে সারা দিন কেবল নারায়ণ নারায়ণ বলেন। একদিন তার মনে হল আমিতো সারাদিন নারায়ণ নারয়েণ বলি, সেটা বললেই বা কি হয়, না বললেই বা কি হয়? ব্রহ্মাতো সৃষ্টি কর্ত্তা, তার কাছে জিজ্ঞাসা করলেই হয়ত জানা যাবে। এই মনে করে ব্রহ্মার কাছে যেয়ে উপস্থিত। ব্রহ্মাতো নারদ মুনিকে

দেখে খুব খুশি। বল্লেন আসুন আসুন মহর্ষি, কি খবর। নারদ মুনিকে তখন জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা আপনি ত সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমি বলতো নারায়ণ নারায়ণ বললে কি হয়, আর না বললেই বা কি হয়। তখন ব্রহ্মা বললেন সর্বনাশ, এর উত্তর ত আমি দিতে পারব না। তুমি বরং মহাদেবের কাছে যাও, তিনি সেই উত্তর দিতে পারবেন। নারদ তখন মহাদেবের কাছে যেয়ে উপস্থিত। মহাদেব ছাই ভস্ম মেখে বসে আছেন, তার কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, মহাদেব তুমি বলতে পার নারায়ণের নাম করলে কি হয়? মহাদেব বললেন তাইতো ঠিক বলেছ। তুমি বরং নারায়ণের কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা কর তাহলে উত্তর পাবে। তখন নারদ মুনি বীণা হাতে নারায়ণের কাছে যেয়ে উপস্থিত, নারায়ণ তাকে দেখে খুব খুশী। কারণ তাকে সকলেই ভালবাসে, লোকটা খুব খারাপ ছিলনা, তার দোষ ছিল কেবল একটু ঝগড়া লাগানো, এমনি লোক ভাল, নারায়ণের কাছে যেয়ে সে বলল যে আমি ব্রহ্মা এবং মহাদেব, সকলের কাছেই জিজ্ঞাসা করলাম যে নারায়ণ বললে কি হয়, আর না বললেই বা কি হয়, তারা তোমার কাছে আসতে বলল, তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। নারায়ণ বলল তুমি বরং যমরাজার কাছে যাও, তিনি তোমার এই উত্তর দিতে পারবেন। তখন নারদ মুনি যমরাজার কাছে যেয়ে উপস্থিত। যমরাজাতো মহর্ষিকে দেখে অবাক। তখন নারদ মুনি যমরাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা যমরাজা তুমি বলতে পার নারায়ণ বললে কি হয়, আর না বললেই বা কি হয়? তখন যমরাজা বললেন আচ্ছা তুমি আগে আমার রাজত্ব দেখ, তারপর তুমি তার উত্তর পাবে। এই বলে নারদ মুনিকে নিয়ে যমরাজা তার রাজত্ব দেখাতে আরম্ভ করলেন। যমরাজা তার অফিস, বৈঠকখানা, বাগান ইত্যাদি দেখিয়ে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁচেছেন, সেখানে নারদ মুনি দেখে যে সর্ব্বনাশ, কারো চোখ খুলে ফেলেছে, কাউকে বিষ্টার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে, কারো হয়তো জিব টেনে বার করছে, এইসব দেখে নারদ মুনি ত নারায়ণ নারায়ণ বলতে আরম্ভ করেছে, আর এদিকে যত পাপী, তাপী ছিল সব সশরীরে স্বর্গে চলে যাচ্ছে। তখন যমরাজা বললেন সর্ব্বনাশ মুনি তুমি এখন চল, এই আমার রাজত্ব আর থাকবে না। অতএব মাননীয় সদস্যগণের যদি কংগ্রেসের উপর বিশ্বাস থাকত, তাহলে তারাও তাদের সামনে টিউবওয়েল, ভেক্সিন সমস্তই দেখতে পারতেন। একজন ভদ্রলোক এখানে বলেছেন যে উনার এলাকাতে নাকি টিকা সম্পর্কে প্রচার হয় নাই। আমি বলব এই বৎসরে প্রত্যেক সাবডিবিশনে, অমরপুর, বিলোনিয়া, সাব্রুম, প্রত্যেকটি জায়গায় ভালভাবে প্রচার হয়েছে। আমরা এখনও দেখেছি। যে প্রাইভেট ডাক্তার যারা আছেন, তাদের দিয়ে পর্য্যাপ্ত ভেক্সিন দেওয়ানো হয়েছে এবং প্রচারের মাধ্যমে প্রত্যেক গাঁওসভার মধ্যে খবর দেওয়া হয়েছে। আমার সাবডিভিশনে আদিবাসী ভাইয়েরা একটা টিমের জন্য আমার কাছে এসে বলেছিল যে আমাদের এক্ষুণি এখানে বসন্ত এবং কলেরার টীকার জন্য ডাক্তার পাঠাও। এই অবস্থায় তারা ভেক্সিন চোখে দেখেন নাই।

দেখবেন কি করে, কখন কোথায় থাকেন বিশ্বাস নাই, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেন আর কেবল আমরা পশ্চিমবঙ্গে গেলাম, কেরলা গেলাম, আর ত্রিপুরার মধ্যেও আমরা সংখ্যালঘু হয়ে গেলাম এই কেবল তাদের লক্ষ্য। কেন একথা বলছি স্যার, এবার খুব সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে। তবে লোক যে মরেছে তা ঠিক। অসুখ বিসুখে লোক মরবে। জন্ম যখন হয়েছে, মৃত্যু হবেই। কাজেই তার জন্য ব্যবস্থা হয় নাই সেকথা ঠিক নয়। কাজেই তাদের এই যে বক্তব্য কি করে আমরা গ্রহণ করব, স্যার। যাদের কোন কিছুর উপরই বিশ্বাস নাই, তাদের বক্তব্য কি করে গ্রহণযোগ্য হবে; এখানে ৪টি ৩০ বেডের হাসপাতাল করার প্রভিশন রাখা হয়েছে, বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে, এখানে বাজেটের মধ্যে রয়েছে, অথচ এখানে একটা কাট মোশান দিয়েছেন। তাই তদের কাট মোশান আমরা ত সমর্থন করতে পারিনা। আমি বলব তারা কংগ্রেস হয়ে যাক, তাহলে সব কিছুই দেখতে পারেন, এবং সমস্ত কিছুতেই তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। লাল জেনা ত্যাগ করুন। উনারা পশ্চিমবঙ্গে যান, কেরলায় যান, উনারা এই দেশে থাকেন না, তাই উনারা কোনখানে জল দেখেন না, টিউবওয়েল দেখেন না, কেবল মশা দেখছেন। আর চীৎকার করছেন ডি, ডি, টি, দেওয়া হচ্ছে না। ডি, ডি, টি, দিতে হলেও তার একটা নিয়ম আছে, পরিমাণ আছে। ডি, ডি, টি, বেশী ছড়ালে মানুষ মরবে, তারপর আবার বলবে ডি, ডি, টি, দিয়ে মানুষ মেরেছে। ঐ হচ্ছে তাদের অবস্থা। যাই হউক ওদের কথা কিছু কিছু·········

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The Member speaking will have the floor.

(After recess)

Mr, Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Shri Nishikanta Sarkar,

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিভাগের উন্নতি হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে ডাক্তার কম, ডাক্তার নাই। কিন্তু এই কথা বলেন নাই যে আজকে ত্রিপুরায় জি, বি, হাসপাতালে কলকাতা থেকেও রোগী এসে চিকিৎসা করান বলে আমি জানি। তবে উনি দেখেছেন কুত্তা। কুকুর যে কে না পোষে, বড় হোক, গরীব হোক, কুকুর প্রত্যেকেই পোষে। তবে আমার মনে হয় কুকুর দেখে ভয় পায় বদমাস যাঁরা তারাই।

Mr, Speaker :— Hon'ble Member, 'বদমাস' is unparliamentary.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আমি উইথড্র করছি। এত কথা শুনে মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম কতগুলো দৃষ্টান্ত দেয় তারা। আমি এখন স্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে বলবো যে, চারটা হাসপাতাল সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বেড সংখ্যা বাড়াবেন। এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেই অনুরোধ করব। খাদ্য সম্বন্ধে আমার যুক্তিটা এখানে রাখছি। মফঃস্বলের কথা বলব। বিশেষ করে উদয়পুরের কথা বলব। এটা সম্বন্ধে আগেও

আমি বলেছি, আজকে বলব যে এ যেন কনট্রাক্টারের বিজনেস হিসাবে মন্ত্রীরা না দেন। কোন বৎসরে কোন স্থানীয় লোকদের এই কনট্রাক্ট দেওয়া হয় না। এটা যেন একজন কনট্রা-ক্টারের জমিদারী। এই দিকে স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে আমরা প্রায়ই বিরক্ত করি। এমন কি ক্যাশ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় যাতে রোগীর খাদ্য তারা টাইম টু টাইম কিনতে পারে। তারা এই রকম টেণ্ডার দেয় যেমন মাংস দেড় টাকা কে, জি, হয়ত ডিম দিল আট আনা হালি। এভাবে একটা টেণ্ডার দিয়ে বসে থাকে। কিন্তু সাপ্লাইর বেলায় ১২ টার আগে খাদ্য পৌছলো না। এটা ১২ মাস আমার এখানে লেগেই আছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি যে লয়েষ্ট টেণ্ডার লয়েষ্ট টেণ্ডার করে রোগীকে যেন খাদ্যের দিক দিয়ে অসুবিধায় ফেলে না দেওয়া হয়। এটা শুধু উদয়পুরে নয়, আমার মনে হয় প্রত্যেক মহকুমায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। রোগীর খাদ্যের বেলায় এত বাছাবাছি যেন করা না হয়। কোটেশান নিয়ে যারা স্থানীয় লোক আছে তাদের যদি এই দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় স্থানীয় লোকের ভয়েই খারাপ খাদ্য তারা দিতে পারবে না। এই আমি একটা সাজেশান রাখছি। আর একটা রাখছি ডাক্তার কম্পাউণ্ডার সম্পর্কে। এই জায়গায় এক সদস্য বলেছেন ঔষধ নাই। আমি জানি ঔষধ আছে, মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট দিচ্ছে। কোন সাবডিভিশনে কোন ঔষধ নাই বলে আমরা শুনি নাই। তবে কতকগুলি ঔষধ আছে যেমন প্যাটেণ্ট ঔষধ নাই। সেটা আমি শুনেছি প্যাটেণ্ট কতগুলি ঔষধ হয়ত বাইরে থেকে কিনতে হয়। হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় না। কিন্তু অন্য ঔষধ আমাদের প্রচুর আছে। তবে ডাক্তার কম্পাউণ্ডার সম্বন্ধে বলতে গেলে, হয়ত মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর অনেক সময় বলেন যে কি করব ডাক্তার নাই। ডাক্তার পাচ্ছি না। পাচ্ছি না বলে চলবে না। এক মাননীয় সদস্য বলেছেন ডাক্তাররা এসে থাকতে চায় না কেন ? তাদের বেতনের দিক দিয়ে সুবিধা দিয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তার কারণ চন্দ্রপুর কলোনীতে, বিলিফের আমলের ডিসপেন্সারী, সেটাতেও ডাক্তার নাই। তারপর তেপানিয়া ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার নাই। অর্থাৎ ঐ ডিসপেন্সারীগুলিতে যাতে ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হয় সেই অনুরোধ আমি রাখব। তাছাড়া মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, এটা ঠিক। এক মাননীয় সদস্য বলেছেন—মহারাণীতে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের কথা বোধ হয় আজকে ২০ বছর ধরে আমি বলে আসছি। মন্ত্রী বাহাদুর কথাও দিয়েছিলেন, হবে। সেখানে পাবলিক থেকে মস্তবড় একটা জায়গাও আমরা দিয়েছি। সেখানে একটা ডিসপেন্সারী আছে মহারাণীতে। কিন্তু ডাক্তার দিতে পারছে না। সেখানে যাতে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার হয় তার জন্য অনুরোধ করছি। মির্জ্জা শালগড়া তহশীলে কাকড়াবন পর্যন্ত বিরাট এলাকায় একটা হাসপাতাল নাই। অন্তত: মির্জ্জাতে যেন একটা ডিসপেন্সারী দেওয়া হয়। আমাদের উদয়পুরে ক্রমশই লোক বাড়ছে। আমি অনুরোধ করব এই বৎসরেই যেন উদয়পুরে যে ৩০ বেড বাড়ানোর

কথা আছে সেটা যেন তরান্বিত করা হয়। পাবলিক হেল্থ সম্বন্ধে বলছি। মাননীয় সদস্যরা হিসাব পত্রের সংগে কোন সম্বন্ধই রাখেন না যে আগের দিনে যে আমরা কি দেখেছি আর কংগ্রেসের আমলে কি হয়েছে। আগের দিনে কলেরায়, ম্যালেরিয়াতে ত্রিপুরার মানুষ শত শত বাড়ীকে বাড়ী উজাড় হয়ে যেত। আর এই কংগ্রেসী শাসনের আমলে ম্যালেরিয়া নাই বললেই হয়। ম্যালেরিয়া দূর হয়েছে, তাছাড়া কলেরা বসন্ত খুব কমই হয় এখন। মহামারী আকারে তো আমি আর দেখি না, অন্তত: ত্রিপুরার বুকে। তবে কথা হচ্ছে বৎসর বৎসর কলেরা হয়, বসন্ত হয় এবং যাতে এগুলি মহামারী আকার ধারণ করতে না পারে সেজন্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও নেওযা হয়। কিন্তু উনারা সেটা চোখে দেখছেন না। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যে বিরোধীদের যে কাট মোশান তার কোন যুক্তি নাই। তারা একবার বলবে ডাক্তার নাই। ডাক্তার দাও। আবার বলবে ডাক্তার ঘুষ খায়, বেশী ডাক্তার দিলে অসুবিধা হবে, আবার ঐ দিক দিয়ে ডাক্তার দাও। এইগুলি আমি যুক্তির মধ্যে পাই না। তারা এই জন্য মোশনটা এনেছেন যে বাইরে জনতার কাছে বলবে আমরা বলেছি তোমাদের কথা। সরকার করবে না। এই জন্য আমি বলছি যে তাদের মিষ্টি কথায় আমরা ভুলছি না। এই বলে ডিমাণ্ডের পক্ষে আমার যুক্তি রাখছি এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করে শেষ করছি।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই সভায় মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী ১৫-মেডিক্যাল, ১৬-পাবলিক হেল্থ এবং ৩৫-ক্যাপিটেল আউটলে অন ইম্প্রুভমেণ্ট অব পাবলিক হেল্থ সম্বন্ধে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। ত্রিপুরার অতীত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় ২০ বৎসর আগে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য বিভাগ কি কার্যকলাপ করেছে এবং ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য তদানিন্তন সরকার কি করেছিলেন এবং বর্ত্তমানে ২০ বৎসর পরে এসে আমরা কি অবস্থায় এসে পৌছেছি।

বর্ত্তমানে ২০ বছর পরে এসে আমরা কি অবস্থায় এসেছি, তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ধারাবাহিক যে অগ্রগতি চলছে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা তাদের কাটমোশানের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য রাখার ভঙ্গিমায় যা কিছু রেখেছেন তাতে আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে তারা সেগুলি তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রেখেছেন। তাদের মতে হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেসব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, সেগুলি অগ্রগতির পর্যায়ে পড়ে না। আমি বলব ত্রিপুরার কংগ্রেসী সরকারের যে কার্য্যকলাপ তার মাধ্যমে ত্রিপুরার জন জীবনের যে সুখ-সাচ্ছন্দ এসেছে এবং তারা যে অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছেন; এটাকে দেওয়ালের লেখার মত বলা যেতে পারে। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা সেই অগ্রগতিকে রোধ করবার জন্য যা কিছু করেছেন, সেটা যদি তারা তাদের পূর্ব্ব ইতিহাস খুঁজে দেখেন, তাহলে

বুঝতে পারবেন যে তারা ত্রিপুরার জন-জীবনের কি না ক্ষতি করেছেন, এবং মনে করি সেজন্য তাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত। তাদের এই সব কার্য্যকলাপ সম্পর্কে ত্রিপুরার জনসাধারণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, এবং সেটা তারা কোন দিনই ভুলতে পারবেন না। তাই আমি আজকে তাদের উদ্দেশ্য করে বলব, তারা আর যেন ঐ মাও সেতুং আর লেনিনের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আমাদের ভারত পথিক মহাত্মা গান্ধী যে পথের নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেটাকে যেন স্মরণ করেন। আর তা না হলে, বক্তৃতা আর বাকচাতুর্য্যের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মনকে জয় করা যাবে না এবং দেশ গঠনের নামে শুধু সভা সমিতি করে দেশের জন-জীবনে সুখ সাচ্ছন্দ্য আনা যাবে না। কাজেই আমাদের যে সরকার জনগণের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং দেশের অগ্রগতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, তার কাজে সাহায্য করুন। তা যদি করেন, তাহলে আমাদের এই ত্রিপুরার জনসাধারণ আরও বেশী সুখ সাচ্ছন্দ্য ও তাদের স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটুকু বলি আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ বছর আগে কি অবস্থায় ছিল আর এখন ২০ বছর পরে কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেটুকু উনাদের অনুধাবন করতে অনুরোধ করব। তাহলে পরে, আমাদের কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে যে উন্নতি এবং অগ্রগতি হয়েছে, সেটা উনারা খুঁজে বের করতে পারবেন। ভারত পথিক মহাত্মা গান্ধী যে কথা বলেছেন, সেটাকে স্মরণ না করে জনসাধারণকে ফাঁকি দিয়ে সস্তায় তাদের কাছ থেকে ভোট পাওয়ার যে চক্রান্ত সেটাই তাদের কাটমোশানগুলির মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ডগুলির পক্ষে আরও কয়েকটা কথা বলব। সেটা হল ধর্ম্মনগরের জনজীবনের মধ্যে আমরা দেখেছি যে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অভাব অনটনে কালাতিপাত করছেন এবং সেই সমস্ত মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক টি, বি, তা দেখলে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হই। আমি বিশেষভাবে একটা জায়গার কথা এখানে বলব। সেটা হল জলেভাসা অঞ্চল, সেই অঞ্চলে মণিপুরীরা আছে। আর আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। সেখানে যদি গিয়ে দেখা যায়, তাহলে দেখবেন যে সেখানে প্রতিটি ঘরে ঘরে টি, বি. রোগী আছে। দেখে আমার সত্যিই দুঃখ লাগে। আমি সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে এই হাউসের মধ্যে বারবার বলেছিলাম এবং সেখানে যাতে একটা টি, বি, ক্লিনিক খোলা হয়, তার দাবীও আমি রেখেছিলাম। ১৯৬৮ সালের বাজেট স্পীচে আমি দেখেছি এবং মন্ত্রী মহোদয়ও বলেছিলেন যে ধর্ম্মনগর এবং উদয়পুর একটা করে টি, বি, ক্লিনিক হবে। আমি জানি না আমাদের অন্যান্য সাব-ডিভিশানগুলিতে এই টি, বি, ক্লিনিক আছে কিনা। কিন্তু ধর্ম্মনগরের জনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে সেখানে যাতে শীঘ্রই একটা টি, বি, ক্লিনিক হতে পারে সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব। ধর্ম্মনগরে যে টি, বি, রোগ আছে সেটা শুধু আদিবাসীদের মধ্যেই নয়, কি সিডিউল্ড কাষ্ট বলুন আর আদার কমিউনিটিস বলুন সবার মধ্যে কম বেশী প্রত্যেকটি পরিবারে

এই টি, বি, রোগী আছে। সেখানে টি, বি, রোগের একটা ব্যাপক আক্রমণ। সেজন্য আমি বলব, যেন এই বছরের মধ্যে একটা টি, বি, ক্লিনিক সেখানে স্থাপন করা হয়। ত্রিপুরার সর্ব্ব উত্তর প্রান্তে যে সাবডিভিশানটি আছে, তার অধিবাসীরা সব সময়ে আগরতলা শহরে এসে টি, বি, হাসপাতালের চিকিৎসার সুযোগ নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এদিকে দৃষ্টি রেখে যেন সরকার একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সেই কথা আমি এখানে বলব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা কথা বলব পানীয় জল সম্পর্কে। এই সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন, যাতে তাদের দলের স্বার্থে কিছু হয়। তথাপি আমি প্রয়োজন বোধে যাদের প্রতি আমাদের বিশেষ কর্ত্তব্য রয়ে গেছে, সেই কর্ত্তব্য বোধের বিষয়ে কিছু বলব। আমি দেখেছি আমাদের মাননীয় লেফ-টেনাণ্ট গভর্ণারের ভাষণে, তাতে তিনি বলেছেন যে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। তিনি আরও বলেছেন যে এই পানীয় জলের জন্য রাজ্যের সর্ব্বত্র নলকূপ এবং পাত কুয়ার কাজ করানো হবে এবং বর্ত্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে ৮১টি নলকূপ এবং ২৭টি পাত কুয়ার কাজে হাত দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেছেন যে আমাদের ৩,৬০০ গ্রামের মধ্যে মাত্র ২০টি গ্রামে এই পর্য্যন্ত ৬৫০টি পাত কুয়া এবং নলকূপ রয়েছে। কাজেই লেফটেনাণ্ট গভর্ণারের ভাষণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরার মধ্যে পাহাড়ে জঙ্গলে এবং বিভিন্ন জায়গাতে যেসব সাধারণ মানুষ ও উদ্বাস্তুরা রয়েছে, সেখানে তাদের পানীয় জলের একটা সুব্যবস্থা করা হবে। কেননা এই পানীয় জল হল আমাদের সাধারণ মানুষের প্রাণ। সুন্দর ও সুস্বাস্থ্য সম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার জন্য আমাদের এই পানীয় জলের ব্যাবস্থা করে দিতে হবে, আর তা না হলে পরে আমাদের সেই সব মানুষের স্বাস্থ্য অটুট রাখা সম্ভব নয়, এটা আমরা উপলব্ধি করি এবং উপলব্ধি করি বলেই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের কংগ্রেস সরকার আজকে ব্যাঙ্ক নেশানালাইজ করবার প্রগ্রাম নিয়েছে, শুধু ব্যাঙ্ক নেশানালাইজেশনই নয় দেশের জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে, তাদের নূন্যতম অভাব পানীয় জলই বলুন আর অন্যান্য যা কিছু আছে, সেগুলি দূর করবার জন্য একটা প্লেন আমাদের রয়েছে. সেই প্লেনের মধ্যে এই পানীয় জল সরবরাহেরও চিন্তা করা হচ্ছে। এই সব চিন্তা আজকে কারা করছে, করছে আমাদের এই কংগ্রেস সরকার। সেজন্য আমি দেখতে পাই, এই বাজেটের মধ্যেও লেখা আছে ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্সটিনে যে সিঙ্কিং অব টিউব-ওয়েলস। এখানে দেখছি গত বারে এই জন্য ছিল ৭ লক্ষ টাকা এবং রিভাইজড এষ্টিমেটে সেটা

ধরা হয়েছে ৮.৯২ লক্ষ টাকা আর এবারের বাজেটে রয়েছে ৮.৯১ লক্ষ টাকা। তারপরে দেখছি যে ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে এষ্টিমেটে ডিক্রিস্ অব রুপিস ০.৬২ লাখস ইজ মেন্‌লী ডিউ টু লেস প্রভিশান টুওয়ার্ডস মেন্‌টেনান্টস অব টিউব -ওয়েলস এ্যাণ্ড ট্যাঙ্ক ইত্যাদি। আমি এটা বুঝতে পারি না যেখানে মাননীয় লেফটেনাণ্ট গভর্ণর তাঁর বাজেট স্পীচে বলেন যে কিছু কিছু করা হবে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আরও অনেক কিছু করবার রয়ে গেছে। অথচ এই বাজেটের মধ্যে আমাদের জন-জীবনের জন্য যেটা করা একান্ত প্রয়োজন এবং আমরা সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটের মধ্যে যে অর্থ ব্যয় বরাদ্ধ ধরেছি, সেটা কমিয়ে রাখার কোন যুক্তি আমি দেখি না। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং এই দুঃখ প্রকাশ করে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, এই দিক দিয়ে যে টাকাটা বরাদ্দ করা আছে, সেটা যেন ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হয় এবং পানীয় জলটা যাতে মানুষ ঠিকভাবে পায় সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ যেন নজর রাখেন। আর একটা কথা আমি এখানে রাখব, সেটা হল টিউব-ওয়েল বসাবার জন্য যে পাইপের দরকার হয়, তার যে সিডিউল্ড রেট আর বাজারের যে রেট তার মধ্যে একটা বিরাট ব্যাবধান থাকে। ফলে গ্রামের লোকজন নিজেদের প্রয়োজনে যে সব টিউব-ওয়েল বসাতে চান বা তারা উৎসাহিত হন, সেটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কন্‌ট্রাক্টরেরা কিভাবে সেটা করে আমার জানা নেই। প্রায় দেখা যায় যে একটা টিউবওয়েল করা হল, তার কয়েকদিন পরে আর সেই টিউবওয়েলে আর জল ওঠে না। এই যে একটা অব্যবস্থা যেটা নাকি প্রয়োজন বোধে করা হয়ে থাকে, জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন অবস্থাতেই এটা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থে না লাগতে পারে, সে জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। আমি আর একটা বিষয়ে এখানে উল্লেখ করে, সেটা হলে ধর্মনগরে যে ২০ বেডের হাসপাতাল আছে সেটা এখন ৩০ বেডের হয়েছে, আগে যেখানে ২০ জন রোগী ছিল, এখন সেখানে ৩০ জন রোগী আছে। অথচ যখন ২০ জন রোগী ছিল, তখন ঐ হাসপাতালে ৪ জন সুইপার ছিল, আর এখন ৩০ জন রোগী হওয়ার পরও সেখানে ঐ ৪ জন সুইপারই আছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আগে যে, রেসিওতে সুইপার দেওয়া হয়েছিল, প্রতি ৫ জনে এক জন করে সুইপার, এখন সেখানে সেই রেসিও অনুসারে আরও ২ জন সুইপারের দরকার। এই অবস্থায় সেই হাসপাতালে রোগীদের মনে যেমন একটা অসন্তোষ আছে তেমনি ঐ সুইপারের মধ্যেও একটা অসন্তোষ আছে। কেন না সেটা ভালভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে না। সুইপারদের মনে অসন্তোষ হওয়ার কারণ হল তাদের বেশী কাজ করতে হচ্ছে, আগের তুলনায়। এ জন্য আমি অনুরোধ রাখব যে ধর্মনগরে যে ৩০ বেডের হাসপাতালটি আছে, তার জন্য যেন আরও ২ জন সুইপার নিয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। আমি এখানে আর একটা অনুরোধ রাখব, ধর্মনগর হাসপাতালের রিফ্রেজেরিটার যেন

অতি সত্বর মেরামত করা হয়, অনতি বিলম্বে মেরামতের যদি অসুবিধা থাকে তাহলে নূতন রিফ্রেজেরিটর যেন সেখানে দেওয়া হয়। এখানে আমি এই কথা রাখব, ধর্ম্মনগর হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কম নয়, অনেক দূর থেকেও অনেক রোগী আসে। সেখানে ও, টি,র ব্যবস্থা না থাকায় বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়, সেখানে যাতে একটা ও, টি, খোলা হয়, তার জন্য আমি আবেদন রাখছি। আর সেখানে যেন একটা এম্বুলেন্স দেওয়া হয়, তার জন্যও আমি আবেদন রাখছি। এই ধর্ম্মনগর একটা সীমান্তে অবস্থিত, সেখানে বহুদূর থেকে রোগী আসে, কাজেই সেখানে একটা এম্বুলেন্স থাকা দরকার বলে মনে করি, এবং তার জন্য এখানে আমি দাবী রাখছি।

আর একটা কথা আমি এখানে রাখছি সেটা হচ্ছে আজকে আমরা দেখছি শিক্ষিত লোকও চাকুরীর সন্ধানে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চাকুরী পাচ্ছেনা। কাজেই এখানে যদি একটা কম্পাউণ্ডারী শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা স্কুল খোলা হয তাহলে আমাদের যে কম্পাউণ্ডারের অভাব সেটাও পূরণ হবে, এবং কিছু সংখ্যক বেকারের ও কর্মসংস্থান আমরা করতে পারব। কাজেই এখানে সরকারী প্রচেষ্টায একটা কম্পাউণ্ডারী শিক্ষার জন্য শিক্ষালয় সংস্থাপন করার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমি অনুরোধ করছি। এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি এবং সংগে সংগে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে কাট মোশান রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker— Now call on Hon'ble Member Shri Upendra Kr. Roy,

শ্রীইউ, কে, রায়— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মেডিকেল এণ্ড পাব্লিক হেল্থ বাবদ যে টাকার বরাদ্দ করেছেন এবং এই যে বাজেট উপস্থিত করেছেন আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গেয়ে আমি দুই একটা কথা এখানে বলব। এখানে কোন কোন সদস্য সেই ২০ বছর আগে যে ত্রিপুরার অবস্থা ছিল, তার সংগে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে বলেছেন যে, এইসব ব্যাপারে আমরা অনেক অগ্রসর হয়েছি। সেটা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারি বটে, তবু বর্ত্তমান নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ভাবতে হবে যে বর্ত্তমানে যে প্রয়োজন সেটা মেটাতে আমরা পেরেছি কিনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় জি, বি, হাসপাতাল থেকে আরম্ভ করে মফঃস্বল পর্যান্ত যতগুলি হাসপাতাল আছে, সেখানে যা বেড আছে, সেই অনুপাতে রেগুলার বেশী রোগী থাকে। জি, বি, ২৫০ বেডেড হাসপাতাল, সেটাতে ৪০০'র কম রোগী কোন সময় থাকেনা। আমরা একবার এষ্টিমেট কমিটির পক্ষ থেকে জি, বি, হাসপাতাল দেখতে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখলাম একটা রুমে শয্যার উপর আছে চা'রটি রোগী। আর নীচে পাঁচটি রোগী।

দরজা দিয়ে ঢুকব তার সুবিধা নাই, এটা আমাদের মস্তবড় অন্তরায়, যার জন্য সুষ্ঠ-ভাবে হাসপাতাল পরিচালনা করা যায় না। কাজেই এই যে একটা সমস্যা, সেটা সমাধানের চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এখন ঐ একমডেশন না হয় দিলাম, আরও বিল্ডিং হচ্ছে, বেড সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা চলছে। আগে ত্রিপুরার মানুষ ভয়ে হাসপাতালে আসত না। একটা বিভীষিকার জায়গা বলে তারা সেটাকে মনে করত। এখন সমাজের সর্ব্ব স্তরের মানুষ হাসপাতালে আসার ফলে রোগীর যে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা, তার সংগে পাল্লা দিতে আমাদের অবস্থা পেরে উঠছেনা। তাছাড়া টাকা পয়সার সমস্যাও আমাদের আছে। টাকা পয়সা আমরা সেন্ট্রাল থেকে যা পাই, তা দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। সেদিক থেকে আমাদের সরকারকে আমি অভিনন্দন জানাব যে এর ভিতর দিয়েই তারা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। মানুষের এখানে দুঃখ দুর্দ্দশা চলছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু সরকার থেকে তাহা সমাধানের চেষ্টা চলছে। এই হল একমডেশানের দিক থেকে। আরেকটা হচ্ছে সর্টেজ অব ডাক্তার—ডাক্তারের সংখ্যা কম, তাতে অনেকগুলি ডিসপেন্সারীর এবং কোন কোন প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার যেখানে দুইজন ডাক্তারের প্রয়োজন, সেখানে একজন ডাক্তার বা যেখানে ডাক্তার থাকার কথা সেখানে কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালানো হচ্ছে। মাননীয় সদস্যদের কাছে আমি বিনীতভাবে বলব যে ডাক্তার সত্যিই এখানে আসতে চান না. যারা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বেড় হন, তাদের ছয় বছর, সাত বছর, কারও হয়তো আট, দশ বছরও লেগে যায়, যারা একবারে পাশ করতে পারেন না। কাজেই এতদিন ক্যালকাটার মত বড় বড় সিটীতে থেকে থেকে আগরতলার মত টাউনে আসতে চায় না। তাদের ঐ বড় বড় শহরের জন্য মায়া জন্মে যায়। শহর জীবনের যে সমস্ত এমিনিটীজ আছে, সেইসব ফেলে ত্রিপুরার মত শহরে। বিশেষ করে গ্রামে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা পায়, তাতে তারা আসতে উৎসাহ বোধ করেনা। বহুবার বহু এ্যাডভাটাইজমেন্ট করা হয়েছে, ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, সিলেক্ট করে এ্যাপয়েন্‌মেন্টও দেওয়া হল, একজন আসলও, এসে আগরতলা থেকে ফেরত চলে গেলেন আমি জানি, সেটা বাস্তব ঘটনা। আর একজন ডাক্তার এসে জয়েনিং রিপোর্ট দিয়েছে, দেওয়ার পর সে বাসা ঠিক করলেন না, রীজ হোটেলে ছিলেন। রীজ হোটেলে রাত্রিতে ঘুমিয়েছেন। মশারীর মধ্য দিয়ে তার মশারীর ভিতর মশা ঢুকে। ত্রিপুরার সংগে তিনি পূর্বে পরিচিত ছিলেন না, ঘটনাক্রমে আমার সংগে তার হোটেলে দেখা হল, তিনি বললেন বাবারে ত্রিপুরায় যে আন্দাজ মশা, খেয়েই ফেলবে, কাজেই তিনি সেখান থেকেই বিদায় হয়ে গেলেন। আমি দেখছি আমাদের ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত ছাত্রদের স্পনসরড করে কোন কোন বাইরের কলেজ থেকে পড়িয়ে আনা হয়, তাদের মধ্যেও অনেকে নানাদিকে

অন্যখানে বেটার সার্ভিস পেয়ে চলে গেছেন। কেউবা পোস্ট গ্রেজুয়েট ডিগ্রী পড়ছেন, সেটা কিছু সংখ্যক। তাহলেও আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে আমি অভিনন্দন জানাব, গত দুই বছরে প্রায় ৪০ জন নূতন ডাক্তার এখানে জয়েন করেছেন, আরও বাকী ৫০ জন এর উপর ভেকেন্সী আছে। তাছাড়া নূতন নূতন ডিসপেন্সারী হচ্ছে সেই জন্যও ভেকেন্সী বাড়ছে। তবে সেটা গ্রেজুয়েলী পূরণ করার চেষ্টা চলছে। এই এক সপ্তাহে আরও ইন্টারভিউ নেওয়া হবে, সেখানে দশ বার জন কেণ্ডিডেট আছে। সুতরাং চেষ্টাও এই ডিপার্টমেন্টের আছে। আর গত দুই বৎসর আমি যতটুক্ লক্ষ্য করেছি, পি, এ, সি, এর যে রিপোর্ট তার মধ্যে তার উল্লেখ আছে যে অনেকগুলি ভ্যাকেন্সী তারা ফিল-আপ করেছেন। আর পি, এ, সি, রিপোর্টের কথা আসাতে আমার একটা কথা মনে হয়। সেটা হল এখানে একটা পাবলিক হেলথ লেবরেটরী আছে, যেখানে আমাদের ফুড অ্যাডালটারেশন অ্যাক্টে যে ব্যবস্থা আছে সেই অ্যাক্ট অনুসারে ফুড স্যাম্পল অ্যানালাইসিস করবার একটা সংস্থা সেটা। এটা অনেক আগে থেকেই ছিল। কিন্তু ষ্টাফ ছিল না। অন্য ষ্টাফ, লোয়ার ষ্টাফগুলি সবাই অ্যাপয়েন্টেড ছিল। কিন্তু মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ্জ অব দি লেবরেটরী ছিল না। এবারও দেখলাম যে বাজেটে টাকার সংস্থান আছে। এটার অর্থ হল এই যে, আমাদের যে সেনিটারী ইন্সপেক্টার যাদের ফুড পাওয়ার আছে তারা গিয়ে অ্যাডালটেরেটেড ফুডের স্যাম্পল নিয়ে সেগুলি কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করার জন্য নিয়ে আসেন। কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস করার সুবিধা আমাদের এখানে ছিল না। সেজন্যই ওয়েষ্ট বেঙ্গলে এই স্যাম্পলগুলি পাঠিয়ে সেখানে টেষ্ট করে আনতে হত। তাতে লাষ্ট পি. এ, সি, মিটিং এ আমরা দেখেছি আমার যতটুক্ মনে হয় ৭৭ থেকে ৪৫ হাজার টাকা দিতে হত। একটা ষ্টাফ পাওয়া যায়নি বলে এটা স্যাংশান করা সত্বেও ঠিক ঠিক মত চলছিল না। এবারকার বাজেটে সেটার প্রভিশন দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি যে সেই অবস্থাটা আমাদের দূরীভূত হচ্ছে। এখন আমাদের ডাক্তারখানা যা আছে আরও অনেক হওয়া দরকার এটা ঠিকই। কারণ ত্রিপুরার অনেক জায়গা আন্‌কাভারড রয়ে গেছে। ডিসপেন্সারী হয়ত আছে, হসপিটাল নাই। যে হসপিটাল-গুলি আছে, বিশেষ করে আমি মফঃস্বলের সাবডিভিশান্যাল হসপিটালগুলির কথা বলছি সেগুলি পরিচালনা সম্পর্কে আমাদের এখানে ইন্সপেকশনের কোন ব্যবস্থা নাই। এখানে ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসেস যিনি তিনি অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকেন। কোন সুপিরিয়র অফিসার নাই যে হসপিটালগুলি ফ্রম টাইম টু টাইম ইন্সপেকশান করবেন। কাজেই সেগুলি এনটায়াবলী এট দি মার্সি অব মেডিক্যাল অফিসার কিছু কিছু থেকে যায়। এই সম্পর্কে নানা কথা শোনা যায় এবং তার কিছু কিছু সত্যও বটে। যেমন অ্যাডমিশান নিয়ে. সবাইকে বলছি না. ব্যক্তি বিশেষের কথা আমি. যেমন হসপিটালে

অ্যাডমিশন নিয়ে করাপশন আছে। ফ্রি মেডিক্যাল ট্রিটমেণ্টের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কোন কোন অতিলোভী ডাক্তার কিছু পয়সা না হলে অ্যাডমিশান দেয় না। শুনেছি অবশ্য কলকাতাতে হাসপাতালে ঢুকতে গেলে বড় ডাক্তারকে বা যে ডাক্তারের ইনফ্লুয়েন্স আছে সেই ডাক্তারকে একটা কল দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে তারপর সেখানে প্রবেশ করতে হয়। সেটা অন্যখানে প্রচলিত থাকলেও এই প্রথাটা অত্যন্ত বিশ্রী। এটা যে কোথাও কোথাও আছে এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সেটা দূর করতে হবে। তবে ডায়েট সম্পর্কে খুব বেশী রকম কমপ্লেণ্ট আছে। ডায়েট ডাক্তার যা ব্যবস্থা করেন সেই অনুসারে ডায়েট আসে।। কিন্তু সবগুলি ঠিক ঠিক মতন পেসেণ্ট পায় না। এর ভিতর নানা কারচুপি আছে এটাও আমি শুনেছি। আর হাসপাতালে ডাক্তারদের অ্যাটেণ্ডেন্স ঠিক সময়মত অনেক সময় হয় না। আমি নাম উল্লেখ করতে চাই না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আছে। কেউ কেউ হয়ত নন্-প্রেকটিসিং অ্যালাউন্স নিচ্ছেন, আবার প্রাইভেট প্র্যাক্টিস এমনভাবে করছেন যে তিনি তার হসপিটালের ডিউটি পর্যন্ত ঠিক ঠিক মত করেন না। এখন অফিসিয়াল ডিপার্টমেণ্টাল ইন্‌সপেকশান করার কোন ব্যবস্থা নাই। এই জায়গায় আমার সাজেশান রাখছি। সেটা হল লোকেল একটা নন্-অফিসিয়াল অ্যাডভাইসারি কমিটি যদি হাসপাতালের সঙ্গে রাখা যায়, তারা যদি মাঝে মাঝে তদারক করেন বা অন্তত একটা থাকলে ডাক্তারদের বা নার্সদের বা যারা রোগীর খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে বা অন্যান্য বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত তাদের কিছুটা হয়ত ভয় ভীতি থাকবে। তাতে অনেক পরিমাণে ভাল হবে। আর বিশেষ করে ডায়েট কনট্রাক্টর যারা তাদের কারচুপির কথা মাননীয় সদস্য নিশিবাবু বলেছেন। এটা আমি রিপিট করব না। সে দিকটা সংশোধন হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সেজন্য অন্ততঃ সাবডিভিশন্যাল হসপিটালে একটা অ্যাডভাইসারি কমিটি, রেসপনসিবল এবং ডিস্‌টিং-গুয়িশড পার্সন্‌স অব দি লোক্যালিটি দিয়ে গঠন করার সাজেশান রাখছি। আর একটা জিনিষ এখানে স্কুল হেলথ সার্ভিসের জন্য টাকার বরাদ্দ আছে এবং এটা অনেক দিন ধরে আছে। কিন্তু এই জিনিষ অনেক দিন ধরেই টোটেলী নেগলেক্‌টেড হয়ে আসছে। আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা, অন্তত ১২।১৩ বছরের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তাতে আমি দেখছি যে সেই টাকা ঠিকমত খরচ হয় না। এই যে ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তাদের কি করতে হবে সেই সব উপদেশ দেওয়া সেটা হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য যারা উপস্থিত আছেন তারাও এটা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে একমত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। তারপর আমি বিলোনীয়া লোক্যাল কতগুলি ডিমাণ্ডের কথা বলব। বিলোনীয়া হসপিট্যাল যখন হয় ঠিক যে ৪টা হসপিটাল আমাদের সর্ব্বপ্রথম হল, বিলোনীয়া হসপিটাল সেই সঙ্গেই হওয়ার কথা ছিল। আরম্ভও হয়েছিল। তবে ব্যাড কণ্ট্রাক্টরের জন্য টাইমলী কমপ্লিট হয় নি। তার জন্য এটা পিছিয়ে গেল। পিছুবার পরেও মাত্র একটা জিনিষ সেটা প্রথমবার বিলোনীয়ায় ধরা ছিল, এই যে ৪টা হসপিটাল—ধর্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই, উদয়পুর সেই সঙ্গে

বিলোনীয়াও ছিল। কিন্তু বিল্ডিং কম্প্লিট না হওয়াতে সেটা অপেন করা হয় নি। শুধু ৪টা অপেন করা হয়েছিল। তারপর যখন এক্সটেনশান হল সেই পর্যায়ে আমি টেরিটরিয়্যাল কাউন্সিলে ছিলাম, তখন সেই সময়ে বিলোনীয়া সহ ১০ অ্যাড করা হয়েছিল প্রথম প্রস্তাবের ভিতরে আমার মনে আছে। তারপর কোন্ ষ্টেজে বিলোনীয়াটা বাদ পড়ে ৪টা হয়ে গেছে। ৪টা থেকে ২০টা, ২০টা থেকে ৩০টা উঠল। ৩০ থেকে এবার প্রস্তাব হয়েছে ৫০টা হবে। আর বিলোনীয়ার বেলা হল ২০ থেকে ৩০টা। আমার মনে হয় এই দিক থেকে বিলোনীয়ার উপর ইঞ্জাষ্টিস করা হয়েছে। সে যাই হোক ১০টা বেড বাড়িয়ে ৩০টা বেডের প্রস্তাব হয়েছে। এখন এখানে একটা এক্স-রে ইউনিট থাকা নিতান্ত দরকার। এ্যাক্স-রে ইউনিট প্রায় সব সাব-ডিভিশান্যাল হাসপাতালগুলিতে আছে, কিন্তু বিলোনিয়াতে নেই। সুতরাং এটা সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তারপরে আমি বলব বিলোনিয়ার ওয়েষ্ট হিল সম্পর্কে; সেটা মেডিক্যালী নেগলেক্টেড। বিলোনিয়া থেকে ওয়েষ্ট হিল এর শেষ প্রান্ত এতিমপুর পর্য্যন্ত ৩৫ মাইল এর মধ্যে আর কোন প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার বা ডিস্পেন্সারী নেই। সেখানে যে কয়েকটি বি, এম, পি, এবং বি, এস, এফ, ক্যাম্প রয়েছে, তাদের কেউ যদি অসুস্থ হয়, ইতিমধ্যে আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি যে সেখানে ১৩ জন জোয়ান অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তখন তাদের কমাণ্ডেণ্ট আমাকে বলেছেন যে তাদেরকে বিলোনিয়াতে পাঠানো ছাড়া আর কোন সুবিধা এখানে নেই। তবে নিহারনগর (ওয়েষ্ট হিলে) একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার স্থাপন করার জন্য ৪।৫ বছর আগে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, সেটা আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তখনকার স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা: বি, দাস মহাশয় তার নিজের হাতে ফাউণ্ডেশান করেছিলেন। শুধু তাই নয় সেখানে কট, বেড সীট এ্যাণ্ড আদার ইনষ্ট্রুমেণ্ট পাঠানো হয়েছিল। সেখানে যারা বসবাস করছেন, তাদের প্রায় সবাই উদ্বাস্তু, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার খোলা হল না। গতবার যখন আমি বাজেট সেসানে এই সম্বন্ধে বলেছিলাম, তখন মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন যে সেখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার হবে। তারপর আমি যখন সেখানে যাই তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে বলল যে আমাদের দাবীর কি হল তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে, কেন না এবারে বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম যেহেতু বাজেটে টাকা পয়সা বরাদ্দ হয়েছে হয়তো সেটা হয়ে যাবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখছি যে সেটা হল না। সেখানে ৪।৫ বছর আগে কট, বেডসীট এবং আরও যাবতীয় অনেক কিছু পাঠানো হয়েছিল, সেগুলি বোধ হয় এখন প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর এর শেষ প্রান্তে পুরান রাজবাড়ীতে মহারাজার আমলে একটা ডিস্পেন্সারী ছিল, সেটা প্রায় ৩০ বছর আগের কথা, তখনও পাকিস্তান হয়নি। সেটাকেও নাকি কিছু দূর্বৃত্ত শ্রেণীর লোক এসে

পুড়িয়ে দেয়। এরপর সেটাকে ঐখান থেকে সরিয়ে আনা হয়। তারপরে সেখানে গতবারে একটা মেডিক্যাল ইউনিট খোলা হয়েছিল এবং সেখানে একজন কম্পাউণ্ডারও ছিল আর কিছু ঔষধপত্র দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এরমধ্যে যে কোন কারণে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। তার কারন অবশ্য একটা ছিল, সেটা হল সেই কম্পাউণ্ডার নাকি সেখানে যে ঔষধপত্র ছিল, সেগুলি অসদ্‌উপায়ে বিক্রি করে দিয়েছিল। তখন গ্রামবাসীরা তাকে ধরে হেস্তনেস্ত করে। অবশ্য শাস্তি স্বরূপ তাকে সাব্রুমের ঘোড়াকাপাতে ট্রেন্সফার করা হয়। কিন্তু তারপরে আর সেখানে ঐ ডিস্‌পেনসারীটা খোলা হ'ল না বা অন্য কোন কম্পাউণ্ডারও দেওয়া হল না। সেখানকার জিনিষপত্রগুলি সরিয়ে নীহারনগরে এনে রাখা হয়েছে। এখন আমার আবেদন থাকবে সেটা যেন আবার খোলা হয়। ঘরটা তারা সেখানে নিজেরা করে দেবে এবং বি, এস, এফও মেডিক্যালের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারে, কেন না তাদের এই রকম একটা প্রভিশান আছে। তাছাড়া লোকাল পিউপলও এই ডিস্‌পেনস'রী করার ব্যাপারে সাহায্য করবে আর সেখানে যে ট্রাইবেল অফিসার আছেন, সেও নাকি এই ব্যাপারে সাহায্য করতে চেয়েছেন। এটা নিয়ে এস, ডি, ও, ট্রাইবেল অ'ফিসার এবং বি, এস, এফের কমাণ্ডেন্টের মধ্যে এস, ডি, ওর চেম্বারে আলাপ হয়েছে যাতে সেখানে একটা ডিস্‌পেনসারী খোলা হয়। আমারও এই ব্যাপারে অনুরোধ থাকবে সেখানে যেন এই মেডিক্যাল ইউনিটটা আবার চালু করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং--মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি রেখেছেন আমি সেগুলি সমর্থন করছি আর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সব কাট মোশান রেখেছেন, সেগুলির কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না, তাই আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। আমি এখানে ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে ডিপার্টমেণ্ট-গুলির মধ্যে যে সব কাজ কর্ম হয় এবং সেখানে যে ভুল ক্রটি করা হয় সেই সব বিষয়ে আমি হাউসের এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু যে কাট মোশান এখানে এনেছেন আমি প্রথমে সেটার বিরোধীতা করছি। তিনি তাঁর কাট মোশানের মধ্যে বলেছেন (১) অমরপুর, বলংবাসায় হাসপাতাল বা পি, এইচ, সেণ্টারের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব, (২) সাব্রুম শ্রীনগরে পি, এইচ সেণ্টারের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব। এখন একটা জিনিষ এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, বাজেট যখন প্লেস করা হয় তখন কোন কোন জায়গাতে হাসপাতাল বা ডিস্‌পেনসারী করা হবে কিনা হবে সেটার কোন উল্লেখ থাকে না। তবে কন্‌ষ্ট্রাকশান ইত্যাদির ব্যাপারে হয়তো কিছু উল্লেখ থাকতে পারে। কাজেই উনি যে সব কাট মোশান রেখেছেন, সেগুলির কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু আর একটা কাট মোশান রেখেছেন। তিনি ইণ্টেনশাল্যালী

ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশের জনসাধারণের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা না করে উনার যে কনষ্টিটুয়েন্সী যেখানে তিনি ভোট পাবেন তার দিকে দৃষ্টি রেখে বলেছেন যে গোলাঘাটি, লালসিংমুড়া এবং হেজামারা ইত্যাদি জায়গাতে নূতন ডিস্‌পেন্সারী খোলার জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ এই বাজেটের মধ্যে নেই। আমি মনে করি যে ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গার মধ্যে যে সব জনসাধারণ আছেন, তাদেরকে ডিভাইড করার জন্যই তিনি এই কাট মোশানটা এখানে রেখেছেন। আর তা যদি না হত, তাহলে মাননীয় সদস্য উপেন্দ্রবাবু ওয়েষ্ট হিলের ৩৫ মাইলের মধ্যে যে কোন ডিস্পেন্সারী বা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার নাই, এই যে কথা বললেন, তার তো কোন উল্লেখ তিনি একবারের জন্যও করেননি। আমি বলব গোলাঘাটি বিশালগড় বাজার থেকে মাত্র ৬ মাইল দূরে, আর লালসিংমুড়া থেকে বিশালগড বাজার মাত্র ৮ মাইল দূরে এবং এখানে কমিউনিকেশানেরও তেমন কোন অসুবিধাও নেই। অথচ তিনি এই কয়েকটি জায়গার জন্য ডিস্পেন্সারী চেয়েছেন। কেন চেয়েছেন ? তাতে উনার স্বার্থ আছে। তাই চেয়েছেন। অথচ পশ্চিম পাহাড়ে যেখানে নাকি কোন প্রকার কমিউনিকেশানের ব্যবস্থা আমরা এখন পর্য্যন্ত করতে পারিনি এবং সেখানে ৩৫ মাইলের মধ্যে কোন একটা ডিস্পেন্সারী বা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার নেই, সেখানকার কথা তিনি একবারও বলেননি। তাতে এটাই আমাদের মনে হচ্ছে যে তিনি নিজের স্বার্থের জন্য এ'সব জায়গাতে ডিস্পেন্সারী খোলবার জন্য বলেছেন। আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হল আগরতলাতে যে হাসপাতাল আছে, তার যে পরিচালন ব্যবস্থা এবং এখানে আমরা যেসব ডাক্তার পেয়েছি, যাদের অধিকাংশ হল স্থানীয় লোক, তারা বিভিন্ন রোগে এক এক জন স্পেশালিষ্ট, সেজন্য আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করতে পারি। কেন না, আমাদের এখানে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে যতগুলি বড় বড় হাসপাতাল আছে, সেগুলির মধ্যে মোটা-মোটিভাবে চিকিৎসার জন্য সব চাইতে ভাল এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং বিহার থেকেও রোগীরা এসে চিকিৎসিত হচ্ছে। তারা এখানে ভালভাবে চিকিৎসিত হচ্ছে বলে আমাদের হাসপাতালের সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। অথচ মাননীয় সদস্যরা আমাদের এইসব ডাক্তারদের সমালোচনা করে অনেক কিছু এখানে বলেছেন। কিন্তু একটা জিনিষ হচ্ছে এই, মাননীয় সদস্যরা যে ডাক্তারদের সমালোচনা করেছেন, তারা যদি চাকুরীর ক্ষেত্রে অবহেলা করেন। তাহলে আমরা সমালোচনা করতে পারি। কিন্তু মানুষের নিজস্ব চিন্তাধারা বা ব্যক্তিগত চরিত্র, তার উপর আমরা কোন এটাক করতে পারিনা। কোন ডাক্তার যদি সেবা করার মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে না আসতে পারেন, তার উপর আমাদের বলার থাকেনা।

আমি কতগুলি বক্তব্য রাখতে চাই। আমাদের এ্যাডমিনেষ্ট্রেশন ডাক্তারদের, মেডিক্যাল অফিসারদের কতকগুলি ফেসিলিটি দেওয়া সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে তারা সেগুলি

থেকে ডিপ্রাইভ্‌ড হচ্ছে, সেটা একটা লক্ষনীয় বিষয়। কারণ আমরা দেখছি বাজেটে প্রতিবার সত্ত্বেও, লক্ষ লক্ষ টাকা কনস্ট্রাকশনের জন্য, এক্সপানশনের জন্য প্রভিশন থাকা ইম্পলীমেন্টশনের দরুন কোন কোন স্থানে দেখা যায় তারা ঠিক ঠিক মতো কোয়ার্টার পাচ্ছে না, কোন কোন জায়গায় ডিসপেন্সারী নাই, ইত্যাদি। গত দুই বছরের এ্যাসেসমেন্ট যদি আমরা করি তাহলে দেখব যে পি, ডবল্যু, ডি, কন্‌সট্রাকশন ডিপার্টমেন্ট, যারা মেডিক্যাল ইউনিটগুলি কন্‌সট্রাকশনের রেসপনসিবিলিটি নিয়েছেন, তারা গত দুই বছরে মধ্যে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ কাজ করেননি। মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ তারা হাতে নিয়েছেন যার জন্য আজকে যেখানেই যাওয়া যায়, সেখানেই কোয়ার্টার ডিসপেন্সারী ঘরের অভাব এবং তার জন্যই ডাক্তার সেখানে যেতে পারেন না। এই বিষয়ে কোথায় একটা কো-অরডিনেশনের অভাব আছে, সেটাকে যাতে কো অরডিনেট করা যায় যার জন্য আমি এদিকে মাননয়ীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বামুটিয়া একটি ডিসপেন্সারী সেখানে আজকে পাঁচ বৎসর চলছে, ষ্টাফ কোয়ার্টার পড়ে গেছে, ডাক্তার সেখানে নাই, একজন কম্পাউণ্ডার আছেন, ডাক্তারখানার একটা পোরশানে কোন রকমে স্ত্রী পুত্র নিয়ে থাকেন, আর সেখানে ডিসপেন্সারী চালাচ্ছেন। ডাক্তার দিলে থাকবে কোথায়? আরেকটা হচ্ছে গোপালনগর ডিসপেন্সারী, সেখানে আমরা দেখছি যে কোয়ার্টার নাই। আর হামেশাই সেই ডিসপেন্সারীর উপর এসে পাকিস্তানীরা হামলা করে। ডাক্তার সেখানে নাই, কম্পাউণ্ডারও সেখানে থাকতে পারেনা। এণ্টায়ার মেডিক্যাল ইউনিটটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে ডেভেলাপমেন্টের টাকা থাকা সত্ত্বেও কন্‌সট্রাকশনের কাজ আরেকটা ডিপার্ট মেণ্ট যেহেতু করে, তার জন্য ঠিক প্রপারলি কাজটা করেনা যার জন্য মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ তারা পাচ্ছেনা এবং মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট'এর ডেভলাপমেন্টের কাজ হেম্পার করে। কাজেই কোথায় এই কো-অর্ডিনেশনের অভাব, কি করলে পরে সেটাকে এগিয়ে নেওয়া যায়. সেই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সিমিলারলী আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারীতে যে ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম থেকে কুয়া, টিউবওয়েল ইত্যাদি করা হয়, সেটার রেসপন্সিবিলিটি ও মেডিকেল ডিপার্টমেণ্ট-এর উপর নয়, সেটা হচ্ছে পি. ডবল্যু, ডি'র উপর। প্রত্যেকটি হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারীতে আমরা দেখছি যে এই ওয়াটার পাম্পগুলি ফেল করছে, যার ফলে রোগীরা ঠিক ঠিক মত জল পাচ্ছে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি বলব টাকারজলা একটি ডিসপেন্সারী, টিলার উপর অবস্থিত, সেখানে আমরা দেখেছি যে একটি পাম্প'এর জায়গায়, দুইটি পাম্প, দুইটি পাম্পের জায়গায় তিনটি পাম্প বসিয়েও ঠিক ঠিক মত জল পাচ্ছেনা; রোগীদের সেখানে কি একটা দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। এণ্টায়ার মেডিকেল ইউনিটটাকে সমালোচন করতে গিয়ে আমাদের দুইটি জিনিষ দেখতে হচ্ছে, একটা হচ্ছে কন্‌ট্রাকশান

এবং মেণ্টানেন্স, সেখানে কি করে কো-অরডিনেট করা যায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজে অগ্রসর হতে হবে এবং আমি সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা হচ্ছে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে যে সব অভাব অভিযোগ আছে সেটাও দেখতে হবে। আমি এই হাউসে একটা প্রশ্নোত্তরে জেনেছি যে আমাদের এ্যাম্বুলেন্সের সার্ভিসের জন্য যে আটটি গাড়ী ছিল, তার মধ্যে পাঁচটি অকেজো অবস্থায় আছে, আর তিনটি মাত্র এখন চালু অবস্থায় আছে। সেই জায়গায় আমাদের ডিমাণ্ড যেখানে বাড়ছে, সেটা মিট অ'প করতে পারছে না। কেন সেটা হচ্ছে ? তার কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমস্ত গাড়ীগুলি রিপেয়ারিং এবং মেনটেনান্সের জন্য সেণ্ট্রাল ওয়ার্কশপে পাঠাতে হয়। সেখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী গাড়ীগুলির রিপেয়ারিং এবং মেনটানান্স হচ্ছে, এই এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীগুলির উপর যে স্পেশাল প্রায়রিটি দেওয়া সেটা দেওয়া হচ্ছে না। যার ফলে একবার রিপেয়ারিং'এর জন্য দিলে পরে এক মাস দুই মাস লেগে যায়। সেই জন্য আমি এখানে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে এই সমস্ত গাড়ীগুলি রিপেয়ারের জন্য একটি আলাদা ওয়ার্কশপ করা যায় কি না ? যেখানে হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে আমরা হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারীগুলিকে ডি-সেণ্ট্রালাইজ করছি, সাবডিভিশনগুলিতে আমরা হাসপাতাল এবং ডিসপেন্সারী দিচ্ছি, প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার করছি, সেই জায়গায় প্রত্যেক জায়গায়, প্রত্যেক সাবডিভিশান হাসপাতাল এবং প্রত্যেক হেল্থ সেণ্টারে এ্যাট লিষ্ট একটি করে এ্যাম্বুলেন্সের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। কারণ মানুষের যে এ্যাক্সিডেণ্ট বা রোগ, সেটা ধনী বা দরিদ্র শুধু আগরতলা শহরের লেখাপড়া, শিক্ষিত লোকের হয়না, অতএব এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের ফেসিলিটি শুধু টাউনের মধ্যে সেণ্ট্রালাইজ করে রাখতে হবে তা নয়, ধনী এবং দরিদ্র সকলেই এ্যাক্সিডেণ্টে পড়তে পারে এবং রোগ হতে পারে, কাজেই সেটাকে শহরে সেণ্ট্রালাইজ না করে সাবডিভিশনের হাসপাতাল এবং প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারগুলিতে এ্যাম্বুলেন্স ফেসিলিটি যাতে পাওয়া যায় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব। আরেকটি বিষয়ে আমাদের হেল্থ মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সে হচ্ছে আমাদের এখানে যেভাবে এ্যাম্বুলেন্সের ডিমাণ্ড বাড়ছে, সেখানে একটি নন-অফিশ্যাল বডিকে গ্র্যাণ্ট ইত্যাদি দিয়ে আমরা এ নন-অফিশ্যাল এ্যাম্বুলেন্স করতে পারি কিনা সেই দিকেও আমি একটা সাজেশন রাখছি। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে, শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, জনজীবনের মস্তবড় যে জিনিষ, সেখানে বাজেট প্রভিশন থাকা সত্ত্বেও সিংকিং অব টিউবওয়েল এর জন্য ৮,৮৭ লক্ষ টাকা এবার ডিক্রীজ করেছেন ৬,৬২ লক্ষ টাকা, এটা নাকি মেনটেনান্সের জন্য দরকার। টিউবওয়েল যে কি মেনটেনান্স হয় ভগবানই জানেন। কিন্তু রিংওয়েল যেটা নাকি মানুষের জন্য এসেনসিয়াল, তার কোন প্রভিশন এখানে বাজেটে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। যেখানে রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল মেনটেনান্সের প্রশ্ন উঠেছে, সেখানে আমরা দেখি যে প্রয়োজনে টিউবওয়েল গুলি মেনটেনান্স হবে। কিন্তু যেখানে এই ভার গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন, সেখানে জনসাধারণ

এগিয়ে আসতে পারছেনা। কাজেই যে জায়গায় আমরা এক একটা এরিয়া ডেভেলাপমেন্টের জন্য আজকে পঞ্চায়েৎ নামে একটা অরগেনাইজেশান করেছি, এবং সেটা জনসাধারণের দ্বারা ইলেকটেড বডি, যদি এই জলের প্রয়োজনীয়তা মেটাবার কাজটা তাদের কাছে মোর অর লেস এনট্রাষ্ট করা যায়, কনষ্ট্রাকশন অব টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল এবং মেনটেনান্সের ভার যদি তাদের দেওয়া হয়, তাহলে আজকে আমরা সমালোচনা থেকে, যেমন টিউবওয়েল হল, কিন্তু জল উঠ্‌ছেনা, রিংওয়েল করা হল, জল উঠলনা, কনট্রেক্টর টাকা নিয়ে চলে গেছে ইত্যাদি, সেগুলি থেকে আমরা কিছুটা রেহাই পেতে পারি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে দুই মিনিট সময় দিন। আমি এর মধ্যে শেষ করব। এটা হচ্ছে একটা ভাইট্যাল পয়েন্ট। যেখানে মানুষের প্রয়োজনে, এলাকার প্রয়োজনে জলের বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে, সেখানে কনষ্ট্রাক্‌শনের যে রেস্পনসিবিলিটি, সেটা এলাকাবাসীকে যদি দেওয়া হয়, তাহলে সেই এলাকাবাসী যতক্ষণ না জল উঠে, ততক্ষণ রিং ওয়েল বলুন আর টিউবওয়েল বলুন তারা সেটা কনষ্ট্রাকশান করে যাবে, মেনটেনান্সও রিপেয়ারও নিজের প্রয়োজনে তারা করবে। অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি পত্রিকায় দেখেছি যে একটা বার পয়সার সকেটের জন্য একটা টিউব ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে, কেউ সেটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে করছে না। কারণ সেটা সরকারের তরফ থেকে করে দেওয়া হবে। সেই যে চিন্তা ধারা তার জন্য জনসাধারণ সেখানে এগিয়ে আসতে পারে না। কাজেই আমার মনে হয় এণ্টায়ার রেসপন্সীবিলিটি যদি সেই এলাকাবাসীর হাতে দেওয়া হয়, কর দি পলিসিসেক যদি সেটা করা হয় তাহলে আমরা এই যে সমালোচনা গভর্ণমেণ্ট'এর টাকা মিস ইউজ হচ্ছে, জনসাধারণের উপকারে আসছেনা, ইত্যাদি থেকে রেহাই পাব এবং জনসাধারণও প্রপার বেনিফিট পাবে। আমার সময় অল্প আমার আরও কিছু বলার ছিল। যাই হোক এখানে কাট মোশানের বিরোধিতা করে, মূল ডিমাণ্ডের উপর সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Dr. B. Das.

শ্রী বি. দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১৯৭০-৭১ এই বার্ষিক অর্থনৈতিক ব্যয় বরাদ্দ ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪, ১৬ এবং ৩৫ এর মধ্যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী রাখতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে দাবী রেখেছেন আমি তার সমর্থন জানাচ্ছি। এই কথাটা বলার অর্থ হল এই যে ঝরে পড়ার মুখে আমরা নিচ্ছি। দিল্লী থেকে ঝেড়ে দিয়ে দিল আর আমরা নিয়ে নিচ্ছি। অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খাচ্ছি। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে অর্থনৈতিক ব্যয় বরাদ্দে যে দাবী এনেছেন টাকে সমর্থন জানাচ্ছি। টাকা যতটুকু আসছে ততটুকু খরচ হবে। তবে এই কথা এই ক্ষেত্রে গঠনমূলক। এব

নম্বর হল এতক্ষণ হাসপাতাল সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হলো দ্যাট ইজ কিউরেটিভ সাইড। কিউরেটিভ সাইড সম্বন্ধে যখন আমরা চিন্তা করছি সেখানে যেভাবে চেষ্টা হচ্ছে সেটা ঠিকই হচ্ছে। সীট আরও বাড়ানো দরকার, হসপিটাল আরও বাড়ানো দরকার, এটাও ঠিক। কিন্তু সময়মত সেটা হবে, সেই পুরাণো ইতিহাস। তার মধ্যে কিছুটা যে এদিক ওদিক হচ্ছেনা সেটা নয়। কাজেই সুষ্ঠুভাবে যাতে রূপ দেওয়া যায় এইটুকু অনুরোধই আমি রাখছি। হসপিটালের বেডগুলি বাড়ানো হচ্ছে বা হবে। চিকিৎসাও সেখানে হবে। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে যে জায়গায় পেসেন্ট থাকছে ৮৫ বা ৯০ জন; সেখানে বেডশীট কিংবা অন্যান্য জিনিষ প্রচুর পরিমাণে নাই। কিংবা হয়ত সেখানে একটা রোগী মারাই গেল আর একটা রোগী ভর্ত্তি হল। তখন তাকে সেই শীটের শুইয়ে দেওয়া হল। বিশেষ করে মেটারনিটি ওয়ার্ডের কথাই বলছি। ডেলিভারীর পরে বেডশীটগুলি নোংরা হবেই। সেই বেডশীটের মধ্যেই অন্য একটা রোগীকে শুইয়ে দেওয়া হল। সেখানে যদি ইনফেকসাস্ কিছু থাকে তাহলে স্বাভবিকভাবে পরের পেসেন্টের সেটা হবেই। কাজেই সেই দিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নজর দিতে আমি বলব। সেখানে আমার সাজেশান হল যে যখন এই ধরণের একটা পেসেন্ট চলে যায় সংগে সংগে সেখানে যাতে বেডশীট সরিয়ে নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আর দেখছি কি আমরা চিলড্রেন ওয়ার্ডে একটা পেসেন্টকে একটা বেড এ রাখার কথা। সেখানে গেলে অনেক সময় দেখবেন যে ৩।৪টা বাচ্চাকে একত্রে রাখা হয়েছে। তাতে করে একটা পেসেন্টের রোগ যদি ছোঁয়াছে হয় তাহলে অন্য পেসেন্টদের হতে পারে। সেই দিক দিয়ে আমি উনাকে লক্ষ্য রাখতে বলব।

এইবার প্রশ্ন আসছে গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী এবং গভর্ণমেন্ট ডাক্তার সম্বন্ধে। দ্যাট ইজ রি-ইমবার্সমেন্টবিলের কথা আমি বলছি। এইখানে যারা গভর্ণমেন্ট ডাক্তার আছে তারা সবাই সি, এইচ, এস, মানে সেন্ট্রাল হেল্থ সার্ভিসেস ক্যাটাগরী থেকে আসছেন। সেন্ট্রালী এ্যাডমিনিষ্টার্ড যে টেরিটরিগুলি তার সব জায়গাতে সি, এইচ, এস, ক্যাটগরী আছে এবং সেখানে নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স তারা পাচ্ছে। দিল্লীতে তো প্রাইভেট প্র্যাকটিস একেবারেই হয় না। সেই নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স তারা নিচ্ছেন বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাক্টিসও তারা করছেন। তারা যে নিচ্ছেন সেটা ঠিকভাবে নয়। এটা কেন হয় সেইটুকু আমি তুলে ধরছি। যদি কারও রি-ইম্বার্সমেন্ট বিল পেতে হয় তাহলে তাকে গভর্ণমেন্ট ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। এখন সেখানে নিয়ম হচ্ছে এটাই; কাজেই যদি কোন নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স প্রাপ্ত ডাক্তার দিয়ে দেখাতে হয় তাহলে তাকে হসপিটালে যেতে হবে। আমি আগেই বলেছি সেখানে বিরাট এক লাইন পড়ে সকাল বেলা এবং সেই এমপ্লয়ীকে যদি সেখানে যেতে হয় তাহলে সে তার সামনে দেখে ১০০ থেকে ১৫০ জন লোক। কাজেই বার বার যদি সেখানে যেতে হয় তাহলে সেখানেই

বেলা ১২টা বেজে যায়। তার চাকরীর ক্ষেত্রে তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারলেন না। অর্থাৎ বেলা ১২টা বাজলে রোগীরও ১২টা বাজল। যখন ভীড়ের মধ্যে দশটা সাড়ে দশটা বাজে তখন আর সেখানে থাকতে পারে না। কাজেই সেখানে রোগীর ১২টা বাজল। সে জন্য পন্থা খুঁজতে যাবে। কাজেই এমন অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট ডাক্তারকে সে আর দেখাতে পারছে না বএং রিইম্বার্সমেন্ট বিলও সেখানে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমার সাজেশান হল যে গভর্ণমেণ্ট ডাক্তারকে যদি সার্টিফিকেট দিতেই হয়, যেহেতু এমপ্লয়ী যারা হসপিটালে যেতে পারছে না সময়ের অভাবে সেখানে এমন একটা ব্যবস্থা করা হোক ওয়েষ্ট বেঙ্গল কিংবা অন্যান্য প্রদেশের মত সেখানে অথরাইজড অ্যাটেন-টেণ্ড কত জন আছে? ডাক্তার যারা আছেন, রেজিষ্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিসনার্স যারা তাদের যেন অথরাইজড করা হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব সিষ্টেমটা যেন তিনি ভেবে দেখেন। দুই নম্বর হল পাবলিকের দিকটা। হসপিটালে যারা আসে বিশেষ করে জি. ডি, ও, গ্রেড ওয়ান যারা অর্থাৎ স্পেশালিষ্ট যারা তাদের সাথে যদি কনস্যালট করতে হয় তাহলে, আমি ত্রিপুরার জনসাধারণের কথা বলছি, তাহলে তাদের হাসপাতালে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু তিনি সেই ডাক্তারকে তার রোগ দেখাতে পারেন না যেহেতু উনি নন প্রেক্টিসিং এ্যালা-উন্স পান এবং কোন প্রাইভেট প্রেক্টিস করতে পারেন না। কাজেই সেদিক দিয়ে বেড বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, আউটডোরে যাতে আরও বেশী করে রোগী থাকতে পারেন তার চেষ্টাও করা হচ্ছে সেখানে যে ডাক্তার বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু স্পেশালিষ্ট-দের সাথে তারা যেন কনসালট করতে পারেন বা কনসালট করার সুযোগ পান, সেদিক দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চিন্তা করতে বলব। তারপরে টি, বি, পেসেন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে তারা ভর্ত্তি হতে পারছে না, কিম্বা তারা ফ্রি মেডিসিন পাচ্ছেন না। এই কথাটা ঠিক নয়। বর্ত্তমানে টি. বি, পেসেন্টকে বাড়ীতে রেখে যাতে চিকিৎসা করানো যায়, সেজন্য চিন্তা করা হচ্ছে। এটা শুধু আমাদের এখানে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে এই প্রচেষ্টা চলছে। হাসপাতালে কাদের রাখা হয়? সেখানে রাখা হয় যেটা নাকি পজিটিভ কেস। তারা কথা বললে, থুথু ফেললে বা কাশি দিলে পর তার যে রোগের বিজাণু সেটা অন্যের শরীরে ঢুকতে পারে, কাজেই এই ধরণের কেসগুলিই একমাত্র হাসপাতালে রাখা হয় আর বাকী যারা তাদের হাসপাতাল রাখার দরকার হয় না। কেন না তারা পজিটিভ কেস নয়। আমাদের এখানে টি, বি, টেষ্ট ক্লিনিক আছে, সেটা ত্রিপুরা সরকারের নয়, এমন কি ভারত সরকারেরও নয়। সেটা ওয়ার্লড্ হেলথ অর্গানিজেশান থেকে সারা পৃথিবীতে যেটা ছড়িয়ে আছে তার মারফতে সেখানে সমস্ত কিছু দেওয়া হয়। সেখানে ত্রিপুরা সরকারের সহযোগিতায়

ভারত সরকারের সহযোগিতায় এবং ওয়ার্লড্ অর্গানিজেশনের সহযোগিতায় সমস্ত টি, বি, পেসান্টকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তার জন্য যে সমস্ত মেডিসিন দরকার হয় এবং তার জন্য আরও যে সব মেকানিজম দরকার হয়, সেগুলিও ঐ অর্গানিজশন থেকে আসে। কাজেই রোগীরা যে ঔষধ পাচ্ছে না এই কথাটা ঠিক নয়। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি এই ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখেন, তাহলে তিনি সব জেনে শুনে খুসী হবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—স্যার, পয়েন্ট অব ইনফরমেশান। আজকে শুক্রবার, টুডে ইজ প্রাইভেট মেম্বার'স রিজলিউশান ডেট। কাজেই আজকে আমাদের রিজলিউশানগুলি আলোচনা হওয়া দরকার। আমাদের রুল্‌স অনুসারে ফাষ্ট আওয়ারের পর সেকেণ্ড আওয়ারে এইগুলি আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত যেভাবে ডিমাণ্ডগুলি আলোচনা হচ্ছে এবং এরপর আর একটা ডিমাণ্ড আছে লেবার এ্যাণ্ড এ্যামপ্লয়মেন্ট, সেটাও যে কখন আলোচনা হবে এবং পরে আমাদের যে প্রাইভেট মেম্বার রিজোলিউশান আছে সেগুলি আলোচনা হবে কিনা, সেটাই আমি জানতে চাইছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—পরে জানানো হবে।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—এবারে আমি হেল্‌থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। ম্যালেরিয়া হয় কেন? মশার কামড় থেকে হয় এবং মশা সেখানে বিজাণু ছাড়তে থাকে। কাজেই সেই মশাকে যদি আমরা তাড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে সেখান থেকে ম্যালেরিয়া চলে যাবে। আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে নাকি ম্যালেরিয়া চলে গেছে, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। আমাদের ত্রিপুরাতে এখনও অনেক ম্যালেরিয়া আছে এবং মশার পরিমাণ অতিরিক্ত বেড়ে গেছে। শুধু ডি, ডি, টি, স্প্রে করলেই হবে না তার সংগে সংগে আমাদের এখানে যেখানে যেসব নালা, ডোবা ইত্যাদি আছে, সেগুলি যাতে না থাকে সে ব্যবস্থা করা দরকার। আমার এক মাষ্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়ছে। উনি হচ্ছেন ডাঃ চাটার্জি। তিনি বলতেন যে দেখ রাস্তায় যখন চল্‌বে তখন নাক কান ভাল করে খোলা রেখে চলবে। কাজেই আমরা যখন এই এ্যাসেম্বলীতে আসি, তখন যদি রাস্তার দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব যে হাসপাতাল চৌমুহনী থেকে রিজার্ভ চৌমুহনি পর্যন্ত এই যে খালটা এটাই শুধু পরিস্কার রাখা হয়, আর বাকীগুলি কোন দিনই পরিস্কার রাখা হয় না। কাজেই সেদিকে নজর রাখতে হবে, শুধু ডি, ডি, টি স্প্রে করলেই হবে না। আমাদের যেখানে যেখানে খাল, নালা এবং ডোবা ইত্যাদি আছে সেগুলি পরিস্কার রাখতে হবে। তাহলে পরে আমাদের এখান থেকে ম্যালেরিয়া উৎখাত হতে পারে। তারপরে স্মল পক্স, কলেরা

ইত্যাদিকে ইর‍্যাডিকেশানের জন্য যে সব প্রগ্রাম নেওয়া হয়েছে, সেটাকে এ্যাডিকোয়েট বল্লে হয়তো ঠিক হবে না। তবে যেটুকু আছে, সেটাকে আমরা ভাল এবং প্রশংসনীয় বলতে পারি এবং এইভাবে যদি চলে তাহলে সেটা দূরীভূত হতে পারে, এতে আমার কোন দ্বিমত নেই। আর পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গ্রাম এবং শহরে যে ব্যবস্থাটুকু আছে, তাতে দেখছি যে টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল বসানো হয়েছে। কিন্তু তার একটা স্টেটেষ্টিক্স নিয়ে যদি দেখা হয়। তাহলে দেখব যে সেগুলি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আর যেগুলি বা করা হয়েছে, সেগুলি অধিকাংশতে জল পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য সেগুলির মেন্টেনান্সের জন্য বিরাট একটা টাকা প্রতি বছর খরচ করা হচ্ছে। এভাবে খরচ করেও সেগুলির কোন সুরাহা হচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করি যে সেই মেন্টেনান্সের ভারটা যদি আমাদের পঞ্চায়েতের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে অনেকটা ভাল হবে এবং সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চিন্তা করতে বলব।

মাননীয় সদস্য রায় মহাশয় এখানে একটা কথা বলেছেন যে ডাক্তারেরা নাকি ৫/৬ বছর শহরে থেকে পড়াশুনা করে এসে আর গ্রামাঞ্চলে যেতে চান না। আমি কিন্তু এই ব্যাপারে উনার সংগে এক মত হতে পারলাম না। আমি এখানে বলব যে সব কোয়া-লিফাইড ডাক্তার পড়াশুনা করে বেড়িয়ে আসেন, তাদেরও একটা বিবেক বলে জিনিষ আছে। কাজেই তারা যখন বের হয়ে আসেন, তখন যদি তাদেরকে গ্রামাঞ্চলে পোষ্টিং করা হয়, তখন তাদের ডায়গনসিস করতে কিছুটা অসুবিধা হয় কেন না গ্রামাঞ্চলে তাদের যে সব ফেসিলিটিস পাওয়ার কথা সেগুলি সেখানে নেই। যেমন এ্যাক্স-রে নেই, লেবরটরী ফেসিলিটিস নেই। এগুলি না করে তারা ভাল করে ডায়গনিসিস করতে পারেন না। কাজেই এদিক দিয়ে আমরা যদি একটা পরিকল্পনা নিয়ে এগোই তাহলে ডাক্তারেরা গ্রামাঞ্চলে যেতে কোন দিন আপত্তি করবেন না। কারণ তাদের মধ্যে এমন কোন কিছু বার নেই যে তারা সেখানে যাবেন না। আর এছাড়াও তাদের আরও অনেকগুলি ফেসিলিটিস দিতেই হবে, যেহেতু তারা গ্রামে যাবেন, তাদেরও সেখানে অন্যদের সংগে মিশতে হবে এবং তাদেরও একটা এ্যাসোসিয়েশান চাই। কাজেই সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে আমার আবেদন রাখব। আর মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু কিছুক্ষণ আগে একটা কথা এখানে বলেছেন যে প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারে মাত্র একজন করে ডাক্তার আছে। কিন্তু নিয়ম হল সেখানে একজন করে এম, বি, বি, এস এবং একজন করে এল, এম, এফ ডাক্তার প্রতিটি প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারে থাকতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে এই এল, এম, এফ কোসটা একেবারে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যারা নাকি আসছে, তাদের সবাই জি, ডি, ও ওয়.ন, আর, জি, ডি, ও টু এবং জি, ডি, ও টু তে যারা

আসছেন তাদেরও সবাই এম, বি, বি, এস হয়ে আসছেন। কাজেই আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য সেগুলি না জেনেশুনে এসব কথা বলেছেন। তাই এগুলি না বলে তিনি যদি বলতেন যে দুই জন করে ডাক্তার দেওয়ার কথা তা দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে আমি খুসী হতে পারতাম। অতএব মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে দাবী রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে সব কাটমোশান রেখেছেন সেগুলির সম্পর্কে কোন যুক্তি উনারা দিতে পাবেন নি। কাজেই আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ১৬, ১৭, ৩৫ এই তিনটি ডিমাণ্ড হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি তা সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল:— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ যে কাট মোশান দাখিল করেছেন তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। কারণ মহারাজার আমলে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরাতে পাণীয় জল, ডাক্তারখানা, হাসপাতাল বলতে কিছুই ছিলনা বললেই চলে একমাত্র আগরতলা ছাড়া। মাননীয় স্পীকার স্যার ঐ আমলে আদিবাসীরা ডাক্তারের নাম শুনলে ভয় করতেন। ডাক্তার খানার নাম শুনলে ভয় পেতেন। বর্ত্তমানে পাণীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, ডাক্তারখানা এই সমস্ত যথেষ্ট হয়েছে। তবও যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কাট মোশান এনেছেন তার আমি তীব্র নিন্দা করছি। তবে এই রকম কতকগুলি জায়গা এখনও আছে যেখানে কৃষক ভাইয়েরা আছে, লোক সংখ্যাও খুব বেশী, কিন্তু দশ বার মাইলের মধ্যে কোন ডাক্তার খানা নাই। সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে এই বাজেট বরাদ্দ থেকে ডাক্তার খানা দেওয়ার জন্য স্পীকারের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব। বিশেষ করে গণ্ডাছড়া এবং রাইমা ইত্যাদি এলাকায় আমরা আজকে দেখতে পাই যে গণ্ডাছড়াতে প্রায় তিন বছর যাবৎ ডাক্তার নাই এবং রাইমাতে ছয় বছর যাবত ডাক্তার নাই। যাতে এইবার সেই সব জায়গাগুলিতে ডাক্তার দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব। আর নববাই বাড়ী, অমরপুর, তুইদু বাজার এই দুই জায়গায় পূর্বে ডাক্তারখানা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব হয়েছিল, বর্তমান বাজেট থেকে ঐ দুইটি জায়গায় ডাক্তারখানা দিলে বিশেষ সুবিধা হয়। ঐ এলাকায় আমাদের কৃষক ভাইয়েরা জায়গা দিতে সব সময়ই প্রস্তুত আছে এবং একথা লিখিত ভাবে মেডিক্যাল অফিসারকে জানিয়েছেন। আমি মাননীয় মেডিক্যাল মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে ঐগুলির বিবেচনা করা হয়। আরেকটা কথা হচ্ছে কেলিরামুড়া হাসপাতালের জায়গা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু বিছানার অভাবে ঐখানে রোগী ভর্তি হতে পারেনা। অনুরোধ করব সেখানে যাতে ঐ সমস্ত জিনিষের

ব্যবস্থা করা হয়। অমরপুর হাসপাতালে একটা এ্যাম্বুলেন্স নিতান্ত দরকার। কারণ অনেক সময় দেখা যায়যে পাবলিক গাড়ী করে রোগী আনা নেওয়া করতে হয়।

আর যে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য মাননীয় বিরোধী পক্ষ থেকে কাট মোশান এনে যে নানা কথা বলেছেন সেটা আমি মানতে পারিনা। মহারাজার আমলে টিউব ওয়েল, রিংওয়েল এর কথা শুনা যায় নাই। এখন সেই তুলনায় যা হয়েছে, সেটা যথেষ্ট মনে করতে হবে। তবে অনেক জায়গায়, কৃষক ভাইদের যে সমস্ত এলাকায়; এখনও পানীয় জলের ব্যবস্থা হয় নাই, সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে তাড়াতাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব। এই বলে বিরোধী দলের কাট মোশানের বিরোধীতা করে, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে মূল বরাদ্দ হাউসে দাখিল করেছেন সেটা সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Khitish Ch. Das.

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬ এবং ১৭— যে তিনটি ডিমাণ্ড হাউসে পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যে সমস্ত কাটমোশান এনেছেন, তার বিরোধিতা করছি। তবে আমার সমর্থনের সপক্ষে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখব। অনেক সদস্যই আজকে পানীয় জলের কথা এই হাউসের সামনে তুলে ধরেছেন। এই পানীয় জলের জন্য প্রতিবছর এই খাতে বাজেটে টাকা থাকে ঠিকই কিন্তু জনসাধারণের যে সত্যিকার জল পাওয়া সেটা হয় না। কেন এই অবস্থা হচ্ছে, তার কতকগুলি কারণ আমি হাউসের সামনে তুলে ধরছি। পূর্বে আমরা দেখেছি যে অর্ডারের মধ্যে লেখা থাকত ঐ কোম্পানীর ফিল্টার দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি, সেখানে কোম্পানীর মার্কা থাকত, তা দেখে আমরা বুঝতে পারতাম কোন কোম্পানীর ভাল বা কোনটা খারাপ সেটা যাচাই করার একটা পথ থাকত, কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা দেখছি যে সেই ফিল্টারগুলিতে কোন মার্কা নাই, মার্কা ছাড়া সেগুলি চলছে। এই সম্পর্কে দাম বা ভাল, মন্দ বিচার করার কোন ক্ষমতা নাই। সেই যে তেজ মার্কা দেওয়া ফিল্টার, যাকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল, হঠাৎ যে কি হল, কেন সেটা উঠে গেল, তেজ কেন নিস্তেজ হয়েছে, বেনামী ফিল্টার বেশী কার্যকরী হচ্ছে কিনা সেটার দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ মার্কা ছাড়া চালালে পরে অনেক সময় পুরানো মাল কালারিং করে চালান যেতে পারে। গ্রামের লোক এই সম্পর্কে অজ্ঞ। এইগুলি বুঝে উঠতে পারে না। তাছাড়া এখানে আরও কতকগুলি ব্যাপার আছে। রিইমবাসমেণ্ট বিল সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য বি, দাস মহাশয় যে কথাটা বলেছেন বাস্তবিক সেটা দুঃখজনক ব্যাপার। অনেক সময়

মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে দেখা যায় যে অফিসাররা এই ব্যাপারে বেশী সুযোগ নেয়। মেডিক্যাল অফিসাররা নিজের বিল নিজে করতে পারেন। তাদের সাথে ক্লাস ৩ এবং ক্লাস ফোর যারা আছেন তারা বিল করতে পারেন না, এই যে অবস্থা এই অবস্থার কথা বরাবর বাজেট আলোচনা করার সময় বলা হয় কিন্তু এই সম্পর্কে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে না। আজকে এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে কেবল অফিসাররা তার নিজের বিল নিজে করতে পারেন। হিসাব করলে দেখা যায় রি-ইম্বার্সমেণ্ট বিল যা তারা ড্র করেন তা প্রায় তাদের বেতনের সমান। অনেক সময় দেখা যায় যে বেসরকারী অনেক ভাল ডাক্তার আছেন, সরকারী ডাক্তার সামনে রেখেও তারা বেসরকারী ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করান, তাদের যে কেন রি-ইম্বার্সমেণ্ট বিল করার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না আমি বুঝি না। কাজেই এই জিনিষটি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে তুলে ধরছি, আশাকরি তিনি একটু ভেবে চিন্তে এটা দেখবেন। শুধু আগরতলা শহরেই নয়, সেটা সাবডিভিশনে আরও বেশী ভোগ করছে। যেহেতু এমন জায়গা আছে যে সাবডিবিশনের হাসপাতালের কর্ম্মচারীরাও বিল করতে পারে না সেহেতু তারা নন-প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স গ্রহণ করছে। অথচ সেখানে ডাক্তার নাই যার জন্য কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ করে যারা অধঃস্তন কর্ম্মচারী রি-ইম্বার্স্মণ্ট বিলের জন্য দিনের পর দিন বসে থাকো এই অল্প বেতনে চাকুরী করে তাদের পক্ষে চিকিৎসা করার কোন উপায় নাই। এই ব্যাপারটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই সম্পর্কে আশা করি যে তিনি একটা কিছু করবেন। কারণ করার সুযোগ আছে। এমন কথা নয় যে সুযোগ নাই। তাছাড়া আমাদের মাননীয় প্রফেসার রায় একটা ইউনিটের কথা বললেন। মেডিক্যাল ইউনিট দেওয়া হয়েছিল। সেই ম্যাডিক্যাল ইউনিট এখন কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালানো হচ্ছে। এটা কি রকম অবস্থা বুঝি না। সেই ম্যাডিক্যাল ইউনিটগুলি এই রকম অবস্থায় রাখা হয়েছে যে তাতে কোন কাজ হচ্ছে না। কাজেই এই যে ম্যাডিক্যাল ইউনিট বা হসপিটাল, ডিসপেন্সারী এবং প্রইমারী হেল্থ সেণ্টার, যেমন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু দিন আগে এক প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছেন যে চতুর্থ পরিকল্পনায় ডিসপেনসারী, প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আপগ্রেড করার সুযোগ আছে টুয়েন্টি বেড্ডে হসপিটালকে থার্টি বেডেড হসপিটাল ইত্যাদি। এই যে হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারীগুলি ধরা হচ্ছে সেগুলি হয় কি? আগে এর জন্য কোন স্থান নির্ব্বাচন না করার দরুণ একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জের টেনে আর একটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলে যাওয়ার সুযোগ আসে। এই যে টানা হেচড়াটা সেটা আমার মনে হয় কর্ম্মচারীদের দোষ নয়। যারা পলিসি মেকার তাদের দোষ। যখন ডিমাণ্ড আসে, বৎসরের পর বৎসর সেই

ডিমাণ্ড অনুযায়ী, সাবডিভিশন অনুযায়ী কোন কোন জায়গাতে হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারী হবে সেই নাম দেওয়া। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি—টি, টি, সি. এর আমলে তদানীন্তন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রিন্সিপাল অফিসার ছিলেন। তখন তার কাছে কমলপুরের মাননীয় সদস্য সুনীল দত্ত মহাশয় মড়াছড়াতে একটা স্থান নির্বাচন করে প্রস্তাব করেছিলেন প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের জন্য। স্থান নির্বাচন হল। কাজেই ঘর করাব জন্য বলা হল। মাননীয় সুনীল দত্ত মহাশয় এক সময়ে ঘর দরজা পর্যন্ত করলেন। কিন্তু প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের সুযোগ পায় নাই। ইদানীংকালে জনসাধারণের দাবীর উগ্রতা লক্ষ্য করে একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার মঞ্জুর হয়েছে। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অভিনন্দন জানাই। যাই হোক, নাই মামার থেকে কানা মামা ভাল। সেজন্য তাকে আমি এই হাউসের মধ্যে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু এই প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারের জন্য যেখানে ঘর করা হয়েছিল সেই প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারটা গেল কোথায়? সেজন্য আমি এই কথা বলছি যে পরিকল্পনাগুলি মন্ত্রী মহোদয়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এইখানে নয়, ঐখানে। শেষ পর্যন্ত ডিসপেন্সারী এবং হেল্থ সেন্টারগুলি হয় কি? একটা পরিকল্পনার টাকা আর একটার মধ্যে লেগে যায়। এই অবস্থাটা আমার মনে হয় খুব ভালর দিকে যাচ্ছে না। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের অফিসারদের কথা বলছি না, আমি বলছি যে, পলিসি মেকার যারা, আমাদের যারা মন্ত্রী, আজকে আমরা যে বাজেট পাশ করলাম যাদের পরামর্শে এবং যাদের ইচ্ছায় তাদের মধ্যে একটা ভাব যে আমি একটা কম নয়। সেই ভাব থাকা উচিত নয়। ডিপার্টমেন্টটা আছে গ্রামের লোকের বেশী সুযোগ দেবার জন্য। আজকে কমলপুর সাবডিভিশনে একটা মাত্র প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার। ঐদিকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সিলেটের বর্ডার এবং আর এক দিকে কৈলাসহর এবং বিরাট এলাকা। তাতে একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার দরকার। কিন্তু একটা ডিসপেন্সারী পর্যন্ত নাই। কাজেই এই যে এতবড় একটা সাবডিভিশনের মধ্যে একটা মাত্র প্রাইমারী হেলথ সেন্টার সেই বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সেই এলাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা বলে দাবী করছি যে ঐ অঞ্চলে অন্ততঃ দুইটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার যেন তিনি চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া আর একটা জিনিষ যে হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারী কমলপুরের মানিকভাণ্ডারে হওয়ার কথা ছিল। তখন টি, টি, সি'র আমল। আমি যতদূর জানি তখন রেজিষ্টার্ড ডাক্তার পাওয়া যায় নাই। আর যে মেম্বারের দরবার বেশী থাকে সেই মেম্বার তার চাহিদামত জিনিষ পেয়ে যান। তাতে কে বেশী দরবারী সেই পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই পরিকল্পনামত যদি করা হয় তাহলে মেম্বারদের সেই সুযোগটা থাকে না। জায়গাটা যদি আগে থেকেই ঠিক করা থাকে তাহলে এই ব্যাপারটা হয় না। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করব, এইখানে হচ্ছে ঐখানে হচ্ছে না এইরকম করা উচিত নয়। আর একটি কথা হল মফঃস্বল

হাসপাতালগুলিতে যেখানে দুইজন ডাক্তারই সমান বিদ্যার অধিকারি সেখানে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। যিনি সিনিয়ার তাকে হাসপাতালের চার্জে রাখা হল। তাতে তার নাম পড়ে গেল তিনি বড় ডাক্তার, আর অন্যজন ছোট ডাক্তার। এতে বড় ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বেশী হয়। ছোট ডাক্তারের তা হয় না। এতে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। আমার সাজেশান হল যে এই ব্যাপারে সীট ভাগ করে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা চলে। যিনি চার্জে আছেন তাকে না হয় ২০টা বা ১২টা, একটা কিছু সংখ্যা আর অন্যজনকে ৮টা বা ১৬টা, যা সংখ্যা অনুপাতে হয় ভাগ করে দেওয়া উচিত তাতে চিকিৎসার দিক দিয়েও ভাল ব্যবস্থা হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হতে পারে যে যিনি ৮ সীট ওয়ালা ডাক্তার তিনিও ডাক্তার হিসাবে খারাপ নন। আমার একজন ডাক্তারের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ হয়েছে। তারও এই মত। আজকে জি, বি, হাসপাতাল সম্পর্কে স্বাস্থ্য মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়েছেন বাজেটের ব্যাপারে যে এখানে ভাল হাসপাতাল বলে রোগীর ভীড় বেশী হয় সেটা আমিও স্বীকার করি। কারণ কোন কোন সময় দেখা যায় যে পাকিস্তান থেকেও লোক আসে। সেখানে রোগীর ব্যাপারে সিটিজেনশিপ চ্যালেঞ্জ করা যায় না। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ডাক্তারদের মধ্যে একটা ধূমায়িতভাব চলছে—কে যে বড় ডাক্তার, আর কে যে ছোট ডাক্তার এই নিয়ে। এই সম্পর্কে আমার অনেক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে, আমি সেই আলাপ থেকে যেটা বুঝতে পারলাম, তা হল তাদের মধ্যে কে ছোট, কে বড় ডাক্তার, এই ভাবটা অত্যন্ত খারাপ। আর আমাদের আগরতলা শহরের জি, বি, হাসপাতাল সম্পর্কে গতবারের বাজেট বক্তৃতায় আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন যে সেখানে রোগীদের জন্য সীট আছে মোট ২৫০টি, কিন্তু সেখানে রোগী থাকে হামেশা ৫০০ এর উপর। এই কথাটা আমিও স্বীকার করি। তার কারণ অবশ্য একটা আছে। সেটা হল এখানে ডাক্তার ঠিক ভাল থাকার জন্য অনেক দূর থেকেও রোগীরা আসে, যাতে তাদের রোগ ভাল হতে পারে। এমনও হয় যে সেখানে পাকিস্তান থেকে অনেক লোক আসে, তাদের রোগের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সেটা তো আর চেলেঞ্জ করা যায় না যে কে কোথাকার নাগরিক। এখানে রোগীদের জন্য সীটের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তাছাড়া রোগীদের জন্য যে সব ঔষধপত্রের প্রয়োজন এবং কম্বলাদির প্রয়োজন সেগুলিও বাড়ানো দরকার। রোগীর সংখ্যা যখন বেশী, তখন এগুলি করার জন্য আমাদের বাজেটে আরও বেশী করে অর্থ বরাদ্দ করা দরকার। তারপরে হল টি, বি, রোগ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ডাঃ বি, দাস বলেছেন যে টি, বি, রোগী বাড়ীতে রেখেও চিকিৎসা করা যায়। তিনি যেটা বললেন, সেটা হয়তো ঠিক কেননা উনি নিজে একজন ডাক্তার এবং অনেক মানুষের রোগ চিকিৎসা করেন। কাজেই উনার বক্তব্যের উপর আমার কিছু বলার নেই। উনি একটা কথা বলেছেন যে নিগেটিভ আর পজেটিভ। এখন ধরুণ আমাদের গ্রামাঞ্চলে পজিটিভ আর নিগেটিভ কিভাবে জানা যাবে। তার কোন

সুযোগ নেই। এই নিগেটিভ আর পজেটিভ জানবার জন্য সুযোগ একমাত্র আগরতলাতে আছে, গ্রাম দেশের মধ্যে নেই। আমাদের ত্রিপুরাতে যেখানে নাকি শতকরা ৮০ থেকে ৯০ জন লোক গ্রামের মধ্যে বসবাস করে, তারা টি, বি রোগীর নিগেটিভ আর পজেটিভ জানতে পাবে না। এমন কি আমাদের সাবডিভিশানাল হাসপাতালগুলিতেও যেসব ডাক্তাররা আছে, তারাও এর জন্য এ্যাক্সপার্ট নয়, সেজন্য তারাও সেটা জানতে পারে না যে কোনটা নিগেটিভ আর কোনটা পজেটিভ। কাজেই যদি টি, বি স্পেশালিষ্টরা সাব ডিভিশান্যাল মহকুমাগুলি ঘুরে দেখেন তাহলে এই নিগেটিভ আর পজিটিভ সম্পর্কে গ্রামের জনসাধারণ কিছুটা অবগত হবে। তারপরে আছে চক্ষুর ব্যাপারে। আমি জানি যে এই ধরণের একটা টিম প্রায় মাসে মাসে মহকুমাগুলিতে যায়। আমাদের কমলপুরে এইবার গিয়েছিল। কিন্তু আমার কথা হল ২।৩ দিনের মধ্যে কোন চক্ষুর চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। আর যদি কোন অপারেশন কেস হয় তাহলে বলবে যে আমি তোমার নামটা লিখে নিচ্ছি, আগরতলাতে গিয়ে দেখা কর, তাহলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যায় যে নামটা লিখে নিয়ে আসলো অথচ তাদের কাছে আর কোন দিন চিঠি যায় না। এমনকি কেউ আগরতলাতে আসল, তার অপারেশন করে দেওয়ার জন্য নামটা আনল, সেটা পর্যন্ত আর খুজে পাওয়া যায় না। এভাবে আজকে গ্রামের সাধারণ মানুষদের হয়রানি করা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব যে এইভাবে কোন চিকিৎসা হয় না এবং হতে পারে না। আজকে আমাদের যারা বড় সার্জেন্ট আছেন, তারা যদি প্রতিটি মহকুমা হাসাতালে গিয়ে কম পক্ষে ১০ থেকে ১৫ দিন সেখানে থাকেন এবং চক্ষু রোগীদের চিকিৎসা করেন তাহলে হয়তো কোন চিকিৎসা হতে পারে এবং তাতে করে আমাদের গ্রামের মধ্যে যে অসংখ্য চক্ষু রোগী আছে তাদের একটা সত্যিকারের উপকার হতে পারে। এর ফলে মানুষ আরও বেশী করে তাদের রোগ চিকিৎসা করবার সুযোগ পাবে, সেজন্য আমি এখানে এই সাজেশানটা রাখছি। আর ফেমিলী প্লেনিং সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে, স্যার। আমি যতটা জানি তাতে দেখছি যে আমাদের এখানে ফেমিলী প্লেনিং এর কোন কাজই হচ্ছে না, অপারেশান ছাড়া। এর জন্য এতবড় একটা ষ্টাফ বসে বসে বেতন নিচ্ছে। এজন্য তাদের মনের মধ্যে একটা বিরাট দুঃখ আছে। কেননা তারা বলছে যে তারা কোন কাজ করতে পারছে না। কাজেই এই বিষয়ে আশা করি যে সক্রিয়ভাবে তারা যাতে কিছু কাজ করতে পারেন, সেই বিষয়ে একটা সুযোগ করে দেওয়া হবে এবং সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার ফিফটিন এ্যাণ্ড সিক্সটিন রাখা হয়েছে, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি, আর বিরোধীদলের যে কাট

মোশান এখানে রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাতে আমাদের ত্রিপুরার অনগ্রসরতা কাটিয়ে উঠতে অনেক কাজে লাগবে। আমি একটা কথা এখানে বলব সেটা হল আমাদের এই আগরতলা এবং বিভিন্ন মহকুমাগুলিতে যে হাসপাতাল আছে, তার মধ্যে যে পরিমাণ রোগী আছে, তার চাইতে অনেক বেশী রোগী সেখানে থাকে। যেমন যেখানে আছে ২৫০টি সিট, সেখানে রোগী আছে ৫০০ উপর, আর যেখানে সিট আছে ১০টা সেখান রোগী আছে ২০টা ২৫টা, আর যেখানে সীট ২০টা. সেখানে রোগী আছে ৩০ জন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংকুলান হচ্ছে না। আবার এমনও দেখা যায় যে হাসপাতাল আছে, ডাক্তার নেই, সেখানে কম্পাউণ্ডার দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। সবাই একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং এটা আমাদের একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট। তাই বলব এই ওয়েল ফেয়ার স্টেটে কেউ যেন ন্যূনতম চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। চিকিৎসা শুধু মাত্র ধনীদের জন্য নয়, চিকিৎসা গরীবদের জন্যও, চিকিৎসা এই রাষ্ট্রের মধ্যে গরীব ধনী যে যেখানে আছে, তাদের সবার জন্য। আমি এও আশা করব যে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়ে যেন ঔষধের অভাবে কেহ মারা না যায়, সেটা আমাদের দেখতে হবে। আজকে আমাদের দুর্গম পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে যে সব ট্রাইবেল এরিয়া আছে, তার মধ্যে যারা বসবাস করেন এবং অন্যান্য অঞ্চলে যে সব সিডিউল্ড কাস্ট এর লোক আছে, মোট কথা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে যেখানে থাকুক না কেন, প্রত্যেকটি লোক যেন এই চিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত না হয় এবং চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে তাদের যেন প্রাণ না দিতে হয়, আজকে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আজকে আমাদের যেমন ডাক্তারের দরকার, তেমনি ডিসপেন্সারী এবং হাসপাতালের ও দরকার আছে। সেজন্য আমি বলব আমাদের ত্রিপুরাতে একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা একান্ত দরকার। মেডিক্যাল কলেজ যদি আমরা স্থাপন না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের আমরা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব না। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন আমরা দেখে এসেছি যে পণ্ডিচেরিতে যেখানে নাকি ত্রিপুরার চাইতে লোক সংখ্যা অনেক কম মাত্র ৫ লক্ষ সেখানেও একটা মেডিক্যাল কলেজ আছে। আমরা যদি কেন্দ্রের কাছে দাবী করি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটা ম্যাডিক্যাল কলেজ পেতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা যদি হাটে বাজারে এবং গঞ্জে যাই তাহলে দেখব যে সেখানে হাতুড়ে ডাক্তার বা কবিরাজ আছে। এই কথা বলতে গিয়ে আমি সদস্য যতিন বাবু যে গল্পটা বলেছেন, তার কথাই আমার মনে পড়ছে। সেই ডাক্তার কবিরাজদের এই ব্যাপারে জ্ঞান খুব সামান্য, তাদের অনেকে

তিনটার বেশী ঔষধের দাম জানে না এবং তারা অনেক সময়ে ঔষধের নামে পযেজনাস ড্রাগস পর্য্যন্ত রোগীদের খেতে দেয়। কাজেই তারা চিকিৎসার নামে অনেক সময়ে কুচিকিৎসা করে থাকে, তাতে করে আমাদের এই ত্রিপুরাতে যে কত লোক অকালে মরছে, তার কোন সঠিক হিসাব দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের গ্রামগুলিতে যে সব গরীব মানুষ আছে, তারাও যাতে চিকিৎসা পেতে পারে, সেদিকে আমাদের আরও বেশী করে সচেস্ট হওয়া দরকার। সেজন্য বলছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরার জন্য একটা মেডিক্যাল কলেজ দরকার। আমাদের এখানে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ করা হয়েছে, আজকে যেটা দেখছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে বহু ইঞ্জিনীয়ার বেকার আছে, তাদের আমরা চাকুরী দিতে পারছি না। কিন্তু আজকে যদি আমরা সেই ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজ না করে মেডিক্যাল কলেজ করতাম, তাহলে চাকুরীর জন্য তারা এখানে সেখানে ধর্ণা দিতে আসত না। তার কারণ হল চাকুরীর না পেলেও তারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে নিজেদের বিদ্যায় মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারত এবং সেখানে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারত—গ্রামাঞ্চলে তো রোগীর অভাব নেই। সুতরাং আমি মনে করি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যন্ত প্রয়োজন হল একটা মেডিক্যাল কলেজ। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে মেডিক্যাল, পাবলিক হেল্‌থ এবং ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩৫ এই তিনটি ডিম্যাণ্ডের উপর ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি তাব সমর্থন জানিয়ে, তার উপর যে কাটমোশান এসেছে, তার বিরোধিতা করছি। এইগুলি বিশেষ মেডিক্যাল এবং পাবলিক হেলথ এই দুইটি ডিম্যাণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিম্যাণ্ড। আমার সময় নাই, তাই আমি কতকগুলি কেবল এখানে সাজেশন রাখব। আমাদের ত্রিপুরাতে প্রায় ২৩টির মতে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে, এবারেও আমরা দেখছি যে ফাণ্ড রাখা হয়েছে, আরও নূতন খোলার জন্য, খুবই আনন্দের কথা, ত্রিপুরার জনসাধারণের চাহিদা অনুসারে দিনের পর দিন সেগুলি বেড়ে যাচ্ছে সেটা অত্যন্ত সুখের কথা। আজকে আমরা যে প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারগুলি করব, সেগুলি প্রায়রিটি বেসিসে হবে, এখন এই প্রায়রিটি কিসের ভিত্তিতে হবে। জনসংখ্যার ভিত্তিতে না ব্লক ভিত্তিতে, না সাবডিভিশন ভিত্তিতে, সেটা আগে ঠিক করে নিতে হবে। কারণ আমরা এক সংগে সব ব্লকে, সব সাবডিভিশনে, সব এলাকায় জনসাধারণের চাহিদা থাকলেও হেল্‌থ সেণ্টার করতে পারিনা। কারণ অর্থ আমাদের কেন্দ্র থেকে দিচ্ছে, সেই অর্থ অত্যন্ত সীমিত তাই প্রায়রিটির প্রশ্নটা উঠেছে। অবশ্য প্রায়রিটি দেওয়া হচ্ছে, তথাপি সেই নীতিকে আরও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করতে হবে সেটা কি ভিত্তিতে নেব। কি পপুলেশান ভিত্তিতে নেওয়া

হবে না ব্লক ভিত্তিতে নেওয়া হবে না সাবডিভিশন ভিত্তিতে নেওয়া হবে সেটা আগে ঠিক করতে হবে। আমার একটা সাজেশন হচ্ছে অন্ততঃ পপুলশান ভিত্তিতে সেগুলি করা দরকার। অবশ্য এটাও স্বীকার্য যে, যে সমস্ত দুর্গম এলাকা সেখানেও হওয়া দরকার। তার সংগে সংগে আমি একথাও বলব যে হয়তো এমন দেখা যায় যে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার এমন জায়গায় হয়েছে, যেখানে লোক সংখ্যা ● হাজার। তাদেরও দরকার আছে এটা ঠিক কিন্তু যেখানে আমাদের অর্থের পরিমাণ কম, সেখানে আমাদের যাতে কম টাকায় বেশী লোকের সুযোগ সুবিধা দিতে পারি সেটা দেখা দরকার। তাই আমি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে সাজেশন রাখছি যে, যে সমস্ত ব্লকে লোক সংখ্যা ৬০ হাজার অথবা তার কিছু কম, সেইসব ব্লকে একটা অন্ততঃ প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার খোলা দরকার এবং সেইসব ক্ষেত্রে যেন প্রায়রিটি দেওয়া হয়.। আরেকটা হচ্ছে, মাননীয় সদস্যরা অনেকেই এই বিষয়ে বলেছেন, আমি বেশী কিছু বলছিনা, এখানে কথা হচ্ছে টি. বি, পেশাণ্ট সম্পর্কে বলা হয়েছে যে টি, বি, পেশাণ্টরা ফিনানশ্যাল এ্যাসিসটেন্‌স ঠিক ঠিক মত পাচ্ছেনা, কম পাচ্ছে। পেতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা যায়ঃ যে যারা রিফিউজী তাদের ক্ষেত্রে সেটা বেশী পাওয়া যায়, আর যারা ট্রাইবেল সিড্যুল কাস্ট আছে তাদের বেলায় সেটা কম পাওয়া যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায়না, যার জন্য অনেক সময় তাদের বড় অসুবিধা এবং সংকটের মধ্যে পড়ে যায়। সেখানে বলব যে অন্ততঃ অর্থনৈতিক দিকটা চিন্তা করে যারা আর্থিক অনটনে আছে, তাদের দিকে যথা-সম্ভব কনসিডার করতে হবে। এ রকম অনেক সময় দেখা যায়, গরীব কৃষক, এক খণ্ড জমি নাই, অথচ সে রিফিউজী নয়, সিড্যুল্‌ কাষ্ট, সিড্যুল ট্রাইবও নয়, তার ফিনানশ্যাল এ্যাসিসটেন্‌স পাওয়ার কোন সুযোগ সুবিধা নাই, তাই আমার মনে হয়, সেই দিকে চিন্তা রাখা উচিৎ। মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এবং সরকারের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করছি। ডাক্তার বি, দাশ মহাশয় বলেছেন যে মেডিক্যাল রি-ইম্বার্সমেণ্ট বিল পেতে দেরী হয়, সেটা ঠিক। মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে আমার সাজেশন হচ্ছে যেখানে হাজার হাজার রি-ইম্বার্সমেণ্ট বিল দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একটা ফিক্সড এ্যালাউয়েন্‌স যদি দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয়, ঐ রকম কোন সমস্যা থাকেনা। এইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ, আরবান এবং রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে আমি দেখছি যে আমাদের বাজেটে যথেষ্ট টাকা রাখা হয়, এই সম্পর্কে সাজেশন রাখতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, সেটার পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হউক। এটা দেওয়া আমি হউক স্বীকার করি কিন্তু তার মধ্যে একটা গুরুত্বপুর্ণ পয়েণ্ট রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের পঞ্চায়েত প্রধানরা হচ্ছেন গ্রামবাসী, তারা কেউ টেকনিক্যাল ম্যান নন। কয়টি পাইপ বসান হবে, ফিল্টার লেয়ার মত পড়েছে কি না, কতটুকু লেয়ারে বসাতে হবে, এইসব যারা পঞ্চায়েত প্রধান আছেন, তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য পঞ্চায়েত মাধ্যমে

যে হবে, তার সংগে আমি সাজেশন রাখব যে পঞ্চায়েতের হাতে কাজনী করার ভার না দিয়ে, কাজটা কম্পলিট হল কি না এবং ঠিক ঠিক মত হল কিনা, এইসব দেখে পঞ্চায়েত প্রধান থেকে একটা সার্টিফিকেট দেওয়ার ভার থাকলে পরে আমার মনে হয় ভাল হয়। কাজটা শেষ হল কিনা, টেকনিশিয়ান, কনট্রাক্টার বা কোন অফিশ্যালই হউক, তারা তার কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে পারবেনা, যতক্ষন না কাজটা সুষ্ঠুভাবে শেষ হচ্ছে। তাই এই সাজেশন আমি রাখছি যে তাদের যেন ঐ ভার দেওয়া হয়। আমরা সময় খুব অল্প মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আরেকটা পয়েন্ট আমি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে রেখেছিলাম হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব বলে সেটা হচ্ছে অনেক সদস্য এখানে বলেছেন যে গ্রামদেশে অনেক কোয়াক ডাক্তার আছেন, তারা সেখানে রোগীদের সর্বনাশ করছেন, কারণ তারা মেডিকেল শাস্ত্রে শিক্ষিত নয়। কিন্তু গ্রামদেশে একটা সমস্যা আছে, সেটা আমি যেমন উপলব্ধি করি, অন্যান্য সদস্যরাও উপলব্ধি করবেন। গ্রামদেশে যথেষ্ট ডাক্তার নাই, আমরা ডিসপেন্সারী, প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ ডাক্তার দিতে পারছিনা। গ্রামদেশে প্রাইভেট প্রেক্টিশনাদের মধ্যেও অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখছি, ওড়িষ্যা, আসামে দেখছি যে, এইসব ডাক্তারদের রেজিষ্ট্রেশান দেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে। সেটা কিসের ভিত্তিতে দিচ্ছে ? যাদের কোয়ালিফিকেশন আছে, তাদের একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়, অথবা তাদের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা যদি থাকে তাহলে তাদের একটা পরীক্ষা নিয়ে, তাদের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এইরকম কোন ব্যবস্থা নাই। কোয়াক ডাক্তারদের দুর্নাম আছে, ঠিকই কিন্তু আমি তাদের প্রশংসা করি কারণ গ্রামবাসীর তারা বন্ধু, কৃষকদের তারা বন্ধু, গরীবের তারা বন্ধু। দুর্গম এলাকায় গিয়ে তারা রাত্রি ১২ টার সময়ও তারা ডাকলে পরে সেখানে যায়। তাদের সংগে মেলামেশা এবং সামাজিক বন্ধন তাদের মধ্যে আছে। তাই আজকে এইদিকে চিন্তা করে এইসব প্রাইভেট মেডিক্যাল প্রেক্টিশনার যে আছে, তাদের একটা পরীক্ষা নিয়ে রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া যায় কি না, সেটা দেখা দরকার, তাহলে তারা জনকল্যাণমূলক কার্য্য করতে পারবেন। আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, লালবাতি জ্বলে গেছে, কাজেই এখানে বাধ্য হয়ে আমি মূল ডিমান্ডের উপর সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker ;— I now call on Hon'ble Minister to give his reply. I would request the Hon'ble Minister to finish his speech within 20 minutes if possible.

Shri Tanitmohan Das Gupta :— Mr. Speaker Sir, I have not yet begin.

অনেকে বলেছেন আমার ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে। কাজেই আমার চিন্তটাও বিনিময় হওয়া

ভাল। সেই সুযোগটা আজকে আমাকে দেওয়া হোক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মেডিক্যাল এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথের বাজেট সমর্থন করতে গিয়ে হয়ত কয়েকজন দুয়েকটা আইটেমের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। অনেক কিছুই আবার গঠণমূলক এবং সেগুলির সমালোচনা প্রশংসাযোগ্য। কিছু কিছু ব্যাপারে তারা এই ডিপার্টমেন্টের প্রশংসাও করেছেন সেজন্য মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্যদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা ঠিক যেখানে ভাল কাজ করেছে সেখানে তারা তার প্রশংসাও করেছেন এবং যেখানে কাজ সন্তোষজনক নয় সেখানে তারা সমালোচনা করেছেন এবং সেই দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে মেডি-ক্যাল বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে বা কয়েকজন বিরোধিতা করতে গিয়ে কয়েকটা জিনিষ তারা সমালোচনা করেছেন এবং তারা আমার বক্তব্য এই সম্পর্কে আশা করেন। তাহলেও খুব কম সময়ে আমি এইগুলি মেনশান করে যেতে চাই। এই বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে কিছু সীট বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেটা চতুর্থ পরিকল্পনায়। চতুর্থ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই বছরেও আগরতলাকে ইনক্লুড করে এবং সাবডিভিশন্যাল হসপিটাল এবং কয়েকটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার ধরা হয়েছে। কোন এক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ক্যান্সারের বিষয়ে ট্রেনিং দরকার। সেই সম্বন্ধে বায়ো কেউমস্ট এবং ব্যাক্টেরিয়ালোজীতে ডাক্তারকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে। আগামী বছরেই বা শীঘ্রই যাতে সেটা করা যায় তার একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। আশা করা যায় এই বছরের মধ্যেই সেটা নেওয়া সম্ভবপর হবে। এছাড়া লেবরেটরী সার্ভিসটাকে ইমপ্রুভ করা যায় কিনা তার জন্য কিছু প্রভিশান রাখা হয়েছে এবং আমরা এটাও ভাবছি যে এককালে মোবাইল সার্ভিস ছিল। আবারও অন্ততঃ এক্সপেরিমেন্টাল বেসিসে মোবাইল সার্ভিস চালু করা যায় কিনা এবং এই ব্যাপারে প্রাথমিক যে প্রভিশন গাড়ী সেটার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার কথাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় সদস্য এক্সরের কথাও বলেছেন। দুঃখের বিষয় এই বছরে এক্সরে-গুলি কেনার কথা ছিল, কিন্তু অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্বেও এবং আমার নিজেরও ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকা সত্বেও নানা কারণের জন্য সেগুলি কেনা যায় নি। আগামী বছর হয়ত সেগুলি করা যাবে বলে আমি আশা করছি। অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সাবডিভিশনগুলিতে আস্তে আস্তে করা যায় কিনা তার জন্য আমি চেষ্টা করছি। পরে অ্যাম্বুলেন্স সম্বন্ধে আমি বক্তব্য রাখব। এছাড়া ডেন্টাল সার্ভিসের কিছু প্রভিশন রাখা হয়েছে। যদি সম্ভবপর হয় সেটা করা হবে। আর না হলে ইকুইপমেন্ট এই বছর কেনার জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি যদি নাও আসে তাহলেও মোবাইলভাবে ডেন্টাল সার্ভিস আগামী বছর থেকে আরম্ভ করা যায় কিনা সাবডিভিশনগুলিতে সেটাও আমরা চেষ্টা করে দেখব। তারপর ফোর্থপ্ল্যানে, এটা আশা করি, ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারব। আর কিছু কিছু সাবডিভিশন্যাল

ন্যাল হসপিটাল এবং কয়েকটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে লেবরেটরী সার্ভিসের একটা উন্নতি করা যায় কিনা তার জন্য কিছু টেকনিক্যাল ম্যানের জন্য প্রভিশন এই বাজেটে করা হয়েছে এবং যে কথা মাননীয় সদস্যরা বলেছিলেন প্ল্যানিং কমিশন সম্বন্ধে সেটা দিল্লী থেকে গ্রীণ সিগন্যাল পাওয়া যায় নি ওয়ার্কশপ করবার জন্য। তাহলেও আমাদের ইচ্ছা আছে যে আগামী বৎসরে অন্ততঃ সেই বিষয়ে চেষ্টা করা এবং অসুবিধা যেগুলি হচ্ছে তার জন্য একটা ওয়ার্কশপ করা। আমি এর আগেও মেনশান করেছি যে স্কুল হেলথ প্রগ্রাম একটা সমস্যা; আমি নিজেও স্বীকার করি যে এই কাজ ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে না। কাজেই সেটাকে ট্রান্সপোর্টের সঙ্গে যোগ করে এই সার্ভিসটাকে ইম্প্রুভ করা যায় কিনা সেটা দেখছি। আর আগামী বছরে হেলথ এডুকেশনের জন্য একটা প্রভিশন করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে হেলথ এডুকেশন সম্পর্কে অনেক সমস্যা। আমিও ভাবছি, আমি ২ বছর ২।। বছর মন্ত্রী হিসাবে কাজ করতে গিয়ে দেখছি যে আমাদের একটা প্রপার হেলথ এডুকেশনের দরকার আছে। অনেক লোকের এই বিষয়ে জ্ঞান নাই। কাজেই স্কুলগুলিতে এই বিষয়ে সার্ভিস আরম্ভ করা যায় কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখব। ভাইটাল Statistis এটার একটা অঙ্গ। পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে একজন লোককে নিয়োজিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি দুর্ভাগ্য বশত: আসেন নি। সেজন্য ভাইটাল Statistics স্কীমটা পুরোপুরি আরম্ভ করা যায় নি। এটার একটা ভাল দিক আছে যেটা মাননীয় সদস্যদের বিবেচনার জন্য বলব, কাজেই প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে একটা সমস্যা থাকে। আগরতলা একটা ছোট জায়গা। এখানে যদি একজন মাত্র ফুড অ্যানালাইসিস করার জন্য রাখা হয় তাহলে নানা কারণে হয়তো সেই সমস্ত স্যাম্পলের উপর কোন রকম প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা হতে পারে। কিন্তু আজকে দেখা যায় টাকাটা বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু এটা পশ্চিমবঙ্গে করা হচ্ছে সেজন্য অনেকের পক্ষে কোথায় সেই সমস্ত স্যাম্পল পাঠানো হয় তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানে যারা পরীক্ষা করছেন, একজনকে দিয়ে পরীক্ষা হয় না, সেখানে লেবরেটরী বিরাট, সেজন্য খোঁজ পাওয়া মুস্কিল। সেইদিক দিয়ে অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকেনা। কিন্তু আমাদের এখানে যদি মাত্র একটা হয়, তাতে আর কিছু হবে কিনা তাও ভাববার মত। তা হলেও এই বছরে যদি উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় তাহলে লেবরেটরী করার চেষ্টা করা হবে।

এছাড়াও কিছু কিছু ট্রেনিং প্রগ্রাম ছাত্রদের আছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে যেটা চিন্তা করা হয়েছে, আমাদের মধ্যে যদিও একটামাত্র ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে সেটা হল নার্স বা অ্যাসিষ্টেন্ট নার্স কাম মিডওয়াইফ ট্রেনিং। আর কিছু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এবার বাজেটে আমরা চিন্তা করছি যাতে অন্যান্য কোর্সের ব্যবস্থা করা যায়। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ করে অন্তত আগামী বছর কম্পাউণ্ডার

ট্রেনিং এর জন্য ব্যাস্থা করা হচ্ছে যাতে এই বৎসরের মধ্যে সেটাকে করা যায়। কারণ আমি বিশেষ ভাবে দেখছি, অনেক মাননীয় সদস্যরা ও বলেন যে উপযুক্ত ট্রেনড কম্পাউণ্ডার পাওয়া একটা দুর্লভ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত কম্পাউণ্ডার আজকে আগরতলাতে পাওয়া যায় এবং যাদেরকে আমরা ইন্টারভিউ নিয়েছি, তাদের সার্টিফিকেট যদি দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে তারা পশ্চিম বঙ্গ থেকে যে সব সার্টিফিকেট এনেছেন, সেই সার্টিফিকেটে লেখা আছে যে তারা কোন না কোন ডাক্তারের আণ্ডারে ১২ বছরের জন্য কাজ করেছেন। এইটুকু সার্টিফিকেট নিয়ে তারা আজকে কম্পাউণ্ডার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে আজকে আমাদের কম্পাউণ্ডারেরা, ডাক্তারের অভাবে কোন কোন জায়গাতে চার্জে থাকেন, সেখানে ডাক্তার যত ভালই হউক না কেন একজন কম্পাউণ্ডারের ভুলের জন্যও একজন রোগীর মৃত্যু হতে পারে। আজকের দিনে যেখানে আমরা স্পেশালিষ্ট ডাক্তার পেয়েছি, তার সংগে সংগে আজকে আমাদের উপযুক্ত কম্পাউণ্ডারও পাওয়া দরকার। এই ব্যাপারে আমরা কয়েক বছর আগে পশ্চিম বঙ্গের সংগে যোগাযোগও করেছিলাম এবং সেখানে কম্পাউণ্ডারসীপের জন্য একটা সীটও পেয়েছিলাম কিন্তু স্যাংশান ইত্যাদির ব্যাপারে দেরী হওয়ার দরুন সেটা আমরা করে উঠতে পারিনি। কেন না এগুলি করতে হলে একটু সময়ের দরকার হয় বৈ কি। যা হউক শেষ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে কয়েকজন ছেলেকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম, তারা সেখানে গিয়ে সিলেক্ট পর্যন্ত হয়েছিল কিন্তু শেষে কোন কোন কারণে সেটা ড্রপ হয়ে গেল। আর একটা জিনিষও দেখা যায় যে প্রথমে ছেলেরা এদিকে একটু উৎসাহ বোধ করে, পরে যখন সিলেক্ট হয়ে পড়াশুনা করে তখন তাদের আর আগের মত আগ্রহ থাকে না। তারা অনেক ক্ষেত্রে সেখানে থেকে ফিরে আসে। তবে এবারে কম্পাউণ্ডারএর জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আমরা আগরতলাতে একটা কিছু করব বলে ভাবছি এবং আজকে মাননীয় সদস্যদের অনেকে এই ব্যাপারে অনেকগুলি সাজেশানও রেখেছেন। কাজেই সেই অনুসারে আমরা এদিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে কার্যক্রম দরকার সেটা গ্রহণ করবার চেষ্টা চালিয়ে যাব এবং এটা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা সেনিটারী ইন্‌সপেক্টার পর্য্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাব। আর এক দিকে মাননীয় সদস্যদের অনেকে বলেছেন যে আমাদের এখানে ডাক্তারের সর্ট আছে। এটা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের যেসব ডাক্তার খানা আছে অর্থাৎ আমাদের যে চাহিদা আছে, সেই তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা অনেক কম। আমি এখানে মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের এই ব্যাপারে আগে যে ব্যবস্থা ছিল এখন তার চাইতে অনেকটা ইম্প্রুভড হয়েছে। তাহলে আমাদের টোটাল ডাক্তারের জন্য যে প্রভিশন আছে, ২৮৫ জন, তাতে দেখা যাচ্ছে আমাদের এখনও ১০২ জন ডাক্তারের অভাব আছে। তবে ইতিমধ্যে যে সব ডাক্তার পাশ করে বেরিয়েছে, আমরা তাদের মধ্যে থেকে কিছু কিছু নেওয়ার চেষ্টা

করছি। তাছাড়া আমাদের এখানকার যেসব ছেলেরা ষ্টাইপেণ্ড পেয়ে বিভিন্ন জায়গাতে ডাক্তারী পড়াশুনা করতে গেছে, তারা যদি ঠিক ঠিক ভাবে পাশ করে ফিরে আসে, তাহলে ১৯৭৫ সনের মধ্যে আমরা আরও প্রায় ১০০ জন ডাক্তার ত্রিপুরাতে পাব। তার বছর-ওয়াইজ একটা হিসাব আমি এখানে দিচ্ছি, সেটা হল ১৯৭০ সনে ১৮ জন, ১৯৭১ সনে ১৪ জন, ১৯৭২ সনে ২২ জন, ১৯৭৩ সনে ১৭ জন, ১৯৭৪ সনে ১৩ জন এবং ১৯৭৫ সনে ১৬ জন। আর এই পিরিয়ডের মধ্যে অর্থাৎ গত কয়েক বছর যেসব এড-হক্ এ্যাপয়েন্টমেন্ট আমরা দিয়েছি তার সংখ্যা হল মোট ২৬ জন, তবে তার মধ্যে ১৯৫৯ সনে খুব বেশী পরিমাণে এ্যাডহক এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ১৭ জন। এছাড়া আমাদের যে সব বিভিন্ন প্লেন স্কীম আছে যেমন টি. বি, কনট্রোলিং স্কীম, ফেমেলী প্লেনিং স্কীম ইত্যাদির জন্য আমরা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে থাকি বা ট্রেনিং ইত্যাদি দিয়ে আনি। মাননীয় সদস্যরা এখানে যেসব বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলি সম্পর্কে আমি এখানে বিশদভাবে বলার চেষ্টা করব। আর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এখানে কলেরা ও বসন্ত রোগ সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেছেন। এদিকে বলতে গিয়ে আমি এখানে বলব যে এখন যে সময়টা, এই সময়ের মধ্যে সাধারণতঃ কলেরা এবং বসন্ত রোগ হয়ে থাকে। এখন আমরা বিভাগীয় যেসব কাজ কর্ম্ম এই ব্যাপারে করতে পেরেছি না করতে পারিনি সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। আর এও আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে যখন কোন একটা সংক্রামক রোগ হয় সেটাকে আর হঠাৎ করে বন্ধ করা যায় না। কিন্তু বিভাগীয় কি কাজ কর্ম্ম হচ্ছে তার একটা ষ্টেটিস-টিক্স আমি এখানে দেই, তাহলে বুঝতে পারবেন যে বিভাগ থেকে কিভাবে এটাকে রোক দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। যেখানে ১৯৬৮ সনে প্রাইমারী ভেকসিনেশান হয়েছে ৬৪৯৯০, ১৯৬৯ সনে হয়েছে ১,৪৯,৫৩৮। আর রিভেকসিনেশান হয়েছে ১৯৬৮ সনে ৩,৩৪১,১১৯, ১৯৬৯ সনে হয়েছে ৬,২৩,০৭৫। হিসাব করলে দেখা যাবে ডাবল হয়েছে। কাজের দিক দিয়ে দুইটাকে যোগ করলে দেখা যাবে যে টোটাল ভেকসিনেশান হয়েছে ১৯৬৮ সনে ৩৯,৯১,৬৩৮ আর ১৯৬৯ সনে হয়েছে ৭,৭,২১,৬১৩। এগুলি দেখলে দেখা যাবে যে গত ২ বছর কাজের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে, প্রায় ডাবলের মত দেওয়া হয়েছে vaccination কাজেই আমাদের ডিপার্টমেণ্ট যেভাবে তার কাজের গতিকে এবং কর্ম্মক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটা উপরোক্ত ষ্টেটিসটিক্স থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এই বৎসর যদি দেখা যায় তাহলে দেখব জানুয়ারী, ১৯৭০ সালে টোটাল ভেকসিনেশান হয়েছে ২৫,৬৯৮ এবং ফেব্রুয়ারী মাসে হয়েছে ৪৭,৭৪৭। এটা আমি এক মাসের ফিগার দিয়েছি, আর আগে যেটা দিয়েছি সেটা হল ১২ মাসের ফিগার। অবশ্য এর মধ্যে দুইটি প্রবলেম আছে, তার একটা হল জনসাধারণ এবং কর্ম্মচারীদের ও থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ

দেখা যায় যে যদি কোথাও একটা ঘটনা না ঘটে তাহলে জনসাধারণ ভেকসিনেশান নিতে চায় না। আমরা পূজার সময়ে অনেক সিজন্যাল ভেকসিনেটার নিয়োগ করেছিলাম এবং তারা পূজার আগে পরে নানা জায়গাতে ভেকসিনেশান দিয়েছে যার জন্য তখন এই রোগের যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল সেটা অনেকাংশে কমে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সময়টা পড়েছে গরমের সময়। কাজেই গরম আসার আগে থেকে যদি এগুলি করা যেত তাহলে কিছুটা ভাল হত। এদিকে ডিপার্টমেণ্টের যে ইচ্ছা ছিল না তা নয়। ডিপার্টমেণ্টের যেসব কর্মচারী আছে তারা যখন যেখানে যা কিছু হচ্ছে, সেদিকে ভালভাবে নজর রাখছেন এবং তারা ভেকসিনেশান দিতে চাইছেন। কিন্তু জনসাধারণ সেটা চায় না। তার কারণটা আমি একটু আগেও বলেছি যে যদি কোথাও কোন একটা ঘটনা না ঘটে তাহলে তারা ভেকসিনেশান দিতে চান না। আমাদের যেমন সিজন্যাল ভেকসিনেটার আছে তেমনি আবার regular ভেকসিনেটার আছে। তাছাড়া হেলথ এ্যাসিষ্টেণ্ট ইত্যাদি তো রয়ে গেছে। তারাও প্রয়োজন বোধে ভেকসিনেশান বা ইন্‌ফোলেশান ইত্যাদি দিয়ে থাকে। কাজেই এই সব অবস্থার কথা চিন্তা করে আমাদের ডিপার্টমেণ্ট সব দিক থেকে তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে করে তারা বেশী কভারেজ দিতে পারে। আমি এখানে যে ষ্টেটিসটিক্‌স দিয়েছি. তার থেকে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে আগের তুলনায় আমাদের এদিক দিয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেটাও যদি ষ্টেটিসটিক্‌স নিয়ে দেখা যায়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এই যে রোগটা হয়েছে এটাকে আমরা কলেরা মনে করে থাকি কিন্তু আসলে তা নয়। সেখানে ডাক্তারেরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছেন যে কলেরার মত হলেও এটাকে কলেরা বলা যায় না। সেখানে তারা এটাকে জেনারেলী গেষ্ট্রো এনট্রোটাইজ বলে থাকেন এবং সেই ভাবে ডায়গনাইজ করে থাকেন। আর ১৯৬৯ সালে এই ধরণের মোট ৮০৭টা এটাক হয়েছিল সেখানে টোটাল ডেথ হয়েছিল মাত্র ৪৯ টা। এর মধ্যে নানা রকমের উদরের রোগও থাকে। আর মার্চ মাসে ১০৫টা কেস হয়েছে, তার মধ্যে ডেথ হয়েছে ৩৮টা কেসে। এখন এর থেকে আমরা দেখছি সেটা এবনরম্যালী কিছু বৃদ্ধি হয়নি। অবশ্য এটা ঠিক যে উদয়পুর এবং অমরপুরে কতগুলি ঘটনা ঘটেছে এবং সেই সব ঘটনার খবর পাওয়ার সংগে সংগে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। অমরপুরে যখন এই ঘটনা ঘটল, তখন আগরতলা থেকে ডাক্তার ও নার্সদের নিয়ে একটা দল সেখানে পাঠানো হয়েছিল। আর গণ্ডাছড়াতে ঘটনার খবর পাওয়ার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেখানেও আর একটা দল পাঠানো হয়েছে। এদিকে থেকে দেখা যাবে কোন ঘটনা কোথাও ঘটলে পরে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট ত্বরান্বিত ভাবে সেই দিকে দৃষ্টি দেন এবং সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। কাজেই যে অভিযোগ এখানে

করা হয়েছে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে না, সেই অভিযোগ সত্য নয়। এছাড়া ডাক্তারদের হিল এ্যালাউন্স সম্পর্কে অনেক সদস্য বলেছেন, যার উত্তর এর আগে আমার কয়েকজন বন্ধু এখানে দিয়েছেন, আমি আর তার উত্তর দিতে চাই না। তবে একথা আমি বলব যে ত্রিপুরাতে হিল এ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছেনা সত্য, কিন্তু তাদের নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে, যেটা ওয়েস্ট বেংগলে নেই এবং সেই হিসাবে যারা আউট লায়িং ডিসপেন্সারীতে কাজ করবেন, এই নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্সটা একটা ইনসেন্টিভ হিসাবেই তারা পাচ্ছেন না। কিন্তু তবুও অনেক সময় দেখা যায় ডাক্তার এখানে আসতে চাননা, এলেও জি, বি, হাসপাতাল বা সাবডিভিশন্যাল হাসপাতাল ছাড়া তারা থাকতে চাননা। সেই কারণেই কিছু করে উঠা যাচ্ছে না। কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। নন-প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্স শুধু ত্রিপুরায়ই নয়, প্রত্যেক টেরটোরীগুলিতে দেওয়া হচ্ছে। সেটা অনেক প্রদেশেই দেওয়া হচ্ছে না। কাজেই সেইদিক থেকে ইনসেন্টিভ যেটা দেওয়ার কথা, সেটা অলরেডি দেওয়া হচ্ছে। যদিও এতে অনেকের দ্বিমত থাকবে, অনেকে এই হাউসে এই নিয়ে সমালোচনাও করেছেন। কোন কোন জায়গায়, মফঃস্বলে যেখানে ডাক্তার নাই, সেখানে অসুবিধার সৃষ্টি হয় এটা ঠিক।

এরপর একটা বড় জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই। সমস্যাটা অত্যন্ত জটিল এবং কম্প্রিহেনসিভ ভিউ এই বিষয়ে নেওয়া হয় নি। তবে অর্থমন্ত্রী বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন, তা দিয়ে আমরা কতটুকু কাজ করতে পারব এবং কতটুকু পারবনা, সেটা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় সদস্যরা কতগুলি সমস্যার কথা বলেছেন। বাস্তবিক সিংকিং অব টিউব ওয়েল একটা বিরাট সমস্যা। তবে আমি এই বিষয়ে ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছিনা, যদি অন্য সময় অকেশন আসে তাহলে আমি এই বিষয়ে বলব। কারণ মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাকে সময় সংক্ষেপ করতে বলেছেন।

মিঃ স্পীকার—আপনার আরও পাঁচ মিনিট সময় আছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই সত্যি যেভাবে হচ্ছে, দুই একবার আমিও এই হাউসে বলেছি। তবে মাননীয় সদস্যরা এই হাউসের মধ্যে যে সাজেশন রেখেছেন, তার মধ্যেও একটার সংগে আরেকটার কনট্রাডিক্টরী আছে। এই বিষয়ে আমার নিজস্ব কতগুলি মতামত ছিল, যেটা আমি এখানে বিনিময় করব ভেবেছিলাম, সেটাতে অনেক টাইম লাগবে সেজন্য আমি সেটা না বলেই যাচ্ছি। এই বিষয়ে অর্থের বরাদ্দ আছে, তার মধ্যে কি করে ভালভাবে কাজ করা যায়, সে বিষয় আমরা দেখব। কাজটা গ্রামবাসীদের মধ্যে কন্ট্রিবিউট করা যায় কিনা, কিছু অগ্রিম ডিপজিটের সীস্টেম করা যায় কিনা, সেটা আমিও চিন্তা করেছি। টিউবওয়েল সংক্রান্ত কাজটা যদি গ্রামবাসীর হাতে

দিতে পারি এবং তাদেরকে সরকার থেকে কিছু টাকা দেওয়া হয়, তাহলে গ্রামবাসীরা হয়তো তাদের যে লেবার তাতে কন্‌ট্রিবিউট করে সেই কাজটা করতে পারেন এবং করতে করতে নূতন ধরণের কাজ তারা শিখতে পাবে, তাতে ভালও হয়। আমার দিক থেকে কিছু করা যায় কিনা সেটা ভেবে আমি দেখব। তারপর ডায়েট সম্পর্কে অসুবিধার কথা, জিনিষপত্রের দরের কথা বলা হয়েছে। সরকারকে কতকগুলি আইন কানুনের মাধ্যমে চলতে হয়। যদি জিনিষপত্রের দর দামে কোন কারচুপি হয় তাহলে সবচেয়ে যে মস্তবড় জিনিষ, সেটা হল অডিট। সেই অডিট দুই তিন বৎসর পরে হলেও কোন অফিসারকে ছাড়বেনা। এরপর আছে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি, সেগুলিকেও ফেস্‌ করতে হয়। সেখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে কেন লোয়েষ্ট টেণ্ডার নেওয়া হল না। কাজেই আজকাল একজনের দ্বারা টেণ্ডার একসেপ্ট করা হয় না। সেখানে তিনজন লোক নিয়ে বোর্ড করা হয়। কাজেই টেণ্ডারের মধ্যে কারচুপি করার উপায় নাই। মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে আমার আসার পর মাননীয় সদস্যরা যে বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখেছেন, আমি নিজে সেগুলি দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি নিজেও দেখেছি যে দামগুলি অনেকটা ফিক্‌টিসাস থাকে এবং সেগুলি যাতে বাদ দেওয়া যায় তার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নানাধরণের কম্পিলিকেশন থেকে যায়। তবে এটা দেখা গেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার এবং সাবডিভিশন্যাল হাসপাতাল মিলিয়ে নানাধরণের নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তবে জেনারাল ভাবে এটার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। আগে অনেক জায়গার মধ্যে অত্যন্ত দৃষ্টি কটু যেসমস্ত টেণ্ডার হত, যে দরে পাওয়া যায়না, সেই সমস্ত দর টেণ্ডারের মধ্যে দেওয়া হত, কন্‌ট্রাক্টরকে বললে সে বলত আমি যদি দিতে পারি তাহলে আপনি নেবেন না কেন? কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেগুলি বছরে ঠিকমত সপ্লাই করা হয়নি। সেটা এখন নূতন করে চিন্তা করা হচ্ছে এবং অনেকগুলি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার মিলিয়ে ৪০ থেকে ৪৫টি টেণ্ডার পড়েছে, তার মধ্যে ৬।৭টির এই ধরণের কমপ্লীকেশান আছে, আর অন্যগুলিতে দামের কিছুটা সমতা এসেছে, বিজন্যাবিলিটি এসেছে এবং তার জন্য যখন যে রোগী যা চায়, তা পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে যে পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে, এক্ষুণি তার বেশী কিছু করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। তাহলেও কোন ক্ষেত্রে যদি কোন স্পেসিফিক কম্‌প্লেন পাওয়া যায় এবং সেটা যদি আমার দৃষ্টিতে আসে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই জায়গায় যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

Mr, SpeaKer :—Now I would-request the Hon'ble Minister to finish his speech.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত : – আমি থেমে গেলেও আজকের মধ্যে শেষ হবে না স্যার।

Mr. Speaker :— Let us finish the demand. There is another Demand which is to be taken up. Demand for Grant No. 22—Labour.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— মাননীয় সদস্যরা কি রাজী হবেন স্যার? আমার আপত্তিও নেই, আমি থেমে গেলে যদি লেবার আজকের মধ্যে শেষ হয়, তাহলে আমি শেষ করে দিচ্ছি স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— আজকে যদি কোন বিজনেস থাকে তাহলে পরের দিনে এটা নেওয়া যেতে পারে স্যার।

Mr. Speaker :— I shall decide it afterwards.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্তঃ — এ ছাড়া ডাক্তারের যে অভাব সেটার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, অন্ততঃ পরীক্ষামূলকভাবে একজন ভিজিটিং ডাক্তার করে কোন একটা সাবডিভিশনে কাজটা করা যায় কিনা, আগামী বারে তার একটা সাজেশন আছে। এক জায়গায় সপ্তাহে এক দুই দিন করে কাজ করা যায় কিনা সেটা দেখা হবে।

তারপর জনৈক সদস্য ধর্মনগরে চেষ্ট ক্লিনিকের কথা বলেছেন। এটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানের বিষয়। যতক্ষণ না বিলডিং পুরোপুরি কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত চেস্ট ক্লিনিক হওয়ার উপায় নেই। তবে এটা ঠিক চেষ্ট ক্লিনিকের যে কাজ, যে ফাংশান সেটা পুরোপুরি ভাবে সেখানে হচ্ছে, চেষ্ট ক্লিনিক হলেও এর চেয়ে বেশী সুবিধা হবে না। ধর্মনগরে টি, বি সেকশান আছে। নিয়ম মত ডাক্তার যখন ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং ডিস্পার্সিং ক্ষেত্রে ডাক্তার রেগুলার ভিজিট দেন, ভিজিটের তারিখ দেওয়া থাকে। সেখানে প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে, হাসপাতালে নির্দ্দিস্ট তারিখে যান। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ডাক্তারবাবু কমপ্লেন করছেন যে নির্দ্দিষ্ট তারিখে, নির্দ্দিষ্ট হাসপাতালে রোগী আসে না। কাজেই রোগীরা যদি তারিখ মত আসেন এবং ঠিক ঠিক মত ডাক্তারের ইনস্ট্রাকশান ফলো করেন, তাহলে বর্ত্তমানে যে প্রোগ্রাম আছে, তার দ্বারা রোগীরা ভাল রেজাল্ট পেতে পারেন। যদি এর ভিতর ডাক্তারবাবু নির্দ্দিষ্ট তারিখ মত না যান বা স্পেসিফিক কোন কমপ্লেন যদি আসে, তাহলে আমি সেটা দেখব। বর্ত্তমানে ডমিসিলারী ট্রিটমেণ্টের সুযোগ আছে। ধর্মনগরে ক্লিনিক হলে পরে, বর্ত্তমানে আগরতলায় এসে এক্সরে ইত্যাদি করে তারপর তাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেটা তখন তাদের আগরতলায় পাঠাতে হবে না। ধর্মনগরেই করা যাবে এইটুকুই যা সুবিধা হবে, এছাড়া আর কিছু তারতম্য এর মধ্যে হবে না। রিফ্রিজারেটরের কথা আগেও আমি প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে সেটা রিপেয়ার কিংবা রিপ্লেসমেণ্ট যেটা তাড়াতাড়ি হয় সেটাই আমরা করার চেষ্টা করব। আর এছাড়া কিছু কিছু সাজেশান কেউ কেউ দিয়েছেন। সেগুলি যথাসময়ে এক্জামিন করে দেখব তবে বিশেষ করে রি-ইম্বার্সমেণ্টের কথা যে বলেছেন সেটা একটা মস্তবড় সমস্যাযুক্ত বিষয়। কেউ

বলেছেন যে পুরাপুরি অর্থ দিয়ে দেওয়া হোক। এটাও এক সেকশনের দাবী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরায় যেহেতু আমরা দিল্লীর আইন অনুসরণ করছি সেই অনুসারেই রিইম্বার্সমেণ্ট বিষয়টা করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতই যারা রোগী তারা রিইম্বার্সমেণ্ট সিষ্টেমে অন্য সিষ্টেমের চাইতে বেশী লাভবান হতে পারেন। সেজন্য কেউ কেউ বলছেন যে বেসরকারী ডাক্তার দিয়েও যেন এটা করা হয়। কিন্তু এর মধ্যে বেসরকারী ডাক্তারের কিছু নেই। কলকাতায় লেবার স্কীম অনুযায়ী তাদের এক সংগে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা জায়গার অবস্থা বুঝে তাদের সুবিধা অনুযায়ী তারা করেছেন। কিন্তু এখানে যথেষ্ট ডাক্তার আছেন এবং ডাক্তারকে সরকার এই উদ্দেশ্যেও রাখছেন, সুতরাং আজকে কেউ যদি বলেন যে এর মধ্যে করাপশন আছে আর বেসরকারী ডাক্তার থাকলেই যে করাপশন হবে না সেটা কোন কথা নয়, এমন ধারণা করার কোন কারণ নাই। সেজন্যই সমস্যাটা খুব গুরুতর এবং সেটা ভাববার কথা। কিন্তু দিল্লীতে যে ভাবে একটা সেণ্ট্রাল সি, এইচ, এস স্কীম হচ্ছে, সেটা যদি হয়, সেখানে এক টাকা বা দুই টাকা করে একটা কন্ট্রিবিউশান করতে হয়। তার ফলে সেটা অন্যান্য জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও আছে। অর্থাৎ এটা হল একটা হেলথ ইনস্যুরেন্স স্কীম। কাজেই একটা প্রগ্রেসিভ ষ্টেটে যে জিনিষটা চলছে আমরা সেটার দিকে এগিয়ে যাব, না রিটার্ণ করব সেটাও ভাববার বিষয়। এছাড়া ব্লাড ব্যাঙ্কের কথাও বলেছেন। এই সমস্যা আমি অনুভব করি। কিন্তু যেটা বলেছেন একটা সমস্যা টেক্‌নিসিয়ান প্রভৃতি সকলেই আছে, কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্কে যেটা বলেছেন, আগের মত ডোনার্স পাওয়া যায় না। নরম্যালী রক্ত ১৬|১৭ দিন যায়, কিন্তু যেহেতু কারেণ্ট ফ্লাকচুয়েট করে এবং কি গ্রুপের রক্ত থাকবে সেটা নির্ভর করে রোগের তারতম্যের উপর। কারণ ১৭ দিন পরেও যদি রক্তের তারতম্য না হয় তাহলে সেটা ফেলে দিতে হয়। আমার যে দৃষ্টি এই দিকে নাই তা নয়। কারেণ্টের অবস্থা এবং ডোনার্স যদি না পাওয়া যায় তাহলে এর চাইতে খুব বেশী কিছু করা যাবে না। আর একটা ভাইটাল জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেটা হল রেজিষ্ট্রেশান অব প্রাইভেট ডক্টরস। এই অবস্থাটা আমি পূর্বেও দেখেছি, আমাদের রাজ্যে এমন কোন স্কুল বা কলেজ নাই যে সেটা করা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গের রেজিষ্ট্রেশান নিয়েই ত্রিপুরাতে সেটা করা যেতে পারে। এখন অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের বাইরে রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, সেজন্য তাদের প্রতি আমার সিম্প্যাথি থাকলেও বর্তমানে সেটা খুব বেশী করা যাচ্ছে না। বাইরে অন্য কোন জায়গায় ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেটা যেকোন ডাক্তার নিতে পারেন। কিন্তু ইমিডিয়েটলী যেহেতু ত্রিপুরায় এই রকম কিছু নাই, সেই অবস্থায় কিছু করা যায় না। আগে একবার দেখা গিয়েছিল যে এই রকম একটা কিছু এখানে করা যায় কিনা। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকের জন্য সেটা

হয় নাই। ১০।২৫ জনের বেশী পাওয়া যায় নাই। কাজেই সমস্যাটার সমাধান করা বর্তমান সময় সম্ভব হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেসমস্ত দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তার মোটামুটি উত্তর আমি দিয়েছি এবং এই বলেই আমি মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now the cut motion raised by Shri Bidya Deb Barma and Shri Aghore Deb Barma on the Demand No. 15—Medical were not moved. So their cut motions falls through. Now I am putting to vote the cut motions of Shri Abhiram Deb Barma.

The question is the cut motions moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—

i) টি, বি, রোগীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দান না করা।

ii) ডাক্তারখানাগুলিতে সর্বত্র মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের বরাদ্দ না রাখা।

The cut Motions were put to vote and lost.

Then the Demand for Grant No. 15 Medical that a sum not exceeding Rs. 1,14,53,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation [Vote on Account] Bill, 1970), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1971 in respect of Demand No. 15—Medical was put and agreed to.

The cut motion raised by Shri Bidya Ch. Deb Barma on the Demand for Grant No. 16—Pnblic Helth was not moved. So the Cut Motions falls through. Now I am putting the cut motions raised by Shri Abhiram Deb Barma to vote.

The cut motions of Shri Abbiram Deb Barma that the Demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on—

i) প্রয়োজনমত পানীয় জল সরবরাহে ব্যর্থতা।

ii) আগরতলা মশার উপদ্রব বন্ধ করার অক্ষমতা।

iii) কলেরা ও বসন্তের টিকা দেওয়ায় ব্যর্থতা।

were then put to vote and lost.

Then the motion for Demand for Grant No. 16—that a sum not exceeding Rs. 34,16,000/- [inclusive of the sums specied in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Accunt) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 16—

Public Health was then put and agreed to.

The motion for Demand for Grant No. 35 that a sum not exceeding Rs. 2,92,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 35—Capital Outloy on Improvement of Public Health was then put and agreed to.

Mr. Speaker— I would now call the Hon'ble Minister-in-chrrge to move the Demand for Grant No. 22—Labour & Employment.

Shri T. M. Das Gupta—Mr. Speaker, Sir, On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,07,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 22—Major Head 38—Labour & Employment.

Mr, Speaker—There are two cut motions on this demand. But the movers of the out motions are absent. So the cut motions falls through. Shri Aghore Deb Barma—

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হল আজকে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান ডিস্কাশানের ডেট, আজকে শুক্রবার এটা সবার জানা আছে কিন্তু হাউসের মধ্যে বিজনেসের যে অবস্থা তাতে করে এই প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশান ডিস্কাশান হবে কিনা সেটাই আমি জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনাকে আপনার রিজোলিউশান মুভ করার সুযোগ দেওয়া হবে, কাজেই আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— স্যার, আমি বলছি এই জন্য যে এখন প্রায় সাড়ে চারটা বাজে, অথচ অন্যান্য বিষয়ে হাউসের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। কাজেই সেটা আদৌ হবে কিনা সেটা আমার জানার কথা। কেন না আমি আগেও আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজোলিউশানগুলি মুভ করা হউক কিন্তু তখন আপনি সেটা করতে দেন নি। সে যাহা হউক এখন ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি টু—এ্যামপ্লয়মেণ্ট এ্যাণ্ড লেবার। আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যেখানে দিনের পর দিন বেকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে করে এই

বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য যে একটা ডিপার্টমেন্ট রাখা হয়েছে, সেটা কোন কাজের কাজ করছে না। আজকে আমরা যদি তাদের দায়িত্ব এবং কাজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তাহলে দেখব যে এই ডিপার্টমেন্ট কোন কাজ করছে না, এটাকে শুধু শুধু রাখা হয়েছে। তাদের যে দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে, সেগুলি তারা মোটেই পালন করছে না। অর্থাৎ শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার ব্যাপারে, তাদের বোনাস ইত্যাদি মালিকদের কাছ থেকে আদায় করে দেওয়ার ব্যাপারে এই ডিপার্টমেন্টের যে দায়িত্ব আছে, সেই দায়িত্ব তাদের পালন করা উচিত, কিন্তু তারা তার কিছুই করছে না। আর এ্যামপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে বলতে গেলে অনেককিছু বলার আছে। আজকে যেভাবে বেকার এর সংখ্যা বেড়ে চলছে, তার জন্য একটা অর্গানিজেশানের মাধ্যমে হউক, যেকোন একটা সংস্থার মাধ্যমে হউক বা সরকারী ভাবে হউক ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেসব শিক্ষিত যুবক আছে তাদের একটা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট কোন কাজই করছে না। আমরা যখন এন, পি, সি, সির কাজ কর্ম দেখবার জন্য ডম্বুরে গিয়েছিলাম তখন সেখানে দেখেছি যেসব কাজ কর্ম হচ্ছে তাতে ত্রিপুরার কোন লোকই নেই। সেখানে যাদেরকে দেখেছি, তারা হল কেউ শিলচরের লোক আর না হয় বিহারের লোক। এখানে একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই যে আমাদের ত্রিপুরার লোকেরা নাকি কোন কাজ করতে পারে না। আমি বলব এটা ঠিক নয়। প্রথমে হয়তো তাদের সেটা করতে একটু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু আমরা কি সারা জীবন ধরে অন্যের উপরে নির্ভর করে থাকব। অন্যের উপরে নির্ভর করে থাকার এই যে একটা ঝোক, এটা ভাল নয় বলে আমি মনে করি। আর শ্রমিকদের যেসমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা, তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে, তাদের বোনাসের ব্যাপারে এই ডিপার্টমেন্টের লক্ষ্য রাখা দরকার, সেটা তারা করছেন না বলে আমি মনে করি। আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যে বেকার আছে, তাদের কর্ম সংস্থানের জন্য এই ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন প্রকার চেষ্টা হচ্ছে বলে আমরা মনে করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে মুল প্রস্তাব রাখা হয়েছে, আমি তাকে সমর্থন জানাচ্ছি। আর বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করতে গিয়ে এই লেবার এণ্ড এ্যামপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যেসব অভিযোগ করেছেন সেগুলির সবটা ঠিক নয়। ঠিক নয় এই কারনে, শ্রম দপ্তরের যেসব দায় দায়িত্ব আছে এবং শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যেসব দাবী করা হয় সেগুলির সবটাই যে শ্রম দপ্তরের করতে হবে, তা ঠিক নয়। শ্রম দপ্তরের যেসব করার সেগুলি সম্পর্কে তারা সব

সময়ে সজাগ আছেন। যেমন যেখানে শ্রমিকরা বোনাস পাচ্ছে না সেখানে শ্রম দপ্তরের যে কর্তব্য আছে, সেটা হল মালিকদের সংগে আলাপ আলোচনা করে যদি কোন একটা মীমাংসায় আসা না যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করা হয়, যাতে শ্রমিকেরা তাদের নায্য পাওনা পেতে পারে এবং আমাদের শ্রম দপ্তর সেভাবে কাজগুলি করে যাচ্ছেন। আর যেসব ক্ষেত্রে মিনিমাম ওয়েজ এ্যাক্ট আছে, তাতে যে নির্দেশ আছে, সেই অনুসারে যদি মালিকেরা না দেন তাহলে তাদের জন্য কনসালিয়েশন ইত্যাদি করে ফেল হলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করা হয়। যেমন চা শিল্প আছে, এটা আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে একটা বিরাট ইনডাস্ট্রী। সেখানে প্রয়োজনে সব করা হয়। তাছাড়া অন্যান্য যেসব শ্রমিক আছে, তাদের ক্ষেত্রে যেগুলি করা সম্ভব সেগুলি করা হয়ে থাকে। আর ইনডিভিজুয়েল কেস হলে বা অন্যান্য ক্ষেত্র হলে মালিকদের কাছ থেকে বা কন্ট্রাকটারদের কাছ থেকে শ্রমিকদের সেখানে যে অর্গানিজেশন আছে তারা নিজেরা তাদের দাবী আদায় করবার চেষ্টা করতে পারেন। এসব দিক দিয়েও আমাদের শ্রমদপ্তর তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। আর শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ারের ব্যাপারে, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার ব্যাপারে, তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে, আমাদের যেসব সরকারী ওয়েলফেয়ার সেন্টার আছে এবং বারোয়ারী সেন্টার আছে তার মাধ্যমে শ্রমদপ্তর থেকে কাজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ্যামপ্লয়মেন্টের বিষয়ে উনারা বলেছেন যে এ্যামপ্লয়মেন্টের মাধ্যমে যেসব সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার, সেগুলি বেকারেরা পাচ্ছে না। আমি বলব যে একটা এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জের মাধ্যমে দেশের মধ্যে যত বেকার আছে, তাদের চাকুরী দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে না। তারা শুধু বেকারদের যেখানে যেখানে অপর্চুনিটি আছে, সেটা তাদের কাছে পৌছিলে তারা দিতে পারে এবং তারা এইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে বহু বেকার ব্যাক্তি বিভিন্ন জায়গাতে কি সরকারী, কি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পাচ্ছে। আজকে যদি কোন এম্পলয়ার তার প্রতিষ্ঠানের জন্য লোক চান এবং সেটা যদি এ্যাম্পলয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জকে জানানো হয়, তাহলে তারা তার কাছে ক্যাণ্ডিডেটদের একটা লিষ্ট পাঠিয়ে দেন, আর এ্যাম্পলয়ার তাদের থেকে বাছাই করে তার প্রয়োজনীয় লোককে নিয়ে নেন। এভাবে আমাদের এ্যাম্পলয়মেন্ট এ্যাকচেঞ্জগুলি বেকার ও এ্যাম্পলয়ারদের কাজ করে থাকেন। আপনারা যদি কাগজে লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে কয়েক মাস পর পর এই ধরনের একটা বুলিটিন বাহির করা হচ্ছে। এভাবে তারা বেকারকে চাকুরী পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছেন। কাজেই এ্যাম্পলয়

মেণ্ট এ্যাকচেঞ্জ হিসাবে তাদের যেকাজ তারা সেটা করছেন। অতএব এই দিক দিয়ে শ্রম দপ্তরের কোন প্রকার গাফলতি আছে বলে আমি মনে করি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now discussion the Demand for Grant No. 22 is ovor. I am putting the demand to vote Now the question bsfore the House is that a sum not exceeding Rs. 10,07,000/- [inclusive of the sums specifide in column 3 of the Schedule to the Appropristion (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No, 22—Labour & Employment was then put to vote and agreed to.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS (RESOLUTION)

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Rajkumar Kamaljit Singh to move his resolution that—

'This Assembly urges upon the Government for making necessary arrangement including augmentation of fund for establishing Junior Course Co-operative Training Centre in Tripura.'

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Hon'ble Speaker Sir, my resolution is that "This Assembly urges upon the Government for making necessary arrangement including augmentation of fund for establishing Junior Course Co-operative Training Centre in Tripura."

Mr. Speaker – Now there is another resolution of Shri Aghore Deb Barma. I would request Sri Agbore Deb Barma to move his resolution that—

"This Assembly requests the Government to remove all anomalies in the pay scales of the Government Employees and to introduce West Bengal pay scales in Tripura."

Shri Aghore Deb Barma—Mr. Speaker Sir, my resolution is that "This Assembly requests the Government to remove all anomalies in the pay scales of the Government Employees and to introduce West Bengal pay scales in Tripura."

Mr. Speaker—Now this is not possible to take discussion on those two resolutions to-day. So discussion on these two resolutions will be carried over.

There is another resolution of Shri Bidya Ch. Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move his Resolution that "this Assembly is of opinion that—

'ত্রিপুরার উপজাতি জমিয়াদের নিকট হইতে সব চুক্তি খাজানা আদায়ের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হউক।'

I think the mover of the resolution Shri Bidya Ch. Deb Barma is absent, so his resolution falls through.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday the 6th April, 1970.

Papers laid on the Table.

Unstarred Question No 363 by Shri Kshitish Chandra Das, M. L. A.

QUESTION

Will the hon'ble Minister in-charge of the Food & Supplies Department be pleased to state—

১) ১৯৬৯ ইং সনের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত বাজার হইতে কোন্ মাল কুইন্টল প্রতি কি দামে বিক্রয় করা হইয়াছে (সরিষার তৈল, মুগ ও মশুর ডাল) ; এবং

২) ঐ সকল মাল জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কি দামে বিক্রয় করা হইয়াছে ?

ANSWER

১) সরিষার তৈল, মুগ ডাল ও মশুর ডাল ১৯৬৯ ইং সনে নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় করা হইয়াছে :—

	সরিষার তৈল (প্রতি কুইন্টেল)	মুগডাল (প্রতি কুইন্টেল)	মশুর ডাল (প্রতি কুইন্টেল)
জানুয়ারী, ১৯৬৯ই হইতে এপ্রিল, ১০৬৯ ইং—	৩৮৮·০০	১৫৩·০০	১৩৯·০০
মে, ১৯৬৯ ইং হইতে আগষ্ট ১৯৬৯ ইং—	৪৩২,০০	১৫৩,০০	১২৬,০০
সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ হইতে অক্টোবর ১৯৬৯ ইং—	৭৫৮,৮০	১৫৭,৪০	১৩১,২০
নভেম্বর ১৯৬৯ইং হইতে ডিসেম্বর ১৯৬৯ ইং—	৪৫৫,০০	১২৮,০০	১২০,০০
২) জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ ইং—	৪৭৫,০০	১৩০,০০	১২৫,০০

UNSTARRED QUESTION NO, 380 Shri Nishi Kanta sarkar

QUESTION

Will the hon'ble Minister in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

ক) ত্রিপুরা রাজ্যের সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা কত ;

খ) মহকুমা ভিত্তিক কোন সংস্থার মাসিক ষ্টাফ্ খরচ কত এবং T, A, D, A, ও

অভারটাইম বাবত খরচ ?

গ) মহকুমা ভিত্তিক সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের গাড়ীর মাসিক পেট্রোল মবিল খরচ কত ?

ANSWER

ক) ১৭ (সতরটি

১) সদর — ৩

২) সোনামোড়া —১

৩) উদয়পুর —১

৪) অমরপুর—১

৫) খোয়াই—২

৬) সাবরুম — ১

৭) বিলোনিয়া—৩

৮) কমলপুর—১

৯) কৈলাসহর—২

১০) ধর্মনগর—২

খ' এবং 'গ' প্রশ্নের উত্তর।

মহকুমার নাম	ব্লকের নাম	কর্মচারী বাবত মাসিক খরচ	ভ্রমন বাবত মাসিক খরচ	মহার্ঘ ভাড়া বাবত মাসিক খরচ	অতিরিক্ত কাজের জন্য মাসিক খরচ	গাড়ীর জন্য মাসিক পেট্রল, মবিল খরচ
১। সদর	জিরানীয়া	৮৬৮০	১২০০	২১৫০	২৭৫	——
	মোহনপুর	৮৬৭৫	১২০০	২১২৫	৩০০	৫০০
	বিশালগড়	৯০০০	১৬০০	২০৫০	৪৭৫	৮৬০
২। সোনামুড়া	মেলাঘর	৮৫০০	১০৫০	২১০০	৩৫০	৩৭০
২। উদয়পুর	উদয়পুর	৮৭৫০	৮২৫	২১০০	৩৭৫	৩০০
৪। অমরপুর	অমরপুর	৯০০০	১১৫০	২৫০০	২৭৫	৩৯০
	ডুম্বুরনগর	৮৬৯০	১২০০	২১০০	৪০০	——
৫। সাবরুম	সাতচান্দ	৮৭০০	১২৫০	২১০০	১২৫	৩০০
৬। বিলোনীয়া	বগাফা	৮৭০০	১১৭৫	১৯০০	৫০০	৩০০
	রাজনগর	৮৪০০	১২০০	২০২৫	৩৭৫	৪৯০
৭। খোয়াই	খোয়াই	৮১২৫	৮০০	২২০০	২৫০	৩৭৫
	তেলিয়ামুড়া	৮৬০০	৯৩০	১৮০০	৩৫০	৪৯০
৮। কমলপুর	সালেমা	৮৭০০	১২৫০	২১০০	২৭৫	[illegible]৬০
৯। কৈলাসহর	কুমারঘাট	৮৭০০	১২৫০	২১০০	৩৫০	১৪৫
	ছামনু	৮৭০০	১২৫০	২১০০	২৭৫	৩৩০
১০। ধর্মনগর	পানিসাগর	৮৭০০	১২৫০	২১০০	২৫০	৪২৫
	কাঞ্চনপুর	৮৪০০	৭৮৫	২৩০০	১২৫	৪০০

Unstarred Question No. 467 By Shri N. K. Sarkar

প্রশ্ন

ক) উদয়পুর সাবডিভিসনের কোন্ কোন্ গাঁওসভার অফিস গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার হইতে টাকা দেওয়া হইয়াছে ; এবং

খ) প্রতি গৃহের জন্য বরাদ্দ কত টাকা ?

উত্তর

ক) উদয়পুর বিভাগে নিম্নলিখিত গাঁওসভার অফিস গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার হইতে টাকা দেওয়া হইয়াছে। যথা :

১। ফুলকুমারী ;
২। মাতাবাড়ী ;
৩। চন্দ্রপুর আর এক ;
৪। গর্জি ;
৫। ধুপতলী ;
৬। কাঁকড়াবন ;
৭। পালাটানা ;
৮। খিলপাড়া ;
৯। মগপুষ্করিনী ;
১০। বগাবাসা।

খ) প্রতি অফিস গৃহ নির্মাণের জন্য ১০০০৲ টাকা (এক হাজার) করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে।

UNSTARRED QESTION No : 485 By Shri Nishi Kanta Sarkar

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

উদয়পুর এলাকার গর্জি বাজারের গভর্ণমেন্ট রেভিনিউ বাসিক কত আদায় হয় ?

ANSWER

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO, 493 By Shri Ershad Ali Choudhury.

QUESTION

Will the Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased state—

১। ১৯৬৭ ইং সন হইতে ১৯৭০ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত উদয়পুর বিভাগীয় Block অধীনে Tribal scheme এ কোন্ কোন্ রাস্তার কাজ হইয়াছে ; এবং

২। উহাতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION No. 496

By Ersad Ali Choudhury,

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

১। মহারাজার সময়ের ঘোষণায় উদয়পুর বিভাগে পার্ব্বত্য রিজার্ভ সৃজনের সময়ে স্থানীয় এলাকার যে যে নাম উল্লেখক্রমে চৌহদ্দি দিয়া পার্ব্বত্য রিজার্ভ করা হইয়াছিল সেই সেই নামের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বর্ত্তমান জরীপে স্থানীয় পার্ব্বত্য রিজার্ভ এলাকায় চৌহদ্দি পরিচিহ্নিত হইয়াছে কিনা। না হইয়া থাকিলে কারণ কি ;

২। Ragent মাতা মহারাণীর সময়ে উদয়পুর বিভাগে কত বর্গমাইল Tribal Reserve মুক্ত করা হইয়াছিল ;

৩। স্থানগুলির নাম ; এবং

৪। বর্ত্তমান জরীপে Reserve মুক্ত এলাকার সীমানা সরজমিনে পরিচিহ্নিত হইয়া Map তৈয়ার করা হইয়াছে কিনা ?

১। |
২। | তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে
৩। |

UNSTARTED QUESTION No. 499,

By Shri Ershad Ali Choudhury,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Deptt, be pleased to state—

ক) ১৯৬৯-৭০ ইং সনের Test Relief খাতে কোন বিভাগে কত টাকার কি কি কাজ হইয়াছে।

খ) এই খাতে কোন টাকা উদ্বৃত্ত আছে কি না ; এবং

গ) থাকিলে কত টাকা রহিয়াছে।

ANSWER

ক) |
খ) | তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
গ) |

Unstarred Question No :— 509,

By Shri Abhiram Deb Barma,

QUESTION

Will the Honble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state :—

১। কোন কোন সমবায় সমিতি ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৯ এর মধ্যে কত টাকা Commercial and Trading Activities এর জন্য লোন পাইয়াছেন ; এবং

২। ঐ লোনের কত অংশ কোন সমিতি কর্তৃক পরিশোধ করা হইয়াছে।

৩। পরিশোধের পরিমান সন্তোষজনক না হইলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। Commercial and Trading Activities এর জন্য কোন সমিতি লোন পায় নাই। তবে ফসল বিক্রয়, মুল্যমান স্থিতিশিল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির কারবারে ও অন্যান্য কাজে সমিতি সরকার ও সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ ও ক্যাস ক্রেডিট পাইয়াছে। বিবরণ সহ সমিতির তালিকা এতদ সংগে দেওয়া হইল।

২। সংশ্লিষ্ট বিবরণে দ্রষ্টব্য।

৩। পরিশোধের পরিমান সান্তোষজনক তাই প্রশ্ন উঠে না।

সংশ্লিষ্ট বিবরণ

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	উদ্দেশ্য	প্রাপ্ত ঋণ/ক্যাশ ক্রেডিটের পরিমাণ	ঋণ/ক্যাশ ক্রেডিটের পরিশোধের পরিমাণ
		সরকার (সমবায় বিভাগ)		
১)	ত্রিপুরা হোলসেল কন্‌জিউমার্স কো: ষ্টোর্স লিঃ	মূল্যমান স্থিতিশিল রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির কারবারে।	১২,২৩,০০০	১০,০০,০০০
		সমবায় ব্যাঙ্ক		
১)	ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কোঃ অপ্‌ সোঃ লিঃ	ফসল বিক্রয়	৩১,২৩,০০০	২৯,৬০,০০০
২)	কৈলাসহর প্রাইমারী মার্কেটিং কোঃ অপ্‌ সোঃ লিঃ	,,	৮,০০০	৮,০০০
৩)	জিরানীয়া কোঃ অঃ মার্কেটীং সোঃ লিঃ	,,	১,৭২,০০০	১,৭২,০০০
৪)	বীরচন্দ্রনগর কোঃ পারচেস্‌ এণ্ড সেলস্‌ সোঃ লিঃ	,,	১,০০০	১,০০০
৫)	কমলপুর প্রাইমারী মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	,,	২,১১,০০০	১,২২,০০০
৬)	বিলোনীয়া প্রাঃ মার্কেটিং কোঃ অঃ সোঃ লিঃ	,,	১৫,০০০	১৫,০০০
৭)	তেলিয়ামুড়া প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	,,	৬৯,০০০	৬৯,০০০
৮)	খোয়াই প্রাঃ মাঃ কোঃ সোঃ লিঃ	,,	৪৭,০০০	৪৭,০০০
৯)	হিতসাধিনী কোঃ মার্কেটিং কোঃ অঃ সোঃ লিঃ	,,	১,২৮,০০০	১,২৮,০০০
১০)	বিশালগর প্রাঃ মার্কেটিং কোঃ অঃ সোঃ লিঃ	,,	২২,০০০	৩,০০০
১১)	মেলাঘর প্রাঃ মার্কেটিং কোঃ অঃ সোঃ লিঃ	,,	১৫,০০০	৭,০০০

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	উদ্দেশ্য	প্রাপ্ত ঋণ/ক্যাশ ক্রেডিটের পরিমাণ	ঋণ/ক্যাশ ক্রেডিটের পরিশোধের পরিমাণ
১২)	মোহনপুর প্রাঃ মার্কেটিং কোঃ অঃ সোঃ লিঃ	,,	৫০,০০০	৫০,০০০
১৩)	বাধীর বাজার সর্বার্থ সাধক সমবায় সঃ লিঃ	,,	৪২,০০০	——
১৪)	যোগেন্দ্রনগর চর্মকার সমবায় সঃ লিঃ	অন্যান্য কাজে	৪৩,০০০	৩৮,০০০
১৫)	জনশক্তি কোঃ প্রিন্টিং এণ্ড ওয়ার্কস্ লিঃ	,,	৭,০০০	২,০০০
১৬)	ত্রিপুরা কোঃ প্রেস লিঃ	,,	১৭,০০০	১৭,০০০
১৭)	ত্রিপুরা অটো রিক্সা এণ্ড টেম্পো কো. সো: লিঃ	,,	৪৮,০০০	৪৮,০০০
১৮)	নওগাঁও কৃষ্ণনগর সর্বার্থ সাধক কোঃ সঃ লিঃ	,,	২০,০০০	——
১৯)	মুহুরীপুর ফরেষ্ট লেবার কোঃ সোঃ লিঃ	,,	৯,০০০	৯,০০০
২০)	ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কোঃ সোঃ লিঃ	অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির কারবারে	৬৯,৮১,০০০	৬৮,৭৯০০০
২১)	রবীন্দ্রনগর সার্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ	,,	১৪,০০০	১৪,০০০
২২)	কাশীপুর কোঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ	,,	৬৪,০০০	৫৯,০০০

Unstarred Question No 518.

By Shri Rabindra Chandra Rankal,

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state —

১। অমরপুর ও ডম্বুরনগর T D Block এ ১৯৬৭-৬৮ এবং ৬৮-৬৯ সনে পানীয় জলের জন্য মোট কতটি রিংওয়েল করা হইয়াছে (গাঁওসভা ভিত্তিক) ;

২। উক্ত সনগুলিতে অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামত করিতে ব্লকগুলি কত খরচ করিয়াছে (গাঁও সভা ও বৎসর ভিত্তিক) ; এবং

৩। বর্তমানে কতগুলি রিংওয়েল ও টিউব ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে (গাঁও সভা ভিত্তিক) ?

ANSWER

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

Unstarred Question No. 519

By Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal,

QUESTION

Will the Minister in charge of the Tribal Welfare Community Development Department be pleased to state —

১। অমরপুর ও ডম্বুরনগর T D Block এ ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮—৬৯ সনে কতটি রাস্তা করা হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক হিসাব) ;

২। উহাতে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক ও বৎসর ভিত্তিক) ; এবং

৩। রাস্তাগুলির বিবরণ ?

ANSWER

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

UNSTRRED QUESTION NO 528 (A)

By Shri Kshitish Chandra Das

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state—

ক) ১৯৬৬-৬৭ ইং হইতে ১৯৭০ ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় হরিজন পরিবারের মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ বাবত ঢেউটিন বা নগদ টাকা দেওয়া হইয়াছে কি ; এবং

খ) দেওয়া হইয়া থাকিলে নগদ টাকা পরিবার প্রতি কত ? ঢেউটিন হইলে পরিবার প্রতি কত বান্ধ এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে তাহার Sub division wise নাম ও ঠিকানাসহ সংখ্যা কত ?

ANSWER

ক)
খ) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
গ)

UNSTARRED QUESTION NO 530

By Shri Kshitish Chandra Das

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

ক) কমলপুর S D O এর অফিসে Contingent menial হিসাবে যাহারা কাজ করেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা; নামের against এ চাকুরীর বয়স ?

ANSWER

ক) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 6th April, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11. A. M. on Monday, the 6th April, 1970.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister, Dy. Speaker, and 18 Members.

QUESTION

Mr. Speaker :—Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 18.

Shri S. L. Singh :—Question No. 18 Sir.

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইন্টিগ্রশনের আগে যে ২০ জন টি, সি, এস ছিল, আর ১৯৬৭ সনে যে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস রুল হল সেটা কি ত্রিপুরার মহারাজার আমলে যে রুল হয়েছিল তাকে রিপিল করার জন্য হয়েছে, না নূতনভাবে আর একটা করা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—Legally the erstwhile T.C.S , cases to exist with the integration of the State with the Indian Union when the administrative authority of the Maharaja ceased.

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—এখন নূতনভাবে যারা টি, সি, এস, হয়েছে ১৯৬৭ ইং সনে টি, সি, এস রুল হওয়ার পর যারা এবজর্ভ ড হয়েছে—অর্থাৎ মহারাজার আমলে যে সব টি, সি, এস অফিসার ছিল, আর এখন যারা হচ্ছে তাদের নাম কি একই সিনিয়রিটি লিষ্টে থাকবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, আমি তো বলেছি যে টি, সি, এস হ্যাজ বীন সীজ্ ড আফটার দি ইন্টিগ্রেশান। সো, দীস কোয়েশ্চান ডাজ নট এরাইজ।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরা সরকারের এমন কোন গেজেট নোটিফিকেশান ছিল কিনা যে টি, সি, এস সীজ্ ড করা হয় ?

Shri S. L. Singh :—However, that service continued in form only upto the early part of 1953 when the Govt. of India issued order reorganising the administrative set up with retrospective effect from 1.4.1950. in the re-organised set up the old Tripura State Civil Service, which continued in the transitional period after integration in form only, was not retained.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে ১৯৫৩ ইং সনের পর এই যে মহারাজার আমলের টি,সি, এস অফিসারদের ট্রেন্সফারের বেলায় তাদেরকে টি,সি, এস অফিসার বলে উল্লেখ করা হত এবং তারা যখন মহকুমা শাসক হিসাবে কাজ করতেন, তখন তাদের নামের পিছনে টি, সি, এস অফিসার এই কথাটি ব্যবহার করতেন ?

Shri S. L. Singh :—During the transitional period between the integration of the State with India and reorganisation of the administrative set up, six officers were appointed on probation to the Tripura State Civil Service, which was also used to be called as Tripura Civil Service, on the basis of the results of the competitive examination held before integration. There after, under the Tripura Civil Service Rules, 1967 sixteen officers have been appointed.

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—মহারাজের আমলে যে সব টি, সি, এস অফিসার কনফার্মড হয়েছে, তাদেরকে নূতন যে সিভিল সার্ভিস রুলস্ হয়েছে তার মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের প্রশ্ন উঠে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬৮, স্যার।

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা তিনটি ডিষ্ট্রীক্টে বিভক্ত হইতেছে ;

খ) কোন কোন মহকুমা শহরে হেড-কোয়ার্টার হইবে ;

গ) ধর্মনগর জনসাধারণ এর পক্ষ হইতে ধর্মনগর শহরে হেড কোয়ার্টার করার জন্য সরকারের কাছে কোন মেমোরেণ্ডাম দেওয়া হইয়াছিল কিনা ;

ঘ) দেওয়া হইয়া থাকিলে উহা কবে দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ফল কি হইয়াছে ?

উত্তর

ক) It is proposed that the Tripura will be divided into three districts.

খ) It is under consideration of the Government.

গ) হাঁ দেওয়া, হয়েছে।

ঘ) A memorandum has been received in the first part of January, 1970 Date of memorandum 9-1-70. There are three sub-divisions namely Dharmanagar, Kailashar and Kamalpur under the Northern District, So the location of northern district headquarter can not be taken into consideration at present. Now a master plan is under preparation where the township can be grown up and site selection will be taken into consideration and after that the position will be decided where the headquarter of the district will be.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি আগরতলাতে যে সদর

ডিসট্রিক্ট আছে, এটাকে ডিসট্রিক্ট হেড কোয়ার্টারে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে অল দীস আর আণ্ডার কনসিডারেশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন যে সাউদার্ণ জোনের হেড কোয়াটার শান্তির বাজার বা বগাফাতে করার জন্য বিলোনিয়া বা সাব্রুমের জনসাধারণ থেকে সরকারের কাছে কোন রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— হ্যাঁ, রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে, বিলোনিয়া ও সাব্রুমের জনসাধারণের কাছ থেকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই সম্পর্কে সরকারের মতামত কি, তা তাদেরকে জানানো হয়েছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে অল দীস আর আণ্ডার কনসিডারেশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে উদয়পুরের ধ্বজনগর এলাকায় সাউদার্ণ জোনের হেড কোয়ার্টার করার জন্য সেখানে কার্যক্রম টেম্পরারী নাম দিয়ে চালানো হচ্ছে ?

শ্রীএস. এল সিংহ :— Temporary and permanent may arise. If there will be any work. it is only for the location of the sites and others.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই সম্পর্কে কোথায় সাউদার্ণ ডিসট্রিক্টএর হেডকোয়ার্টার হবে, সেটা কি এখনও ঠিক হয় নি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি তো বলেছি যে আণ্ডার কনসিডারেশান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন যে সরকারের হাতে সাউদার্ণ জোনের হেড কোর্টায়ার করার জন্য কয়টা প্রপোজ্যাল আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— প্রপোজ্যাল তো নেই সেটা আমরা কোথায় করব। অবশ্য সেটা এমন একটা জায়গায় হওয়া উচিত, যেখানে নাকি, উদয়পুর, বিলোনীয়া, সাব্রুম এবং অমরপুরের জনসাধারণের সুবিধা হতে পারে। তাই বিলোনিয়া এবং সাব্রুমের জন সাধারণ বলছে যে শান্তির বাজারে হেড কোয়ার্টার হলে তাদের সুবিধা হবে আবার উদয়পুরের লোকেরা বলছে যে উদয়পুরে হলে ভাল হয়। এখন সব বিষয়ে চিন্তা করে আমাদের ঠিক করতে হবে যে কোথায় সেটা করলে ভাল হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— এটা তো হল জনসাধারণের বক্তব্য, এখন সরকারীগতভাবে কোথায় সেটা করা হবে, এই সম্পর্কে কোন প্রপোজ্যাল আছে কিনা, এটাই আমি জানতে চাই ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— সরকারী বক্তব্যতো বলছি।

Mr. Speaker—Shri Kshitish Chandra Das.

Shri Kshitish Chandra Das—Starred Question No. 490.

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Starred Question No.490, Sir.

Question

ক) ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বেতন হার ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতে বহুক্ষেত্রে যে অসামঞ্জস্য ও বৈষম্য রহিয়াছে তাহা এখনও দূর করা হয় নাই কেন ?

খ) এই অসামঞ্জস্য দূর করার ব্যাপারে সরকারী দীর্ঘসূত্রতার জন্য কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা সরকার অবগত আছেন কি ?

গ) চলতি আর্থিক সনের মধ্যে ১৯৬১ সনের ১লা এপ্রিল থেকে উক্ত বেতন হারের বৈষম্য সরকার দূর করার ব্যবস্থা করবেন কি ?

ANSWER

ক) ত্রিপুরা সরকারের গোচরীভূত বেতন বৈষম্যের কেইসগুলি কার্যকরীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠান হইয়াছে।

খ) হঁ্যা।

গ) যেহেতু এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন সে কারণে বেতন বৈষম্য কবে পর্য্যন্ত দূর করা সম্ভব হইবে বলা সম্ভব নয়। সমস্ত দাবীগুলিই কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করিবে তাহাও বলা সম্ভব নয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, বেতন বৈষম্যের যতগুলি কেস আছে, তার সবগুলি কেন্দ্রের কাছে রিকমেণ্ড করে পাঠিয়েছেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— হঁ্যা তার সবগুলিই পাঠানো হয়েছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. এখানে একটা সন্দেহ আছে যে বেতনের হারে যে সব বৈষম্য আছে, তার সবগুলি কেস পাঠানো হয়নি, সেজন্য আমি জানতে

চাইছি যে সেগুলি সব রিকমেণ্ড করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য:— আমরা সবগুলি কেসই রিকমেণ্ড করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছি। এখন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে এবং তারা কেসগুলি বিবেচনা করে দেখছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কতগুলি কেস রিকমেণ্ড করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, আপনি যে বলেছেন বেতন হারের বৈষম্যগুলি রিকমেণ্ড করে কেন্দ্রের কাছে পাঠিয়েছেন, সেগুলি কোন সনে বা কত তারিখে পাঠানো হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— গত ফাইনান্সিয়াল ইয়ারে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তারিখটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ সাল।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি বলতে পারেন যে রিকমেণ্ডেশন পাঠানো হয়েছে সেগুলি কোন সনে বা কবে পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পাঠানো হয়েছে। The cases of anomalies have been sent to the Government of India on 25th February, 1970.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন যে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি কি কি নেচারের সুপারিশ করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কোন কোন বিষয়ে জানতে চান সেগুলি বললে পরে বলতে পারতাম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— যেসব ক্ষেত্রে বেতনের তারতম্য ঘটেছে সেইসব উদাহরণ বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— উদাহরণ সেটা বললে আমি ইনফরমেশান সাপ্লাই করতে পারি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— ত্রিপুরায় যে লাইব্রেরী আছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে তার সর্টার সম্বন্ধে বেতনের কি রিকমেণ্ডশন পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমার মনে হয় পাঠানো হয়েছে। তবে ডেফিনিট কিছু বলার জন্য আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER— Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA— Question No. 194,

SHRI S. L. SINGH— Mr. Speaker, Sir, question No. 194

Uuestion	Answer
1. Whether the Govt. have any scheme to open fire services at Belonia, Sonamura, Kamalpur and Amarpur ;	Yes, in phases.
2. If not, what are the reasons ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে আগামী অর্থ বছরে যে সমস্ত জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই সমস্ত জায়গাগুলিতে ফায়ার সার্ভিস খোলা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— অর্থের সংকুলান হলেই সমস্ত কিছু করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই জায়গাগুলিতে ফায়ার সার্ভিস খোলার জন্য স্পেসিফিক কোন অর্থের বরাদ্দ আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি, ইয়েস ইন ফেজেস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— ১৯৭০ সালের মধ্যে কোন কোন জায়গায় খোলা হবে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— At present there are fire services functioning at Agartala, Dharmanagar, Udaipur and Belonia.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কারেন্ট যেটা আছে তার কথা আমি বলছি না। আমি বলছি যেটা হবে এবং হলে কখন কোন জায়গায় হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER— Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

SHRI RAJKUMAR KAMALJIT SINGH—Question No. 240.

SHRI S L. SINGH— Mr. Speaker, Sir, question No. 240.

Question

1. Whether the Union Territory of Tripura is recognised as a border state by the Central Government ?
2. Whether Central Grants are available for this Union territory to boost

the morale of the people of this border territory other than those for border security arrangements ?

3. If so, how that grant is utilised ?
4. If not, what action the Government propose to take up in the matter ?

Answer

1. Yes, Tripura is treated as border territory.
2. Loans and grants for developmental and other activities are made available by the Central Government keeping in view the special needs of the area.
3. The details of how the moneys are to be utilised are available in the budget documents.
4. Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— আমাদের যে বাজেট দেখতে পাচ্ছি সেই বাজেটের মধ্যে পার্টিকুলারলী বর্ডার এরিয়ার জন্য টু কীপ দেয়ার মর‍্যাল আপ কোন ফেসিলিটি আছে কিনা, সেটাই আমি জানতে চাই। এটা ক্লীয়ার হলনা স্যার।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— The Border Security Force deployed in the border areas to perform constant patrolling and check crimes by the Pakistanis from across the border, some parties are functioning in the border villages with a view to boosting up the morale of the people and assisting the BSF in excercising check upon the crimes by Pak miscreants.

SHRI RAJKUMAR KAMALJIT SINGH— Whether Central Grant is available, Border Security Force তো আছেই স্যার। এছাড়া আর কি কি মরেল বৃষ্ট করার জন্য আছে। এটা আমার ডেফিনিট কোয়েশ্চান।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ডেভেলাপমেন্ট স্কীম কি আছে, এডুকেশন্যাল স্কীম কি আছে, হেলথ স্কীম কি আছে, রোডের স্কীম কি আছে, তারপর ফ্লাড হলে পরে কি স্কীম আছে, গ্রো মোর ফুড স্কীম কি আছে, এই সমস্তই ইন দি বাজেট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—অল দি ডেভেলাপমেন্ট একটিভিটিজ আর ইউজুয়েল

এ্যাণ্ড নরম্যাল একটিভিটিজ। সে জায়গায় আমরা পাঁচসিকা করে চিনি দিতে পারি কিনা বা সস্তা দরে কিছু তাদের দিতে পারি কিনা যেমন কাশ্মীরে দেওয়া হয়, অন্য সব বাজেটে তো আছেই। কিন্তু ইন এডিশান অন্য কোন গ্র্যান্ট দেওয়া সম্ভব কিনা সেই কথাটা আমি জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি, ডি, ব্লক আছে, তারপর জুমিয়া সেটেলমেন্ট আছে, তারপর এ্যাগ্রিকালচারিষ্টদের সেটেলমেন্ট করার জন্য ব্যবস্থা আছে, তারপর সিডিউল্ড কাষ্ট ল্যাণ্ড লেস যারা তাদের সেটেলমেন্ট এবং আরও কতগুলি ক্ষেত্রে নানা ব্যবস্থা অবজার্ভ করা হয়। উনি কি চান সেটা আমার জানা দরকার। উনি হয়ত বলতে চান যে চাউলের মূল্য দুই টাকা করে দাও। সেটা করা সম্ভব নয়। চিনির মূল্য পাঁচ পয়সা করলে মরেল বুষ্ট হতে পারে কিনা সেটা বলা দরকার।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট পার্টিকুলারলী উওমেন ফককে বর্ডারে যারা থাকে তাদের মাঝে মাঝে ক্যাম্প করা এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা দেওয়াও হচ্ছে, করাও হচ্ছে। তবে চিনির মূল্য আর চাউলের মূল্য সাবসিডি করা হলে পরে মরেল বুষ্টের কি আছে আমি বুঝতে পারলাম না। স্বল্প দরে খাওয়ালে পরে যদি মরেল বুষ্ট হয়, তাদের ক্যাম্প করে ডোল দিলে পরে তাদের মরেল বুষ্ট হবে, আই ক্যান নট এগ্রি উইথ ছাট।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—আমাদের প্রথম প্রশ্ন ফেসিলিটিজ পাওয়া যায় কিনা ? যা আছে তার কোন রেকটিফিকেশান করা যায় কিনা। সেজন্য আমি একটা ইনষ্ট্যান্স দেখাতে গিয়ে বলেছি যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ক্যাম্প করে টাকা দিচ্ছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সেন্ট্রালের কতগুলি বাজেট আছে। আর কাশ্মীরের সংগে তুলনা করে লাভ নাই। কাশ্মীর ইজ এ ষ্টেট। আমাদের রিসিট কত এক্সপেণ্ডিচার কত সেটা বলা হয়েছে।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—আমার প্রশ্ন হল বর্ডার এরিয়া বলে আমাদের ভিলেজার্সদের মরাল বুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি তো বললাম যে এই সমস্ত প্ল্যানগুলোকে যদি ঠিক ঠিকভাবে একজিবিউট করতে হয় তাহলে এবং ত্রিপুরার পিপল পাকিস্তানের সংগে যে ওয়ার হয়েছিল তার ক্ষমতা তারা দেখিয়েছে, তাদের মরেল কিরকম তা তারা দেখিয়েছে।

MR. SPEAKER :—Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—Question No 224.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 224.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কৈলাশহর বিভাগের ছামনুর প্রাক্তন ও, সি, শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস এবং ধর্মনগর বিভাগের প্রাক্তন ও, সি, শ্রীমহেন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে স্থানীয় উপজাতীদের উপর অনাহুত কারণে উৎপীড়ন করার অভিযোগ উল্লেখিত এলাকার জনতার পক্ষ থেকে গত ১৯৬৯ ইং সনে রাজ্য সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট করা হয়েছে কি না ?	হ্যাঁ।
২) যদি সত্য হয় রাজ্য সরকার এই অভিযোগ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।	অভিযোগগুলি তদন্ত করা হইয়াছিল।

SHRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করা হল, ঘটনা সম্পর্কে কি কি পাওয়া গেছে ?

SHRI S. L. SINGH :—Four allegations were received against Shri Ramesh Chandra Das, the then O/C Chhamanu P. S. and Shri Mahendra Roy O/C Kanchanpur P. S.

Of these three were against Shri Ramesh Chandra Das, the then O/C Chhamanu P. S. for extortion of money by instituting false cases against Sarbasri Raj Kumar Roaja, Kina Chand Chakma and Kumud Behari Chakma. The allegations were received on 22. 9. 69. All these allegations were enquired into by a responsible Police Officer of Kailasahar. But the allegations were not proved.

There was only one allegation against Shri Mahendra Roy, O/C, Kanchanpur P. S. It was received on 20.1.70. The allegation was enquired into by the SDPO (N), but the allegation was also not proved.

MR. SPEAKER :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh. Shri Bajuban Riyan, Shri Bidya Ch. Deb Barma,

SHRI ABHIRAM DEB BARMA :—Question No, 29

SHRI S L. SINGH :—Question No. 29, Sir.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনীকে কতিপয় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র Subsidised rate এ সরবরাহ করার কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হইয়াছে কি ; এবং

২) যদি পাঠানো হইয়া থাকে তাহার বিবরণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন জবাব আসিলে তাহার মর্ম ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) প্রস্তাবের বিবরণ নিচে দেওয়া হইল।

জিনিষ পত্রের নাম	মাথাপিছু সাপ্তাহিক বরাদ্দ		পরিবার ভুক্ত এবং নিজে সহ চার জনের মোট মঞ্জুরী কৃত জিনিসের পরিমান।	পরিপূরক মূল্য অর্থাৎ যে দরে জিনিষ পত্র দেওয়া হইবে।
	প্রতি পুলিশ কর্মীর জন্য	পুলিশ কর্মীর পরিবার ভুক্ত লোকের জন্য (৩ জন)		
১	২	৩	৪	৫
চাউল	১ কেজি	প্রত্যেকে ১ কেজি অর্থাৎ ৩ কেজি।	৪ কেজি প্রতি সপ্তাহ	০·৫০ পঃ প্রতি কেজি
আটা অথবা আটা জাতীয়	১·৫০ "	প্রত্যেকে ১ কেজি অর্থাৎ ৩ কেজি।	৪·৫০ কেজি প্রতি সপ্তাহ	০·২৫ পঃ প্রতি কেজি
চিনি	৩০০ গ্রাম	প্রত্যেকে ৩০০ গ্রাম অর্থাৎ ৯০০ গ্রাম।	১·২০ কেজি প্রতি সপ্তাহ	০·৭০ পঃ প্রতি কেজি
ডাল	৭৫০ গ্রাম	প্রত্যেকে ৭৫০ গ্রাম অর্থাৎ ২·২৫০ কেজি	৩·০০ কেজি প্রতি সপ্তাহ	০·৬২ পঃ প্রতি কেজি
সরিষার তৈল	২৫০ গ্রাম	প্রত্যেকে ২৫০ গ্রাম অর্থাৎ ৭৫০ গ্রাম।	১ কেজি প্রতি সপ্তাহ	২·০০ পঃ প্রতি কেজি

কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সুপারিশ পাঠান হয়েছে, সেটা কোন সনে এবং কোন তারিখে পাঠান হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—A proposal was sent to the Government of India in April 1967.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এরপর কোন রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে কি না ?

Shrs S L. Singh :—The reminder is given from time to time.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকারকে কি উত্তর দিয়েছেন ?

শ্রীএস, এল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে বিবেচনাধীন আছে বলে জানিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৫ স্যার।

Question

1. What was the equivalent post of officers belonging to the T. C. S rank, before the commencement of the T. C. S. Rule, 1967 ;
2, Whether those T. C. S. Officers are equivalent in rank to D. C. 's or any other post of similar rank or Sub-Deputy Collector ; and
3. If not, how the status of the T.C.S Officers are determined ?

Answer

1. Before the commencement of the Tripura Civil Service Rules, 1967, there were the following posts which may be treated as equivalent to the present "duty posts" of the T.C.S. :—Senior Deputy Magistrate, Magistrate Ist Class (Sub-Divisional Officers, Treasury Officer, Land Acquisition Officer, Deputy Secretary/Under Secretaries, Project Executive Officers, Deputy Chief Electoral Officer, Controller of Stores & Distribution, Deputy Registrar of Cooperative Societies, District Panchayat Officer, Tribal Welfare Officer, Deputy Development

Commissioner, Assistant Transport Commissioner, Superintendent of Excise and Taxation, Controller of Supplies, Deputy Collector (Superintendent of Survey), Deputy Collector (Inquiring Authority)

2. The T.C.S. Officers are State Civil Service Officers of the rank of Deputy Collectors.

3. Does not arise.

Mr. Speaker— Is any Member interested to the question of Shri Bidya Ch, Deb Barma ?

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 34.

Shri S. L. Singh :—Question No. 34 Sir.

প্রশ্ন

১) আগরতলা ও কমলপুরে গুলিচালনার ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট সরকার প্রকাশ না করার কারণ কি ?

২) ইহা কি সত্য যে রিপোর্টে ত্রিপুরা সরকারের গুলি চালনার সমালোচনা করা হইয়াছে ?

৩) যদি সত্য হয়, তবে ঐ রিপোর্ট গ্রহণ করিয়া সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

১) রিপোর্টগুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করার পর এ'গুলি প্রকাশ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে।

২) অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুলিচালনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া কমিশন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিয়দংশে উহার সমালোচনা করা হইয়াছে।

৩) আইনানুগ পন্থা অবলম্বন করা হইবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগরতলা এবং কমলপুর গুলি চালনার তদন্ত কার্য কবে শেষ হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আগরতলা ও কমলপুরের গুলি চালনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোন্ কোন্ ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বললেন, যে আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, এই রিপোর্টে যে সমস্ত অফিসারকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কি কি আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে রিপোর্ট গুলি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করার পর এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই গুলি চালনার তদন্তের রিপোর্ট কবে পর্যন্ত প্রকাশ করা হবে ?

শ্রীএস,এল, সিংহ :— যথাশীঘ্র সম্ভব পারা যায়।

Mr. Speaker—Any other Member interested to the question of Shri Bajuban Riyan ? Shri Bidya Ch. DebBarma ?

Shri Abhiram DebBarma :— Question No. 126.

Shri S. L. Singh :— Question No. 126, Sir.

QUESTION	ANSWER
১। ত্রিপুরার জন্য পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদা দাবী করিয়া সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন স্মারক লিপি পাঠাইয়াছেন কি ; এবং	১। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত যে ত্রিপুরাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদা দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করিতে হইবে তাহা গৃহ মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।
২। ত্রিপুরা সরকার পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্য্যাদার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবেন কি ?	২। ১৯৬৯ সনের মধ্যভাগে ইউনিয়ন টেরিটরীর প্রশাসক এবং মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুমন্ত্রিয়া কমিশনের প্রশাসন সংস্কার সম্বন্ধীয়

রিপোর্ট আলোচনা কালে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা-দানের দাবী করেন।

Mr. Speaker :— Any Member interested in the Question of Shri Bajuban Riyan ?

Shri Aghore DebBarma :— Question No. 466.

Shri S L. Singh :— Question No. 466. Sir.

Question

1. Whether Ejahars were lodged to the Sidhai P.S. for assaulting serverely Shri Pijush Dutta a clerk and Shri Malay DasGupta, B.Sc. an Asstt. teacher of Katlamara H/S. School on 9 2.70 & 5 3 70 respectively by some miscreants ;
2. If so, whether the names of the miscreants were mentioned by Shri Pijush Dutta and Shri Malay DasGupta to the Sidhai P,S. in their Ejahar ;
3. If so, whether the miscreants were arrested by the Police ; and
4. If so, whether they were released on bail from the Sidhai P.S.

ANSWER

1. 2. 3 & 4. Yes.

Mr. Speaker—There are 3 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay the replies of the Unstarred questions on the Table of the House.

There are two Calling Attention Notices given notice of by Shri Bidya Ch. Deb Barma on 31.3.70 and 2.4.70 to which the Ministers concerned agreed to make statement to-day, the 6th April, 1970

I would call on Hon'ble Minister-in-charge to make a statement on—"গত ২৭শে মার্চ্চ সিভিল সেক্রেটারীয়েটের কতিপয় সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবাদে কর্মচারীদের কর্মবিরতি বিক্ষোভ।"

SHRI S. L. SINGH— The Govt. Employees decided to resort to 'stay-in-strike' in front of the Secretariat Building on the 3rd and 4th February, 1970 for fulfilment of their following demands :

1. Sanction of pay scales as prevailing in West Bengal ;
2. Sanction of Washing allowance to Drivers and Class IV employees ;
3. Departmental Promotion ;
4. No extension of service after 58 years of age.

On the 2nd February, 1970 three representatives of the Tripura Govt. Employees' Association met the Finance Minister in his office and discussed with him about their various demands. The Finance Minister informed the Secretary, Tripura Govt. Employees' Association, Secretariat Committee on 2nd February, 1970 that the Govt. has been recommending to the Govt. of India about removal of anomalies in pay scales arising from revision effected in 1959 itself.

Regarding other points, such as framing of recruitment rules, interdepartmental transfers, washing allowance etc. they were informed that the cases were under active consideration of the Govt. Thereafter the Govt. employees met in a meeting and decided to postpone the proposed stay in strike for a period of fortnight only to get their demands fulfilled

The employees resorted to stay in-strike from the 19th February to 21st February, 1970 in front of Secretariat. They joined the 'stay-in strike' after submitting applications for half day's Casual leave and the leave was refused. Prior to this strike the employees were cautioned that such strike would violate the Service Conduct Rules. Such a caution had been given on earlier occasions too. The employees concerned were asked to submit explanation for joining the 'stay-in-strike' without sanction of leave. They submitted explanations which were considered by the Govt. and the most minor punishment of censure was awarded to 14 employees of of the Secretariat. As soon as the order for censure was served on them they resorted to pen-down-strike' from the afternoon of the 27th March,

1970.

On the 29th March, 1970 at 18-30 hours four representatives of the Tripura Govt. employees' Association saw the Chief Minister and agreed to withdraw the 'pen-down-strike' unconditionally and work devotedly. At this they were informed by the Chief Minister that he would sit with the represenatives after the withdrawal of strike to hold further discussions with them on the matter.

Shri Aghore DebBarma—Mr. Speaker Sir, on a point of clarification.

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে প্রেস ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে যে কর্ম-চারীদের পক্ষ থেকে আনকন্ডিশানালী ষ্ট্রাইক উইথড্র করা হয়েছে। আর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে চীফ মিনিষ্টার তাদের কাছে সারেণ্ডার করেছেন অর্থাৎ যেসমস্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি তিনি আনকনডিশানালী উইথড্র করে নেবেন, উনার এই কথার উপরে তারা ষ্ট্রাইকটা উইথড্র করে নিয়েছেন। এখন কথা হল কাদের কথা সত্য বলে আমরা মনে করে নেব।

Shri. S.L. Singh :— স্যার, আমি আমার সত্য বিবৃতি এই হাউসের সামনে পেশ করেছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে যাদের উপর শাস্তিমূলক নোটিশ জারী করা হয়েছে, তাদের উপর থেকে সেগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে কিনা ?

Mr. Speaker—No, there should not by any question on the statement made by the Hon'ble Minister. You are asking question and that I can't allow. Next, I would call on Hon'ble Minister in-charge to make a statment on "অমরপুর, উদয়পুর এবং সদর বিশালগড়ে কলেরার প্রকোপে শতশত লোকের মৃত্যু।"

Shri Kaishnadas Bhattacherjee—Mr. Speaker Sir, I am authorised by the Minister in-charge of the Medical Department to give reply on this Calling Attention Notice.

অমরপুর :— অমরপুর বিভাগের নাগরাই গ্রামটি অমরপুর সহর এবং অম্পি প্রাথমিক চিকিৎ-সালয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। সেখানে তীব্র গ্যাষ্ট্রো এন্টারাইটিস রোগের প্রাদুর্ভাবের সংবাদ আগরতলায় স্বাস্থ্য বিভাগে ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ ইং সনে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে

দক্ষিণ অঞ্চলের হেলথ অফিসার, অমরপুর হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার এবং অমরপুরের সেনিটারী ইন্সপেক্টারকে সর্বপ্রকার এর প্রতিষেধক এবং নিবারণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। অমরপুর হাসপাতালে এবং অম্পি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেলাইন সহ প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এবং গাড়ী সহ একটি চিকিৎসকের দল রোগাক্রান্ত এলাকায় পাঠানো হয়, তাছাড়া দক্ষিণ অঞ্চলের হেলথ্ অফিসার অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীসহ নাগরাই অঞ্চলে যাইয়া ব্যাপকভাবে কলেরার টীকা এবং পানীয় জল বিশোধনমূলক কার্য্য পরিচালিত করেন। ১০।২।৭০ ইং তারিখে এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হন কবরাইবাড়ীর শ্রীসুখপদ জমাতিয়ার স্ত্রী শান্তারাণী এবং ১১।২।৭০ ইং তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহার বয়স ৫০ বছর। এরপর এই রোগের সংবাদ চাচুবাড়ী, কমলাইবাড়ী, দোলংবাড়ী এবং একজনবাড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে পাওয়া যায়। ১৭।২।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত এই সকল রোগী বাড়ীতেই চিকিতসিত হয়। রোগের সংবাদ পাইয়া ডাক্তার করের নেতৃত্বে একজন নার্স ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মীসহ একটি দল গণ্ডাছড়ায় পাঠানো হয় অমরপুর বিভাগে সর্বমোট ২২ জন আক্রান্ত ও ৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১০।২।৭০ ইং তারিখ হইতে ১২।৩।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ৫,১৩৭ জনকে কলেরার টিকা দেওয়া হয় সর্বশেষ ৯।৩।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত এলাকায় রোগ হওয়ার সংবাদ আসে এবং তারপর আর কোন রোগ হওয়ার সংবাদ রিজিওন্যাল হেলথ্ অফিসার অথবা বিভাগীয় মেডিক্যাল অফিসারের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। স্বাস্থ্য কর্মীরা নাগরাই বনবিভাগীয় অফিসে তাহাদের কর্মকেন্দ্র সাময়িক ভাবে স্থাপন করিয়া কার্য্য পরিচালিত করে।

উদয়পুর :—উদয়পুর বিভাগে প্রথম এই রোগ হওয়ার সংবাদ আসে রাজনগর হইতে এবং উক্ত এলাকা হইতে উদয়পুর হাসপাতালে প্রথম রোগী ভর্ত্তী করা হয় ১৯।২।৭০ ইং তারিখে। তারপর এই রোগ যথাসময়ে ছনবন, লক্ষীপাড়া, গোকুলপুর, ফুলকুমারী, বৈষ্ণবীর চড় এবং খিলপাড়ায় দেখা দেয়। আক্রান্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে কলেরার টিকা এবং পানীয় জল বিশোধনমূলক কাজ চালানোর সংগে সংগে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি জনসাধারণকে ওয়াকীবহাল করার জন্য প্রচার পত্র বিলি করা হয়। এই রোগের প্রাদুর্ভাবকালে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক উপায়গুলি পালন করার জন্য মাইক দ্বারা প্রচার করা হয়। এই এলাকায় ৪৬ জন রোগীর মধ্যে ১৭ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯।২।৭০ ইং তারিখ হইতে ৭।৩।৭০ ইং তারিখ পর্য্যন্ত ৫৫,৭০০ জনকে কলেরার টিকা দেওয়া হয়। ১২।৩।৭০ ইং উক্ত এলাকার সর্বশেষ রোগ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। ২২।২।৭০ ইং তারিখ একজন ডাক্তারকে আগরতলা হইতে উদয়পুর, অম্পি এবং নাগরাই অঞ্চলে অবস্থার পরিমাপ করার জন্য পাঠানো হয়। ১৩।২।৭০ ইং তারিখ ডাক্তার এস. সি, শীলের নেতৃত্বে ২ জন জি, ডি. এ, ডাক্তার, ২ জন নার্স এবং কয়েকজন হরিজন সহ একটি দল উক্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করার

জন্য গিয়াছিল। কিন্তু নূতন কোন রোগী না থাকায় তাহারা ২৪।২।৭০ ইং তারিখ উদয়পুর পৌছে এবং ২৮।২।৭০ ইং তারিখ পর্যান্ত অবস্থান করিয়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করে।

বিশালগড় :—সদর মহকুমার বিশালগড় এলাকার গোপীনগর হইতে এই রোগ হওয়ার সংবাদ প্রথম ১১।৩।৭০ ইং তারিখে আসে। তারপর ইহা লক্ষ্মীবিল, বাউথখলা, বিশালগড় বাজার এবং জঙ্গলীয়া প্রভৃতি স্থানে দেখা দেওয়ায় মোট ২৫ জন লোক আক্রান্ত হয় এবং ১১ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২৯।৩।৭০ ইং তারিখ সেকের কোট হইতে সর্বশেষ রোগ হওয়ার সংবাদ আসে। এই এলাকায়ও ব্যাপক ভাবে কলেরার টীকা দেওয়া হয়। ডেপুটি ডাইরেক্টার পাবলিক হেলথ এব ডাক্তার বাবু এবং পেরা মেডিক্যাল এসিষ্টেন্ট সহ আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। বিশালগড়ের ডাক্তারবাবু, সেনিটারী ইনস্পেক্টর এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী সহ রোগ নিবারণ-মূলক কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করেন। ফলে ১।৩।৭০ ইং হইতে ২১।৩।৭০ ইং পর্যন্ত ১৩,৭৪৮ জনকে টীকা দেওয়া সম্ভব হয়।

মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী, ডাক্তার এন, এন, বিশ্বাস এবং সদরের সেনীটারী ইনস্পেক্টর সহ ২৪।২।৭০ ইং এবং ২৫।২।৭০ ইং তারিখ যথাক্রমে উদয়পুর এবং নাগরাইর আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব ইনফরমেশান প্লিজ। এই ব্যাপারে, এই রোগে কতজন লোক মারা গিয়েছে?

SHRI KRISHNA DAS BHATTACHARJEE—Sadar—attack--48, Death--17, Amarpur—attack 24, death—8, Udaipur—attack--56, death—17, Sonamura—attack—nil, death—nil, Sabroom—1 attack, death—nil. Total attack—129, Total death—42.

Mr. Speaker—I have received Calling Attention Notice from the following members—Shri Bidya Ch. Deb Barma on the subject—গত ৩রা এপ্রিল খোয়াই আশারামবাড়ী বি, এস, এফ, কর্তৃক গ্রামবাসী নারীপুরুষের উপর অত্যাচার।

I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement to day. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order papers.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, I shall make the statement on 9th April, 1970.

Mr. Speaker—Hon'ble Minister has declared that he would make a statement

on the 9th April, 1970

Question of breach of privilege against the Education Minister raised by Shri Aghore Deb Barma.

Mr Speaker—i) I have examined the question of breach of privilege raised by Shri Aghore Deb Barma against the Education Minister.

The fact of the case stated by the Hon'ble member, Aghore Deb Barma is that the Education Minister by giving false statement in reply to question No. 10 of Shri Deb Barma, has committed breach of privilege.

My observation is that every where in Indian Legislature it has been ruled out by the Presiding Officers that giving of alleged false or wrong statement, in reply to question, is not a breach of privilege of the House.

Besides, in examining the reply of the Minister, with reference to the documentary evidences produced by Shri Deb Barma, I am satisfied that no prima-facie stands in the allegation of Shri Deb Barma, against the Education Minister. Hence, I rule out the question of breach of privilege raised by Shri Deb Barma against the Education Minister.

ii) I heard the case of breach of privilege raised by Shri Naresh Roy, M. L. A., against the Editor, Dainik Sambad for catering of news under caption "স্পীকারকে নিয়ে একাধিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় তুমুল হৈ চৈ, বাদানুবাদ, উত্তেজনা, ওয়াকআউট, গালাগালি" in its publication dated 2.4.70.

The fact of the case as stated by Shri Roy is that in its publication dated the 2nd April, 1970 under caption "স্পীকারকে নিয়ে একাধিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় তুমুল হৈ চৈ, বাদানুবাদ, উত্তেজনা, ওয়াকআউট, গালাগালি" the said Editor has committed a breach of privilege of the Speaker and the House by publishing the portion of the proceeding expunged by the Speaker and casting reflection on the Speaker and also by publishing unfaithful and untrue report of the House.

To sum-up two points are involved in the case raised by Shri Roy :—

1) The Editor has catered the portion of the proceedings of the House which was expunged by the Speaker ;

2) The Editor has catered news with malafide intention, the news are also unfaithful and derogatory to the prestige of the Speaker and the House itself.

"Durgadas Basu in his Commentary of Constitution of India has stated that when any portion of the proceedings of the House are thus expunged by Order of the Chair, the immunity from legal liability conferred by the Act of 1956 can not be claimed.

The position stated has been clarified by Kaul & Shakdher in its Practice and Procedure of Parliament that—

"The effect in law of the order of the Speaker to expunge a portion of the speech of a Member may as if that portion had not been spoken. A report of the whole speech in such circumstances, though factually correct, may, in law, be regarded as perverted and unfaithful report of a speech i./e., including the expunged portion in derogation to the orders of the Speaker passed ih the House, may, Prima-facie, be regarded as constituting a breach of privilege of the House arising out of the publication of the offending news item."

May in his Parliamentary Practice 17th Edition vide page 119 has stated, publishing of proceedings which the House has ordered to be expunged from the Journals, can be treated as a breach of privilege (the case of Macleod & Hingginbottom and the case of Albion and Evening Advertiser).

Next comes to the question of breach of privilege committed by the Editor for his following unfaithful publication—

"স্পীকার সদস্যকে উত্তেজনা পরিহার করে সভার সৌষ্ঠব বজায় রাইতে আহ্বান জানান এবং পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ স্বীকার করেন।"

This may be treated as unfaithful publication by the Editor and may be treated as a breach of privilege as the very caption of the publication dated 2.4.70. indicates that the Editor catered this news with malafide intention.

It has been stated in Bssu's Commentaty of constitution of India vide P'584—

"It has already been seen that under the ordinary law, publication of Parliamentary proceedings by any person (other than a person acting under authority of a House of Parliament), has a qualified privilege ; so that no action would lie for defamation if the report is fair and accurate and is not actuated by malice.

May in its Parliamentary Practice has stated, "when they are reported malafide the publishers of newspapers are liable to punishment."

From the position stated above, it appears that there is primafacie in the case.

In view of the position stated above, I refer the case to the Committee on Privileges under Rule 154 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assemble for examination, investigation, report and acquaint the House thereof.

GOVERNMENN BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1970-71.

Mr. Speaker— To day in the List of Business 4 Demands viz. Demand Nos. 2—Land Revenue, 32—Forest, 33—Miscellaneous and 34—Other Miscellaneous, Compensation and Assignments are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands, I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to

request the Finance Minister to move the Demand Nos. 33 & 34. together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands seperately.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No 2 Land Revenue.

SHRI K. BHATTACHARJEE—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 57,00,000/. [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Aucount) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 2,—Land Revenue.

Mr Speaker— There are Cut Motions on the Demand for Grant No. 2—Land Revenue.

First I would call on Shri Agore Deb Barma to move his Cut Motions.

Shri S. L. Singh— I would draw the attention of the Speaker that there should be a time limit.

Mr. Speaker :— Yes, I also agree. I shall request the Hon'ble Member to speak only for 10 minutes.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— আমি চেষ্টা করব। কিন্তু পার্লামেন্টারী প্রেকটিস যেটা হাউসে কনভেনশান হিসাবে চলে আসছে, তাতে সরকাপক্ষ থেকে বিরোধী পক্ষকে সময় বেশী দেওয়া হয়। তবে আমি যথাসম্ভব কম করে বলতে চেষ্টা করব।

মি: স্পীকার :— আপনাকে আমি সবসময়েই বেশী সময় দিয়ে থাকি, আশা করি সেটা আপনি অস্বীকার করবেন না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত, মাননীয় সভ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমাদের ৩০ জন মেম্বার কোনদিন দুইমিনিট করে সময় পান কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কাটমোশানের উপর আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। আমার কাটমোশানটি হচ্ছে—

1) The Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on "Mismanagement in respect of Tribal Welfare under A.D.M

2) The Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on "Remission of land revenue upto 3 (three) standard acres." "Remission of arrears of land revenue."

এখানে মিসমেনেজমেন্ট ইন রেসপেক্ট অব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার আণ্ডার এ,ডি,এম, এই সম্পর্কে আমি আমার কাটমোশানের উপর দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। সেটা হল সরকার পক্ষ থেকে চীফ মিনিষ্টার এবং সদস্যরা সবসময়ে বলে থাকেন যে আমরা টি, ডি, ব্লক করেছি ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য এবং এ,ডি,এম মারফত অনেক টাকা পয়সা খরচ করা হয় ফর দি ওয়েলফেয়ার অব দি ট্রাইবেল। কিন্তু সেটা কিভাবে হচ্ছে সেই সম্পর্কে আমি ঘটনা দিয়ে তার যে বাস্তব চিত্র সেটা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটা পত্রিকার কাটিং থেকে একটা মন্তব্য রাখছি, সেটা হচ্ছে গণরাজ পত্রিকা, ৩১শে মে, ১৯৬৯ ইং, এখানে আছে কাঞ্চনপুর পি,ইর বিরুদ্ধে সরকারী জমি বিক্রির গুরুতর অভিযোগ। ট্রাইবেল কলোনী সুপারভাইজার ও কোআপরেটিভের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক কেস মুকুব। প্রশাসনের কাছে আবেদন ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না। এখানে ঘটনা হচ্ছে যে উপজাতীদের উন্নতি অগ্রগতির জন্য, তাদের ভূমিতে এষ্টাব্লিশ করার জন্য, পুনর্বাসন দেওয়া হয়। সেখানে ট্রাইবেল কলোনী আছে এই ঘটনা হচ্ছে কাঞ্চনপুরে, ধর্মনগর বিভাগ। যেখানে যথাযথ ভাবে অন্যান্য জায়গার মত পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। খতিয়ান নাম্বার ১৬৬, দাগ নাম্বার হচ্ছে ১ হইতে ৪৭ এবং ৪ হইতে ৩৩ ইত্যাদি এখানে আছে। এখন সেখানে অবস্থা কি হয়েছে? কলোনীর প্রজেক্ট একজিকিউটিভ অফিসার, যার উপর এ,ডি,এম ট্রাইবেলদের উন্নয়নের কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই ভদ্রলোক এবং ট্রাইবেল সুপারভাইজার অনেকেই সেখানে আছেন। এই ভদ্রলোক সম্পর্কে একটা ক্লীয়ার অভিযোগ এখানে আছে সেটা হচ্ছে—

To the District Magistrate and Collector.

Government of Tripura, Agartala,

Petitioner is Shri Sachindra Malakar and Shri Birendra Malakar ইত্যাদি অভিযোগ হচ্ছে, যে সমস্ত জায়গা ট্রাইবেলদের এ্যালট করা হয়েছিল, অর্থাৎ জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই জমিগুলি পি,ই, যাওয়ার পর আরও কয়েকজন অফিসার মিলে তাদের নামে সেটেলমেন্ট নিয়ে নেয়। অর্থাৎ তাদের নামে নিয়ে সরকারীগত ভাবে চাষ বাস করে ট্রাইবেলদের চাষাবাদ সম্পর্কে শিক্ষাদীক্ষা দেবেন এই অজুহাতে সেগুলি নিয়ে নেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ২৩৪০০ টাকা দিয়ে নিজের নামে সেগুলি বন্দোবস্ত নিয়ে, নন-ট্রাইবেল-

দের সেখানে বসিয়ে দিলেন। এই হচ্ছে ট্রাইবেলদের উন্নতি অগ্রগতির নমুনা, এইভাবে তাদের ডেভেলাপমেন্ট চলছে। শুধু একটা জায়গায়ই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বহু জায়গায় এই সমস্ত ঘটনা চলছে। এই সমস্ত ঘটনা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় আলাপ আলোচনা করেছি, এই হাউসেও করেছি কিন্তু কোন ফল হয় না। আরও অনেকগুলি জায়গা আছে যেমন কৈলাশহর বিভাগের ছামনু, শুকনাছড়া, তারপর ঘাগরাছড়া, চালতাছড়া, ময়নামা, ইত্যাদি জায়গায় টি, ডি ব্লকগুলির একই অবস্থা। ছামনু একটি টি, ডি, ব্লক আছে, সেই ব্লকের আণ্ডারে জুমিয়া সেটেলমেন্ট দেওয়ার কথা অথচ সেখানে জুমিয়াদের পুনর্বাসন বন্ধ রাখা হয়েছে। একবার ৫০০ টাকা পুরোপুরি পাওয়ার পর, ল্যাণ্ড ইত্যাদি পাওয়ার পর, সেই সমস্ত জায়গায় আজকে নন-ট্রাইবেলদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই হচ্ছে অবস্থা।

কাজেই আজকে মিসম্যানেজমেন্ট যে কথাটা আমি এখানে রেখেছি ইন রেসপেক্ট অব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এবং এজন্য যে এ, ডি, এমের একটা ডিপার্টমেন্ট আছে ট্রাইবেলদের অবস্থা সম্পর্কে সুপারভিশান করবার জন্য তার দ্বারা কোন কাজই হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকে এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে যেসব কাজগুলি হওয়ার কথা, সেগুলি ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না। আমি এখানে শুধু মাত্র একটা ঘটনার কথা দিয়ে তার প্রমাণ করতে চাই। আজকে এই খাতে বহু টাকা পয়সা ব্যয় হচ্ছে, সেখানে যেমন টাকার বরাদ্দ আছে, তেমনি আবার কাজগুলি করবার জন্য কর্মচারীরাও রয়েছে। কিন্তু টাকাগুলি শুধু খরচই করা হচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। আজকে এখানে যদি এই ব্যাপারে মিনিষ্টারদের প্রশ্ন করা হয়, তারা সেগুলির ঠিক ঠিক মত উত্তর দিতে পারবেন না। তারা বরং এই হাউসের মধ্যে অসত্য কথা বার্ত্তা বলে সেগুলি এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেগুলি আমাদের দেখা দরকার। আর তা না হলে শুধুমাত্র ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে বছর বছর ব্যয় বরাদ্দ ধরে খরচ করার কোন অর্থ হয় না। আমরা এখানে আরও কতগুলি ঘটনা দেখছি। যেমন আমাদের এখানে যদি কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসে তাহলে তাদেরকে এখানে সেখানে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলা হয় যে, আমরা এই করছি, ঐ করছি, ট্রাইবেলদের কলোনীতে পুনর্বাসন দিয়েছি, তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছি অথচ তারা সেখানে থাকতে চায় না, তারা সেখান থেকে চলে যায়। আমি বলব যে আমাদের ট্রাইবেলসরা চিন্তায় চেতনায় এবং বুদ্ধিতে অত্যন্ত দুর্বল, কাজেই তারা কলোনিতে জমি পাওয়ার পরেও সেগুলি ঠিক মত রিক্লেইম করতে পারে না এবং অভাবের তাড়নায় তারা সেগুলি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আজকে আমাদের সংবিধানে তাদেরকে রক্ষা করার

জন্য কতগুলি রক্ষা কবজের ব্যবস্থা রয়েছে। কেন সেগুলি রয়েছে? কারণ যারা সংবিধান রচনা করেছেন, তারাও জানেন যে আমাদের সমাজের মধ্যে এমন একটা অনুন্নত জাতি আছে, যারা চিন্তায়, চেতনায় এবং বুদ্ধিতে অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক পিছনে রয়েছে এবং তাদের রক্ষা করতে হলে এই ধরণের রক্ষা কবজের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই তারা সেগুলি আমাদের সংবিধানের মধ্যে রেখেছেন। কাজেই সেদিক দিয়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে যে সমস্ত টাকাগুলি খরচ করা হচ্ছে, সেগুলি ঠিকমত খরচ করা হচ্ছে কিনা, সেটা আমাদের দেখা দরকার। আর একটা হচ্ছে রেমিশান অব ল্যাণ্ড রেভিনিউ আপ টু থ্রি ষ্ট্যাণ্ডারড একারস্। এটা আমরা এই হাউসের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব আকারে পাশ করেছিলাম। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকার কি করেছেন বা করবেন, সেটা আমরা এখন পর্যান্ত জানি না। তবে তারা যদি দিল্লীতে লিখে পাঠিয়ে দেন এবং তাতে করে নিজেরা খালাস হয়ে যান, সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আজকে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে যে আমরা ত্রিপুরাতেই শুধু মাত্র তিন একর পর্যান্ত খাজনা মুকুবের প্রস্তাব গ্রহণ করিনি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই ধরণের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও সেটা আইনে রূপ পেয়েছে। তারফলে সেখানকার কৃষকেরা তিন একর পর্যন্ত খাজনা মুকুব পেয়েছে। কাজেই আমাদের রাজ্য সরকারেরও উচিত এই সভাতে যে প্রস্তাবটি পাশ হয়েছে তার মর্য্যাদা রক্ষা করা। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা অত্যন্ত গরীব। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এই হাউসের মধ্যে যেটা করা হয়েছে, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি একজিকিউট করা হয়, সে জন্য আমি অনুরোধ রাখব।

আর একটা হচ্ছে রেমিশান অব এরিয়ার ল্যাণ্ড রেভিনিউ। অবশ্য এখন বকেয়া খাজনা বাদ দিয়ে হাল সনের খাজনাটা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমাদের যারা দরিদ্র কৃষক রয়েছে, যাদের বহু বছরের খাজনা জমা হয়েছে, দিতে পারছে না, তাদের সেই খাজনা যাতে মকুব করা হয়, সে বিষয়ে সরকারের বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আজকে যে সমস্ত এলাকার মধ্যে সার্ভে সেটেল্‌মেণ্ট হয়েছে—যেমন আগরতলাতে যাদের জমির সেটেল্‌মেণ্ট হয়ে গেছে তারা ইচ্ছা করলেও তাদের খাজনা দিতে পারছে না। কেন দিতে পারছেন না? তার কারণ হল সরকার তাদের থেকে খাজনা নিচ্ছে না। কাজেই তাদেরও বকেয়া খাজনা দিনের পর দিন বেড়ে চল্‌ছে। আবার কোথাও কোথাও মানুষ কিছু সময়ের জন্য তাদের বকেয়া খাজনা দিয়ে দিয়েছে। এখন যদি বকেয়া খাজনা মুকুবই হয়, তাহলে একটা অংশের হবে আর একটা অংশের হবে না। এই ধরণের

ব্যাপার হওয়া উচিত নয়। কাজেই যারা দিয়ে ফেলেছে, তাদের সেই বকেয়া খাজনাটা যেন ফেরত দেওয়া হয়, তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আই উড রিকুয়েষ্ট ইউ টু ষ্টপ ইউর স্পীচ নাউ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই সেটেলমেণ্ট সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল, সবগুলির কথা আমি এখনও বলতে পারিনি, শুধ সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আজকে আমাদের এই সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে সেটেলমেণ্ট অপারেশান হওয়ায় জনসাধারণ যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, সেগুলি আদৌ পাচ্ছে না। আমার মনে হয় আজকে এটাকে নিয়ে শুধ একটা খেলা চলছে। যাহউক এই সম্পর্কে বহু তথ্যাদি এবং ঘটনা আছে তার সবগুলি এখানে বলা সম্ভব নয়। আজকে যেখানে এই সেটেলমেণ্ট ডিস্প্যুট হিয়ারিং এর জন্য ১১টি অফিস খোলার কথা, সেগুলির কোন কাজই হচ্ছে না। আর জনসাধারণকে যেখানে তাদের নামে পরচা ইত্যাদি দেওয়ার কথা, সেগুলি তো মোটেই দেওয়া হচ্ছে না। এটা যেন কিছু অর্থ উপার্জনের উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু অর্থ না দিলে পরে এই ব্যাপারে আর কিছুই করা সম্ভব নয়। এটা একটা রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গাতে কম বেশী আছে। আমি অবশ্য সব কর্মচারীদের উপর দোষ দিচ্ছি না। তবে এই রকম কিছু কর্মচারী আছে, যারা এটাকে উপলক্ষ করে কিছু রোজগার করে থাকে। মানুষ যেখানে ভূমি বন্দোবস্ত পাওয়ার কথা, তারা সেখানে কিছুই পাচ্ছে না। কাজেই আজকে সাধারণ লোকের মধ্যে এই নিয়ে যেন একটা বিরম্বনার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এটার একটা সুরাহা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুতে ল্যাণ্ড রেভিনিয়্যু খাতে এখানে ১৯৭০-৭১ সালের জন্য ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হল—কৈলাশহরে করমচড়া জুমিয়া কলোনিতে বকেয়া রাজস্ব আদায় সরকারী জুলুম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহরে করমচড়া যে কলোনি, এটা কয়েক বছর আগে হয়েছিল এবং জুমিয়াদের সেখানে জমি দেওয়া হয়েছিল। তারপরে তারা সেখানে তাদের জমিগুলি চাষাবাদও করেছিল এবং পরে সেখানে তাদের জমির খাজনা বকেয়া পড়তে শুরু করল এবং সেখানে যারা কিছু কিছু চাষাবাদ করল, তাদের সেই সমস্ত জমি জমি জমাগুলি হস্তান্তর হয়ে যায় এবং হস্তান্তর হওয়ার ফলে তারা সেই কলোনী থেকে চলে যায় এমন কি কেউ কেউ চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তারপর তাদের বকেয়া খাজনা প্রভৃতি জমতে আরম্ভ করায় সরকারের তরফ থেকে তাদের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য কারোর

নামে নোটিশ, কারো নামে ক্রোকের পরোয়ানা প্রভৃতি আরম্ভ করে। এইভাবে করমছড়া কলোনীর জুমিয়াদের উপর রাজস্ব আদায়ের নাম করে জুলুম চালাতে আরম্ভ করে। অথচ যারা এ' কলোনীতে জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছে এ' সমস্ত কলোনীর যারা জুমিয়া তারা কিন্তু অর্থনীতিগতভাবে সেই কলোনীতে বসতে পারে নাই এবং তাদিগকে সেইভাবে বসানোর কোন পরিকল্পনাও করা হয়নি তাদিগকে সেই সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নি। এমতাবস্থায় তাদের কয়েক বছরের খাজনা বকেয়া জমে যাওয়ার পরে বকেয়া রাজস্বের জন্য তাদের উপর নোটিশ ইস্যু হয়। যাই হোক আজকে এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে বলার প্রয়োজন আছে। কারণ বকেয়া খাজনা প্রভৃতি যাতে মকুব হয় এবং তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত খাজনা যাতে মকুব ঘোষণা করা হয় তার জন্য ত্রিপুরার কৃষক সাধারণ সকলেই দাবী করেছে এবং তিন স্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমি যাতে নিষ্কর করা যায় তার জন্য এই বিধান সভা একটা প্রস্তাবও পাশ করেছে অথচ সেটা কার্যকরী করা হচ্ছে না। এটা কার্যকরী হওয়া দরকার। সাময়িকভাবে আজকে ত্রিপুরার কৃষক সাধারণের অবস্থার উপর লক্ষ্য রেখে তাদের বকেয়া খাজনা মকুবের যে দাবী সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এটা যদি স্বীকার না করে নেওয়া হয় তাহলে খাজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে কৃষক সাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং ইতি মধ্যে দিয়েছেও। তার মধ্যে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়। যাদের জমি বেশী আছে, যারা বর্গা করায় সেই সমস্ত বর্গাদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং তাদিগকে জমির সত্বের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। রাজস্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে শতকরা ৫০ ভাগ রাজস্ব কমানোর দাবী উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক সাধারণের অবস্থার দিকে যদি লক্ষ্য রাখা হয় তাহলে নিশ্চয়ই খাজনা বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে না, নজরাণা বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের অবস্থা দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছে। জমির উৎপাদন কমছে। জল সেচের কোন সুযোগ হচ্ছে না। এইসব কারণে জমির রাজস্ব বৃদ্ধির যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান কৃষক সাধারণের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয় নি। তারপর যারা খাস জমি দখল করে বসবাস করছে তাদের নজরাণা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এইগুলি কমানোর ব্যবস্থা করা দরকার। বর্গাদার কৃষক উচ্ছেদ এবং তাদের নামে রেকর্ড প্রভৃতি না হওয়ার দরুণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই কৃষকদের মধ্যে বিরাট একটা অসন্তোষ। এই অসন্তোষগুলি যাতে দূর হয় তার জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার। অপর দিকে ত্রিপুরার মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা থেকে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের কাছে যে ভাবে দিনের পর দিন ট্র্যান্সফার হয়ে যাচ্ছে এটা যাতে না হতে পারে এবং উপজাতিদের রক্ষার যে ব্যবস্থাগুলি আছে তা যাতে কার্যকরী করা যায় এবং হস্তান্তর

স্থগিত রাখার জন্য আইনগত ভাবে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওযা উচিত। বিশেষ করে আজকে এই জমিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে না গিয়ে যাদের টাকা আছে, যারা টাকার মালিক জোতদার, তাদের কাছে এইগুলি একত্রিত হচ্ছে। ফলে তারা এই সমস্ত জমি ওখানকার কৃষকদের বর্গা দিয়ে তাদের শোষন করছে। এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আজকে ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে হাউসের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওযা উচিত যাতে সেটা কম করা যায় এবং ভূমি আইনের ৭০ ধারা অনুসারে যাতে রিভিশন অব রেকর্ডের ভিত্তিতে যাতে ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলি মীমাংসা করা যায় তার জন্য একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই যদি না হয় তাহলে কৃষকদের বিরোধ থাকবে, তাদের মধ্যে অসন্তোষ জমবে এবং এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে উঠবে। এই জন্য এই ডিমান-ডকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমার কাটমোশনের সমর্থনে বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :-মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৮ তে যে ৫৭,০০,০০০ টাকা দাবীর ডিমাণ্ড, সেটাকে সমর্থন করে দুইচারটা কথা বলছি। স্পীকার স্যার, আজকে এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আমরা দেখছি প্রথমে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অব ল্যাণ্ড রেভিনিউ। সেখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই যে তহশীল অফিস, তার যে কর্মচারী, তারা যে বেতন পায় সেই বেতনগুলি রিভাইজ হওযা উচিত। কারণ তারা যে জায়গায় কাজ করে, তহশীলদার এবং সহকারী তহশীলদার, সেখানে তাদের দায়দায়িত্ব বেশী। কিন্তু বেতনের বেলায় তারা এত কম পায় যে সেটাকে রিভাইজড করা উচিত, যাতে তারা বাঁচতে পারে এবং অন্যান্য কর্মচারীর সংগে একটা মর্যাদাপূর্ণ বেতন পায় সে জন্য আমি দাবী রাখছি এই ডিমাণ্ডগুলোকে সমর্থন করে। দ্বিতীয়তঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা প্রস্তাব আমরা পাশ করেছি যে তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত ল্যাণ্ড রেভিনিউ ফ্রি করা সম্পর্কে। সেখানে আছে অনেকগুলি তহশীল বাড়ানো হবে এবং তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে কৃষকদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত মুক্তি দেওয়া উচিত। যায় সেটা ষ্ট্যাটুটরী রিজলিউশন। যে কথা আমি বার বার এই হাউসে বলেছি সে ষ্ট্যাটুটরী রিজলিউশন এর পেছনে একটা লিগেল ফোর্স থাকে এবং সেটাকে কার্যকরী করা দরকার। এটা সত্যি কথা যে ষ্টেট নিজে সেটা পারেনা। আমরা ইউনিয়ন টেরীটরি, আমাদের লিখতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য রাখা দরকার প্রত্যেকটা উন্নয়নশীল দেশ, সত্যি কথা বলতে কি শুধু সোস্যালিষ্ট কাণ্ট্রিগুলিই নয়, ক্যাপিটালিষ্ট কানট্রিতেও দেখা যায় যে গরীব কৃষককে খাজনা মুক্ত করে দেওয়া হয় সম্পদ সৃষ্টির জন্য। তাদের যদি সংশিতের ভয় এবং ক্রোকের না থাকে তাহলে তারা সম্পদ

সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে তিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমির খাজনা মুক্ত যাতে আশু করা হয় তাই আমার অনুরোধ, আমার দাবী। আর ল্যাণ্ড রেভিনিউর আ্যরিয়ার সম্বন্ধে একটা অর্ডার হয়েছে হাল খাজনা নেওয়ার জন্য। যে রিসিট দেওয়া হয় তার উপর আবার একটা সীল মেরে দেওয়া হয়। এতে লিখা আছে যে হাল সনের খাজনা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাতে বকেয়া খাজনা তমাদি হবে না। এই সীল দেওয়ার যে কি উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারছি না। কারণ খাজনা দেওয়ার সংগে সংগে এই সীলটা সাধারণ কৃষকের মনে ভীতির সঞ্চার করে। যেখানে সরকার কেন্দ্রের কাছে সুপারিশ করেছেন খাজনা-মকুবের জন্য, সেখানে এই সীলটা সম্পূর্ণ বে-আইনী সীল। এমন কোন প্রভিশন নাই ল্যাণ্ড রেভিনু এণ্ড ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট ১৯৬০ এর কোন ধারার মধ্যে যে এই ভাবে সীল দিয়ে তমাদি-রক্ষা করবেন। যেমন প্রভিশন ছিলনা যে সার্ভে সেটেলমেন্ট চলা কালীন খাজনা আদায় বন্ধ থাকবে। অতএব আমি বলব আইনকে যেমন কৃষক মানবে, এই আইনকে সরকারী কর্মচারীদেরও শ্রদ্ধা করতে হবে। যেহেতু চেয়ারে বসেন, সেহেতু তাদের কলমের খোঁচায়ই আইন হয়না। এই যে গণতান্ত্রিক কাঠামো, তাতে সেই চিন্তা ধারা থাকা দরকার যে কলমের খোঁচায় আইন হয়না। তার প্রমাণ হচ্ছে হাই কোর্টে, সুপ্রীম কোর্টে আমরা দেখছি যে অনেক কেসএ সরকার হেরে যায়, এই অফিসারদের দাম্ভিকতার জন্য যে অফিসারদের কলমের খোঁচায়ই আইন করা যায়। আরেকটা আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে জমিতে যে হাল চাষ করবে, সেই জমির মালিক। কিন্তু দুঃখের কথা যে অনেক সময় দেখা যায় বর্গা যে করে সে জমির ধান পায়না। আইনে প্রভিশন আছে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বর্গাদারকে দেওয়া হবে এবং পাঁচ ভাগের দুই ভাগ বীজের ধান হাল দিলেই দেওয়া হবে। তার প্রভিশন আছে, অথচ তা দেওয়া হয় না। আমি জানি একজন বর্গাদার সরোজ দেব নামে, সে ধান না পেয়ে এস, ডি, ও'র কাছে দরখাস্ত করেছিল, এস, ডি ও তাকে এ্যাডভাইস দিয়েছেন টু গো টু দি কোর্ট। যদি বর্গাদারের কোর্টে যাওয়ার ক্ষমতাই থাকত, তাহলে সে এস, ডি, ও'র কাছে যেতনা। কাজেই এই যে গরীব ডাউন-ট্রডন টেনান্টস, সাব-টেনান্টস আছে, তাদের যে রাইট আইনে দেওয়া আছে, তার থেকে যে ডিপ্রাইভেশন, তাদের যে এক্সপ্লয়টেশান, তা থেকে তাদের রক্ষা করার দায় দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের অফিসার এবং এস, ডি, ও'দের। এ্যাট লিষ্ট এই যদি করা হয়, তাহলে এই যে বড় বড় জোতদার, তাদের এক্সপ্লয়টেশনের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এছাড়া শুধু আইন করে তাদের রক্ষা করা যাবেনা। If the service mentality the Officers for the welfare of common people and down trodden people না গড়ে উঠে। যতই কেননা আমরা সমাজতন্ত্রের বুলি বলে থাকি,

সেই বুলি বুলিই থাকবে, বাস্তবে রূপায়িত হবে না তার মধ্যে রূপায়নের সাধু উদ্দেশ্য যদি না থাকে। এই জন্যই আমি বলছি যে রুলস এণ্ড এ্যাক্ট পাশ করলেই হবেনা, সেটাকে কার্যকরী করবার দায় দায়িত্ব যাদের উপর, তাদের দৃষ্টিভংগীর দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

তারপর এই ডিমাণ্ড'এর পক্ষে বলতে গিয়ে আমি আরেকটা কথা বলব যে ১৯৬৯-৭০ সনে সার্ভে সেটেলমেণ্টের জন্য ২৮ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল, এবারও আমরা দেখছি যে ২২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আজকে সার্ভে সেটেলমেণ্টের অবস্থা কি? সার্ভে সেটেলমেণ্ট এখনও শেষ হয় নি, অনেক জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফাইন্যাল রেকর্ড হয় নি, এবং সেটেলমেণ্ট ব্যাপারে আমরা দেখছি যে পুরানো যে রেকর্ড, তাকে ইগনোর করা হয়েছে। অনেক জায়গায় যেখানে পুরানো রেকর্ড আছে, তাকে কোন রকম সম্মান দেখানো হয়নি, যার জন্য আজকে অনেক লিটিগেশন আরম্ভ হয়েছে এবং আরও হবে। এর মধ্যে কারা জিতবে? জিতবে ঐ যে বড় বড় কৃষক, ধনী কৃষক এরাই জিতবে. আর গরীব কৃষক মামলা করতে করতে সর্ব্বস্বান্ত হবে। একটা কথায় আছে যে হারতে হারতে তোদের ভিটে ছাড়া করব, এখানেও সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে।

(রেড লাইট)

আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন, আমি এর মধ্যে শেষ করব।

এরপর আমরা দেখছি যে কোন কোন ক্ষেত্রে পরচা দেওয়া হচ্ছেনা। আজকে রিফিউজীদের যে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে, তাদের কোন টাইটেল দেওয়া হচ্ছেনা যার ফলে খাজনা দিতে পারছেনা এবং তাদের যে জমি দেখিয়ে ঋণ নেওয়া, সেটাও তারা করতে পারছেনা। রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে এই ব্যাপার এ অনেক লেখা হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি টাইটেল দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা কেন যে দেওয়া হচ্ছেনা বুঝিনা। কাজেই আমি এই প্রস্তাবের উপর সমর্থন জানিয়ে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে এই অনুরোধ রাখব যাতে তাদের জমির উপর অতি সত্বর রাইট দেওয়া হয়।

তারপর আমি দেখছি যে এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য টাকা রাখা হয়েছে, অবশ্য এটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে নয়, তাহলেও আমি বলব আজকে দিন এসেছে টি, ডি ব্লকের মাধ্যমে যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, ট্রাইবেল স্কীমএ ৫০০/৩০০ করে দেওয়া, সেগুলি বিশাইজ করতে হবে। এইভাবে ট্রাইবেলদের উন্নতি হবেনা। আমি কতগুলি ডাটা দিতে পারি, ষ্টেটিষ্টিকস দিতে পারি কিন্তু একটা কথা আছে যে দেয়ার আর থ্রী লাইস, এই যে ষ্টেটিষ্টিকস সেটাই তেমনি একটা লাই। কারণ আমরা দেখতে পাই যে ষ্টেটিষ্টিকস দেওয়া হয়, ১৩ হাজার, ১৪ হাজার, ১৫ হাজার ট্রাইবেলকে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন

দিয়েছি, তাদেরকে টাকা দিয়েছি, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ট্রাইবেল রিহ্যাবিলিটেশান ত্রিপুরায় হয় নি and that very scheme is defective, that scheme should be changed and revised. যদি এই ডাউন ট্রডেন ট্রাইবেলকে যদি উন্নতি অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে দ্যাট স্কীম স্যুড বি রিভাইসড ইমিডিয়েটলি এবং সেখানে ট্রাইবেলকে প্রকৃত রিহ্যাবিলিটেশান দিতে হবে। এবং অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট ছাড়া, ত্রিপুরার অন্যত্র তাদের যে অর্থের বরাদ্দ সেটা বাড়ানো দরকার and that should be on scientific basis on the line of recommendation of the Dhebar Commission.

Mr. Speaker—Shri Sunil Ch. Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ল্যাণ্ড রেভিন্যুর উপর যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেছেন, ১৫ লক্ষ টাকা, তা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি চলতি বৎসরের আয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। চলতি বৎসরে আমাদের আয় ৩০ লক্ষ টাকা, এবং গত বৎসরে আমরা দেখছি এই আয় ছিল ৩০ লক্ষ টাকাই। আমি যতটুকু জানি সার্ভে সেটেলমেন্ট এ যে অব্যবস্থা চলছে, এই আয় ষ্টেডি থাকার এও একটা কারণ। আমরা দেখছি গত ১৯৬৯ সনের মে মাস থেকে সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসার নাই, যিনি কাজ করছেন, তার কোন ষ্টেটিউটরী পাওয়ার নাই যার জন্য বিল সই করা ছাড়া আর কোন কাজ তিনি করতে পারছেন না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে দিতে বলব যাতে সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করে, সার্ভে সেটেলমেন্টের যে বাকী কাজ সেটা যেন সমাধা করা হয়। আমরা দেখছি যে আগরতলা শহরেও সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হয় নাই এবং আমি যতদূর জানি ১৩৭২ বাংলা থেকে এখানে খাজনা নেওয়া হয়নি। কিন্তু লিটিগেশন এ্যাক্টে আছে যে চার বৎসর খাজনা আদায় যদি না করা হয়, সেটা তমাদি হয়ে যায়। কাজেই এই আইন বলে চার বৎসরের যে খাজনা বাকী আছে সেটা তমাদি হয়ে যাবে, সরকার সেটা আদায় করতে পারবেন না। যেখানে আমাদের আয় বৃদ্ধি করা দরকার, সেখানে আমাদের আয় কমে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের এক বছরের উপর সেটেলমেন্ট অফিসার নাই। কাজেই এই যে অসুবিধা সেটা অতি সত্বর দূরিভূত করা দরকার। তারপর আরেকটা কথা হল, আমরা ৩০ লক্ষ টাকা আদায় বাবদ খরচ করছি ৫৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য হেডেও, যেমন এষ্টাব্লিশমেন্ট হেডে আছে ৩২ লক্ষ টাকা, এই বৎসরও ধরা হয়েছে ৩২ লক্ষ টাকা। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে আমাদের কর্মচারীদের মধ্যে পে-স্কেলের এ্যানমলীজ আছে, সেগুলি দূর করা দরকার আমি তা স্বীকার করি। কেউ যাতে তার ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে ৩০ লক্ষ টাকা আদায় করতে আমাদের ৩২

লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে এবং তাছাড়া আমাদের এষ্টাব্লিশমেণ্টেও খরচ হবে ৩০ লক্ষ টাকা, এটা হচ্ছে ১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বীচির মত। এছাড়া অন্যান্য খাতেও এই বাবদ খরচ আছে। অর্থাৎ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সার্ভে সেটেলমেণ্টের জন্য কয়েক কোটি টাকা আমরা খরচ করি কিন্তু আজকে আমাদের আয় মাত্র হচ্ছে দেখছি ৩০ লক্ষ টাকা। সার্ভে সেটেলমেণ্টে আরও কতকগুলি অসুবিধা দেখা দিয়েছে যেটা নাকি বিভিশন হওয়া দরকার ছিল। আইনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর লুঙা বা নাল ইকোয়েল টু থ্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর অব টীলা। এক কানি লুঙা বা নাল জমির যে খাজনা হবে, তিন কানি টীলাতে সেই খাজনা হবে অর্থাৎ টীলাতে খাজনা হবে এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে এমনও দেখা যায় যে টীলার খাজনা পার্শ্ববর্ত্তী লুঙা জমির চেয়েও বেশী হয়েছে। এটা সংশোধন হওয়া দরকার। আর একটা অসুবিধা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল এই সার্ভে সেটেলমেণ্ট হওয়ার ফলে রোড সাইডে যে সব জমি আছে, তার খাজনা যেটা আইনে আছে সেখানে কমিউনিকেশানের দিকে লক্ষ্য রেখে খাজনা নিতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হল রোড সাইডে যে জমি আছে, আর ইন্টিরিয়ারে যে জমি আছে তার খাজনা প্রায় সমান। আবার দেখা যাচ্ছে যে একেবারে ভিতরে যে সব জমি আছে, সেগুলির খাজনা খুব বেশী। আর ইন্টিরিয়রে গ্রামের মধ্যে যে সব জায়গা জমি আছে, সেগুলির খাজনা খুব কম। কাজেই এসব দেখলে মনে হয় যে সেটেলমেণ্ট করার সময়ে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি।

আর একটা কথা যেটা আমি এখন বলছি, সেটা হল আমাদের আইনে বিধান আছে যাদের নাকি বেসিক হোলডিং এর উপর জমি আছে, যারা নাকি অতিরিক্ত জমি পায় না, সেই সব জোতদার, জবরদখলকারী থেকে যাদের নাই তাদেরকে দেওয়ার জন্য বা তাদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে না। এই রকম হাজার হাজার কেস পেণ্ডিং রয়ে গেছে সেটেলমেণ্ট অফিসে। কিন্তু এটার কথা আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে। বেসিং হোলডিং হল থ্রি ষ্টেণ্ডার্ড একর এটা ইকোনমিক হোলডিং নয়। কাজেই আমার মনে হয় ফেমীলি হোলডিং পার্যন্ত যাদের দখলে জমি আছে তাদেরকে সেটা বন্দোবস্ত দেওয়া দরকার, যাতে করে আমাদের আয় বৃদ্ধি হতে পারে। এখানে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছেন যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ট্রাইবেল এবং আদিবাসী, যাদেরকে আমরা পুনর্বাসন দিয়েছি তারা এখন পর্য্যন্ত তাদের জমির টাইটেল পায়নি। এখন আমি বলব যে তারা এই জন্য যে টাকার দরকার, সেটা সংগ্রহ করতে পারেনি আর উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে হাজার টাকার যে ঋণ ছিল, সেটা মুকুব হয়ে গেছে। আর আদিবাসী এবং ট্রাইবেলরা তাদের জমির টাইটেল না পাওয়ার দরুণ, সেই জমি তারা সরকারের কাছে ঋণ ইত্যাদি নেওয়ার জন্য বন্ধক দিতে পারছে না। কাজেই তাদের

জমির টাইটেল দেওয়া দরকার। এবং টাইটেল দিলে পরে আমরা যে তিন একর পর্য্যন্ত খাজনা মুকুবের প্রস্তাব রেখেছি, যেটা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে, সেটা যদি কার্যতঃ আইনে রূপ নেই তাহলে হয়তো আমাদের কিছু আয় কমে যাবে। কিন্তু বাকী যারা থাকবে তাদের থেকে আমরা যে হারে খাজনা নেব, তাতে করে আমাদের কিছুটা আয় বৃদ্ধি হতে পারে এবং আমাদের সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু যে কথা বলেছেন যে আমরা হাজার হাজার ট্রাইবেলকে পুনর্বাসন দিয়েছি কিন্তু সেখানে তাদের প্রকৃত রিহেবিলিটেশান কতটুকু হয়েছে, তা সত্যি চিন্তা করে দেখা দরকার। এর জন্য যেসব কর্মচারী বা অফিসার নিয়োগ করা হয়, তারা এই সব ট্রাইবেল ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার আগে বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত। কেননা আমরা দেখছি যে ট্রাইবেল কলোনিগুলিতে সেই সব কর্ম্মচারীরা থাকে না, তারা থাকে শহরে বা বাজারে। আজকে যদি কোন ট্রাইবেল ইন্সপেক্টারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আপনার কলোনীতে কতজন ট্রাইবেল আছে, তাদের জীবিকার পেশা ইত্যাদি কি, তারা কি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে,না অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করে সেটা তিনি বলতে পারবেন না। বলতে পারবে না এই কারণে যে তাকে যেখানে যে কাজের জন্য পোষ্টিং করা হলো সেখানে সে থাকেনা, তাদের সংগে মিশেনা এবং তাদের যে অভাব অভিযোগ আছে সেটা তার জানবার ইচ্ছা নেই। কাজেই এই ধরণের কর্মচারীদের দ্বারা তাদের রিহেবিলিটেশান কোন দিনই হবে না। কাজেই তাদের মানষিক পরিবর্ত্তন দরকার এবং সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এবং সরকারের এই সব বিচার বিবেচনা করে সেই রকম লোক নিয়োগ করতে হবে, যাতে করে একটা মেসিনারী স্পিরিট নিয়ে, তারা সেই কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ল্যাণ্ড রেভিনিও সম্পর্কে এই হাউসের সামনে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেসমস্ত কাট মোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি। এখানে ল্যাণ্ড রেভিনিওর উপর অনেক আলোচনা হয়েছে। কতকগুলি ব্যাপার আমি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আজকে এই যে হাল সনের খাজনা নেওয়া হচ্ছে, বকেয়া আদায় যোগ্য এই সীল সেখানে মারা হয়, আর এই সীলের জন্য আজকে যারা খাজনা দিচ্ছে, তাদের মনের মধ্যে একটা সন্দেহ জাগছে। কারণ এই হাউসের সামনে আমাদের মাননীয় রেভিনিও মিনিষ্টার অনেক কিছু বলেছি যে আমরা এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বকেয়া খাজনা মুকুবের কথা বলেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ক্রিয়ার আইডিয়া থাকা উচিত যে তাদের কেবল হাল সনের খাজনা দিলে চলবে, বকেয়া খাজনা

দিতে হবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে যেটা দেখছি যে সীল দেওয়ার জন্য তাদের মনের মধ্যে একটা আপছা আপছা ভাব রয়েছে। তাদের মনের মধ্যে থেকে এই ভাবটা দূর করা দরকার। কেননা এই যে বকেয়া খাজনা বাকী রেখে হাল সনের খাজনা আদায় করা হচ্ছে তাতে তাদের মনের মধ্যে এমন একটা ভাব হতে পারে যে তারা হয়তো বকেয়া খাজনা মাপ পাবে। তাই আমি বলছিলাম যে খাজনা আদায় করতে গিয়ে যে একটা সীল দেওয়া হচ্ছে তাতে জনসাধারণের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ের উপর একটা পরিষ্কার বক্তব্য রাখবেন। তারপরে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু এবং সুনীল বাবু যেটা বলেছেন, সেটা সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে বলব যে তহশীলদার এবং এসিষ্টেন্ট তহশীলদারের বেতনের যে হার, আজকে দিনের পর দিন যেভাবে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে করে তাদের যে বেতন সেটা অত্যন্ত কম। কাজেই বেতন কমের দরুন তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভের ভাব আছে। আজকে আরও কতগুলি ব্যাপার আছে, যেমন ধরুন খাজনা আদায় করতে গিয়ে তারা যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হন, সেই সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া আমার আছে, তাতে আমার মনে হয় যে এবারে খাজনা আদায় অনেক কম হবে। আর আমার এলাকার কয়েকটা বিষয়ে আমি এখানে কিছু মন্তব্য রাখব, যেমন কমলপুরের গোদারাঘাট যেটা আছে, সেটার অনেক বছর যাবত কোন ডাক হচ্ছেনা। এর মধ্যে একটা কারসাজি আছে বলে আমার মনে হয়, সেই কারসাজিটা হল ডাককারী আর অফিসের মধ্যে হয়তো এমন একটা মিল হয়ে যায়, যার ফলে, গোদারাঘাট ডাকবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে একটা চক্রান্ত সৃষ্টি হয়। সেখানে তহশীল অফিস আছে, সপ্তাহ অন্তর যে রেভিনিউ সেখানে আদায় করা হয়, তাতে করে জনসাধারণের একটা দুর্ভোগ ভূগতে হয়। কাজেই এই বিষযের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাঁচ সাত বছর আগেও আমি জানি যে ২৮০০ টাকা পর্যন্ত ডাক হত। কিন্তু এখন ডাককারী পাওয়া যায়না এটা অসম্ভব, এটা হতে পারেনা। এর ভিতর নিশ্চয়ই কোন কারসাজি আছে যার জন্য নাকি মানুষ দুর্ভোগ ভোগ করে। এর জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া সেখানে এ, ডি, এম, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার একটা বিরাট ডিপার্টমেন্ট আছে, বিরাট এল এম ওয়ালা অফিসার আছে, দিল্লী থেকে আসবার সময় আমাদের জন্য বড় বড় লাড্ডু নিয়ে এসেছেন কিন্তু লাড্ডুগুলির আমরা নাগাল পাইনা। সেই ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার দিল্লী থেকে এসেছেন, আমাদের বলবারও কোন উপায় নাই এবং এই বিশেষ গ্র্যান্টের যে টাকা সে রাত্রে আমি নিজে দরবার করেছি, ২৯ তারিখে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত উনি স্যাংশান দেন নাই যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা আমাদের সারেণ্ডার করতে হয়েছে। উনি যদি না দিতেন কারণ অনেক

সাবডিভিশান থেকে প্রপোজাল এসেছে তিন বৎসর আগে। কাজেই এই ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট পলিসির মধ্যে এই রকম হয়েছে যে আমরা সাবডিভিশানগুলির মধ্যে কোনগুলি আগে করব, যেমন এবারের বাজেটে পাশ হয়েছে, সেটা অন্ততঃ মার্চ মাস থেকে বা আরও তিন মাস আগেও সাবডিভিশান অফিসারদের নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত যে এইগুলি আমাদের ফাণ্ড আছে। ৩১শে মার্চ রাত্রি পর্য্যন্ত টেলিগ্রামের অপেক্ষা না রেখে এইগুলি যাতে আরও আগেই হয় তাহলে টাকাগুলি ল্যাপস হয়না। এইগুলি করতে গিয়ে কার দোষ কার গুণ, এ বিষয় আসছেনা, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখব যাতে এখন থেকে একটা নির্দিষ্ট, প্রত্যেক সাবডিভিশনের মধ্যে কোথায় আমরা কলোনী করব, কোথায় কত টাকা দিতে পারব, সেটা যেন মার্চ মাসের আগেই সাব্যস্ত করে ফেলতে পারি যাতে টাকা লেপস্ না হয়। কেননা আমাদের দিল্লীর দিকে চেয়ে থাকতে হয় আমাদের বাজেটের সমস্ত টাকাই দিল্লী থেকে পাই। এই রকম ভাবে যদি টাকা লেপস্ হয় তাহলে দিল্লী মনে করবে যে সেখানে ল্যাণ্ডলেস সিডিউলড কাষ্ট এবং ট্রাইবেলদের রিহেবিলিটেশান শেষ হয়ে গেছে অথবা তারা অকর্মণ্য, এই কথাও মনে করতে পারেন। কাজেই আমাদের কর্ম্ম ক্ষমতাকে যদি সক্রিয় করে তুলতে হয় তাহলে আমার এই সাজেশনগুলি গ্রহণ করা উচিত। তবে গ্রহণ করা না করা সরকারের ইচ্ছা। আর সরকার থেকে আমাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলি আছে, সিডিউলড কাস্ট এবং ট্রাইবের, এদের ক্ষেত্রে বিশেষ রক্ষাকবচ দেওয়া হয়েছে তাদের আর্থিক অবস্থা এবং তাদের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলি অফিসার তাদের অন্য চোখে দেখে। আমার মতে এইসব দরদহীণ অফিসারকে দিল্লীর দিকে পাঠাবার জন আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আবেদন রাখছি। যাদের কাজে তারা এসেছে তাদের উপর যদি সত্যিকারের দরদ না থাকে তাহলে এই লোকগুলিকে রাখার কোন যুক্তি নাই বরং এই যে লেপস্ হয়েছে টাকা যেটা সারেণ্ডার হয়েছে সেটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। কাজেই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তাছাড়া রিহেবিলিটেশনের যারা নাকি এখনও টাইটেল পায় নাই বিশেষ করে রুদ্রসাগরের ৪৫০ পরিবার কো-অপারেটিভের নামে তাদের পর্চা পর্য্যন্ত হয় নাই, নামজারী দূরের কথা। তারাও উদ্‌বাস্তু। তারা নিজে ভাবতে পারে না যে এই জমিটা আমার। অথচ তারা অনেক দিন থেকে জমিতে বসবাস করে আসছে। কিন্তু পরচা যখন হল না, তারা নিজে ভাবতে পারে না যে এই জমিটা আমার। যেমন আমরা অনেক সময় বলি যে বর্গাদারেরা ভাল করে চাষ করে না। সত্য কথা, কেন বর্গাদারেরা ভাল করে চাষ করবে? কারণ এই বৎসরে করবে, পরের বৎসরে সে পাবে কি পাবে না ঠিক নাই। সেই রকম তারা উদ্‌বাস্তু হয়ে পাকিস্তান থেকে এসেছে, তাদের জমিতে যদি তাদের রাইট বুঝে না পায় যে এই জমি এখন পর্য্যন্ত আমাদের হল না তাহলে তাদের

সন্দেহ জাগবে। এছাড়া তাদের কৃষি লোনের দরকার আছে, ফিসারী লোনের দরকার আছে, নানারকম দরকার আছে। তাদের সুযোগ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক ন্যাশ-নেলাইজেশান হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোক যারা এই উদ্বাস্তু বা কলোনীগুলিতে যারা বাস করে তারা এই সুযোগ পাবে না। কাজেই ব্যাঙ্ক যতই আইন করুক সেটা যদি আমরা তলিয়ে দেখি তাহলে দেখব সমাজের যে সব অনগ্রসর এবং যারা কৃষক, যারা নাকি পিছিয়ে পড়া লোক তাদের অবস্থার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য না রাখি তাহলে ব্যাঙ্ক ন্যাশ-নেলাইজেশন করলে কি হবে কারণ ব্যাঙ্ক লোন দেবে অ্যাসেটের উপর কাজেই। এইসব যারা নাকি সমাজের অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা নাকি দুর্বল তারা সেই ব্যাঙ্কের সুযোগ পাবে না। কিন্তু তাদেরও সুযোগ পাওয়া উচিত যেহেতু তাদের জমির উপর সত্ব নাই, কাজেই তাদের মটগেজ দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। ট্রাইবেলের পক্ষেও হস্তান্তর করার, মটগেজ দেওয়া বা সরকারের কাছেও রেজিষ্ট্রী করার কতগুলি অসুবিধা আছে। সেগুলি দূর না হলে পরে তারা সেটা পাবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই যে সমাজের যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সমস্ত বিষয়ে অন্ততঃ যাতে অসুবিধাগুলি দূর হয় সেই দিকে যেন আমরা নজর দিতে পারি। এই চেষ্টা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন করেন। তাছাড়া এই যে তিন স্ট্যাণ্ডার্ড একর খাজনা মকুবের জন্য আমার পূর্ববর্তী অনেক সদস্য সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিন স্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত যে খাজনা মকুব করার প্রস্তাব সেটাকে কার্যকরী করা উচিত। শুধু রিজলিউশন আনলেই চলবে না, সেটা যদি কার্যকরী করা না হয় তাহলে কোন কাজ হবে না। সেজন্য মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি এবং মূল বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে এখানেই আমি শেষ করছি।

Mr. PEAKER :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মিঃ স্পীকার স্যার, অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে যে ডিম্যাণ্ড এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করি এবং যে কাটমোশান এসেছে, বিরোধীপক্ষ থেকে সেগুলির বিরোধিতা করি। স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় ল্যাণ্ড রেভিন্যু হল আয়ের প্রধানতম উৎসগুলির মধ্যে অন্যতম।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member please spaek for 10 minutes only.

শ্রীনরেশ রায় :— আমি চেষ্টা করব দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করবার জন্য।

আমরা চেষ্টা করছি এই ল্যাণ্ড রেভিন্যু যে বকেয়া পড়ে আছে, সেইগুলি বাদ দেওয়ার জন্য, আরেকদিকে থ্রি ষ্টাণ্ডার্ড একর পর্যান্ত জমির খাজনা মুকুব করার জন্য। তারপর যে জমি থাকবে সেই জমি থেকে যে খাজনা পাওয়া যাবে, তার উপর ল্যাণ্ড রেভিন্যুর আয়

নির্ভর করবে এখন এই যে আয় হবে সেটা যাতে ঠিক ঠিক মত আদায় করতে পারি এবং এর মধ্যে যাতে কোনরকম কারসাজি হতে না পারে সেইদিকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা জানি যে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে। কি সরকারী, কি বেসরকারী পাবলিক, সর্ব্বক্ষেত্রে এই রকম একটা ভাব পরিলক্ষিত হয়। আমরা প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখব এই যে খাজনা দেবে, যে জমি থেকে খাজনা আসবে, সেই জমিগুলির খাজনা ঠিক ঠিকভাবে যাতে নির্ধারণ করা হয়। নাল জমির খাজনা এবং টিলা জমির খাজনা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনরকম গোলমাল যাতে না থাকে, নাল জমির খাজনা নাল জমিতেই যাতে থাকে এবং টিলা জমির খাজনা টীল জমিতেই থাকে। কারণ দেখা গেছে সেটেলমেন্টের গোলমালের দরুণ অনেক ক্ষেত্রে টিলা জমির খাজনা নাল জমিতে গিয়েছে এবং নাল জমির খাজনা টিলা জমিতে গিয়েছে, এইরকম একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে এবং কৃষকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। যারা খাজনা দেবে কৃষক, তাদের মধ্যে যদি এইরকম একটা অসন্তোষ থাকে তাহলে খাজনা দাতার পক্ষে এবং আদায়ের পক্ষে অসুবিধা। কাজেই এইরকম গোলামাল যাতে সৃষ্টি না হতে পারে সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। খাজনা যারা আদায় করবে, ল্যাণ্ড রেভিন্যু ডিপার্টমেন্টের লোক আছে, সেটেলমেন্টের লোক আছে, অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন রকমের দুর্নীতির আশ্রয় তারা গ্রহণ করে থাকেন যেমন যাদের জমির সেটেলমেন্ট হয়ে গেছে, তার জন্য তাদের জমির পরচা পাওয়ার অধিকারী, অনেক সময় এগুলি পেতে গেলে পরে নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যাতে কৃষকদের মধ্যে এরকমের কোন রকম অসন্তোষের সৃষ্টি না হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পাহাড়িরা চিন্তায়, চেতনায় দুর্বল এবং সেজন্য তাদের অনেক জমি নন-ট্রাইবেলের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। তিনি হয়তো একথাটা জানেননা যে তারা পাহাড়ে সরকারের যত খাস জমি আছে এবং অন্যান্য জমি তারা দখল করে বসে আছে। কিন্তু যারা তপশীল এবং ট্রাইবেল আমরা দেখি তাদের অবস্থা প্রায় সমান। জমি যারা হস্তান্তরিত করেন, তখন সবল মন নিয়ে কেউ করেন না, তাতে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল তাদের মধ্যে দুইই আছে। যারা উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসেছে, পাহাড়ি অঞ্চলে ঢুকে তারা যখন দেখে সেখানে কোন দখলদার নাই, জমি পরে আছে, সরকারী জমি মনে করে তারা সেখানে বসল এবং বসবাস করতে আরম্ভ করল, চাষাবাদ করতে আরাম্ভ করল, এবং সেখানে ভালভাবে ফসল উৎপাদন করতে আরম্ভ করল। এখন কেউ প্ররোচনা দ্বারা যদি তাদের উৎখাত করার চেষ্টা করে, সেটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করব। সবুজ বিপ্লব স্বার্থক করবার জন্য প্রকৃত জমির মালিককে—ট্রাইবেলই হউক আর নন-ট্রাইবেলই হউক,

যারা যেই জমিতে বসে আছে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ মূলক ভাব না নিয়ে সবাই যাতে জমি পেতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে কতিপয় সমাজদ্রোহী মানুষ, সরকারের সংগে যাতে সহযোগীতা না করে, তারজন্য বরাবর বাধা দিয়ে আসছে, তারা চাচ্ছে সমাজের মধ্যে যারা প্রকৃত দুর্বল আছে, তাদের চিন্তা শক্তি প্রখর নয়, যারা চিন্তা চেতনায় দুর্বল তাদেরকে নিয়ে রাজনীতি খেলতে, সেইজন্য দেখা যায় একদল মানুষ তাদের প্ররোচনায় পড়ে দিনের পর দিন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। একজন পাহাড়ীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এই আগরতলা শহরে, সে বলল যে একদল রাজনীতিবিদ আমাদের পাহাড় থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বহু প্রলোভন দেখিয়ে, তারা আজকে আমাদের নিয়ে একটা রাজনীতি খেলছেন। তারা একদিকে আমাদের মদ খাইয়ে খাইয়ে এবং সিদ্ধি খাইয়ে খাইয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস তাদের যদি এই সমস্ত রাজনীতিবিদের চাপ থেকে রক্ষা করা যায়, তাহলে সরকার যে সাহায্য দিচ্ছে, তা দ্বারা তারা রক্ষা পেতে পারবে। এই যে ল্যাণ্ড রেভিনু্য, তার প্রতি এই যে সমাজ দ্রোহী তারা যাতে বিদ্বেষ ভাব গড়ে তুলতে না পারে সেইজন্য সরকারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ ত্রিপুরাতে ল্যাণ্ড রেভিনু্য, আমি আগেই বললাম আয়ের প্রধানতম উৎসগুলির অন্যতম। থ্রি ষ্টাণ্ডার্ড একর জমির খাজনা যদি মুকুব করা হয় তাহলে রেভিনু কমে যাবে। কিন্তু যেটুকু আদায় করতে হবে, সেইটুকুর মধ্যে যাতে কোনরকম কারচুপি না থাকে, সে সরকারী মানুষ হউক আর বেসরকারী মানুষই হউক, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, এই বলে কাটমোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখলাম।

শ্রীনিশী কান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যরা যে সব কাট মোশান রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। এখানে উনারা কাট মোশানের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একজন বলেছেন, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের এ, ডি, এম, সম্পর্কে, আর একজন বলেছেন, প্রজেক্ট অফিসার এবং কর্মচারী-দের সম্পর্কে—মিস্ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি আর একজন বলেছেন কৈলাশহরে কমলছড়া জুমিয়া কলোনীতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকারী জুলুম। এরা তিন জনে তিন রকম বক্তব্য রেখেছেন সেজন্য আমি বলছি যে তাদের এক জনের বক্তব্যের সংগে আর এক জনের বক্তব্যের কোন মিল নেই। আর ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বোর্ডে যে উনারা নেই, এমন নয়, উনারাও সেখানে আছেন এবং জানেন যে ট্রাইবেলদের সম্পত্তি সরকার থেকে কি ভাবে দেওয়া হয়, কি ভাবে জুমিয়া গ্রেন্ট দেওয়া হয়। কিন্তু জেনে শুনেও তারা এই কাট মোশানগুলি এখানে নিয়ে এসেছেন, কেননা এর মধ্যে তাদের একটা উদ্দেশ্য আছে।

সেজন্য আমি তাদের এই কাটমোশানগুলি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, তারা এখানে এসে যে বক্তব্য রাখেন, এটাকে ক্যাপিটেল করে তারা আবার আদিবাসীদের কাছে গিয়ে সভা সমিতি করে অনেক সুন্দর কথা বলেন। আজকে কারা এই সরল আদিবাসীদের তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করছে, আমি বলব তাঁরাই তাদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। কেননা যদি কোন জায়গাতে আদিবাসীরা পুনর্বাসন পেল, তখন তারাই সেখানে গিয়ে তাদেরকে উস্কানি দেয় যে তোমরা তো এখানে জায়গা জমি পেয়েছ, এখন অন্যত্র চল, তাহলে আবার জায়গা জমি পাবে টাকা পাবে। তাদের এই ধরনের উস্কানির জন্য সেই সব সরল আদিবাসীরা পুনর্বাসনের সুযোগ সুবিধা পেয়েও তারা সেখানে থাকতে পারছে না। কাজেই তারা তাঁদের এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারে ঠিক না থাকতে পেরে, আগে যেখানে নাকি তারা জমি পেয়েছিল এবং সেগুলি চাযাবাদ করেছিল, সেগুলি ছেড়ে টাকার লোভে, জমির লোভে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কেন তারা এরকম করছে। এই রকম করার পিছনে নিশ্চয় আমাদের বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের হাত আছে। সেজন্য তারা এক জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে, সেটা কার্যাকরী হচ্ছে না, তাতে অনেক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য আমি আমাদের বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যদের দায়ী করব। আদিবাসীরা অ-উন্নত এই কথা বলতে গিয়ে উনারা এখানে একজন অফিসারের নাম উল্লেখ করেছেন জহর কর, উনি নাকি ট্রাইবেলদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে ঢিলামি করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা মারাত্মক কথা এবং একটা কাগজও এই হাউসের সামনে উনাদের একজন পড়ে শুনিয়েছেন কাজেই এই যে উক্তি এখানে রেখেছেন তার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে, সেটা হল আদিবাসীদিগকে কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। আমরা জানি যে আদিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য একটা প্রজেক্ট স্কীম আমাদের আছে এবং সেজন্য সেখানে অফিসার আছেন ও কর্মচারীরা আছেন এবং তারা জুমিয়া ভাইদের জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য, তাদের জমিতে কিভাবে চাষাবাদ হতে পারে, এসব কিছু তারা সেখানে করছেন। তাছাড়া তাদেরকে সেখানে এসব করার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি বলি সেখানকার অফিসার এবং কর্মচারীরা যদি জুমিয়াদের স্বার্থের জন্য, সব করে থাকেন তাহলে তারা কি কোন অন্যায় কাজ কিছু করছেন? সেটা তো আমার মনে হয় না। আর আদি-বাসীদের জায়গা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে, সেজন্য আইন আছে এবং এই আইনের মাধ্যমে সেই সব কাজ করা হয়ে থাকে। তারা এসব কিছু জানেন, কিন্তু তবুও এখানে কয়টি কাট মোশান নিয়ে এসেছেন। কাজেই তাদের এই কাট মোশান আনার মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এই সমন্ধে সব কিছু জানেন, এবং জেনে শুনে এই হাউসের মধ্যে এগুলি নিয়ে আসেন, শুধুমাত্র হাউসকে বিভ্রান্তি করবার

জন্য। তারপরে আর একজন বলেছেন যে কৈলাসহরে করমছড়া জুমিয়া কলোনীতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সরকারী জুলুম। এখন আদিবাসীদের নামে যখন জমি রেকর্ড করা হয়, তখনই শুধু তাদের খাজনা দিতে হয়। এর আগে তাদের খাজনা দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। তাছাড়া এই খাজনা সম্পর্কে গত দুই বছর ধরে আমরা এই হাউসের সামনে অনেক আলোচনা করেছি যে এই হচ্ছে, ঐ হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু উনারা বলতে পারেননি যে কতজনের কাছ থেকে সরকার জুলুম করে টাকা নিয়েছে। এখানে শুধু একটা গড় কথা বলে দিয়েছেন, সেটা শুনতে অনেকটা ফাঁকা আওয়াজের মত। কাজেই তাদের এসব কাট মোশান রাখার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। হয়তো বা তারা সস্তায় নাম কেনার জন্য এটা করেছেন। সেজন্য বার বার বলছেন যে আদিবাসীরা জ্ঞান, চিন্তায়, চেতনায় এবং বুদ্ধিতে অত্যন্ত দুর্বল। তাদের জমিগুলি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি অনেক কথা। কাজেই তাদের এসব হাউসের সামনে আনার উদ্দেশ্য হল সরল আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে আমি মনে করি না। আরে আপনারা যেখানে যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে তো আমিও যাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এদের এসব কথায়, আমার একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। আপনি যদি আদেশ দেন তো, আমি সেটা বলতে পারি। গল্পটা হল শ্বশুর জামায়ের কথা। এক জামাই নূতন বিয়ে করেছে, সে আর শ্বশুর বাড়ীতে যায়নি, এই প্রথম যাবে। মা তার ছেলেকে (জামাইকে) শিখিয়ে দিচ্ছেন যে দেখ বাবা তুমি নূতন শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছ। কাজেই প্রথম যখন যাবে তখন শ্বশুর শ্বাশুরীকে প্রণাম করবে, মিষ্টি স্বরে কথা বলবে এবং উচ্চ জায়গাতে বসবে। শ্বশুর বাড়ী খুব বেশী দূরে নয়। তাই খুব ভোরে রওনা হয়ে সকালে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে পৌছল। এখন শ্বশুর মশাই কি করছে, সে প্রাতঃ কার্য্য সারার জন্য নদী তীরে গেল। আর জামাই যখন সেই রাস্তা দিয়ে যেতে ছিল, সে শ্বশুর মশাইকে দেখতে পেয়ে প্রণাম জানাল। শ্বশুর মশাই তো জামাইকে দেখে অবাক হয়ে গেল। জামাই যখন প্রণাম করল তখন শ্বশুর বলতে লাগল, কি আহাম্মক জামাই, আমি প্রাতঃ কার্য্য করছি আর জামাই নাকি আমাকে প্রণাম দিল। শ্বশুর মশাই তো লজ্জায় মাথাটা নীচের দিকে নামিয়ে নিল। তারপরে জামাই বাড়ীতে গেল, এবং শ্বাশুরীকে বল্ল, শ্বাশুরী মা, শ্বাশুরী মা শ্বশুর মশাই কোথায় তখন শ্বাশুরী বলল, হয়তো প্রাতঃ কার্য্য সারতে গেছে। তখন জামাই বল্ল আমি ও তো প্রাতঃকার্য্য করব। শ্বাশুরী ভাবল, জামাই হয়তো আমার মন্ত্র-টন্ত্র নিয়েছে তাই সন্ধ্যা আহ্নিক করবে, ভাল কথা, তাহলে তুমি এক কাজ কর- আমাদের ঠাকুর ঘর আছে সেখানে গিয়ে তোমার সন্ধ্যা অহ্নিক কর। তখন জামাই সেই ঠাকুর ঘরে গিয়ে তার প্রাতঃকার্য্য করতে লাগল অমনি শ্বশুর মশাই ফিরে এলো, এবং তার গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করলো, দেখ জামাই বোধ হয় এসেছে, সে কোথায় গেল? তখন শ্বাশুরী বল্ল জামাই ঠাকুর ঘরে গেছে, সন্ধ্যা

লাগল। অমনি শ্বশুর মশাই ফিরে এলো, এবং তার গিন্নিকে জিজ্ঞাসা করলো, দেখ জামাই বোধ হয় এসেছে, সে কোথায় গেল? তখন শ্বাশুরী বলল জামাই ঠাকুর ঘরে গেছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করতে। তাতে শ্বশুর মশাই রেগে উঠল এবং বলতে শুরু করল যে দেখ তো জামাইটা কি আহাম্মক, আমি প্রাতঃকার্য্য করতে লাগলাম আর জামাই নাকি সেখানে গিয়ে আমাকে প্রণাম করল। এমন আহম্মক তো আমি আর কখনও দেখিনি। দেখ ব্যাটা আমাদের ঠাকুর ঘরটা নষ্ট করে ফেলেছে। তখন ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখল যে সত্যি জামাই ব্যাটা ঠাকুর ঘরের মধ্যে পায়খানা করে রেখেছে। আর বাইরে একটা খড়ের গাদার উপর উঠে কোকিল স্বরে কথা বলতে সুরু করেছে—কুহো, কুহো। কেননা উচু জায়গাতে বসবার জন্য জামাইর মা বাড়ী থেকে আসার সময়ে বলে দিযেছিল। তাই স্যার আমি বলছি যে তাদের কাট মোশানের এই নমুনা। তারা আদিবাসীদের কাছে গিয়ে, সিডিউলড কাষ্টদের কাছে গিয়ে এভাবে বক্তৃতা দিয়ে বলবে যে দেখ আমরা তোমাদের জন্য এই রকম বলে এসেছি। সেজন্যই আমি তাদের এই কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। তবে এই ডিমাণ্ডের উপর আমি ২।৪ টি কথা বলব।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেমবার, ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমাকে একটু সময় দিবেন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—পাঁচ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি বলব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে। আদিবাসীদের জন্য আমাদের কিছু করার বাকী আছে। এটা যদি সরকার তাদের মনোগত অবস্থা বুঝে পলিসি পরিবর্তন না করে তাহলে ভবিষ্যতে তাদের যে উন্নতি সেটা আমি খুঁজে পাই না তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। ৩০০ টাকা প্লাস ২০০ টাকা, অর্থাৎ ৫০০ টাকা। কিন্তু এখানে আমি যুক্তি দিয়েছি যে ৫০০।৭০০ টাকায় টিলাভূমিতে বা লুংগা ভূমিতে আবাদ করা যায় না। সুতরাং এই স্কীমটার একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে, এলোমেলোভাবে খরচ হচ্ছে। আমার সাজেশান হল একটা এলাকা ধরা হোক একটা সাবডিভিশনে বা একটা পাড়াই ধরা হোক। পাড়াটা ধরে, সেখানে আদিবাসী কারা কার ভূমি নাই, কার জমি নাই, কার টাকা নাই, কার গরু নাই তাদের একটা ক্যাটাগরী দিয়ে ভাগ করা হউক। একটা পাড়ার মধ্যে, একটা বস্তির মধ্যে একটা গ্রামের মধ্যে হয়ত একশ' পরিবার আছে। তার মধ্যে হয়ত ২৫ পরিবারের জমি আছে। সেই ২৫ পরিবারকে একত্র করে তাকে যে টাকাটা দেওয়া হয় সেই টাকাটা গভর্ণমেন্ট থেকে ট্রাকটর দিয়ে বা যে কোন ভাবেই হোক যদি রিক্লেমেশন করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে তাদের জমির উপর মায়া হবে। তাছাড়া আর এক দিক্ দিয়ে দেখা গেল আমরা যে বলি বাগান কর, এটা কর

সেটা কর। সেটা করলে ৩।৪ বছর পরে তারা ফল পাবে। কাজেই তাতে তাদের সন্দেহ থাকে। তার কারণ যারা ল্যাণ্ডলেস আদিবাসী, যারা গরীব, মজুরী করে যারা খায়, টাক্কল যাদের সম্বল তাদের রাত্রি প্রভাতে বেরিয়ে সারাটা দিন খেটে দুই টাকা রোজগার করতে হয়। তাকে যদি জুমিয়া গ্র্যাণ্টের টাকাটা দেয় তবে সে ব্যয় করতে পারে না। তাই সরকারের সেই দিক দিয়ে নজর দিতে হবে। তার অর্থনৈতিক দিক দিয়েই হোক, শ্রমের দিক দিয়েই হোক, অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট বছর বছর যদি ১০০।২০০।৩০০ পরিবারকে সেটেল করেন তাহলে আমার মনে হয় সেটা সবচেয়ে ভাল হবে। মাননীয় সদস্য মহোদয়েরা চেঁচিয়ে থতম। কিন্তু জমির যে একটা ফ্যাকড়া রাখা হয়েছে তাদের জমি হস্তান্তরের বেলায় এবং এই হস্তান্তরের মাঝখানটাতে কোন্ দেশের যে আইনটা রাখা হল, তা আমি বুঝলাম না। যার জমি বিক্রির দরকার সে জমি বিক্রি করবেই, তাহলে কে রাখবে? আমার সেটা ব্যক্তি গত অধিকার। কিন্তু এই দিকে দেখা যাচ্ছে যে আদিবাসীরা যদি এক-কানি জমি ৪,০০০ টাকায় বিক্রি করে আর এক জায়গায় সে ২,০০০ টাকা কানি করে কিনতে পারে অর্থাৎ তার নিজের বাঁচার জন্য, তার যুদ্ধই হল টিলার সঙ্গে, মাটির সঙ্গে সেখানে এইরকম একটা মারাত্মক রাখা হয়েছে যে আমি দেখছি প্রায় জায়গাতেই জমি বিক্রি করছে, হস্তান্তর হচ্ছে। আমার সঙ্গে যদি উনার ভাব থাকে আর আমি যদি জায়গা দিয়েই দিই তাহলে কে নজর দেয়? কাজেই আমি সাজেশান রাখছি, ট্রান্সফারের বেলায় গভর্ণমেণ্ট এই যে সেল পারমিশানের নিয়ম করেছেন যে তাদের জায়গা বেচা চলবে না, সে অবস্থায় আমি হাউসে বলব যে এই ট্রান্সফার কতরকম ভাবে করা হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের নোটিশ আছে আমার কাছে। চাকমাকেও ট্রাইবেল বলছে, মগকেও বলছে, গারোকেও বলছে, জমাতিয়া রিয়াং এরা সবাই ট্রাইবেল। কিন্তু রেজিস্টারীর বেলায় অন্য রকম। এক ট্রাইবেল অন্য ট্রাইবেলদের কাছে জমি বিক্রি করতে পারবে না, জমাতিয়ার সঙ্গে মসরুমদের জমি হস্তান্তর চলবে না। এটা কি? এটা একটা বিভ্রান্তিকর অবস্থা। চাকমারা বলছে সর্বনাশ আমিও ট্রাইবেল সেও ট্রাইবেল। তার কাছে জমি বিক্রি করতে পারবনা কেন? এটা কিরকম? আমি আগামীদিনের জন্য বলছি যে এতে তাদের ভিতর একটা মারাত্মক দুঃখ হবে। আমি বলছি তাদের গ্রামে যান, গিয়ে মিশুন তাদের সংগে। গিয়ে দেখুন এটা কি করছেন আপনারা। সুতরাং আমি বলছি যার সম্পত্তি আছে তার কেনা বেচার রাইট দিতে হবে। না হলে অন্যভাবে আইন করা হোক। আর এক দিকে আছে সেটেলমেণ্ট। সেটেলমেণ্টের ভুল ত্রুটি অনেক বলা হয়েছে। হয়ত আমি মনে করলাম খাজনা মকুব করতে হবে। মাননীয় সদস্যরা যে বক্তৃতা দেন আমি সেগুলি আলোচনা

করছি না। আমি বলছি ল্যাণ্ডলেসদের যেসব মৌজার মধ্যে সরকার স্বীকার করেছে তার ভার আইনগতভাবে কালেক্টার এবং ডি,এম, এর উপর থাকবে। তার সম্পত্তি নিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয়, আমি বলছি যে তাদের মামলা মোকদ্দমা নিয়ে যদি যুদ্ধ করতে হয় তবে বিপ্লব করা তো দূরের কথা সে এই মামলার বিপ্লব করেই কুল পায় না। আমার কথা হচ্ছে কোন্ মৌজায় কতগুলি পরিবার, কার কত সম্পত্তি, তারা যদি ঐখানে গিয়ে বসে, কে পরচা পাচ্ছে না, কে ১৯৪ ধারা গ্রহণ করছেন না সেসব তথ্য নিয়ে আসে, এবং সেই মত যদি এক একটা ডিভিশনে এক একটা করে ষ্টাফ দেয় তাহলে আমার মনে হয় ভাল হয়। একটা লোক মফঃস্বল থেকে আসতে ২০ টাকা খরচ, তারপর দুই চারদিন থেকে চলে গেল। মামলার ডেট পড়ল পিছযে। তাতে তার কি যুদ্ধ হচ্ছেনা? বিপ্লব তাতে হচ্ছে না? আদিবাসীর ব্যয় হচ্ছে। প্রত্যেক গাঁও সভার সব গ্রামবাসীরা মিলে মিশে ঠিক করে যদি দিতে পারে তাহলেই ভাল হয়। আমি এইখানে এই সাজেসনটা রাখছি। আর ইজারার মধ্যে যে কি একটা ফাঁক, এটা গভর্ণমেন্টকে এমনিতেই খতম করে দিচ্ছে। আমি হাউসে বলছি যে সাবডিভিশনে যেসব গুদারা আছে, ইজারা আছে, বাজার আছে সেখানেও তো কালেক্টার অফিস আছে, এস, ডি, ও আছে। এটার কোন নমুনা আমি বুঝি না। গত বছর জামজুরি বাজার ডাক হল উদয়পুরে আর এই বছর ডাক হল আগরতলায়। এর মধ্যে অনেক ফাঁক আছে। ডাক হল। তারপর ১২,০০০ টাকার মধ্যে ওয়ানফোর্থ টাকা জমা দিল আর ৯,০০০ টাকা রয়ে গেল। ইজারা নিয়ে চলল। আগামী দিনে আবার ডাক হল, ৬ মাস পর, আবার সেই ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ৩ হাজার টাকা দিয়েই খতম। কাজেই আমি বলছি যে এখানে অন্ততঃ একজন ইজারাদারকে তিন বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হউক, তাহলে পরে তার থেকে সেই টাকাটা আদায় করা সহজ হবে। আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা দেখছি সাবডিভিশনে যে ইজারা ডাকা হয়, গুদারাই হউক, নালাই হউক আর ছড়াই হউক, সদর অফিস থেকে ডাকা হয়। আমি বলব কেন? সদর ছাডা সাবডিভি-শনে কি কোন অফিস নাই? সাবডিভিশনের জন্য ডাক সাবডিভিশনে হতে হবে এবং সেটা তিন বছরের মেয়াদে দিতে হবে। এই করলে পরে গভর্ণমেন্ট রেভিনিউ যদি এক বছর পড়ে যায়, তাহলে পরের বৎসর সেটা আদায় করবার সুবিধা থাকবে। তাই আমার সাজেশন আমি এখানে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি এখানে শেষ করুন। আপনি অনেকক্ষণ বলেছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আর পাঁচ মিনিট স্যার।

আরেকটা জিনিষের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ট্রাইবেলের সম্পত্তি দিয়ে তারা কৃষি ঋণ পাচ্ছে না। কারণ তাদের প্রমাণ করতে হবে

যে তারা ট্রাইবেল রিজার্ভে নয়—তাহলে তারা কৃষিঋণ পাবে, নতুবা পাবে না। ট্রাইবেল রিজার্ভের জায়গা দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু পায়। কিন্তু এটা প্রমাণ করতে তাদের জমির শেহা নাম্বার রেজিস্ট্রেশান ইত্যাদি ব্যাপারে ঘুরতে ঘুরতে, তারা হয়তো পাবে ২৫০ টাকা, খরচ হয়ে গেল ৩০০ টাকা। কারণ তারা সরল আদিবাসী, হিসাব পত্র জানেনা। কাজেই এই ভাবে তাদের সর্বদিক থেকে ক্ষতির কারণ হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে আমরা দেখছি যে সিডাল কাষ্টের বেলায় তাদের পুনর্বাসনের জন্য ৩০০ টাকা, ৫০০ টাকা করে সেই মান্ধাতার আমল থেকে হাউসিং গ্র্যান্ট দেওয়া হচ্ছে। শহরে আমরা দেখছি যে ৩০ হাজার পায়, ২০ হাজার পায়, ১০ হাজার পায়, কিন্তু বাইরে কোন পরিবর্তন নাই। এই টাকাটা তাদের বেলায় পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে, কিন্তু সিডাল কাষ্টের হাউসিং গ্র্যান্ট যে দেওয়া হয়, সেটা কি পরিবর্তন হতে পারে না? সবসময় আমরা দেখছি যে সময়োপযোগী পলিসী বদলায় কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। আমার সাবডিভিশানে আমি বলেছি যে তোমাদের হাউসিং গ্র্যান্ট তিন শত টাকা করে দেব। কিন্তু সেটাও বছরের পর বছর যায়, সেখানে টাকা দেওয়া হয় না অথচ শহরে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়, সেইদিকে সরকারের নজর দেওয়া দরকার। যে অর্থ এই পারপাসে আছে, সেটা যেন পপুলেশান বেসিসে প্রত্যেক সাবডিভিশনে দিয়ে দেওয়া হয়। একটা সাবডিভিশনে হয়তো দশজন পাবে, একটা সাবডিভিশনে ৫০ জন পাবে, কাজেই সেই দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমি এই হাউসিং গ্র্যান্টের জন্য যে টাকা রাখা রয়েছে সেটাকে সমর্থন করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যে আদিবাসী, সিডাল কাষ্টদের জন্য যে হাউস গ্র্যান্ট দেওয়া হয়, সেটার কথা নূতন করে চিন্তা করা হউক এবং মান্ধাতার আমল'এর যতগুলি আইনকানুন আছে, সেগুলি পরিবর্তন করে, ভাল ভাবে চিন্তা করে যে যে এলাকায় টাকা দেওয়া হবে, —ট্রাইবেল বলুন, সিডাল কাষ্টই বলুন, তাদের জায়গা ঠিক ঠিক ভাবে রিক্লেম করে, তারপর তাদের টাকা দিয়ে সেইসব জায়গায় বসাতে হবে। আর আগামী দিনের একটা কথা আমি এখানে বলে যাচ্ছি যে আজকে নক্সাল এবং সি, পি, এম, তাদের আওয়াজ উঠেছে যে মহাজন হত্যা কর। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই মহাজনদের নিকট থেকে কম সুদেই হউক আর বেশী সুদেই হউক, তারা যে দাদন পাওয়ার সুযোগ পেত, সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেইদিকে রেভিন্যু ডিপার্টমেন্টকে আমি সজাগ দৃষ্টি দিতে বলব। তা না হলে তাদের আগামী মাস থেকেই অভাবের মোকাবিলা করতে হবে। আরেকটা কথা হচ্ছে তারা যে ২০/২৫ টাকা দাদন পায়, সেটাকে যাতে ১০০ টাকা করা হয় এবং ৩০০ টাকা করে যাতে তারা এক একটি পরিবার পায়, যারা জুমিয়া, যারা ল্যাণ্ডলেস,তারা যাতে সেটা ঠিক ঠিক মত পায়, সেই বাস্তবের কথা এখন থেকে চিন্তা করতে হবে। তা-না-হলে তারা নানা ঝামেলায় পড়বে

এই বলে, মূল ডিম্যাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে, কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—অনারাবল স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের হাউসে গ্র্যান্ট নাম্বার ২ ল্যাণ্ড রেভিন্যু সম্বন্ধে যে টাকা ডিম্যাণ্ড করেছেন আমাদের মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী, সেটাকে আমার পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং যে কাটমোশানগুলি অঘোর দেববর্মা এবং অভিরাম দেববর্মা মহাশয় এনেছেন, সেগুলির বিরোধিতা করে আমি কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখছি। অনারাবল স্যার, ল্যাণ্ড রেভিন্যু আমাদের বিরাট একটা আয়, যার উপর ভিত্তি করে আমরা বেঁচে আছি, এবং যার উপর নির্ভর করে আমাদের দেশ এবং রাষ্ট্র বেঁচে আছে। আজকে ল্যাণ্ড রেভিন্যুর উপর বলতে গিয়ে, সেটেলমেন্টের কথা উঠেছে, কোথায় খাজনা বাড়ানো হয়েছে, কোথায় খাজনা কমানো হয়েছে, সেই নিয়ে যে ডিস্কাশান হয়েছে, সেটা হচ্ছে ইনডিভিজুয়েল অধিকারের উপর জোর পেয়েছে তাদের কথাই এখানে আলাপ আলোচনা হযেছে। আজকে যদি রাষ্ট্রের কথা উঠত, পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, আসাম এবং ত্রিপুরার কথা উঠত তাহলে সেটা অন্যভাবে মীমাংসার প্রশ্ন আসত। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার বেলায় আমরা নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি করে মামলা মকদ্দমা করে সেটাতে জড়িয়ে পড়ছি। আজকে প্রশ্ন হচ্ছে ল্যাণ্ড রেভিন্যু কথা নিয়ে যেটার উপর আমরা বেঁচে আছি। খনিজ জিনিষ থেকে যে সমস্ত প্রডাক্সন সেগুলি মাটির থেকেই হয়। এটার উপর নির্ভর করেই মানুষ বাঁচতে চায়। পুরাকালে আইনকানুন কিছু ছিলনা। আমরা এখানে শুনতে পাচ্ছি যে ট্রাইবেলদের জমির উপর ভালবাসা নাই, লিপ্সা নাই, কিন্তু আমি জানি যে ভালবাসা এবং লিপ্সা তাদের আছে। কিন্তু একটা পার্টিকুলার জায়গার জন্য তাদের কোন ভালবাসা নাই। তার কারণ মহারাজার আমলে বিরাট বিরাট জংগল পড়ে ছিল, তারা মনে করত যাযাবর জাতিয় ন্যায় ঘুরে ঘুরে তারা জমি চাষ করে বেড়াবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আসার সাথে সাথে জমি ডিমার্কেশন করা আরম্ভ হল, এবং তারা আইনের আওতায় আসতে আরম্ভ করল। আইন হচ্ছে নিজস্ব সেফগার্ড এবং মহারাজার আমলে যে সমস্ত আইনকানুন ছিল, সেটা ডিফেকটিভ বলে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকার মিলে ল্যাণ্ড রেভিন্যু এবং ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্ট করলেন। এই এ্যাক্ট দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ডিমারকেশন করে যার যার জায়গা তাকে বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল এবং সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজ আরম্ভ হল। কিন্তু অতীব দুঃখের কথা স্যার, এই সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শেষ হয়েছে, কিন্তু আজকে এই সার্ভে সেটেলমেন্ট সেট আপের জন্য আউট অব 55 লাখস, 30 লাখস ধরা আছে, যদিও তাদের পাঁচ বৎসর আগে যে কাজ ছিল, আজকে আর সে কাজ

নাই। আজকে সেখানে তিনটি সেট আপ আছে, একটা হচ্ছে ডি, এম, সেট আপ, আরেকটা হচ্ছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেট আপ, এবং সার্ভে সটেলমেন্ট সেট আপ। আজকে প্রত্যেকটা কাজ যদি সেই সমস্ত রেসপেক্‌টিভ ডিপার্টমেন্টে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হয়। খাজনা আদায় করছে রেভিন্যু ডিপার্টমেন্ট, বিভিন্ন তহশিলদার আছেন তারা খাজনা আদায় করছেন, সার্ভে সেটেলমেন্টের ষ্টাফ কোন খাজনা আদায় করে না। আজকে এই যে বাজেট ধরা হল, দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি কেন এত টাকা তাদের বসিয়ে বসিয়ে দেওয়া হবে। তারা যে অপকর্ম করেছেন, আইনের ফাঁক দিয়ে—যে উদ্দেশ্যে সার্ভে সেটেলমেন্ট আমরা করেছি, সেটাতো হয় নাই। আজকে আবার নূতন ভাবে সেটেলমেন্ট করতে গিয়ে দেখা যায়, যার জায়গা ছিল 'ক' জায়গায়, তার জায়গা রেকর্ড হয়েছে 'খ' জায়গায়। যে জমি টীলা ছিল, সেই জমি হয়ে গেছে লুণ্ডা এবং লুণ্ডা হয়ে গেছে টিলা, যার জন্য আজকে খাজনা দিতে গিয়ে মারামারি, কাটাকাটি দেখা দিয়েছে। এটা আমরা কখন বুঝতে পেরেছি? যখন নিরীহ গ্রাম-বাসী তাদের খাজনা দেওয়ার সময় হয়েছে, তখন দেখে যে জমি টিলা ছিল, আইন অনুযায়ী তার খাজনা কম হওয়ার কথা, সেই জায়গায় তাদের খাজনা ডাউবল দিতে হচ্ছে, এইভাবে এনমলি হওয়াতে কৃষকের মনে অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। তারা যদি এই এনমলি সংশোধন করে দিতেন তাহলেও তাদের ষ্টাফের কন্টিনিউএন্স দেওয়ার একটা জাষ্টিফিকেশন থাকত। কিন্তু অনারাব্যাবল স্পীকার স্যার, তারও কিছু তারা করছেন না। এখানে আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আজকে আমাদের ল্যাণ্ড রেভিন্যু এ্যাক্টে যে প্রভিশন আছে আজকে একটা প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাক্টের মধ্যে একটা প্রভিশান আছে, সেটাকে প্রয়োজন বোধে সংশোধন করা দরকার। কারণ হল ৫ বছর আগে যে রেকর্ড ছিল আজকে সেই জায়গাতেপ্রত্যেক বছরই যখন ফ্লাড হচ্ছে, তখন সেই নদীর ধারে যে জমিগুলি আছে যে গুলি নাকি খুব উর্ব্বর জমি ছিল, সেগুলি বালি এসে অনুর্ব্বর হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আজকে ভাল ফসল হচ্ছে না। অথচ সেই সব জমিতে ভাল ফসল হয়। আর রাস্তার কাছে বা পাশাপাশি যে জমিগুলি আছে তার রেভিনিউ অনেক কম, কিন্তু ঠিক তার পিছনে যে জমি আছে সেগুলির রেভিনিউ অনেক বেশী। তাছাড়া সেগুলির উপর সেচ কর বসানো হয়েছে। তাই আজকে আমাদের আইনের মধ্যে যে ফাঁক রয়ে গেছে, সেটা আমাদের দূর করা দরকার। আজকে আর একটা প্রশ্ন জাগছে সেটা হল ল্যাণ্ড রিভিনিয়ু ডিপার্টমেন্টের যে আইন আছে তাতে ক্লাশিফাইড অফিসারের যে লিষ্ট করা হয়েছে সেটা বাদেও আমরা দেখছি যে এ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার নন-গেজেটেড রেকর্ডে রেখে আর একটা পোষ্টের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের দিয়ে যে সমস্ত গেজেটেড অফিসার আছে, এবং তারা যে কাজ করত, সেগুলি করানো হচ্ছে। এই ভাবে যারা এ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার আছে তারা যে সুযোগ সুবিধা পেত পে-স্কেলের দিক দিয়ে

সে সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। আজকে সেখানে রি-অর্গানিজেশানের প্রস্তাব উঠেছে যেখানে আমাদের টি, সি, এসরা যাবে। কোন কোন ষ্টাফ সেখানে এলিজিব্যাল হবে সেটা যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে এ্যাসিস্টেন্ট সেটেলমেন্ট অফিসার গেজেটেড যাবে, আর নন-গেজেটেড যারা আছে তারা ডিপ্রাইভড হবে। তাই আজকে এই এ্যানামলীগুলি প্রথমে দূর করা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের যে সব ষ্টাফ আছে তারা যাদের জন্য কাজ করবে তাদের মনকে যদি আমরা সন্তুষ্ট না করতে পারি, কেন না দে আর রেনড্রারিং দেয়ার সার্ভিস ফর দি কজ অব দি পিপেল, সেখানে তাদের মনের মধ্যে একটা অসন্তুষ্টি আসবে। এটা একটা স্বাভাবিক কথা। যেমন আমাদের একদিকে তাদের মনকে জয় করতে হবে অন্যদিকে আমাদের যারা এগ্রিকাল্চারিষ্ট আছে, তাদেরও মনে রাখা দরকার যে কর্মচারীরা আমাদের জন্য কিছু কাজ করছে। এই ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন—যেমন মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু বলেছেন যে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে সব কর্মচারী আছে, তাদের ও মনোবৃত্তি পরিবর্ত্তন করা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের সামনে একটা জিনিষ রাখতে চাই, সেটা হল রাঁচিতে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড একটা ইনষ্টিটিউট আছে, সেখানে ট্রাইবেলদের হেবিট, ট্রাইবেলদের কাল্চার এবং ট্রাইবেলদের চিন্তা ধারা সম্পর্কে একটা ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই আমাদের এখানে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের যে সব কর্মচারী আছে টপ টু বটম, তাদেরকে যদি ৩/৪ মাসের জন্য সেখানে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয় তাহলে আমাদের ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য যে সব স্কীম আছে, আমি আশা করি সেগুলি সাক্সেসফুল হবে। আজকে এখানে যেমন চাক্মার প্রশ্ন উঠেছে, হালাম প্রভৃতির প্রশ্ন উঠেছে কেন না চাক্মার সঙ্গে হালামের কতগুলি ডিফারেন্স আছে। কাজেই এগুলি জাজ করে আমরা তাদের কি কি সার্ভিস দিতে পারি এবং তারাই বা কি কি সার্ভিস পেতে চায়, সেগুলি আগে থেকে ঠিক করে নিতে পারব। স্যার, আমাদের মহাত্মা গান্ধী থাকতে দিল্লীতে হরিজন সেবক সংঘ নামে বিরাট একটা ইমারত করা হল, সেখানে সরকার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হল। সেখানে কতগুলি ঘর তৈরী করা হল এমন ভাবে যে তার প্রত্যেকটির সঙ্গে একটি করে বাথরুম এবং একটি করে কিচেন রুমের ব্যবস্থা রাখা হল। তারপরে সেখানে হরিজনরা বসবাস করতে শুরু করল, করার পর দেশের বিভিন্ন নেতারা এবং সরকারী কর্মচারীরা খুব খুসী হলেন কেন না তারা সেখানে ওয়েল ইকুইপড ভাবে আছে। কিছুদিন পরে সেখানে যখন বেড়াতে গেলেন তখন সেখানে দেখা গেল যে তাদের ঘরের বারান্দার সামনে এবং পিছনে পায়খানা করে রেখেছে আর যেটা তাদের পায়খানা করার জন্য করা হয়েছে সেটাকে তারা লাক্ড়ির গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার

করছে। এই যে অবস্থা, এটার জন্য তারা দোষী নয় স্যার। কারণ, দে আর হেভিস্চুয়েটেড ফর দ্যাট। অথচ তাদের এই হেভিটেব জন্য প্রথমে যখন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীম করা হল তখন আমরা দেখছি যে সরকার থেকে ৪/৫ হাজার টাকা খরচ করে সুন্দর ভাবে তাদের জন্য কতগুলি চৌচালা ঘর তৈরী করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে তাদের রি-সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছে। তারপরে দেখা গেল যে একটা টঙ্গ ঘর করা হল, তার মধ্যেই তারা বসবাস করছে। আর তাদের থাকার জন্য যে ঘর করা হল, সেটাকে তারা গুদাম ঘর হিসাবে ব্যবহার করছে। এটা তাদের পক্ষে কোন দোষের কথা নয় কেন না তারা যে সোসাইটিতে আছে জেনারেশান আফ্‌টার জেনারেশান, তারা যে ভাবে গ্রো আপ হচ্ছে সেটার সঙ্গে খাপ খাইযে যদি আমরা তাদের রি-সেটেলমেন্ট করি এবং তাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যদি প্রত্যেকটি একজিকিউটিভ অফিসার, সে, ভি, এল, ডবলিউই হউক, সুপারভাইজারই হউক বা বি, ডি, ও হউক তাদের উন্নতির জন্য তাদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করেন তাহলে সাফল্য হতে পারে, আর তা না হলে পরে সেটা ফেলিউর হবে। সেজন্য আমি বলছিলাম তাদের চিন্তা ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তাদের, কালচারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এবং তাদের হেভিস্চুয়েটের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এই ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটী কর্মচারীকে টেনিং দিয়ে নিয়ে আসা উচিত। তাহলে তারা যে সার্ভিস দেবে সেটা আশানুরূপ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হবে। এইবলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের আনীত কাটমোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার টু—ল্যাণ্ড রেভিন্যু সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যগন যে কাটমোশান রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করার কারণ হল এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন রকম উক্তি করেছেন। প্রথমে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে ট্রাইবেলদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না, প্রমোদ বাবু বলেছেন যে সরকার কর্তৃক গৃহীত ট্রাইবেলদের জন্য যে সব স্কীম নেওয়া হয়েছে সেগুলি ডিফেকটিভ। আর সুনীল বাবু বলছেন, ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীরা ট্রাইবেলদের উন্নতি চায় না। আর কেউ কেউ বলছেন যে ট্রাইবেলরা ল্যাণ্ড ট্রেন্সফার করে অনবরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন জমির প্রতি তাদের কোন মায়া মমতা নেই ইত্যাদি। এখন বিভিন্ন বক্তার মুখে বিভিন্ন কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে ট্রাইবেলরা বিজ্ঞানের ভাষায় যেন একটা গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা। আমি নিজেও এক-

জন ট্রাইবেল, আমি মনে করি এই ট্রাইবেলদের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা না করে এই ধরণের একটা মন্তব্য করা উচিত নয়। কেন না একটা জাতীর জীবন নিয়ে যথেষ্ট ভাবে চিন্তা না করে এই ধরণের খেলা করাটা বাঞ্চনীয় নয় এবং শোভনীয়ও নয়। ট্রাইবেলদের সম্পর্কে অনেকের ধারণা যে ট্রাইবেলরা মাইগ্রেশান হেবিটুয়েটেড, তারা যাযাবর। এইসম্পর্কে আমি সম্পূর্ণভাবে মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। কারণ যারা জুম করে জুমিয়া, তারা যাযাবর নয়। দি প্রেকটিস অব জুমিং ইটসেলফ অর্থাৎ জুমচাষ টা হল মাইগ্রেটেড হেবিটুয়েটেড। কেন না, এর জন্য তাদেরও স্থান পরিবর্ত্তন করতে হয়। ৪/৫ বছর আগে যেখানে জুম করা হয়েছিল, সেখানে হয়তো তাদের আবার জুম চাষ করবার জন্য ফিরে আসতে হয়। সুতরাং তারা যাযাবর নয়। কারণ আমি তাদেরকে যাযাবর বলতাম, যদি দেখতাম যে ত্রিপুরার সমস্ত ট্রাইবেল এক সংগে এক দিনে অন্য কোন রাজ্যে চলে গেছে। কিন্তু তারা তো সেটা করছে না। তারা হয়তো বা এক ডিভিশান থেকে অন্য ডিভিশানে চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? যাচ্ছে জুম চাষ করবার জন্য। যেহেতু তারা এই রাজ্য থেকে কাশ্মীরে বা মাদ্রাজে বা সুদূর হিমাচল প্রদেশে চলে যাচ্ছে না, সেহেতু আমি তাদের যাযাবর বলতে পারিনা। যারা লুসাই তারাওতো জুম চাষ করছে, কিন্তু তারা তো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে না। আর ত্রিপুরী, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া বা হালাম বিভিন্ন বিভাগে যারা আছে তারা এক একটি এলাকার মধ্যে আছে। হঠাৎ করে চাকমারা এক সঙ্গে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় না। আবার সাব্রুমের যে মগ আছে তারাও এক সঙ্গে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে না। কাজেই এখানে যাযাবর কথাটা আমি কোন মতেই স্বীকার করে নিতে পারি না। জুমিয়া ঠিকই। কিন্তু উইদিন এন এরিয়া। সুতরাং এইযে জুমিয়া যারা ঘুরে বেড়ায় কারণ তাদের অ্যাকচুয়াল জমি নাই। তাদের স্থায়ী ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা সরকার করছেন। সরকার তাদের জন্য স্কীম করেছেন এবং সেই স্কীম যাতে সাকসেসফুল হয় তার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে যাদের উপর এই স্কীম কার্যকরী করার ভার দেওয়া হয়, ব্লক অফিসার বা এস, ডি,ও বা যারা সরকারী কর্মচারী আছে তাদের গাফিলতী, বা তাদের ত্রুটির জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীম সাকসেসফুল হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে সরকার তাদের পুনর্বসতি চান না। আমি জানি বিভিন্ন বিভাগে, আমার কৈলাশহর বিভাগের মধ্যেই দেড় হাজার লোক পুনর্বসতির জন্য জমি চায় এবং গত সার্ভে সেটেলমেন্টের মধ্যেও আমি জানি সারা ত্রিপুরার মধ্যে হাজার হাজার জুমিয়া বা ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবেল জমিতে বসে গেছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাদের সেই এলটমেন্ট বা সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় নাই। সেই এলটমেন্ট ও সেটেলমেন্ট তারা না পাওয়াতেই অদ্যাবধি পুন-

র্বাসন সাহায্য পায় নাই। যখন তারা সেই জায়গাতে চাষবাস করবার চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে ইমিডিয়েটলী তাদের সরকার থেকে যদি সেটেলমেন্ট দিতেন এবং পুনর্বাসন সাহায্য দিতেন, যারা বিভিন্ন অফিসার আছেন যেমন রেভিন্যু অফিসার বা এস, ডি, ওরা আছেন, তারা যদি তা দিতেন তাহলে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি মনে করি যে গত সার্ভে সেটেলমেন্টে যে সমস্ত জুমিয়াদের এবং যারা ল্যাণ্ডলেস তাদের যে জমি দেওয়া হয়েছিল এখন তাদের সেই জমির অর্ধেকও তাদের হাতে আছে কিনা সন্দেহ। কারণ ৫/৬ বছরের মধ্যে তারা কোন সাহায্য পায় নাই সেজন্য হয়ত তারা সেখান থেকে চলে গেছে অন্য জায়গায়। শিফটিং কালটিভেশনে তারা অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তারা এখানে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং গত ২০ বছরের মধ্যে যে সমস্ত জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বিশেষ ভাবে সরকারী কলোনীগুলিতে যে জমি সরকার দিয়েছেন সেগুলি যাতে ট্রাইবেলের হাতে থাকে সেই সম্পর্কে তদ্বির করা দরকার। সেখানে তারা চাষবাস করছে কিনা সেটা দেখা দরকার। সেগুলি হয়ত তারা দেখছেনও। কিন্তু কলোনীর বাইরে যে সমস্ত জুমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জুমিয়ার জমিগুলি তারা দেখছেন না। সেখানে তারা ফসল ফলাচ্ছে কিনা, সেগুলি তারা হস্তান্তর করেছে কিনা এই সমস্ত তদ্বির করার ভার যাদের উপর তারা সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন না। সেই কারণেই এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা বিপর্যায় ডেকে আনবে। তারা যদি জমি ট্রান্সফার করে তাহলে তাদের উপায় নাই। সুতরাং এখুনি এই ল্যাণ্ড ট্রান্সফার বন্ধ করা দরকার এবং ল্যাণ্ড যদি ট্রান্সফার করতে হয় তাহলে সরকারী ফাণ্ড প্লেস করতে হবে। এমন ফাণ্ডে যে ইচ্ছা করলেই সরকারের কাছে যেন জমি বন্ধক তারা দিতে পারে, যে টাকা দিয়ে তারা জমি ডেভেলাপ করতে চেষ্টা করতে পারে, ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারে। কিন্তু তারা যদি উপযুক্ত টাকা সরকার থেকে না পায়, সরকারের কাছে যদি জমি বন্ধক রাখতে না পারে তাহলে তারা মহাজনের কাছে যাবে। কারণ সেই মহাজনেরা বসে আছে ট্রাইবেলের জমি কেনার জন্য। কারণ ল্যাণ্ড হাংগার। তাই তাদের তো বাঁচতে হবে। বাঁচবার জন্যই তো তাদের জমি। সুতরাং সেই সুযোগ মহাজনেরা খুঁজছে যে কিভাবে ছলে, বলে, কৌশলে তাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া যায়। ট্রাইবেলরাও চায় যে কোন প্রকারে বাঁচতে। সুতরাং এই ল্যাণ্ড ট্রান্সফারটা বন্ধ করতে হবে উপযুক্ত ফাণ্ড দিতে হবে, যে ফাণ্ড থেকে ট্রাইবেল কৃষকেরা জমি বন্ধক রেখে সরকারের কাছ থেকে টাকা নিতে পারে অর্থাৎ তাদের জমি যাতে মহাজনদের হাতে চলে না যায়। আর এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত জমি এভাবে ট্রান্সফার হয়েছে তার সবগুলিই ইল্লীগ্যাল এবং

যে রেজিষ্ট্রি করেছে সেই রেজিষ্ট্রিও ইল্লীগেল হয়েছে। কারণ আমি মনে করি যে ল্যাণ্ড ট্রান্সফার করার অধিকার একমাত্র ডি, এম ই দিতে পারেন। সুতরাং এই যে ট্রাইবেলরা ল্যাণ্ড-লেস হয়ে গেল তাদের কে জমি দেবে? সুতরাং তার জমি ফেরত দিতে হবে অথবা সরকার থেকে তার মূল্য দিতে হবে। অনেক জমি মহাজনের কাছে বন্ধক পড়ে আছে সেগুলিও ফেরত আনতে হবে এবং তার ব্যবস্থা সরকারে করতে হবে। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তারা যেন অদূর ভবিষ্যতে দিন দিন ভূমি-হীন না হয়ে পড়ে। এদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি দিতে বলব। এজন্য বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা দিতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে এর জন্য সরকারী কর্মচারীরা দায়ী। কোন সরকারী কর্মচারী, শিক্ষকই হোক বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারীই হোক বা অফিসারই হোক তারা চায় না যে ট্রাইবেলদের উন্নতি হউক। ট্রাইবেলদের লাইভলীহুড্‌কে তারা অনার দিতে চায় না। তারা মনে করে যে ট্রাইবেলরা অসভ্য। তারা ন্যাংটি পড়ে থাকে। তাদের কি সম্মান দেবে? সেজন্য তারা অফিস আদালতে বা ব্লক অফিসে তাদের মনোভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না। সরকারী কর্মচারীরা শুধু চাকরী করার জন্যই সেখানে যায়। ট্রাইবেলদের উপকার করতে তারা সেখানে যায় না। বিভিন্ন ব্লকের যারা সদস্য তারা অভি-যোগ করে থাকেন যে সরকারী কর্মচারীরা তাদের খেয়ালখুশীমত কাজ করেন, সদস্যদের কোন কথা তারা শুনেন না। তাদের ইচ্ছা তারা সকলের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন। সেই কারণে ব্লকের মধ্যে ডেভেলাপমেন্ট হয় না। সুতরাং আমি বলব এই সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার এবং আমি এই মূল প্রস্তাবটিকে সমর্থন করি এবং আমাদের বিরোধী সদস্যরা যে ট্রাইবেল দরদী সেজেছেন সে সম্বন্ধে নিশিবাবু ঠিক কথা বলেছেন যে ট্রাইবেলদের তারা রাজ-নৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন এবং এইভাবে ট্রাইবেলদের উন্নতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছেন। আমি বলব যে তারা যেন ট্রাইবেলদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার রূপে ব্যবহার না করেন। এটা করেছেন বলেই তারা গত নির্বাচনে মাত্র তিনজন এই হাউসে এসেছেন আর আমরা এসেছি ২১ জন। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister. I would request you kindly to finish your speech within 10 minutes.

শ্রীএস. এল. সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ৫৭ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার—২, ল্যাণ্ড রেভিন্যু মেজর হেড—৯'এ, এটাকে সমর্থন করি। আর এর উপর যে ১০টি ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে, সেগুলির বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি

বিরোধিতা করার জন্য নয় বিরোধিতা করছি কি কি কারণে, সেই কারণগুলি আমি এখানে উল্লেখ করছি।

"1) Misinangement in respect of Tribal Welfare under A. D. M."

এই কথাগুলি বলেছেন মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয়। একথা বলতে গিয়ে তিনি এক্সিকিউটিভ অফিসারের বিরুদ্ধে একটা স্পেসিফিক অভিযোগ এনেছেন যে ট্রাইবেলদের স্বার্থে যে সমস্ত জমি দেওয়া হয়, সেগুলি তিনি এবং অন্যান্য অফিসার মিলে তাদের না দিয়ে নিজেরা আত্মসাত করেছেন এবং নন-ট্রাইবেলদের দিয়ে দিচ্ছেন। এই যে অভিযোগ করেছেন সেটা বাস্তবের সঙ্গে মিল নেই, তার জন্য সেই অভিযোগকে আমি সমর্থন করতে পারছি না, তার বিরোধিতা করছি। কারণ যদি কোন স্পেসিফিক ঘটনা থাকে, তাহলে তারা তা জানাতে পারেন, এবং যদি কোন কর্মচারী এইভাবে কোন জমি আত্মসাত করে থাকেন, তাহলে তাদের এগেইনস্টে কি কি ব্যবস্থা করা যায়, তা তারা জানেন। অতএব সেই সমস্ত কথা না বলে ট্রাইবেলদের কোন কিছু করা হচ্ছেনা এটা খুব বেশী করে রঙ চড়িয়ে রূপ দিতে চাচ্ছেন। অতএব যার আদতে কোন স্বরূপ নাই, তার উপর রঙ টিকেনা, তাই আমি তার বিরোধিতা করছি। ওয়েলফেয়ারের নামে জমি দেওয়া হয়, ট্রাইবেলরা কিছুই পায় না, এই যে কথাগুলি সেগুলি অবাস্তব এবং সত্যের সাথে কোন প্রকার মিল নাই। কিন্তু তারা এই-সব বলে অভ্যস্ত, সুতরাং তারা তা করতে পারেন এবং করছেন কারণ ট্রাইবেলদের জন্য কাজ করা হচ্ছে একথা বললে পরে তাদের যে প্রচার সেই প্রচার কার্য্য ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং সেইজন্য তারা বিধান সভায় এসে এসব কথা বলছেন। এখানে আরেকটা কথা আমার অভিরাম ভাই বলেছেন যে কৈলাসহর করমছড়া জুমিয়া কলোনীতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারী জুলুম করা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে স্পেসিফিক উত্তর আমি দিচ্ছি—
A collection camp has been set up at Kalamchhera on 29. 1. 70 for the realisation of land revenue under the supervision of a circle officer. But the people of the area were not willing to pay the land revenue under the instigation of the Political Party (C. P. M.). As per provision of T. L. T. and T. L. R act, certificate case was instituted and the attachement was made for realisation of the land revenue. But on the way, they destroyed the property and attacked the Asstt. Tahasildar and Peon with deadly woapons. In this respect a complaint has been lodged against the miscreants under Section 147, 353, 371 I. P. C. The case is now under investigation. So there is no question of harrasment. In view of the fact stated above there is no

question of reduction of provision made in the Budget for 1970-71. যারা এই অপকর্ম করেছেন, সেটাকে পার্লামেন্ট উইং এ এনে বড় বড় কথা বলে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন জনমানসে। কিন্তু তাদের অনুরোধ করব, এই রকমভাবে জোর জুলুম করলে পরে, টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে পরে তাকে আইনের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ সরকার সব সময় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলির মোকাবিলা করবে। যদি সি, পি, এম দ্বারা এই সব কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাদের অনুরোধ করব সেই সমস্ত ইল্লিগ্যাল এ্যাকটিভিটিজ থেকে নিজেকে সংযত এবং সংগত রাখুন। যে সমস্ত অভিযোগ ট্রাইবেল সম্বন্ধে করেছেন, আমি সেটা বললাম: জুমিয়া সেটেলমেন্টের যেখানে ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকার বাজেট, সেখানে এক লক্ষ টাকা কর্মচারীদের জন্য রাখা হয়েছে। অতএব তারা কোথা থেকে অংক বললেন তা আমি বুঝতে পারছি না। এদিকে তারা আবার চীৎকার দিচ্ছেন ট্রাইবেল ডিরেক্টরেট কর। এখানে আগে একটা সেল ছিল, যে সেলের মধ্য দিয়ে ২৩ হাজার জুমিয়া ফেমিলিকে ল্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই জায়গাতে ল্যাণ্ড এবং গ্র্যান্ট দিলেই যে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন হয়ে গেল সেটা আমি কোন দিন মনে করছিনা। কারণ তারা একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থাতে আসবে, সেটা হল জুমিয়া জীবন ধারা থেকে কালটিভেশন এর জীবন ধারায় আসবে। অতএব এই ট্র্যানজিশন পিরিয়ডে তাদের ল্যাণ্ড দিয়ে এবং সমস্ত ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে তারা এ' জায়গাতে টেরেসিং কালটিভেশনই হউক, সেই প্ল্যান্টেশনই হউক, গার্ডেনিংই হউক, হাফ জুমিং হউক, হাফ এ্যাগ্রিকালচারই হউক, পিগারী, পোলট্রি কমিউনিটি হল এবং তাদের জীবন ধারাকে, তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে বজায় রেখে নূতন পদ্ধতিতে কৃষি ব্যবস্থায় আনার জন্য, আমরা এখানে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অতএব তার বিরোধীতা করার জন্য পলিটীক্যাল পার্টি অনবরত সেখানে চেষ্টা করছেন,, বিরোধীতা করছেন। কেন করছেন, তার কারণ আছে। তার প্রধান কারণ হল, তারা যাতে ভূমিহীন হয়ে থাকে। যদি অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা নিজেকে সেটেলড করতে পারেন, তখন মানুষের ভূমির উপর মহব্বত আসবে, প্রেম আসবে। অতএব যদি ভূমির উপর মানুষের প্রেম এবং মহব্বত আনা যায়, এই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এবং ভারতের এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের ব্যবস্থায়, তবে তাদের যে থিসীস রিভল্যুশান through ব্যারেলস অব গানস, সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এটাকে কোনদিন সফল হতে দেবে না। তারই জন্য আমি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলমছেড়ার কার্য্য প্রণালীটা তুলে ধরলাম, তারা এখানে কি ভাবে ল্যাণ্ডে সেটেলড হয়ে কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অতএব এটাকে তারা কোন দিন সফল হতে দেবে না। তাই আমি এখানে তাদের জন্য

করমছড়ার কার্য্য প্রনালীটা তুলে ধরছি। কিভাবে ল্যাণ্ডলেসরা সেটেল্ড হওয়ার পর কৃষিতে কাজ করছে এবং সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে তারা কিভাবে বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে ভায়লেন্সের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বিকজ দে হেভ নো ফেইথ ইন দি কনষ্টিটিউশান। অতএব তারা সেখানে তা করছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটাই এখানেও রূপ দেওযার চেষ্টা করছেন। আর একটা জিনিষ হল সেখানে আমরা হয়তো সেটেলড করার জন্য একটা জায়গা নির্বাচন করলাম, তারা সেটা বিশ্বাস করবে না বরং তারা সেখানে কি করবে, না অন্য যায়গা থেকে কতগুলি লোককে জোর করে এনে সেখানে ঢুকিয়ে দেবে যাতে করে ট্রাইবেলরা নিজেরাই মারামারি করে ল্যাণ্ডলেস ল্যাণ্ডলেস মারামারি লাগে এই ধরণের কোন প্রকারের একটা প্লেন করতে গেলে তারা সেটাকে বানচাল করবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। কিন্তু তারা এই সব করতে গিয়ে তারাই মার খাচ্ছেন এবং সেই জন্যই এখানে এসে প্রস্তাব করছেন। কারণ এটা তাদের একটা পলিটিক্যাল টেকটিস। এখানে এসে কতগুলি জিনিষ রূপ দেওযার চেষ্টা করে যায় এবং তারা ঐদিক দিয়ে এসব কাজ সেখানে করে যাচ্ছেন আর বাইরে গিয়ে যত রকমের ইললিগ্যাল একটিভিটিস আছে সেগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে তারা যদি এটার পরিবর্ত্তন করে সত্যি ট্রাইবেলদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দেন তাহলে যে ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি, তার সাথে মিলে যেন কাজ করেন, তাহলেই আমরা সেটাকে আরও সুন্দরভাবে রূপ দিতে পারব বলে বিশ্বাস করি। তারপরে হল রিভিশান অব ল্যাণ্ড রেভিন্যু আপটু থ্রি ষ্টেণ্ডার্ড একারস—'Tripura Assembly has passed a Resolution on the 26th September, 1969 to give relief to the poor peasants that "this House requests the Government to bring a bill remitting land revenue to the holders of land upto 3 standard acres poseessed by the peasants as early as possible." সেটা আমরাও করেছি, তারাও সেটা জানেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেটা রিকমেণ্ডেড হয়ে না আসছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা সেটাকে কাজে রূপ দিতে পারছি না এটাও তারা জানেন। কিন্তু সাধারণের মধ্যে প্রচার করে চলেছেন যে আমরা এ্যাসেমব্লীতে বলে এসেছি যে তিন একর পর্য্যন্ত খাজনা দিতে হবেনা, কাজেই তোমার খাজনা দিও না এবং খাজনা দেওয়ার দরকার নেই, তারা এই রকম একটা সমাজ বিরেধী অপ্রচার জনসাধারণের মধ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আমি এখানে তাদের উদ্দেশ্য করে বলব তারা যদি এসব অপপ্রচার থেকে নিবৃত্ত থাকেন তাহলে তারা সমাজের অনেক উপকার করতে পারবেন। কিন্তু তারা তো আর সমাজের কল্যান করবার জন্য আসেন নি, বিকজ দে নো হাউ টু ডেমেজ দি প্লেন এ্যাণ্ড হাউ টু কাম ইন পাওয়ার। তারা সেখানে

কে অন্যের উপর লেলিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের রক্তে স্নাত হয়ে তারা আবার এখানে আসছেন, পার্লামেন্টেও যাচ্ছেন। এই কথা কেন বলছি? বলছি এই জন্য যে সেদিনও পার্লামেন্টে একটা বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে যে, যে হায়ানা এত দিন লুক্কায়িত ছিল সেই হায়নায় স্বরূ এখন আবার প্রকাশ পেয়েছে। অতএব সেই হায়ানারা সেখানে নিরীহ জনসাধারণের রক্তে তুষ্ট হতে চাইছেন এবং এখানে বা পার্লামেন্টে যে সব কথা তারা বলছেন, সেগুলির মধ্যমে আমরা টের পাচ্ছি। এটা আমাদের ভূপেশ গুপ্ত মহাশয় পার্লামেন্টে উল্লেখ করেছেন, সেজন্য আমিও এখানে সেটা উল্লেখ করলাম। তারপর রিমিশান অব অব এরিয়ার ল্যাণ্ড রেভিন্যু, এই সম্পর্কে তারা বলেছেন এবং কাট-মোশন রেখেছেন with a view to making hardships to the peasants at the time when Tripura Land Reforms & Land Revenue Act, 1961 has been amended as to permit elimination of arrears land revenue in instalment. এই হাউস থেকে আমরা এটা পাশ করেছি। A copy of the amended rules has been sent to this Assembly on 26. 9. 69 for placing on the Table of the House in view of the natural calamity during the last few years some of land revenue falling arears under active consideratio of the Government এটা এই হাউসেও বলা হয়েছে। কাজেই আমার উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলি থেকে তাদের কাটমোশামগুলি এখানে ষ্টেণ্ড করতে পারে না। তারপর আছে খোয়াইর লক্ষ্মী নারায়ণপুর। এটা আজকে তাদের পক্ষে গীতা হয়েছে, সেজন্য আমি তাদের সেই গীতার স্বরূপটা এখানে উল্লেখ করছি। আজকে যেখানে আমরা কতগুলি লোককে সেখানে পুনর্ব্বাসন দিতে চাইছি, তারা সেখানে তখন অন্য আর এক দল লোককে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা গণ্ডগোল ক্রিয়েট করতে চাইছে। কাজেই তাদের ভূমিহীনকে ভূমি থকে বিচ্যুত করার এই যে চেষ্টা এটা একটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। উনি যে লক্ষ্মীনারায়ণপুর উল্লেখ করলেন, সেটা সম্পর্কে ইন্‌কোয়েরী কমিটি করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে একটা ইন্‌ভেষ্টিগেশান চলছে। কাজেই যে কেসটা ইন্‌ভেষ্টিগেশানে আছে সেটা সম্পর্কে কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এখানে এই সম্পর্কে একটা কাট মোশান রেখেছেন, সেজন্য আমি এটাকে ইলিমিনেট করার জন্য সেটা বলছি। তাদের কাট মোশানটা হল—'খোয়াই লক্ষ্মীনারায়ণপুর মৌজায় উপজাতি কৃষকদের জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধ করার সরকারী ব্যর্থতা।'

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাট মোশানের উত্তর দিতে গিয়ে এই প্রসঙ্গ এখানে আসতে পারে না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, দীস কাট মোশান ইজ রিলেটেড টু দি ল্যাণ্ড রেভিনিয়ু ডিপার্টমেন্ট। আর সেজন্য আমি এখানে এটার ডিস্কাশ করছি।

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister, this cut motion has not been moved. So discussion on this is not necessary.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker Sir, I am only enlighting the House. A Committee has been appointed by the Government with the following members on the 16th December 1969 to enquire into the eviction of the tribal people in Mouja Laxminarayanpur, Khowai Sub-Division:—Shri Aghore Deb Barma, Member, Tripura Legislative Assembly. Shri Ghanashyam Dewan, M. L. A., Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal, M. L. A.. Shri Suresh Ch. Choudhury, M. L. A., Shri Naresh Roy, M. L. A. The Committee was requested to send their report within three months. The time was extended as requested by the Committee upto 31st March, 1970. The Committee further requested to extend the period for submission of report upto 30th May, 1970 and the time has been extended upto 30th April, 1970 for submission of the Report.

তারপরে আছে—বর্গাদার কৃষকদের জমির উপর বর্গাসত্ব রেকর্ড না করায় বর্গাদার উচ্ছেদের ব্যাপকতা। Out of 12,877 recorded under—raiyat, 11,420 have so far been recorded as the owner of the non-resumable land under Section 126 of the Act. আমার মনে হয় তাতেই তাদের গাত্র জ্বালা উপস্থিত হয়েছে এবং সেই অনুসারেই তারা চিৎকার করছেন। কারণ এই বর্গাদাররা তাদের জমিকে রাখার জন্য তাদের এই আক্রমণের মোকাবিলা করে ১১,৪২০ জন বর্গাদার আজকে জমির মালিক হিসাবে স্থান পেয়েছেন। Under Land Revenue Section 126 of the Act other remaining 1,457 cases are under legal proceedings under the provision of the Act. No raiyat is reported to have been evicted. "ত্রিপুরায় ভূমি রাজস্বের হার শতকরা ৫০ ভাগ না কমানোতে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ।" Tripura was never cadastrally surveyed and no revenue was assessed. There was, of course a piecemeal survey of revenue and varying rates were assessed for similar

classes of land in the same locality. Further there was no classification of revenue before. The present Survey Settlement Operation Rule is an original one. The land revenue has been assessed on holding as per provision of Section 38 of the Tripura Land Revenue Act, 1960. The assessment is made in accordance with the revenue rate confirmed and finally published under Section 34 of the Act. This is a test determination as per provision of Section 30, 32, 33 of the Act These rates are determined having regard in case of agricultural land through profits of agriculture, to the sale prices of land and to the principal mony on mortgages and in the case of non-agricultural land. to the value of the land for the purpose for which it is held. The land revenue assessed shall remain in force for a period of 30 years as per provision of Section 37 (1). But the rates may be altered or revised under sub-section 2 in any area after the expiry of ten years from the date on which the table of revenue-rates was introduced and in the case the revenue available after the expiry of 10 years as aforesaid the rate of enhancement shall not exeeed by more than $2\frac{1}{2}$ percent. This contingency cannot arise earlier than 10 years from now. So the question of 50% deduction of land revenue does not arise. "ত্রিপুরার জমির নজরানার হার শতকরা ৫০ ভাগ না কমানোর ফলে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবনতি"। আমি তার বিরোধিতা করি এবং সেই সংগে বলছি যে—Rule 11 of the Allotment of Land Revenue provides that premium shall be payable at the following rates for allotment of land for agriculture purpose. In the case of land previously cultivated at 20 times of the net annual income. In the case of other land at 30 times the annual land revenue assessed thereon. In the case of allotment of land for construction of dwelling house the premium will be equal to the market value of the land. For allotment of land to the person the premium is charged at the rate but in all cases instalment is upto 20 as per provisions of rule 11 and sub-rule 3. Rule 12 provides for exemption from payment of premium by the following class of people.

1) Landless agricultural workers.

2) A co-operative of Jumia or landless agricultural workers ;

3) Artisan of co-operative Society.

তবে যারা গরীব তাদিগকে ভূমির নজরানা থেকে মাফ দেওয়া হয়েছে। অতএব সেই জায়গায় যা বলছেন তা সত্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তাদের ওয়েতে তারা সেটা করছেন। অতএব আইনগতভাবে যারা এগ্রিকালচারাল লেবারারস, যারা জুমিয়া, যারা ভূমিহীন তাদের প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে না। তারা কোথা থেকে এটা বললেন সেটা আমি কল্পনাও করতে পারছি না। তবে একটা কথা আছে, যে সত্যের কারণে যারা বনে নাহি ভ্রমে। সেজন্য আমি এটার বিরোধিতা করছি।

There is also provision in section 16 of the said rules for exemption from payment of premium that the Collector may by an order in writing suspend any premium or any part thereof if in his opinion the allottee has no sufficient means to make such payment.

সেই জায়গাতে এটাও রাখা হয়েছে। তবে তারা এইরকম কেস করেছেন কিনা তা আমি জানি না। তবে তাদের আমি বলব যে তারা যেন ভাল করে পড়ে দেখেন আইন কানুন। তাহলে ত্রিপুরার অনেক উপকার করতে পারবেন। ল্যাণ্ড রেভিনিউর ধারাগুলি বিশেষভাবে পড়ার জন্য তাদের আমি অনুরোধ করব।

"ত্রিপুরার ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলিতে ট্রাইবেল কৃষকের জমি নন-ট্রাইবেল মহাজন জোতদারের হাতে ব্যাপক হস্তান্তর।" আমি তাদের এই প্রস্তাবেরও বিরোধীতা করছি। কেন করছি তার যুক্তি দিচ্ছি— As per order of the erstwhile ruler of Tripura 110 square miles of land in 1931 A. D, 1341 T. E, 1950 square miles of land in 1943, in total 2,060 sq. miles of land were reserved for settlement of Five Classes of Tribal viz. Tripuri, Jamatia, Noatia, Riyang and Halam under the circular. After the partition of India it was felt necessary that some area out of total reserved area should be released for the solution of the problem of rehabilitation arising out of the influx of refugees from East Pakistan and therefore Regent Mata Maharani vide her Order No. 14 dated 1948 A. D. published in Tripura Gazette dated 1358 T. E. released 300 squire miles of land for the above purpose. The Sub-Division wise detail of the reserved areas as stood after the order of the erstwhile Ruler of Tripura in the year 1353 T. E. is given below. According to present

survey settlement operation Tribal reserve area stands at 1336 squire miles against 1760 squire miles. Sub-Divisionwise break up of the area is as follows:— Sadar—76 sq. miles, Khowai—272 sq miles, Kailashahar 230 sq. miles, Belonia—100 squire miles, Udaipur—4 3 sq. miles, Amarpur—420 sq. miles, Sabroom—1836 sq. miles. The main provision of the Maharaja's order creating the Tribal reserve area as follows :—

Out of the lands mentioned in the Schedule below existing rent free taluks, jotes in khas possession under settlement with the class of people other than above mentioned five classes of Tribal will remain reserved area but hereafter none will be allowed to dispose of such land by transfer without obtaining the permission of the Government to any person or any other class not belonging to the aforesaid class of tribal people. In doing so, the transfer will be void and Government may take the land so transferred in khas possession and settle there any other selected person.

সেই জায়গাতে পাঁচটি মাত্র কমিউনিটি আছে, সেগুলি হচ্ছে চাকমা, মগ, গারো, লুসাই, কুকি। এই পাঁচটি ট্রাইব ছাড়া আর সবাই নন-ট্রাইবেল এবং তাদের সেই জায়গাতে জমি আছে। এখন সেই জায়গাতে তাঁরা কি করবেন, তাদেরকে নন-ট্রাইবেলের সংজ্ঞাভূক্ত করে, তাদের জমিকে খাসে এনে, তাদেরকে বিতরণ করবেন কিনা এটা আমি জানতে চাই। কিন্তু সেই সম্বন্ধে একটি কথাও বলার ক্ষমতা তাদের নেই, তারা সেই জায়গাতে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। যেমন ধরুন সাব্রুমে সেই মগ এবং চাকমা যারা আছে, মেজরিটি অব ল্যাণ্ডস বিলংগস টু দেম। অথচ সেখানে ট্রাইবেল রিজার্ভ আছে, হোয়াট উড বি দি ফেট অব দোস ট্রাইবেলস? লুসাই হিল, নাউ বিলংগস টু দি লুসাই, দে আর নন ট্রাইবেল। সাগর হিল অলসো দি ট্রাইবেল রিজার্ভ, কিন্তু সেখানেও নন ট্রাইবেল আছে। আমি জিজ্ঞেস করব তাদের কি সেখান থেকে বের করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। কারণ তাদের পলিসি হচ্ছে ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি। কাজেই আমি তাদের বলব তারা যেন ট্রাইবেলস এবং নন ট্রাইবেলসদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি না করেন। আমি তাদেরকে এই সমস্ত পয়েন্টসগুলি বিবেচনা করতে বলব। We are trying to give the right to the Bargadars. They are always telling to the people that the tillers of the lands and the producers will be the owner of the land. Then what would be the title of the Non-tribal Bargadar. They are silent about it. They

are acting according to their own philosophy. They speak one thing and doing another thing. অতএব সেইদিক দিয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তাদেরকে বলব যে তারা যেন এই সমস্ত জিনিষগুলি চিন্তা করেন।

In course of Survey Settlement operation it was found that 920 non-tribals acquired 1215.16 acres of land ; সেই জায়গাতে তাদের সংজ্ঞা অনুসারে যারা নন-ট্রাইবেল তাদেরকে দেওয়া হবে কিনা, আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি তাদেরকে বলব তারা সেই সম্বন্ধে যেন ঠিক ঠিক মত তাদের মত প্রকাশ করেন এবং তাদের সেই মত হাউসে এবং জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন এবং সত্যিকার সংবাদ পরিবেশন করেনসেই জন্য অনুরোধ করব। উইদ এ ভিউ টু এনশিউরিং লোন টু ট্রাইবেলস, এই জাগয়াতে আমরা চিন্তা করছি কোন রকম ঋণ পালিসী বোর্ড করা চলে কিনা। ক্লাসিফিকেশান অব প্রসিডিওর টু দি এন্টায়ার এ্যাগ্রিকালচার ক্রেডিট সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে সো দ্যাট এন্টায়ার ট্রান্সফার অব ল্যাণ্ড অব ট্রাইবেল পিপল টু দি নন-ট্রাইবেল ইজ প্রিভেন্টেড। সেইজন্য এ্যাক্টের ১৮৭ নাম্বার ধারা আমরা কিভাবে সংশোধন করতে পারি সেই সম্বন্ধে চিন্তা করছি। কারণ ১৮৭ ধারা অনুসারে ট্রাইবেল ল্যাণ্ড ট্রান্সফার করা চলবেনা। কিন্তু সেখানে পানিশমেন্ট দেওয়ার কোন ক্লজ নেই। কাজেই এই বিষয়ে তাদের যে নিজস্ব মতামত, সেটা যেন ব্যক্ত করেন এবং তারা যদি তাদের মতামত বলেন তাহলে আমরা সেই বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। কিন্তু সেই সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কারণ জনসাধারণের কাছে তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে চান না।

তারপর এখানে আরেকটা কাট মোশান রেখেছেন যে—'১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার ও ভূমি আইনের বিধানের ৭০ ধারা অনুসারে রিভিশান অব রেকর্ডস সুরু না করায় ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি।' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে সেটা আমি বলছি— The section read as under.

'Every sale of property, movable or immovable, under the provisions of this chapter shall, as far as may be practicable, be proportionate to the amount of the arrear of land revenue to be recovered together with the interest there and the expenses of attachement and sale. There is a provision in Rule 70 of the T. L. R. and L. R. Rule, 1961 made under the Act for revision of correction of records and the rule reads thus—The records of the rights and such under record as the Administrator may order, shall be revised and corrected in every year. According to present survey settlement opera-

tion, there are 87 revenue mouzas out of which, record of rights in respect of 46 mouzas have been finally published. Out of remaining 25 mouzas, there is no revenue on the land only in respect of 13 mouzas. In respect of remaining mouzas survey settlement operation is still going on and number of holding paying land revenue is about 4 lakhs out of which, claims and objections were filed in only about for 3,000 cases. Mere submission of claim and objection do not proof that the entries made in the record of rights are not correct. It is admitted that good number of such applicants have come forward with only to contesting claims. The percentage of the claims and objections is even less than one percent. The record of rights in possession supported by the document of right of title over the land is exhibited by the land holderes. In absene of any possession record in the land, the land is recorded in the Government Khash Khaitan at the time of survy settlement operation. If the person interested to show his right to the title of the land to the competent authority, that should be released. In view of the fact stated above, there are ample provision in the Act and rules for correction of rights even after the final publication under section 43, sub-section 3 of the Act. The section provides that—'Every entry in the record of rights as finally published shall, until the contrary is proved, be presumed to be correct. Section 44 provides that the Civil courts shall have jurisdiction to decide any dispute to which the Government is not a party relating to any right or entry which is recorded in the record of rights. Section 45 provides for correction of bonafide mistake in registry. Section 11, sub-section 3 provides that—if there is any dispute over any land between any person and the Government, such dispute shall be decided by the collector. Sub-section 18 (2) prvides for correction of errors or ommissions made by any revenue officer by whom order was passed either by his own initiative or on application of the concerned party after observing some formalities. Section 41, sub-section 2 of the T. L. R. Act provides that—the Collector may at any time during the term of settlement correct any error in the area

or the assessment of any survey number of sub-division due to a mistake of survey or arithmetical miscalculation.

অতএব তাদের যে কাটমোশান ইট ডাস নট ষ্টাণ্ড। তারপর কৈলাশহরের কলমছড়ার কথা আমি বলেছি, তার আর পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন আমি মনে করিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যা বলেছেন, আমি তার যথাসম্ভব উত্তর দিতে চেষ্টা করেছি এবং আমি তাই এই রেভিন্যু যে ডিমাণ্ড, তাকে সমর্থন করি এবং কাটমোশানের বিরোধীতা করে, আমি আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি। আশা করি হাউস সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER—Discussion on the demand for grant No. 2 is over. Now, I am putting the cut motions of Shri Aghore Deb Barma to vote.

The Cut Motion of Sri Aghore DebBarma is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Mismanagement in respect of Tribal welfare under A D. M." was then put and lost.

Next the question before the House is that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on "Remission of land Revenue upto 3 (three) standard acres." was then put and lost.

Next the question before the House is that the demand be reduced to Re 1/- to discuss on "Remission of arrears of land revenue, was than put and lost.

Next in absence of Shri Bidya Ch. Deb Barma his cut motions on this demand were not moved and fell through.

Next I am putting the cut motion of Shri Abhiram Deb Barma to vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "কৈলাশহর কমলছড়া জুমিয়া কলোনীতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারী জুলুম was then put and lost.

Now, the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 57,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Accaunt) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 2—Land revenue was then

put and agreed to.

Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 32—Forest.

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 67,06,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 32—Forest (Major Head 70)

Mr. Speaker—There are two cut motions on this Demand. I would request Hon'ble Member, Shri Aghore DebBarma first to move his cut motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার একটা কাট মোশান আছে। সেটা হল—"Mismanagement and corruption in Ferest Department." অর্থাৎ এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের ভিতরে যে মিস-ম্যানেজমেন্ট এ্যাণ্ড করাপ্‌শান আছে, সেই সম্পর্কে আমি আমার এই কাট মোশানের মাধ্যমে বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম হচ্ছে ১৯৬০-৬৩ সাল পর্য্যন্ত আমাদের ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট আণ্ডার সেকশান ফোরে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিরাট এলাকাকে রিজার্ভ ফরেষ্ট করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, যেটা নাকি এখন পর্য্যন্ত আণ্ডার কন্‌সিডারেশানে আছে। সেখানে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তাতে এটাকে প্রপোজ্‌ড রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসাবে ধরা হয়েছে। সেটা কখন করা হল ? না ১৯৬৩তে এটা করা হল, অথচ এখন পর্য্যন্ত কোনটাকে ফাইন্যাল রিজার্ভ করা হবে বা করা হবে না, সেটার কোন কিছুই করা হচ্ছে না। আজকে ১৯৭০ সাল, এর মধ্যে মোটামোটি ভাবে কোন কোন বনগুলিকে ফাইন্যাল রিজার্ভকরা হল, আর কোনগুলি হল না, এই সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার ডিক্লারেশান সরকারের কাছ থেকে পাওয়া দরকার। কিন্তু সরকার সেটার কিছু করছে না। আর একটা কথা হল ১৯৫২ সালেতে আমাদের একটা অল ইণ্ডিয়া ফরেষ্ট কংগ্রেস হয়ে গেল, তাতে কতগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে সমস্ত মূল্যবান ফরেষ্ট প্রডাক্টস আছে, সেগুলিকে রক্ষা করা হউক। কিন্তু এখানে যদি আমরা সেটার মধ্যে যাই তাহলে কি দেখতে পাব......

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আই উড রিকুয়েষ্ট ইউ টু ফিনিশ ইউর স্পীচ উইদিন ফাইভ মিনিট্‌স।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটা অসম্ভব স্যার। এই ডিমাণ্ডটা অত্যন্ত ইমপোর্টেন্ট কাজেই

এটার উপর অনেক সদ স্যরই অনেক কিছু বলার থাকতে পারে। কাজেই এখানে আমার একটা বক্তব্য আছে, সেটা হল আমাদের যেসব ডিমাণ্ডগুলি ইম্পোর্টেন্ট সেগুলির উপর ডিস্কাশনের জন্য বেশী করে সময় দেওয়া উচিত। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে আমি মনে করব যে এটা অনেকটা সাপ্রেস করার মত হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি বলেছেন যে আপনি অনেক বলবেন। তাহলে এই রকম যদি চলতে থাকে, দেন আই এ্যাম টু কম্পেল টু এ্যাক্সেপ্টেড দি ডিউবেশান অব দি সিটিং।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সেটা আপনার ইচ্ছা—যেভাবে ভাল হয়, সেই ভাবেই তো আপনি করবেন। এখন আমার বক্তব্য হল এই যে, আমাদের ফরেষ্ট এর মধ্যে যেসব মূল্যবান সম্পদ আছে, সেগুলি রক্ষা করা হচ্ছে কিনা? আমি মনে করি যে সেগুলিকে আদৌ রক্ষা করা হচ্ছে না। আমি এখানে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। যেমন আমাদের উদয়পুর সাবডিভিশানে গর্জ্জি এবং টেবানীযাতে যে সমস্ত শালগাছ ছিল। যেগুলি নাকি অরিজাল্যালী সেখানে ছিল, আজকে সেগুলি একেবারে শেষ হয়ে গেছে। আজকে যদি কেউ তার প্রয়োজনে ৩/৪ টা গাছ চায় তাহলে সে একটার বেশী গাছ পাবে না। কিন্তু এমনও আছে যে ১ জনকে ৫০টি শাল গাছ এক সংগে দেওয়া হয়েছে, সেটা বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র ১৯৬২ সালের কথা। এইরকম আরও অনেকগুলি আমার জানা আছে। কিন্তু সেগুলি এখানে বলতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে চাই না, তাহলে সেটা অনেক লেঙদি হয়ে যাবে। আর একটা আমার জানামত আছে, সেটা হল একজন যখন একটা গাছ চাইল, তাকে আরও ১০টা বেশী দিয়ে দেওয়া হল। মোট কথা বলতে গেলে যদি কেউ খাতিরা লোক হয় তাহলে একসঙ্গে ৫০টি গাত পেতে তার কোন অসু-বিধা হয় না। আজকে এই ভাবে আমাদের সমস্ত বনগুলি উজার হয়ে যাচ্ছে।

আর সেটেলমেন্টের ব্যাপারে—সেখানে রিজার্ভের মধ্যে কাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে, দেওয়া হবে যারা জুমিয়া বা ল্যাণ্ডলেস জুমিয়া আছে, তাদেরকে। কিন্তু সেখানেও ব্যতিক্রম হচ্ছে। আজকে যদি কেউ তাদের খাতিরা লোক থাকে তাহলে সে জুমিয়া না হলেও সেখানে পুনর্ব্বাসন পাচ্ছে। আজকে কাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য ঐ রিজার্ভ গুলি মুক্ত করা হচ্ছে। কাগজে কলমে বলা হচ্ছে যে যারা জুমিয়া, জুম করে যারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাদেরকে সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু যারা পাচ্ছে তাদের সবাই কি জুমিয়া? যদি খুঁজ করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে জুমিয়া ছাড়া অন্যান্যরা পুনর্বাসন পাচ্ছে। এটা মাননীয় সদস্যদের অনেকে জানেন না এমন নয়। কিন্তু জেনেশুনেও তারা এখানে নির্বিকার হয়ে বসে থাকবেন। কাজেই এই পুনর্বাসনের ব্যাপারেও সরকারীগতভাবে একটা প্রিন্সিপাল থাকা দরকার কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না।

Mr. Speaker :—I would request Shri Promode Rn. Dasgupta to take the chair for a few minutes as he is one of the presiding officers of this House.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, এখানে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট অ্যাক্ট ক্লজ ১০এ আছে—in the cases of claim relating to the practice of shifting cultivation, the Forest Settlement Officer shall record a statement of the particulars of the claim as fer any local rule or order under which this practice is allowed or regulated and submit a statement to the State Government together with his information whether the practice should be permited. এইসমস্ত ক্লজ ইনডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্টে যেগুলি আছে সেগুলি কোনদিন অবজার্ভ করা হয় না। এইভাবে একটা অরাজকতা চলছে। কাজেই আমি মিস-ম্যানেজমেন্টের কথা বলছি। এবং কতগুলি নজীর এখানে উত্থাপন করছি। আর এমপ্লয়ীদের সম্পর্কে আজকে হাউসের মধ্যে একটা কোয়েশ্চান আমার ছিল যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীদের দাবীর উপর ভিত্তি করে, কেসগুলি এনকোয়ারী করার জন্য একটা কমিটি করবেন। এখানে নভেম্বর ২০,১৯৬৯ ইং আগরতলা। কি হল? An enquiry comittee consisting of A.D.M Head Quarter as Chairman and Under Secretary, Finance and Under Secretary, Judicial as Member will be appointed to review the charges of the following types of employees of the Forest Department which may be specially brought before it as older than 4 years unless the committee itself desire to take any older case. এই নামে একটা কমিটি করা হল। কমিটি ফর্ম করার পর আজ পর্য্যন্ত কোন তথ্য বা কোন এনকোয়ারী কিছুই করা হল না। হাউসের মধ্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে অসত্য কথা বলতে অভ্যস্ত তার এটা একটা প্রমাণ এখানে পরিষ্কার লেখা আছে এনকোয়ারী কমিটি। কিন্তু উনি বলছেন ফ্যাক্টস ফাইনডিং কমিটি। ত্রিপুরার সরকার যারা চালান তাদের মস্তিষ্কে যে কিছুই নাই এটা তার একটা প্রমাণ। তারা একটা এনকোয়ারী কমিটি করলেন আর যার বিরুদ্ধে এনকোয়ারী হবে তিনি অল ইণ্ডিয়া ক্যাডারের লোক এবং যারা এনকোয়ারী করবেন তারা তার নিচের ক্যাডারের লোক। সুতরাং আইনগতভাবে তাদের দিয়ে এই কমিটি গঠন করা যায় না। কাজেই তাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হয় না। এটা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই কমিটিকে যেসমস্ত দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তার কিছুই তারা করে নাই। কাজেই এইভাবে সমস্ত কেসগুলি পেণ্ডিং অবস্থায় আছে। ডি, এন, দেব নামে এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ থাকা সত্বেও তাকে ফরেষ্টার থেকে প্রমোশন দিয়ে

সিনিয়ার ফরেষ্ট রেঞ্জার করা হয়েছে। এখানে অনেকগুলি কেস আছে, রিভার্সানের কেস আছে, টারমিনেশানের কেস আছে। দোষ করলে তাকে শাস্তি দিতে হবে। সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তার একটা রুলস্, তার একটা নীতি নিয়ম থাকা দরকার। কিন্তু কোন রুল নাই কিছু নাই যখন খুশী টারমিনেট করা হচ্ছে।

চেয়ারম্যান :—মাননীয় সদস্য, বি শর্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমি স্পেসিফিক কেস দিয়ে বলছি in connection with the memorandum dt. 15. 10. 69 cases in which services were terminated either under Rule 5 or not exceeding the period of service. এইরকম ৪০ জন আছে। যেমন গোষ্ঠ বিহারী দেববর্ম্মা, ফরেষ্টার, এইভাবে ৪০ জন আছে। ট্রান্সফার বা প্রমোশনের ক্ষেত্রে কতগুলি রুল আছে। কিন্তু এইগুলি অবজার্ভ করা হয় না। সুপারসেসান অব সিনিয়রিটি একটা সাধারণ জিনিষ সেখানে। যেমন Shri Gopal Ch. Ghatak has been promoted to the post of Forest Ranger superseding Shri Arun Bandhu Bhattacharjee, Shri Chandrakanta Sen, Shri Gopal Sen, Shri Bikash Deb Barma and many others. He is neither Matriculate nor trained in the Forestry. অতএব প্রমোশনের দরকার আছে তাই দিয়েছে। খাতির থাকলে কথাই নাই, কোন নিয়ম নাই, কোন নীতি নাই, এইভাবে দেওয়া হচ্ছে। আর একটা ঘটনা Shri Barendra Shekhar Sen Gupta has been promoted to the post of Senior Forest Ranger superseding Shri Jiban Lal Dutta, Shri Arunodoy Barman and many others. He is not trained ranger and he never worked as Ranger. এইভাবে একটা দুইটা করে অনেকগুলি ঘটনা আছে। আমি অবশ্য এইকথা নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে সকলেই ধোয়া তুলসীপাতা নয়। আর টারমিনেশনের যে লিষ্ট দেওয়া হয়েছে, এটা বিরাট তবে এই টারমিনেশনের একটা স্যাটিসফেকশান থাকা দরকার। ১৪ বছর চাকরী করার পর কথা নাই বার্তা নাই তাকে টারমিনেট করে দেওয়া হল। এটা কোন জায়গাতে হয় না। এর কোন যুক্তি নাই। যাকে টারমিনেট করা হল তার অপরাধ সম্পর্কে তাকে বলা উচিত যে এই কারণে তোমাকে এই পোষ্ট থেকে রিলীজ করে দেওয়া হল। যিনি আছেন কর্তা হিসাবে, তার কথা মত না চললেই বা তার ইচ্ছা ফুলফিল না করলেই জোর করে এইভাবে টারমিনেট করা হয়। এই যে একটা অরাজকতা চলছে. এই সম্পর্কে হাউসের সামনে বক্তব্য রেখে আমি ফরেষ্টের উপর আমার কাটমোশনের পক্ষে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Chairman—Now I would call on Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motion.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৩২—ফরেষ্ট, এখানে ১৯৭০-৭১ সালের ব্যয় বরাদ্দ বাবদ ৬৭ লক্ষ ৬ শত টাকা চাওয়া হয়েছে। এখানে আমার পলিসি কাট হল—রিজার্ভ ফরেষ্ট হইতে আবাদ যোগ্য জমি ছাড়িয়া দেওয়ার গড়িমশি করা'। ত্রিপুরার যে রিজার্ভ ফরেষ্ট, এই রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে যে সমস্ত আবাদযোগ্য ভূমিগুলি আছে, তাহা ফরেষ্ট থেকে মুক্ত করে দিয়ে ঐ এলাকায় যারা ভূমিহীন জুমিয়া আছে, তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন এণ্ড সয়েল কনসারভেশন বোর্ড। তার মধ্যে আমরা দেখি যে বেতাগা আর, এফ, এরিয়া হল ১০.১৫ স্কোয়ার মাইল এবং তার থেকে ৩০৯৮.৬৬ একর জমি মুক্ত করে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন ১০. ৪. ৫৮ ইং বৈঠকে। কিন্তু সুপারিশ অনুসারে আজ পর্য্যন্ত ঐ জমি রিলিজ করা হল কিনা এবং সেটা রিলিজ করে দিয়ে গরীব জুমিয়া এবং ভূমি-হীনদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হল কিনা তার কোন খবর নাই। তারপর মুহুরিপুর আর, এফ. থেকে ৪/৭/৬৮ তারিখে ঐ বোর্ড জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছিল তার পরিমাণ হচ্ছে ২৯২৪.৮০ একর। তারপর কালাছড়া আর, এফ—এরিয়া হল ৩১ ৮১ স্কোয়ার মাইল এবং এখান থেকে ১২,৭০০.৭৯ একর জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্য এই বোর্ড সুপারিশ করেছিলেন। সুপারিশ করা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত ঐ জমি রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে মুক্ত করে গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেওয়ার কথা কেউ জানেনা এবং বিলি বন্টনের ব্যবস্থাও হচ্ছে না। . শুধু এই কথা নয়, আজকে ফরেষ্ট সম্পর্কে ত্রিপুরায় যারা গরীব ভূমিহীন জুমিয়া, যারা বনজ সম্পদ আহরণ করে জীবিকার উপায় করে, তাদের কাছে আতঙ্কস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে শুধু আবাদযোগ্য জমি রিজার্ভ মুক্ত করে দেওয়ার কথাই নয়। আরও আমরা দেখছি যে গত বছর জুম কাটার অপরাধে তাদের নামে কেস করা হয় এবং ঐ কেসের মূলে পুলিশ তাদের এ্যারেষ্ট করে এবং জরিমানা আদায় করে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত (চেয়ারম্যান) :— মাননীয় সদস্য আপনি কি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারবেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ আমি ল্যাণ্ড রেভিন্যু ডিমাণ্ডের উপর কম সময় নিয়েছি। কাজেই আমাকে এখানে একটু সময় বেশী দিতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত (চেয়ারম্যান) :—আপনি কত মিনিট সময় নেবেন। ১০ মিনিট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—অন্তত: ১৫ মিনিট সময় লাগবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত (চেয়ারম্যান) :—আপনি দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি চেষ্টা করব।

তারপর এই চন্দ্রসাধু পাড়ার ব্রজরাজ বৈষ্ণব, ৪০ বছর আগে দখল করা জমি, এই জমিতে তার আত্মীয় হরেকৃষ্ণ রুপীনি, চাষাবাদ করত এবং সেখানে বেগুন গাছ প্রভৃতি করত। কিন্তু সেখানকার ফরেস্ট বিভাগ'এর খেয়াল হল, ফরেস্টরিজার্ভ প্লান্টেশানের নিকটবর্তী সেই জায়গা, কাজেই সেখানে এই সমস্ত বেগুন প্রভৃতি গাছ চাষ করতে পারে না, সেইজন্য তার নামে কেস্ ঝুলিয়ে দেওয়া হল। গত বছর যাদের নামে জুম কাটার অপরাধে কোর্টে কেস্ করেছিল। এইবার তাদের নামে আবার কেস্ করা হল। মুলত: জুম কাটল কিনা, তা দেখবার সময় তাদের হল না। গতবারের ফরেস্ট মামলা যাদের নামে রয়েছে, তাদের নামে আবার মামলা করা, এই হচ্ছে তাদের মনোবৃত্তি। চম্পকনগর রেঞ্জের শুনেছি প্রায় ৪০/৫০ টি কেস্ এবার নূতন করা হয়েছে। অথচ গতবার জুম কাটার পর তারা আর সেখানে ফসল করতে পারে নাই, জুম চাষ করতে পারে নাই, কিন্তু তাদের নামে কেস্ হয়েছে বলে শোনা গেছে। আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বন সৃষ্টি করা হচ্ছে, এটা দেশের ভবিষ্যত। কিন্তু আমি এখানে বলতে চাই, বন যদি মানুষের কল্যাণের জন্য না হয়ে, বনের কল্যাণে যদি মানুষ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের শোষিত, বঞ্চিত, গরীব মানুষ যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের উপর জুলুম করার একটা হাতিয়ার ছাড়া এই বন আর কিছুই নয়। আমরা জানি এই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় দুইটি শ্রেণী আছে, তা হচ্ছে শোষিত মানুষ এবং শোষক অংশের মানুষ। সি, পি, এম এই শোষিত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, এইজন্য তাদের উপর আক্রমণ, তাদের নামে কুৎসা প্রভৃতি চলছে। আজকে রুলিং পার্টির সদস্যদের কাছে সি, পি, এম আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ চেয়ারম্যান :—মাননীয় সদস্য, টু দি পয়েন্ট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আজকে বন রিজার্ভ সম্পর্কে যে অন্যায় জুলুম চলছে, তা থেকে সি, পি, এম, জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য, রক্ষা করার জন্য মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টা করছে, যাতে তাদেরে আর অন্যায়ভাবে শোষণ করতে না পারে, তারই জন্য সি, পি, এম চেষ্টা করছে। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস রাজত্ব শোষন চালানোর ফলে মানুষ আজকে সচেতন হয়ে উঠেছে, তারা আজ আর তাঁদের জুলুম নীরবে সহ্য করছেনা। সেইজন্যই আজকে তাদের মধ্যে আতংক চলছে। বনবিভাগের যে অন্যায়, সেটা কথায় বলে শেষ করা যাবে না। তবে এই অন্যায় বেশীদিন চলতে পারেনা। উনারা কথায় বলেন আমরা সবুজ বিপ্লব করতে চলেছি। কিন্তু যারা সবুজ বিপ্লবকে সফল করে তুলবে, জুমিয়া, ভূমিহীন কৃষক তাদের যে ফসল ফলাতে হবে, তারা যে ফসল ফলাবে, তাদের যদি এই সুযোগ না দেওয়া

হয়, তাহলে তারা সমতল বাসী কৃষকের সঙ্গে সমভাবে কৃষি করে, ফসল ফলিয়ে বিপ্লবকে সফল করে তুলতে পারবে না। অতএব এই যে সবুজ বিপ্লব, এটা হচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের ফাঁকা বুলি তাছাড়া আর কিছুই নয়? যারা ভূমিহীন জুমিয়া তাদের তিলে তিলে ধ্বংশের মুখে ঠেলে দেওয়ার প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সম্পর্কে ত্রিপুরার উপজাতিই শুধু নয়, ত্রিপুরার সকল অংশের মানুষ আজকে সচেতন হয়ে উঠেছে, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে, এইজন্য আজকে তাদের মধ্যে আতঙ্ক চলেছে। তাই মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আজকে ফরেষ্ট বিভাগের জন্য এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই ফরেষ্ট বিভাগ মানুষের কল্যাণ সাধন করেনি বরঞ্চ এই ফরেষ্ট বিভাগ মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে জুমিয়াদের ফরেষ্ট ভিলেজারস হিসাবে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা উঠেছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেষ্ট এরিয়ার মধ্যে একটি ফরেষ্ট ভিলেজারসকেও সেই সুযোগ সুবিধা দিতে পারে নাই। জুম কাটার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাদের আজকে ধ্বংশের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বন সম্পদ বৃদ্ধি হউক, বনকে আমরা সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে চাই। কিন্তু এই বনের উপর নির্ভর করে যে সমস্ত জুমিয়া, ভূমিহীন এই বন সম্পদ সংগ্রহ করে জীবন ধারন করে, তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা না করে যে বনসম্পদ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা, এই জন্য আমি এই কাট মোশানের সমর্থনে বলি যে ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে যেসমস্ত আবাদ যোগ্য জমিগুলি রয়েছে, এটা অতি সত্বর মুক্ত করে জুমিয়াদের মধ্যে বিলি বন্টন করে, তাদের প্রাথমিক বাঁচার ব্যবস্থা করে দেওয়া হউক। কিন্তু আমি জানি তাদের বাঁচার মত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য সাহস নিয়ে এগিয়ে আসা, মন্ত্রীগণের মধ্যে সেই চেষ্টা নাই। কাজেই আমদের মানুষকে বাঁচার জন্য, আত্ম রক্ষার জন্য নিজেকে তৈরী করতে হবে এবং অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে হবে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ চেয়ারম্যান :—নাউ আই কল অনারাবেল মেম্বার শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ। আপনি কত সময় নেবেন?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—১০ মিনিট।

মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার থারটি টু এর উপর যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি আর তার সাথে সাথে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেসব কাট মোশান রেখেছেন সেগুলির বিরোধীতা করছি। তবে মাননীয় সদস্যরা এই ফরেষ্টের উপর তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে যেসমস্ত কথার অবতারনা করেছেন, তার জবাবে আমি বলব যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এই ফরেষ্ট সৃষ্টি

করার পর ১৯৫০ সনে তাদের যে কার্যাকলাপ, মানুষকে চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে নিখুঁজ করা আজকে এটা করার পক্ষে তাদের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই ধরনের জঙ্গল আর এখন ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নেই যে তারা আর মানুষকে বিনা অপরাধে তাদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকিয়ে রাখবে। তাই আমার মনে হয় এই জন্যই তাদের এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের উপর একটা গাত্রদাহ হচ্ছে। সেটা তাদের বক্তৃতা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যা হউক আমাদের সমাজের মধ্যে দুস্কৃতি কারীরা থাকবে না, এমন নয়। কেন না একটা কথা আছে যে 'বানে বর্ষনে বৃষ্টি আর দোষে গুনে সৃষ্টি।' কাজেই আমাদেরও যে দোষমুক্ত সমাজ, সেটা একবারে বলা যায় না। তবু আজকে আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে পলিসি, সেই সম্পর্কে আমাদের আরও চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ দিনের পর দিন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১০টি সাব-ডিভিশানে যেভাবে লোক সংখ্যা বাড়ছে, সেদিকে চিন্তা করতে গেলে আজকে আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট যেভাবে মানুষের লোকালয়ের মধ্যে হতে চলছে, সেটাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ এমন অনেক দেখ যায় যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এর সংগে সাধারণ মানুষের সংঘর্ষ চলছে। আজকে মানুষ তার বঁ চার তাগিদে একেবারে বর্ডার থেকে শুরু করে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি জায়গার মধ্যে যেভাবে চাষাবাদ করছে এবং সেখানে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। কেননা সেখানে একটা প্রটেক্টেড ফরেষ্ট বলে ঘোষনা করা হয়েছে আর এই প্রটেক্টেড ফরেষ্ট মানে ফরেষ্ট রাজত্ব। কাজেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই ফরেষ্ট অধিকর্তার সমালোচনা করা হয়, সেটার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছু বলার আছে আমি সেটা অস্বীকার করি না। তবু আজকে মানুষ যাতে তার লোকালয়ের কাছে বসবাস করতে পারে এবং তার জায়গা জমি চাষাবাদ করতে পারে এই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার দিন এসেছে। কারণ লোক সংখ্যা দিনের পর দিন যেভাবে বাড়ছে সেজন্যই আমাদের ভবিষ্যতের ৫০ বছরের জন্য চিন্তা করতে হবে। মানুষের আশেপাশে যদি ফরেষ্ট থাকে, সেখানে ফরেষ্টের যেসব নিয়মকানুন আছে, তাতে ফরেষ্টের উপর দিয়ে যদি দা নিয়ে পায়ে হেটে যায় তাহলে ফরেষ্টের নিয়ম অনুসারে তাকে ধরে চালান দেওয়া যেতে পারে এবং সেখানে কোর্টে খালাস হউক আর নাই হউক, এই রকম অনেক কেস ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আসছে। কেন না সেখানে মানুষেরও কোন উপায় থাকে না। কিন্তু লক্ষ্যনীয় হল সেই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের রিজার্ভের ভিতরে এইরকম ভাবে যাওয়ার জন্য মানুষ সেখানে বাধ্য হচ্ছে : এখন আমি আমার কমলপুর সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা বলব। সেটা হল চাইদা একটা ট্রাইবেল ভিলেজ, সেখানে ট্রাইবেলদের একটা কমলাবাগান ছিল। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আগ্রাসী নীতির ফলে সেখানে তাদের যে কমলাবাগান ছিল,

সেটা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখান থেকে ট্রাইবেলরা তাদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য, হয়েছিল। তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন শ্রীথাঙ্গা, তাঁর কাছে ট্রাইবেলরা তাদের কমলা বাগানের উন্নতির জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করল এবং তার ফলে শ্রীথাঙ্গা মহাশয় তাদের সেটা রক্ষার জন্য একটা চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাতে কি হল? দেখা গেল যে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সেখানে এটাকে প্রটেক্টেড ফরেষ্ট করে দিয়ে তাঁকে একটা চেলেঞ্জ করল এবং সেই চ্যালেঞ্জের প্রতি উত্তরে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে আর একটা পাল্টা চেলেঞ্জ নেওয়া হল। ফলে তাদের উভয়ে উভয়ের প্রেসটিজ বজায় রাখবার জন্য ফাইট শুরু করে দিল। এই ফাইটের পরে সেখানকার গ্রামবাসীরা সেই গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হল আর সেই কমলাবাগানটাও ধ্বংস হয়ে গেল। সে অনেকদিন আগের কথা, আমি উনার নামটা এখন মনে করতে পারছি না, তবুও তার চেহারার কথাটা বললে অনেকে হয়তো চিন্তে পারবেন। তাকে লঙম্যান বলা হত এবং এই লঙম্যান বলে সকলে তাকে চিন্‌ত এবং লঙম্যান বলে সে আমাদের সবার কাছে পরিচিত ছিল। তিনি একবার চাইদা ভিলেজে গিয়ে সাদা কাগজে দস্তখত করে নিলেন এবং তাদেরকে বললেন যে তাতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। এই সাদা কাগজে দস্তখত দিলে পরে তোমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে লোন দেওয়া হবে এবং তোমরা ফরেষ্ট ভিলেজাস হিসাবে সেখানে বসবাস করতে পারবে। তারপরে সেই সাদা কাগজে দস্তখত নিয়ে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করা হল এবং বলা হল - স্যার আপনি তো বলেছেন যে ফরেষ্টকে তারা ভালবাসে না এবং তারা আপনার কাছে দরখাস্ত করেছে। কিন্তু দেখুন তারা এখন নিজেরাই ফরেষ্ট ভিলেজার্স হয়ে থাকতে চায়, এই তাদের সব দস্তখত এবং প্রত্যেকের দস্তখত। তখন থাঙ্গা মশায় আর কি করবেন? তার কিছু করার মত উপায়ও ছিল না। তারা যখন নিজেরা ফরেষ্টে থাকতে চায়, তখন আমার আর কি করার আছে। এই ভাবে একটা কারসাজি করা হয়েছে এবং কমলপুরের বি, ডি,ওর কাছে এই রকম একটা রিপোর্ট হয়ে গেছে এবং সয়েল কনজারভেশান যে কমিটি তার মধ্যেও এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আমি জানি না সেই আলোচনায় কতটুকু ফলপ্রসু হয়েছে। অর্থাৎ তাদের নিজের স্বার্থে একটা গ্রামকে ধ্বংস করে দেওয়ার এই যে প্রচেষ্টা যারফলে সেখানকার ট্রাইবেলরা সেখান থেকে চলে গেছে এবং বিরাট একটা কমলাবাগান এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আগ্রাসী নীতিতে ধ্বংস হয়ে গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ভাবে আমাদের সময়টা নষ্ট হয়েছে, তাতে যদি আমরা আগে থেকে একটু সাবধান হতাম, তাহলে এই বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখবার সুযোগ পেতাম। যাহাহউক এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে লোকালয়ের কাছ থেকে এই রিজার্ভ ফরেষ্টকে

সরিয়ে নেওয়া হয় এবং তার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেন না জঙ্গল এখনও ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক জায়গাতে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আমি এখানে মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের কাঠমোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার থারটি টু এর উপর মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কাটমোশান রেখেছেন তার কোন যুক্তি নেই। যাহউক তাদের কাঠমোশানের বিরুদ্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষ থেকে কাঠমোশানের মাধ্যমে যেসব বক্তব্য রাখা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে ফরেষ্টই যত অনাসৃষ্টির মূল কারণ। তবে আমার মনে হয় ফরেষ্ট সম্বন্ধে খুব জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে অন্ততঃ অভিজ্ঞতা দিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা দরকার। আমি জানি এমন কোন দেশ নেই যে দেশে ফরেষ্টের উপকারীতা সম্পর্কে মানুষ অবহিত নয় এবং সেজন্য তারা তাদের দেশের বনকে সযত্নে লালন পালন করার মধ্য দিয়ে তাদের সম্পদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু তারা তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টই যত গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে। আমি বলব, তাদের অভিজ্ঞতা নেই বলে, তারা এই রকম বলছেন। তারা সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে লোককে বলছেন যে ফরেষ্ট আমাদের শত্রু, তোমরা তাকে ধ্বংস কর এবং আমরা সেখানে ছাই খাব। এই নীতি ঘোষণা করছেন। কারণ কেচ্ছা বলে একটা প্রাণী আছে সে নাকি অনবরতই বলে ঘর পুড়ুক ছাই খাই। তারা ও ঠিক সেই ভাবে বক্তব্য পেশ করছেন। এই যে বক্তৃতা এটা যদি বক্তৃতা হয় তাহলে আমার আর কিছু বলার নাই। তবে আমি এদিকে দৃষ্টিদিতে বলব। ফাষ্ট প্লেনে ছিল ৫৮৫ একর। সেকেণ্ড প্লেনে ১১৪০ একর, থার্ড প্লেনে ১১,৯২৫ একর। টোটেল হল ৮,১১১ একর, ১৯ একর এবং আপটু দিস আমরা যা করেছি টোটেল ৫৫,৩১৮ একর, টোটেল ফোর্থ প্লেনে ৩২,৫০০ একর অব ফরেষ্ট, ১৮৮ মাইল রোড করা হয়েছে এবং তার মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট অব লেবারস আমরা দিয়েছি ৪,৮০০ মানুষকে। আর অ্যামাউন্ট অব লেবারস যেটা দেওয়া হয়েছে তাও প্রায় ১৪ লক্ষ টাকার মত। এখন ৬৯—৭০তে হবে প্রায় ২০লক্ষ টাকার মত। অতএব রিসোর্স তৈরী করাই হল সবচেয়ে বড় জিনিস এবং সবচেয়ে বড় প্ল্যান হল একটা রিসোর্স ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব দি ষ্টেট। আর তারা উল্টা করছেন টু ডেষ্ট্রয় দি রিসোর্স অ্যাণ্ড ক্রিয়েট অ্যাশ। এই যদি নীতি হয় তাহলে সেই নীতির সাথে আমরা কখনো মিলতে পারব না। কমলপুরে সাইকা বাড়ীতে ৪০০ একর জমি ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। পরিবার হল ৮২টি সেখানে এবং তাহাদিগকে ব্লক থেকে আর্থিক সাহায্য

দেওয়া হয়েছে। আমি আর একটি জায়গাতে বিশদভাবে আর একটা বক্তব্য পেশ করছি যে Reserve Forest constituted according to law and rules, অতএব রুলস দিয়ে সেটা তৈরী করা হয়েছে। অতএব if anybody disodey it then the law will take its own course accordingly. (For the purpose of re-orientation of reserved forest one committee has been constituted bv the Government viz. the Reserved Forest Reorientation Committee. This Committee will examine the possibility or reorientation of reserved forest excluding the lands for suitable cultivation af agricultural crops and other land retaining of tree which may be suitable fo re-habilitation purposes. Another Board was constituted by the Government viz. Land Utilisation and Soil Conservation Board for Tripura to regulate the land utilisation policy and of national land utilisation principle and also suggest soil conservation measures in Tripura within total area recoverable or released from Reserved Forest and proposed reserved forest by the Government upto-date land utilisation and soil conservation, reserved forest reorientation committee in 9, 270, 69 acres. Out of this land 3, 927, 26 hectres have already been released ; This reorientatian for release of the remaining areas are under consideration of the Government. All neccssary steps are taken by the Govern ment to release the land fit for cultivation as per recomonendation of the aforesaid committee.) অতএব আমার মনে হয় ঘটনার সাথে কোনরকম সামঞ্জস্য না রেখেই বক্তৃতা দিতে হবে, অপোজিশান দিতে হবে, কাটমোশান আনতে হবে। অতএব এই জায়গাতে তাদের দরদ সম্বন্ধে একটা চীৎকার দিলে পরে মনে করলাম এই কথা যে আমরা জুমিয়াদের এবং যারা ফরেষ্টে আছে তাদের অত্যন্ত উপকার সাধন করছি সেটা ঠিক নয়। তবে আমি তাদিগকে মনে করিয়ে দিব এই কথা যে ফরেষ্ট মানুষের উপকারের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য দেশের রেনফলকে ঠিক রাখার জন্য, কনজারভেশন অব সয়েলের জন্য এবং ইরোসানকে বন্ধ করার জন্য। অতএব এইদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা ফরেষ্টের উন্নতিসাধনে মন দিয়েছি এবং তাতে এতগুলি কাজ আমরা করতে পারছি, এতগুলি লেবারকে এনগেজ করতে পারছি এবং সেখানে একটা রিসোর্স তৈরী করতে পারছি যে রিসোর্স উইল বী রিসোর্স অব ত্রিপুরা। টু ডেষ্ট্রয় রিসোর্স মীনস টু ডেষ্ট্রয় ত্রিপুরা। এই দিকে দৃষ্টি রেখে আমি কাটমোশনের বিরোধিতা করে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি। আশা করি হাউস সর্বসম্মত ভাবে সেটা

গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker—I am now putting to vote the cut motion of Shri Aghore Deb Barma.

The cut motion of Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Mismanagement and corruption in Forest Department' was then put to vote and lost.

Now I am putting the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to vote.

The question that the Demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on Reserve Forest হইতে আবাদ যোগ্য জমি ছাড়িয়া দেওয়ার গরিয়সী করা was then put to vote and lost.

Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 32 Forest.

The question that a sum not exceeding Rs. 67, 06, 000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Accaunt) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 32 —Forest was then put to vote and passed.

Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 33 and 34 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 67,73,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970], be grated to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 33 Miscellaneous.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00, 000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account)

Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 34 other Miscellaneous Compensation and Assignments.

Mr. Speaker—Now I would request the Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his cut motions on the Demand for Grant No. 33. I would request the Hon'ble Member to finish his speech within 7 minutes.

Under rule 293 read with Rule 294 of the Rules of Procedure I have decided to take up item No. 5 of the List of Business today before item No. 4.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কাট-মোশনগুলি হল—

i) Mismanagement in Panchayati Raj Institutions.

ii) Inadequacy of provision for grants to Municipalities at Dharmanagar, Kailasahar, Udaipur & Belonia.

iii) Inadequacy of provision for re-settlement of landless Agricultural labourers other than scheduled castes, tribes and refugees.

iv) Inadequacy of provision for Agartala development scheme.

v) Mismanagement in upkeeping the public places of worship.

এখানে 'Mismanagement in Panchayati Raj Institutions, সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমি বলব যে এখানে বহুদিন হয় পঞ্চায়েত রাজ চালু করা হয়েছে, নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচন সম্পর্কে যে ত্রুটি আছে, সেই সম্পর্কে হাউসের মধ্যে বহুবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত এ্যাক্ট এণ্ড রুলস অনুসারে যে সমস্ত ক্ষমতা পঞ্চায়েত কমিটিকে দেওয়ার কথা, তা এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার দেই—দিচ্ছি করে, দিচ্ছেন না। পঞ্চায়েত এ কণ্টিনজেন্সীর যে টাকা এতদিন দেওয়া হয়েছে সেটা ইদানিং বন্ধ হয়ে আছে। কাজেই পঞ্চায়েত রাজ আজকে একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আমার দ্বিতীয় কাট মোশান হচ্ছে—Inadequacy of provision for grants to Municipalities at Dharmanagar, Kailasahar, Udaipur and Belonia. এই সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমি বলব, ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিলোনিয়া এবং উদয়পুর প্রত্যেকটি শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটি শহরে একটি করে মিউনিসিপ্যালিটি হতে পারে। আজকে এই শহরগুলিতে সেখানকার জনস্বার্থে তাদের সুযোগ সুবিধার দায় দায়িত্ব এই গণতন্ত্রের যুগে তাদের নিজ হাতে নিতে পারে এবং

তাদের হাতে সেটা ছেড়ে দেওয়া উচিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যদি ধর্মনগর, কৈলাশহর, উদয়পুর এণ্ড বিলোনিয়ায় মিউনিসিপ্যালিটি করতে হয়, তাহলে বাজেটে আরও প্রভিশন রাখা উচিত ছিল, কিন্তু সেটা এই বাজেটে নেই। সেইজন্য আমি ইনএডিকোয়েসী বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে রেখেছি। তৃতীয় হচ্ছে যে—"Inadequacy of provision for re-settlement of landless Agricultural labourers other than scheduled castes, tribes and rufugees." অর্থাৎ ত্রিপুরার যে অবস্থা আজকে চলছে, সব সময়ই বলা হয় তাদের কথা এবং যখন ল্যাণ্ডলেস সম্পর্কে বলা হয়, তখন অনেক কিছু করার কথা বলা হয়, প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়, বাজেটেও প্রভিশন রাখা হয। কিন্তু কার্যাতঃ বছরের শেষে যখন হিসেব নিকেশ নেওয়া হয়, তখন দেখা যায় যে কোন ল্যাণ্ডলেসকেই পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। এই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট নীতি থাকা দরকার, কিন্তু সেটা নেই। আজকে প্রত্যেক এলাকাতে এই ল্যাণ্ডলেস পুনর্বাসন নিয়ে একটা ধরাধরি চলছে। কাজেই সেই সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্টনীতি থাকা দরকার যে আমরা এই বছরে সদরে এই কজনকে পুনর্বাসন দেব। কোন সাব-ডিভিশনে কজনকে দেব এবং কাকে দেব, এই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি নাই, সেটা আমাদের জানা নেই। কাজেই সকলেই মনে করে যে পুনর্বাসন পাওয়া যাবে, তাই তারা দরবার করে এবং অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরশু দিন অর্থাৎ গত শুক্রবার দিন এস, ডি, ও, নিজে গাড়ী পাঠিয়ে প্রায় ৬০/৭০ জনকে দুর্গাচৌমুহনীতে ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্বাসনের নাম করে আনেন, সারাদিন তারা সেখানে বসে থাকে, তারপর তাদের বলে দেওয়া হয় আজকে দেওয়া হবেনা, কালকে দেওয়া হবে। এইভাবে তাদের অযথা বিড়ম্বনা দেওয়া হচ্ছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে স্কীম থাকলে আগের থেকে বলে দেওয়া উচিত সদরে এই লোককে দেওয়া হবে। তাহলে শুধু শুধু মানুষ হয়রানি ভোগ করেনা। আর এখানে ল্যাণ্ডলেস সিড্যুল কাষ্ট আছে তাদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়, কিন্তু কার্যতঃ কিছুই করা হয়না। আজকে বাস্তবের দিকে নজর রেখে যদি বাজেট করা হত, তাহলে এই খাতে আরও টাকা রাখা দরকার ছিল। রুলিং পার্টির সদস্যরাও স্বীকার করবেন ত্রিপুরার অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কতটুকু কাজ করা দরকার, কিন্তু তারা শুধু কথাই বলেন কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় না। চতুর্থ হচ্ছে—Inadequacy of provision for Agartala Development Scheme. এখানে আমরা দেখি আগরতলা টাউন ডেভলাপমেন্ট অরগানাইজেশন বলে ত্রিপুরা সরকারের আণ্ডারে একটা অরগেনাইজেশন আছে, সেটা শুধু শুধু বসে বসে টাকা নিচ্ছে, কাজকর্ম নেই। এই সংস্থা আগরতলা শহরের কতটুকু উন্নতি, অগ্রগতি করেছে, আজকে রাস্তা, ঘাটগুলি দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। দিনের পর দিন রাস্তার কণ্ডিশন ডেটরিয়োরেট করছে। রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতে গেলে কোমর ভাংগার উপক্রম, এই হচ্ছে অবস্থা। প্রত্যেকটা মেইন রোডের

মধ্যে মাঝে মাঝে থালের মত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ইট'এর উপর বালি দিয়ে দোরমোজ করে রাস্তা ঘাট কোন রকমে করে রেখেছে, রাস্তা করার সংগে সংগেই সেইসব নষ্ট হয়ে যায়। ব্ল্যাক টপিং করা, সেটা করা হচ্ছেনা।

মিঃ স্পীকার :— ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কেবল কয়েকটি পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করে যাব। এই রাস্তা ঘাট যে হচ্ছে সেটা একটা কেলেঙ্কারীর কথা, কেবল ইট দিয়ে দোরমুজ করে, তার উপর পীচ ঢেলে, রাস্তা ঘাট করা হচ্ছে, অর্থাৎ একটা ফাঁকিবাজী সেখানে চলছে। কিন্তু সেগুলি দুই দিনও থাকে না, উঠে যায়। এভাবে আজকে এই সমস্ত টাকা গুলি অপচয় হচ্ছে, এক কথায় বলা চলে যে সেখানে একটা লুটের বাজার চলছে। অনেকগুলি কাজ করা দরকার যদি এই টাউন ডেভেলাপমেন্ট করতে হয় যেমন ড্রেনেজ করা দরকার, রাস্তা ঘাট করা দরকার, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। মাঝে মাঝে যা করা হয়, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। আর— Mismanagment in upkeeping the public places of worship. ত্রিপুরার মধ্যে দর্শনীয় স্থান আছে, বাইরে থেকে অনেক লোক সেগুলি দেখতে আসেন, সেগুলি মেনটেইন করা দরকার। কিন্তু সেই দিকে কোন কিছুই করা হচ্ছে না। টুরিষ্ট একটা ডিপার্টমেন্ট করে যদি সেগুলি রক্ষণা-বেক্ষণ করা হত তবে ভাল হত—যেমন উদয়পুর মায়ের বাড়ী ইত্যাদি বহু দর্শনীয় স্থান আছে যা একটা নোংড়া হয়ে থাকে সেখানে সেটা বলার নয়। সেই খাতে যে টাকা রাখা হয়, মোটেই যথেষ্ট নয়! কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার কাটমোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি।

তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪—যেটা আছে সেটা হচ্ছে সিভিল ডিফেন্স নামে যে টাকাটা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, অনেকটা যেন কিছু মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার মত। অর্থাৎ কার্যতঃ যে সমস্ত কাজ কর্ম করা উচিত, সেগুলি কিছুই করা হয় না। এটার দ্বারা তাদের পোষ্য যারা আছে, তাদের পোষা হয় এবং সেখানে লুটের একটা বাজার চলছে। এই বলে আমি এখনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Chief Minister to give reply.

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ৩৩ এবং ৩৪, এই দুইটি ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে। ৩৩'তে আছে ৬৭ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এবং ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩৪'এ আছে পাঁচ লক্ষ টাকা। এই যে ডিম্যাণ্ড তাকে আমি সমর্থন করি, এবং যে ছাটাই প্রস্তাব আশা হয়েছে, তার আমি বিরোধীতা করি। এখানে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। আর Grant to other Mu-

nicipalities—Rs. 1,00,000/-, Contribution to the Postal Department for Deficit Running of the Office Rs. 1,71,000/-, Ex-Gratia Relief in Exceptional cases of Distressed Goldsmiths Affected by Gold Control, Contribution for Social and Moral Hygine and after Care Services—5,66,000/- Grant to Distressed Unemployed Goldsmiths and their Families nil, Grant for new Special fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-Servicemen—এই সমস্ত খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তারপর আছে পে এণ্ড এ্যালাউন্স। তারপর এই জায়গাতে আরেকটা আইটেম আছে—Re-Settlement of Landless Agricultural Labourers Other than Scheduled Castes, Tribes and Refuges—Rs. 4·63,000/-, District Soldiers Sailors and Airmen's Board—Rs. 15,800/-, বিভিন্ন খাতে অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যে যে ডিপার্টমেন্ট আছে, তার মধ্য দিয়ে কাজ চলছে এবং আরও যে যে জায়গাতে সম্ভব সেই জায়গাতে কি করে এক্স সার্ভিস-ম্যানকে এবং ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্টকে ভূমি দিয়ে তাদেরকে বসাতে পারি, অর্থ দিয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর একটা ব্যবস্থায় আনতে পারি, তার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মার্কেট, ওয়ার হাউস এই জিনিষটা আমাদেব এখানে এখনও গড়ে উঠে নাই। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে সেটাকে গড়ে তুলতে হবে এই দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থের বরাদ্দ এখানে রেখেছি। আগরতলা টাউন ডেভেলাপমেন্ট স্কীমে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। গ্রাণ্ট টু মিউনিসিপ্যালিটি এবং গ্যাণ্ড টু আদার মিউনিসিপ্যালিটির জন্য এক লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে এবং কণ্ট্রিবিউশন টু পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা, কণ্ট্রিবিউশন ফর সোশ্যাল এণ্ড মর্যাল হাইজিন, এই করে আমরা অর্থের সন্নিবেশ এখানে করেছি।

তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার—৩৪, এখানে আমরা অর্থের বরাদ্দ করেছি পাঁচ লক্ষ টাকা Other Miscellaneous Compensation and Assignments. এবং সেই অনুসারে আমাদের কার্য্যকে সর্বাঙ্গীন ভাবে সুন্দর করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। অতএব সেইদিক দিয়ে তারা যে অর্থের বরাদ্দ কম বলছেন, আরও বৃদ্ধি করতে হবে, এটা ঠিক নয়। আমরা এখানে একথা বলছিনা যে এর দ্বারা আমরা ত্রিপুরাকে একটা স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করতে পারব, তবে এটা হচ্ছে first step to create something from the zero—যেখানে কোনকিছু ছিলনা সেই জায়গাতে আমরা কিছু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তাই আমি এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩ এবং ৩৪ যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে আমি তা সমর্থন করছি এবং আশা করছি হাউস এটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন এবং এইখানে যে

কাট মোশান, তার আমি বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker— The discussion is over. Now I am putting to vote the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Mismanagement in Panchayati Raj Institutions.'

The Motion was put to vote and negatived by voice vote.

Now discussion on the Demand for grant No. 33 is over. Now, I am putting the cut motion of Shri Aghore Deb Barma to vote.

Now, the question before the House is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on "Mismanagement in Panchayat Raj Institutions." The motion was then put to vote and lost.

Next, the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discusson on "Inadequacy of provision for grants to Minicipalities at Dharmanagar, Kailasahar, Udaipur and Belonia." The motion was then put to vote and lost.

Next the question before the House is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on "Inadequnacy of provision for re-settlement of landless Agricultural labourers other than scheduled castes, tribes and refugees." The motion was then put to vote and lost.

Next, the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Inadequacy of provision for Agartala development Scheme." The motion was then put to vote and lost.

Next, the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in upkeeping the public places of worship." The motion was then put to vote and lost.

Next, I am putting the main demand to vote The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 67, 73,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect

of demand No. 33 Miscellaneous The Demand was then put to vote and passeol.

Then, there is no cut motion on the Demand for Grant No. 34—Other Misc. Compensation & Assignments. I am putting the motion to vote The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1970 in respect of Demand No. 34—Other Miscellaneous Compensation & Assignments The Demand was then put to vote and agreed to.

Now, I would request the Hon'ble member Shri Jatindra Kr. Majumder to move his Resolution that—This Assembly requests the Central Government to amend the Constitution of India for incorporating the provisions for raising status of the Union Territory of Tripura to a full fledged State.

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—স্যার, আমার তো একটা ডিস্কাসশান ছিল—On matters of Urgent public Importance সেটা কি এখন হবে না ?

Mr. Speaker—No, I have already announced in the House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমরা কি ১৭ তারিখ পর্যন্ত সময় পাব ?

মিঃ স্পীকার :—সেটা পরে হয়তো ঠিক হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—স্যার, সময় এখন যা দেখছি, সেটা এ্যাক্সটেণ্ড করা হবে কিনা আমি জানি না। তবে আমি আমার রিজলিউশানটা এখানে মুভ করে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, তাই করুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটা হল— This Assembly requests the Central Government to amend the Constitution of India for incorporating the provisions for raising the status of the Union Teritory of Tripura to a full fledged State. স্যার, আমার এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি আমাদের এই হাউসের সদস্যরা আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে এক মত হবেন। আমার এই প্রস্তাবে আমরা যারা এখানে সদস্য আছি এবং বাহিরে আমাদের যে জনগণ আছেন, আমাদের সবার স্বার্থ যুক্ত আছে। আমরা কেন ষ্টেটহুড চাই, সেই সম্পর্কে কয়েকটি যুক্তি আমি সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করব। এই যে কিছুদিন আছে আমাদের ভারত-

বর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেল, তাতে আমরা যোগদান করতে পারিনি। তার কারণ হল আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য ইউনিয়ন টেরিটরী এ্যাক্ট অনুসারে চলছে এবং আমরা যারা এম, এল, এ আছি, আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নিতে পারিনা। এক কথায় বলতে গেলে ইউনিয়ন টেরিটরী লেজিসলেচার যেটা আছে, তাতে যে সব এম, এল এ জনগনের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আসেন তাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার কোন অধিকার নেই। আমাদের কনষ্টিটিউশানে সেই রকম কোন প্রভিশান নেই যে ইউনিয়ন টেরিটরীর এম, এল, এরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখের এবং পরিতাপের বিষয়, আমরা একটা গণতান্ত্রিক রাজ্যের নির্বাচিত প্রতিনিধি, অথচ আমরা আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে পারব না। কাজেই আমাদের সংবিধানের মধ্যে এই যে ধারা আছে, এটার পরিবর্তন করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে আমি মনে করব যে, আমাদের গণতান্ত্রিক যে অধিকার আছে, সেটা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে, আমাদের এই ইউনিয়ন টেরিটরীর পরিচালক মণ্ডলী অর্থাৎ যারা রুলিং পার্টি, তাদের কোন ক্ষমতা নেই, তাদের নপুংশকের মত কাজ করে যেতে হয়। কিন্তু তাদের আশা আছে আকাঙ্ক্ষা আছে, আগ্রহ আছে জনসাধারণের উপকার করবার জন্য এবং তা থাকা সত্বেও তারা কোন কাজ করতে পারছে না। যেহেতু তাদের একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়।এমন কি একটা এ্যাপয়েন্টমেন্টের বেলায় ও সেটা ক্লাশ ওয়ান আর ক্লাশ ফোরই হউক না কেন তারা সেটা দিতে পারেন না যেহেতু তাদের ইউনিয়ন টেরিটরী এ্যাক্টের মাধ্যমে কাজ করতে হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে সেটা হল —প্রসাদ নিস্ফল যস্য কৃপাযত্নবী নিরর্থকঃ। না তং রাজনে মিচ্ছান্তি প্রজা সাণ্ডমেবঃস্ত্রীয়ঃ। অর্থাৎ A king whose kindness is fruitless and whose anger is meaningless is not appreciated by the subjects. Just as a women does not like one devoid of manliness. যেমন ধরুন স্ত্রী লোকেরা নপুংসকের কামনা করে না। এখন যে রাজার অনুগ্রহ নিস্ফল হয়, নিরর্থক হয়, তার নীতিও সেখানে ব্যর্থ হয়, সেই রাজাকে তার প্রজারা পছন্দ করে না। আমি বলতে চাই যে আমরা একটা নপুংসকের মত কাজ করে যাচ্ছি বা কাজ করে যেতে বাধ্য হই। আমি মনে করি যে ভারত সরকার আমাদের প্রতি কুনজর রেখে, আমাদের যে অধিকার আছে, এই ইউনিয়ন টেরিটরী এ্যাক্ট দ্বারা আমাদের সেই সব অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছেন। কারণ আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যও ভারতবর্ষের একটা ষ্টেট বা অঙ্গ রাজ্য। কিন্তু সেই ষ্টেটটা নামে মাত্র, কেন না আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পর্যন্ত ভোট

দেওয়ার ক্ষমতা নেই এবং জনসাধারণের স্বার্থে কোন কাজ করে যাবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। একটা ছোট্ট উদাহরণও আমি এখানে দিতে পারি, সেটা হল আজকে আমরা কলিং এটেনশান নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এবং সুনীল বাবুর কাছ থেকে খোয়াই এর আশারাম বাড়ীতে বি, এস, এফেরা সেখানকার জনসাধারণের উপর অত্যাচার করছে, জনসাধারণের উপর হামলা করছে। কিন্তু আমরা এখানে কি করতে পারি, কোথায় আমাদের ক্ষমতা আছে যে আমরা সেটার প্রতিকার করতে পারি। এই যে ক্ষমতাবিহীন ভাবে সরকার পরিচালনা করে জনসাধারণের উপকার করতে একটা নাম মাত্র। কাজেই আমি মনে যদি আমরা পুর্ণ রাজ্যের মর্য্যদা না পাই, তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে আজকে যে ভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং এই রাজ্য যে নানা দিক দিয়ে অন্যান্য রাজ্যের চাইতে অনেক পিছিয়ে আছে তার উন্নতি বিধানের জন্য আমরা এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্য থেকে কিছুই করতে পারব না। কাজেই সেজন্য আমাদের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে এবং আমরা সেজন্য সর্বসম্মতিমে এই প্রস্তাবটা পাশ করব এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা দিল্লীতে গিয়ে দরবার করব। আরও যদি প্রয়োজন হয় তা হলে আমরা এখানে এম, এল, এরা যারা আছি, তারা সবাই মিলে দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দেব এবং শান্তি পূর্ণভাবে আমরা আমাদের অন্দোলন চালিয়ে যাব, যতদিন না ভারত সরকার আমাদের প্রতিশ্রুত পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যদা না দেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা যে কাজ করে যাই এবং আমরা যে বাজেট পাশ করে যাই, সেটা হল নাম মাত্র। কিন্তু যদি সত্যিকারের কাজ করতে হয় তাহলে আমাদের আরও টাকার দরকার, সেটা কিন্তু ভারত সরকার দিচ্ছে না। তারা টাকা দেওয়ার সময় বলে থাকে যে আমরা কোথায় থেকে টাকা দেব। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা যে টাকার ব্যয় বরাদ্দ চাই তারা সেটা কাট করে দিচ্ছে, এভাবে কাট করতে করতে সবই কাট হয়ে যাচ্ছে এবং এজন্য আমাদের যা প্রয়োজন সেটা আমরা পাচ্ছি না। সেজন্য আমি বলব যে আমার এই প্রস্তাবের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে আমি আশা করব যে আমাদের এই হাউসের সবাই এই ব্যাপারে আমার সঙ্গে এক মত হবেন। আমরা যখন গতবারে দিল্লীতে গিয়েছিলাম, তখন আমরা সব লেজিস-লেটরেরা মিলিত হয়ে প্রধান মন্ত্রী এবং কেবিনেট মন্ত্রীদের কাছে এই ব্যাপার একটা ডেপুটেশান দিয়েছিলাম। তাছাড়া প্রধান মন্ত্রী যখন নিজে আমাদের এখানে গত সেপ্টেম্বর মাসে এসে-ছিলেন, তখনও আমরা এই বক্তব্য তার কাছে রেখেছি এবং তিনি যে মিটিং করেছিলেন সেখানে নাকি প্রায় লক্ষ লোকের মত হয়েছিল। তারাও সেখানে একটা শ্লোগান তুলেছিল যে ত্রিপুরাকে পুর্ণরাজ্যের মর্যাদা দিতে হবে এবং আমরা সেই পুর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেতে চাই। কাজেই আমাদের আজকে এটা স্বীকার করতে হবে যে আমাদের প্রয়োজন বোধে সব

লেজিসলেটররা মিলে দিল্লীতে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে, যাতে করে আমরা পুর্ণরাজ্যের মর্যাদা পেতে পারি। কারণ ত্রিপুরাকে বাঁচতে হবে এবং ত্রিপুরার অগনিত জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে। আমরা এখন আর নাবালক নই, আমরা এখন কোন একটা কথা বললে সেটা নিজেরা বুঝতে পারি। আর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যদি মনে করেন যে আমরা এখনও নাবালক রয়েছি, তাহলে সেটা আমরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য নই। কেন না আমরা আস্তে আস্তে এই ত্রিপুরা রাজ্যেকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের এখানে ইনডাস্ট্রীজ হচ্ছে, তেলেরও সন্ধান পাওয়া গেছে এবং নানা দিক থেকে আমাদের উন্নতি হতে চলছে। কাজেই এই অবস্থায় আমরা আর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের উপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। আমাদের উন্নতির জন্য আমাদের নিজেদের এখন থেকে সচেষ্ট হতে হবে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on the Tuesday, the 7th april, 1970. Discussion on the resolution will be carried over.

Unstarred question No. 365

By Sri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

Question

১। ত্রিপুরায় গড়ে কত উদ্বাস্তু ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান হইতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বিনিময়কারী কতজন ?

২। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে যাহারা ক্যাম্পে যান না, তাহাদের সম্পর্কে সরকারের নীতি কি ?

৩। ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত থাকায় অর্থনীতির উপর কোন চাপ সৃষ্ট হইয়াছে কি না ?

৪। যদি চাপ সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহন করিতে বলা হইয়াছে কি না ?

৫। যদি বলা হইয়া থাকে তবে তাহার ফলাফল কি হইয়াছে ?

Answer

১। গড়ে প্রতিমাসে ২৭০ জন উদ্বাস্তু ১৯৬৯ সালে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া নাম রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন। কোন বিনিময়কারী উদ্বাস্তু উক্ত সময়ের মধ্যে নাম রেজিষ্ট্রি করেন নাই।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী যে সকল উদ্বাস্তু বিনিময়কারী নহেন এবং ক্যাম্পে যান না তাহারা কোন প্রকার সরকারী সাহায্য বা ঋণ পাওয়ার অধিকারী নহেন।

৩। হাঁ।

৪। হাঁ।

৫। সকল ক্যাম্পবাসী উদ্বাস্তু যাহারা পি, এল, পর্য্যায়ে পড়েন না, তাহাদেরে পুনর্বাসনের জন্য ত্রিপুরার বাহিরে পাঠাইয়া দিতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

Unstarred question No 381

By Shri Nishi Kanta Sarker

Question

ক) ত্রিপুরা রাজ্যের কোন্ সাবডিভিসনে কত জন মহকুমা শাসক ও সহ মহকুমা শাসক আছেন ; এবং

খ) ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ ইং মহকুমা ভিত্তিক নামওয়ারী তাহাদের T, A, D A এর পরিমান কত টাকা এবং গাড়ীর পেট্রোল, মবিল বাবত খরচ কত ?

Answer

ক), খ) তথ্যাদি সন্নিয় তালিকায় দেওয়া গেল।

STATEMENT RELATING TO ASSEMBLY QUESTION NO. 381.

Name of Sub-Division	Name of officer with designation.	year of expenditure.	Amount spent for T.A.D.A.	Amount spent of petrol & Mobil
Sadar	Shre S. R Chakraborti, S D O.	1967	Rs. 459·00	Rs. 4,888 50
	Shri K. C. Sinha S.D O.	1968	Rs, 443 50	Rs. 6,256.81
	Shri K C Sinha S D.O.	1969	Rs 497.00	Rs. 7,034.07
Dnarma-nagar	Shri Bimal Deb, A.S D.O.	1967	Rs. 667.90	Rs. 3,829.00
	Shri Byomkesh Dutta, A S.D.O.	1967 } 1968 }	Rs. 468.80	— Rs. 3,752,00
	Shri Bimal Deb, S.D.O.	1969	Rs. 983.10	Rs. 3,483.00
	Shri S. R. Nandy, S.D.O.	1969	Rs. 946.15	
Kailasahar	Shri P. Nath, S D.O.	1967	Rs. 2,357.75 }	Rs. 4,560,76
	Shri R. Dighal, A.S.D.O.	1967	Rs. 587.65 }	
	Shri P. Nath, S.D.O.	1968	Rs. 2,268,70 }	Rs. 6,323,00
	Shri R. Dighal, A.S.D O.	1968	Rs. 822,95 }	
	Shri R. N. Chakraborty, A.S.D O.	1969	Rs. 391.40 }	Rs. 5,859,36
	Shri R. Dighal, A.S.D.O.	1969	Rs. 270.65 }	

Kamalpur	Shri G. C. Choudhury A.S.D.O.	1967	Rs. 1,162.30	Rs. 2,007.00
	Shri G. C. Choudhury, A.S.D.O.	1968	Rs. 261.95	Rs. 2,508.05
	Shri S. Mukhopadhyaya, S.D.O.	1969	Rs. 448.10	Rs. 2,710.07
Khowai	Shri N. K. Sinha. S.D.O.	1967	Rs. 626.50	Rs. 7,619.00
	Shri N. K, Sinha, S.D.O.	1968	Rs. 465.55	Rs. 9,284.00
	Shri N. K Sinha, S,D,O.	1969	Rs. 348.10	Rs. 7,059.02
Sonamura	Shri S. R. Nandy, A.S.D.O.	1967	Rs. 492.43	Rs. 2,165.78
	Shri S. R. Nandy, A.S.D.O.	1968	Rs, 532.25	Rs, 3,174.92
	Shri S. R. Nandy, A.S.D.O.	1969	Rs. 205.15	
	Shri S. L. Das Gupta, S.D.O.	1969	Rs 761.65	Rs. 2,018.58
Udaipur	Shri S. N. Roy Choudhury, S.D O.	1967	Rs. 1,171.00	Rs. 2972.00
	Shri J. P. Gupta, A.S.D.O.	1967	Rs. 972.00	
	Shri J. Chakraborty, A.S.D.O.	1967	Rs. 474.00	
	Shri S. Banerjee, S.D.O.	1968	Rs. 2,607.00	Rs. 5,650.00
	Shri M. L. Das Gupta, A,S.D.O.	1968	Rs. 743.00	
	Shri M. L. Majumder, A.S.D.O,	1968	Rs. 644.00	
	Shri S. Banerjee, S.D.O.	1969	Rs. 2,291.00	Rs. 9,856.00
	Shri R. Dighal, A.S.D.O.	1969	Rs. 1,412.00	

Amarpur	Shri P. Deb Choudhury, S.D.O.	1967	Rs. 372.25	Rs. 3,818.88
	Shri K. R. Ghosh Roy, A.S D.O.	1968	Rs. 115.15	Rs. 1,543.03
	Shri G. C. Choudhury. A.S.D.O	1968	Rs 329.20	
	Shri G. C. Choudhury, S.D.O.	1969	Rs, 717.75	Rs. 2,222.40
Belonia	Shri S. L, Das Gupta, A.S.D.O.	1967	Rs, 564.00	Rs. 3,736.40
	Shri S. L. Das Gupta, A.S.D.O.	1968	Rs. 792.55	Rs. 4,439.37
	Shri S. L. Das Gupta, A.S.D.O.	1969	Rs. 101.55	Rs. 2,807.53
	Shri Bimal Deb, S.D.O.	1969	Rs. 536.05	
Sabroom	Shri A. K. Roy, A.S.D.O.	1967	Rs. 172.00	Rs. 1,020.67
	Shri A. K. Roy, A,S,D,O,	1968	Rs, 435,15	Rs. 2,664.76
	Shri M. L. Das Gupta, A.S.D.O.	1968	Rs. 174.80	
	Shri S. C. Choudhury, S.D.O.	1969	Rs, 108.15	Rs, 2,876.72

Unstarred question No 506
By Shri Abhiram Deb Barma

Question

১) ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৯ এর মধ্যে কোন বছর ex-servicemen দের settlement এর জন্য Loan ও সাহায্য বাবদ কত টাকা বাজেট বরাদ্দ হয় এবং কোন বছর কত টাকা খরচ হয় ?

২) যদি খরচ সম্যক না হয় তাহার কারণ?

Answer

১) ত্রিপুরার প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ১৯৫৯ সন হইতে ১৯৬৯ সন পর্য্যন্ত ঋণ ও সাহায্য বাবত যে পরিমান টাকা বাজেটে বরাদ্দ করা হয় এবং যে পরিমান টাকা খরচ করা হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

আর্থিক বৎসর	বাজেট বরাদ্দ		ব্যয়	
	ঋণ	সাহায্য	ঋণ	সাহায্য
১৯৫৯—৬০	—	—	—	—
১৯৬০—৬১	—	—	—	—
১৯৬১—৬২	—	—	—	—
১৯৬২—৬৩	—	—	—	—
১৯৬৩—৬৪	—	—	—	—
১৯৬৪—৬৫	—	—	—	—
১৯৬৫—৬৬	১,৫০,০০০	—	১,২৩,৬০০	—
১৯৬৬—৬৭	৩,২১,০০০	৭২,০০০	—	২৬,৪০০
১৯৬৭—৬৮	৩,৬৪,০০০	৩৮,০০০	—	—
১৯৬৮—৬৯	৪,১৫,০০০	৪৭,৪০০	১,৪৯,৯০০	১১,৩৪০
১৯৬৯—৭০	১,৪০,০০০	৪৭,৪০০	—	—

২) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রাক্তন সৈনিক মনোনীত না হওয়ায় পুনর্বাসন পরিকল্পনার সম্যক টাকা বিভিন্ন বৎসর ব্যয় হয় নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

7th April, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 7th April, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 22 Members.

Mr. Speaker—Today in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question—Shri Jatindra Kr. Majumdar.

Shri Jatindra Kr. Majumder—Starred Question No. 206.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 206 Sir.

QUESTION

(ক) ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৯-৭০ ইং আর্থিক বৎসরের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সদরের জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত এলাকায় ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে কতটি নূতন রাস্তা করা হইয়াছে; এবং

(খ) এর মধ্যে পুরাতন আগরতলা নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন এলাকার কতটি এবং উত্তর দেবেন্দ্রনগর নির্বাচন ক্ষেত্রাধীন এলাকায় কতটি (আলাদা আলাদা ভাবে)?

ANSWER

(ক) ১৯৬৮—৬৯ এবং ১৯৬৯—৭০ ইং সনে কোন নূতন রাস্তা করা হয় নাই।

(খ) প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এই যে দুইটি আর্থিক বছরে ঐ ব্লকগুলির মধ্যে একটা রাস্তাও হল না, তার কারণটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ করা হয় নাই, কারণ ব্লকের মধ্যে অনেক রাস্তা হয়ে গেছে। আর নূতন যেসব ব্লক আছে, এখন সেগুলিতে আমাদের প্রথমে রাস্তা করা দরকার। কিন্তু সেই ষ্টেজও শেষ হয়ে গেছে অতএব রেসিডিউরী যে ওয়ার্ক আছে মানে মেন্টেনান্স ইত্যাদি সেগুলি এখন করতে হবে। কাজেই এই সমস্ত কারণে সেগুলি করা হয়নি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ব্লকের মধ্যে

নূতন ফুট ট্রেক করবার জন্য ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের কাছে কোন প্রপোজ্যাল আছে কিনা ব্লক থেকে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে জিরানিয়া ব্লক এলাকায় ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্ট থেকে কতটা রাস্তা করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ, স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত রাস্তা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে, আমি আগের কথা বলছি, সেই রাস্তাগুলি বর্তমানে মেনটেনান্স করা হয় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে রাস্তাগুলি করা হয়েছে, সেই রাস্তাগুলিতে বর্ত্তমানে গাড়ী চল্‌তে পারে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—রাস্তা থাকলে সেখানে গাড়ী চলবে এবং সেখানে যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহলে সেগুলি রিপেয়ার করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি কোন একটা রাস্তা ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়, এর পরবর্ত্তী সময়ে তার মেনটেনান্সের দায়িত্ব কি সরকারের, না পাবলিকের ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—জনসাধারণের সমস্ত কিছু করার দায়িত্ব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি যে ১৯৭০—৭১ সালের মধ্যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর কাছে ব্লকের যে প্রপোজ্যাল আছে এই রকম দুই একটা রাস্তা ট্রাইবেলদের কথা বিবেচনা করে করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ট্রাইবেলদের থেকে যদি আসে, তাহলে বাজেটের অর্থ বরাদ্দের খতিয়ান দেখে আমরা সেদিক দিয়ে যথাপোযুক্ত দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, যে সমস্ত রাস্তা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে, সেই সমস্ত রাস্তা বর্তমানে চলার উপযোগী নহে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা চলার উপযোগী নয়, এমন কোন রাস্তা নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্ত্তমানে ট্রাইবেলদের যা আর্থিক অবস্থা সেই অবস্থায় তাদের পক্ষে রাস্তাগুলির মেইনটানান্সের খরচ বহন করা সম্ভব কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যে যে জায়গাতে সম্ভবপর নয় সেই সব জায়গাতে সরকার নিশ্চয় দৃষ্টি দেবে।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 111

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 111, Sir.

QUESTION

১। আগরতলা বাজারসমূহের উন্নতির জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তাহার বিবরণ ;

৩। আগরতলা বটতলী বাজারের উন্নয়নে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ কি এবং

৪। বটতলী বাজার উন্নয়নের পথে যে সকল বাধা আছে, তাহা অপসারণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন ?

ANSWER

১। হাঁা, আছে।

২। মহারাজগঞ্জ এবং বটতলা বাজারে প্রস্রাবাগার নির্মাণ, মহারাজগঞ্জ বাজারের এবং হকার্স কর্ণারের সেনিটারী লেট্রিনের প্রয়োজনীয় সংস্কার, খান্না বিল্ডিং এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তন, বটতলা বাজারে বৈদ্যুতিক আলো ও পাকা ড্রেইনের ব্যবস্থা এবং মিউনিসিপ্যাল বাজারসমূহের ফিল্টারড্ জল সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক কার্য্য করার পরিকল্পনা আছে।

৩। বটতলা বাজার প্রথমতঃ অস্থায়ীভাবে ১০ বৎসরের জন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া হয়। উহার মেয়াদ ১৯৬৬ ইং সনের অক্টোবর মাসে শেষ হয়। এই বাজার স্থায়ীভাবে মিউনিসিপ্যালিটিকে দিবার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। মিউনিসিপ্যালিটিকে এই বাজার দেওয়া হইলে মিউনিসিপ্যালিটি উহার উন্নতির ব্যবস্থা করিবে।

Mr. Speaker—Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Starred Question No. 169:

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 169, Sir

QUESTION

ত্রিপুরার যে সমস্ত মহকুমা সহর Municipality area রূপে notified area বলিয়া declare করা হইয়াছে সেই সমস্ত মহকুমা সহরগুলি পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্নতার জন্য কোন্ Department-এর উপর ভার অর্পিত আছে ?

ANSWER

এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন মহকুমা সহরকেই notified area বলিয়া ঘোষণা করা হয় নাই। এই সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা করার জন্য কিছু সংবাদ সংগ্রহ করার কাজ চলিতেছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ধর্মনগর, কৈলাসহর, রাধাকিশোরপুর ও বিলোনীয়া এই চারটি মহকুমাকে মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি এই পর্য্যন্ত ত্রিপুরার কোন মহকুমা সহরকে মিউনিসিপ্যাল এ্যারিয়া ঘোষণা করা হয় নাই।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 411.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 411.

Question	Answer
1) Whether Amarpur Hospital has no Pathological Department ; and	1) There is no Pathological Department but arrangement are there for routine clinical examination.
2) if so, whether the Government has any scheme to open such a department at the said hospital at the earliest ?	2) Proposals are being made to further improve existing facilities.

Mr. Speaker—Shri Binoy Bhusan Banerjee.

Shri Binoy Bhusan Banerjee—Question No, 524.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 524.

QUESTION

১) ধর্মনগর সহরে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

২) যদি থাকে তবে কখন উহার কাজ আরম্ভ হবে ?

ANSWER

১) বর্ত্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই ।

২) এই প্রশ্ন উঠে না ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ধর্মনগর সহরে ওয়াটার সাপ্লাই-এর জন্য টি. টি. সি-এর আমল থেকে কোন পরিকল্পনা ছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আমি প্রায় দুই বৎসর আগে একটা কোয়েশ্চান করেছিলাম তখন এই সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে আগামী ফোর্থ প্ল্যানে ওয়াটার সাপ্লাই করা হবে ধর্মনগর সহরে, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Dharmanagar town has been proposed to be declared as notified area. Final declaration has not yet been made. A sum of Rs. 1,00,000/- has been provided in the budget for 1970-71 for the proposed notified area at Dharmanagar, Kailashahar, Udaipur and Belonia. After final declaration of the notified area works will be taken up keeping in view health and sanitation of the people of those areas. If,

required, Water Supply Scheme will be taken up in those areas in due course.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি আগের কোয়েশ্চানে রিপ্লাই পেয়েছিলাম যে ফোর্থ প্ল্যানে ধর্মনগরে ওয়াটার সাপ্লাই-এর ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীএস, এল, সিংহ—সেজন্য আমি এটা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছি নোটিফায়েড এরিয়া করার জন্য। হেল্থ এ্যাণ্ড সেনিটেশনের দিকে নজর রেখে এটা করা হবে।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 539.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question N. 539

QUESTION

১। অমরপুরের তৈদু বাজার ও নওরায় বাজারে সরকারী ডিস্পেন্সারী স্থাপন সম্পর্কে সেখানকার জনসাধারণের নিকট হইতে সরকার কোন আবেদন পাইয়াছেন কি?

২। পাইয়া থাকিলে সেখানে ডিস্পেন্সারী স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৩। থাকিয়া থাকিলে কখন হইতে ঐ ডিস্পেন্সারী স্থাপন করা হইবে? না থাকিলে কারণ কি?

ANSWER

১। হাঁা।

২। এখনও ঠিক হয় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder—Question No. 474.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 474.

QUESTION

১। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় চল্তি বৎসরে ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে ও শহর উপকণ্ঠের গ্রামগুলিতে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি?

২। মশার উপদ্রব ও তদ্জনিত রোগের হাত হইতে জনগণকে রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে?

ANSWER

১। প্রধানতঃ তাপের পরিমাণ এবং বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া নির্ভর করে। তদুপরি সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে আগরতলা শহরে Municipal এলাকায় মশকের উপদ্রব হ্রাস করার জন্য একটি Anti-Mosquito Scheme চালু আছে যা ত্রিপুরার অন্য কোন শহর বা শহরতলীতে নাই। বিগত এক বৎসর যাবত Assam Oil Co. মশক কুল বিনাশক এক প্রকার বিশেষ Malariol নামক তৈলের Production বন্ধ করার ফলে আগরতলা Municipal এলাকায় ঐ বিশেষ জাতীয় তৈল স্প্রে করা সম্ভব হয় নি তবে যথারীতি ঐ

Anti-Mosquito Control Scheme এর কর্ম্মীরা মশক কুলের ডিম পাড়ার সম্ভাব্য জায়গাগুলি যথা ডোবা, নালা ও নর্দ্দমাগুলি পরিষ্কার করছে। আরো প্রকাশ থাকে যে সরকার বাহাদুর ঐ বিশেষ তৈলের জন্য tender call করেছেন, তৈল পাওয়ামাত্র Municipal এলাকার ডোবা, নালা নর্দ্দমাগুলিতে স্প্রে করানো হইবে।

২। ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণ নিরোধ কল্পে বৎসরে দুইবার প্রত্যেক ঘরে নির্দিষ্ট মাত্রায় ডি, ডি, টি, ছড়ানো হইতেছে। তাছাড়া রোগের হাত হতে জনগণকে রক্ষা করার জন্য সরকার বাহাদুরের পক্ষ হতে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসালয় আছে। তাছাড়া বিশেষ ভাবে ম্যালেরিয়া রোগ নির্মূল করার জন্য ম্যালেরিয়া ইউনিটের সার্ভিসেন্স কর্ম্মীরা মাসে দুবার করে প্রতি বাড়ী ঘুরে ঐ রোগ নির্দ্ধারণের জন্য সকল কার জ্বরের রোগী হতে রক্ত নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করার জন্য পাঠাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক বটিকা সেবন করাইতেছে। তারপর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ঐ রক্ত পরীক্ষার পর ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া গেলে সার্ভিসেন্স কর্ম্মীদের একজন ক্রমান্বয়ে ৫ (পাঁচ) দিন ম্যালেরিয়া নির্মূলকারী বটিকা সযত্নে সেবন করিয়ে ঐ রোগীকে ম্যালেরিয়া রোগ মুক্ত করছেন। ম্যালেরিয়া জীবাণু বাহী এনোফিলিস মশকী কুলকে বিনষ্ট করার জন্য বৎসরে দুইবার নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় প্রতিটি ঘরে ডি, ডি, টি প্রয়োগ করা হইতেছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি মফঃস্বলে সাবডিভিশনগুলিতে অ্যান্টি মস্কুইটো স্কীম চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—তৈলই তো নাই। তেল পেলে তারপর দেখা যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তেল দিলে হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—টেণ্ডার কল করা হয়েছে যদি সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে পাওয়া যায় তাহলে সরকার বিবেচনা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গত বৎসরে সারভাইলেন্স ইন্‌সপেক্টার বা অন্যান্য ষ্টাফের মারফত ম্যালেরিয়া আছে কিনা, তার যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিল, তার মাধ্যমে কয়টি কেস্ মেলেরিয়া আছে এই হিসাবে ডিটেক্ট করা গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মশার কামড় জনিত ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কি কি রোগ হতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিম্যানড্ নোটিশ।

শ্রীএর্সাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ম্যালেরিয়া প্রতিশেধকের বড়ি কি কি আছে ?

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মিনিষ্টার ইজ নট এ ডক্টর।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—কুইনাইন টুইনাইন আছে, তারপর চিরতার জলও খেতে পারেন।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কুইনাইনতো আছে, কিন্তু টুইনাইনটা কি জিনিষ ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—প্রশ্নকর্ত্তা নিজেই সেটা জানেন।

শ্রী বি, দাস—প্রশ্নকর্ত্তা জানেন না বলেই জানতে চাইছেন. ট্রইনাইনটা কি জিনিষ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সারভাইলেনল্ ইন্স্পেক্টার যে আছে, তাদের কাজ কি এবং তারা ওয়ার্ক কি করেছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মশক সংক্রান্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করা, মশক কুল বিনষ্ট যাতে হয়, সেই বিষয়ে যত্ন নেওয়া।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মশক কুল বিনষ্ট করার জন্য ডি, ডি, টি, এণ্টি ম্যালেরিয়া ড্রাগ ইত্যাদি আছে. এছাড়া আর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি যাতে মশক কুলকে বিনাশ করা যায়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্ত্তমানে সার্ভাইলেন্স ইন্সপেক্টার যে আছে, তারা কোন কোন বিভাগে কত কেস্ আছে বলে সরকারের কাছে রিপোর্ট করেছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গতবারের তুলনায় এবার মশা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—তথ্য সংগ্রহ করে তারপর জানানো হবে।

শ্রীনরেশ রায়—১৯৬৯-৭০ ইং সনের তুলনায় এবার মশা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মশক কুলের কোন সেনসাস হয় না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—অতি বৃষ্টির ফলে মশা বাড়ে না কমে?

শ্রী এস, এল, সিংহ—শুধু অতি বৃষ্টির উপর মশার বৃদ্ধি নির্ভর করে না, তাপও এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, রাত্রিতে অন্যান্য বারের তুলনায় এবার মশার প্রবল গুঞ্জন তিনি শুনতে পান কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মশা থাকলে পরে গুঞ্জন হবে।

শ্রী বি, দাস—মশার যে ব্রীডিং প্লেস হচ্ছে খাল, ডোবা, নালা। বিশেষ করে আগরতলা শহরে যে মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে এই সমস্ত খাল নালা ইত্যাদি আছে, সেগুলি পরিষ্কার করা, সরকারের তরফ থেকে কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেটা এখানে বলাই হয়েছে যে প্রধানতঃ তাপের পরিমাণ এবং বৃষ্টিপাতের সঙ্গে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া নির্ভর করে। তদুপরি সরকার বাহাদুরের পক্ষ হইতে আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় মশকের উপদ্রব হ্রাস করার জন্য একটি এণ্টি মস্কুইটো স্কীম চালু আছে যা ত্রিপুরার অন্য কোন শহর বা শহর তলীতে নাই, বিগত এক বৎসর যাবত আসাম অয়েল কোঃ মশককুল বিনাশক এক প্রকার বিশেষ মেলেরিয়ল নামক

তৈলের প্রডাক্‌শন বন্ধ করার ফলে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ঐ বিশেষ জাতীয় তৈল স্প্রে করা সম্ভব হয় নি। তবে যথারীতি ঐ এণ্টি মস্কুইটো কণ্ট্রোল স্কীমে'এর কর্মীরা মশক কুলের ডিম পাড়ার সম্ভাব্য জায়গাগুলি যথা ডোবা, নালা ও নর্দমাগুলি পরিষ্কার করছে।

শ্রীনরেশ রায়—ইহা কি সত্য, বিগত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে মশার উপদ্রব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ?

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ সেম্ কোয়েশ্চান। শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৮ স্যার।

QUESTION

(১) ১৩৫৭ T. E-র রিক্সা নিয়ামক আইনের ১৫ ধারায় কি এই কথা আছে যে রিক্সার মালিক চালককে রিক্সা ভাড়া দিলে চালক হইতে দৈনিক দুই টাকার বেশী ভাড়া দাবী করিতে পারিবে না ?

(২) যদি থাকে তবে কোন মালিক উহার বেশী ভাড়া লইলে উহার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ?

(৩) রিক্সা চালকদের যাহাতে দৈনিক দুই টাকার বেশী ভাড়া না দিতে হয় তাহার জন্য সরকার কার্য্যকরি ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন হইলে এ আইনের সংশোধন করিবেন কি ?

(৪) এ আইন সংশোধনের জন্য কোন রিক্সা ইউনিয়ন আবেদন জানাইয়াছে কি ?

(৫) জানাইয়া থাকিলে এ আবেদনের সারমর্ম।

ANSWER

(১) ১৩৫৭ ত্রিপুরার রিক্সা নিয়ামক আইনের ১৭নং ধারায় ঐ রকম বিধান আছে।

(২) উপরি উক্ত, বিধান লঙ্ঘিত হইলে উক্ত, আইনের ২৫ ধারাতে অনধিক ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০০.০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড দানের বিধান আছে। এই অপরাধ জ মিন যোগ্য ও পুলিশ ধর্ত্তব্য হইবে।

(৩) এই ব্যাপারে রিক্সা চালক নিজেই আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে ও তথায় তাহার অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারেন। অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে।

(৪) না।

(৫) এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—ইহা কি সত্য যে বর্তমানে রিক্সা মালীকরা, রিক্সা শ্রমিকদের কাছ থেকে দৈনিক তিন টাকা হারে ভাড়া আদায় করছে ?

শ্রীএস. এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—ইহা কি সত্য যে, রিক্সা শ্রমিকদের দেয় ভাড়া দেওয়ার পর, মালিকরা শ্রমিকদের কোন রসিদ দেয় না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপুরার রিক্সা শ্রমিক

ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোন স্মারক লিপি সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই এখানে চার নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে—'এ আইন সংশোধনের জন্য কোন রিক্সা ইউনিয়ন আবেদন জানাইয়াছেন কি ?' উত্তরে বলা হয়েছে—'না'।

মিঃ স্পীকার—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭০ স্যার।

QUESTION

সম্প্রতি অমরপুর ও উদয়পুর বিভাগে কলেরা রোগে কতজন আক্রান্ত হইয়াছে, এর মধ্যে কতজন মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে ; এই রোগ প্রশমনের জন্য সরকার তরফ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

উক্ত এলাকা সমূহে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩০।

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩০ স্যার।

QUESTION

1. Whether Sm. Geeta Bala Marak (T. B. Patient) W/O Shri Sapendra Marak of Sepaijala, Sadar South has submitted a petition on 3. 3. 70 to the Director of Health Services for financial assistance ?

2. If so, the steps taken by the Government thereon ?

ANSWER

1. No application from Smti. Geeta Bala Marak is received.
2. Does note arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, শ্রীমতী গীতাবালা মারাক নামে একজন যক্ষ্মা রোগীনী হাসপাতাল থেকে রিলীজ করে দেওয়ার পর ডিরেক্টার অব হেল্‌থ সার্ভিসেসের কাছে ফিনানশ্যাল এ্যাসিসটেন্‌সের জন্য কোন দরখাস্ত করেছিল কি না ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—One Shri Sapendra Marak of Sepaijala, Sadar South submitted an application for sanction of financial assistance to his wife Shrimati Geeta Bala Marak a T. B. patient. The application has been forwarded to the Additional District Magistrate, Welfare of Schedule Caste and Schedule Tribe, Tripura, Agartala on 12. 3. 70 recommending financial assistance for Rs. 100/-

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ফিনানশ্যাল এসিষ্টেন্স পেতে কত মাস দেরী হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে স্যাংশান পেলেই দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪৩ স্যার।

প্রশ্ন

১) আগরতলা কামান চৌমুহনীর পশ্চিমদিকে শিব ষ্টোর্স-এর নিকটবর্তী স্থানে সারাদিন প্রস্রাব ও পায়খানার যে বিষাক্ত দুর্গন্ধ বের হয় তাহা আগরতলার পৌর কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কি ? এবং

২) যদি অবগত থাকেন, উহার প্রতিকারের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) এইরূপ কোন সংবাদ মিউনিসিপ্যালিটি প্রাপ্ত হয় নাই।

২) এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এখানে যে জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জায়গা সম্পর্কে তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে—এইরূপ কোন সংবাদ মিউনিসিপ্যালিটি প্রাপ্ত হয় নাই। তাই তদন্ত করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই জায়গাটা আছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখার জন্য মিউসিপ্যালিটিকে ডিরেক্শান দিতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে সরকার এই সম্বন্ধে কোন কিছু অবগত নন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —সরকার অবগত নয় বলেই তো আমি বলছি যে সেটা তদন্ত করতে রাজি আছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আমি তো বললাম যে সরকার এই সম্পর্কে কিছু অবগত নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি তো এখানে অবগত করছি সরকারকে এবং সরকার সেজন্য এই জায়গাটা কোথায় তদন্ত করে দেখতে রাজি আছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে প্রশ্ন করেছেন, সেটা ঠিক নয়।

Shri Abhiram Deb Barma—Mr. Speaker Sir, there are two questions in name of Shri Bidya Ch. Deb Barma. I am interested with these questions.

Mr. Syeaker—Are you interested to ask those questions of Shri Bidya Ch. Deb Barma, then you may ask the number of the question.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Ques*ion No. 333.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 333, Sir.

QUESTION

১) জলাইয়া করবুকে Tribal Landless Agriculturist re-settlement Scheme-এ যে সকল ভূমিহীন ট্রাইবেলকে পুনবসতি দেওয়া হইয়াছে তাহাদের জন্য পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি ?

২) ইহা কি সত্য যে তাহাদের মধ্যে ব্যাপক উদরাময় দেখা দেওয়ায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে ?

৩) ইহা কি সত্য যে কোন রকমের পানীয় জল, ডাক্তার প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকার দরুণ এই ধরণের মৃত্যু হইয়াছে।

৪) যদি সত্য হয়, পানীয় জল, ডাক্তারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

উত্তর

১) হঁ্যা

২) আংশিক সত্য

৩) না

৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে করবুক পাইলট প্রজেক্ট এগ্রিক্যালচারেল স্কীমে যেসব ল্যাণ্ডলেসদের পুনঃসতি দেওয়া হয়েছে সেখানে পানীয় জলের জন্য বর্তমানে কয়টি টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ, স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেখানে সত্তরই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগেই বলা হয়েছে : জলাইয়া করবুকে ট্রাইবেল ল্যাণ্ডলেস এগ্রিক্যালচারিষ্ট রি-সেটেলমেণ্ট স্কীমে যে সকল ভূমিহীন ট্রাইবেলকে পুনঃসতি দেওয়া হয়েছে, তাহাদের জন্য পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি ? তার উত্তরে বলা হয়েছে—হঁ্যা। ইহা কি সত্য যে তাহাদের মধ্যে ব্যাপক উদরাময় দেখা দেওয়ায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে—তার উত্তরে বলা হয়েছে—আংশিক সত্য। ইহা কি সত্য যে কোন রকমের পানীয় জল, ডাক্তার প্রভৃতির ব্যবস্থা না থাকার দরুণ এই ধরণের মৃত্যু হইয়াছে—তার উত্তরে বলা হয়েছে—না। যদি সত্য হয় পানীয় জল, ডাক্তারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে—এর উত্তরে বলা হয়েছে—প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Starred Question No. 454.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Starred Question No. 454. Sir.

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর বাজারে স্নান ও পানীয় জলের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে ?

২) টিউবওয়েল ও রিংওয়েল হইতেও জল সঙ্কুলান হয় না ?

৩) এই বৎসর কল্যাণপুর বাজারে পুকুরটিকে সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

. ANSWER

১, ২, ৩। সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—There are 5 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred questions.

To-day in the list of business 7 Demands viz. Demand Nos. 21—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works, 26—Public Works, 27—Capital Outlay on Public Works. 41—Capital Outlay on other works, 40—Capital Outlay on Public Works, 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) & 38—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) are to be disposed of.

Members have received the list business along with the APPENDIX showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his Demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the demands Nos : 26, 27, 41, 40, 24 & 38 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demends separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development works.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,32,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works.

Mr. Speaker—There is one cut motion on this demand. But the mover of the cut motion is absent to-day. I would call on Shri Aghore Deb Barma to open discussion on this demand.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার টুয়েণ্টিওয়ান—কমিউনিটি ডেভেলাপ্‌মেণ্ট প্রজেক্ট, ন্যাশান্যাল এক্সটেন্‌শান সার্ভিস এ্যাণ্ড লোক্যাল ডেভেলাপ্‌মেণ্ট ওয়ার্কস্‌, এই খাতে ২০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে হেডের যে নামটা দেওয়া হয়েছে সেটা বেশ সুন্দর, টাকাটাও প্রায় সাড়ে কুড়ি লক্ষ ধরা হয়েছে। কাজেই এই টাকাটা যে কিভাবে খরচ করা হয়, সেই সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বলব। গতবারেও যেটা করা হয়েছে, এই কমিউনিটি ডেভেলাপ্‌মেণ্ট প্রজেক্ট, ন্যাশন্যাল এক্সটেন্‌শান সার্ভিস—এক্সপেন্‌ডিচার কানেক্‌টেট উইথ ভিলেজ হাউসিং প্রজেক্ট স্কীম ইত্যাদির মধ্যে যে খরচ করা হয়েছিল, সেটা আমি এখানে পড়ে দিচ্ছি। সেটা হল ১৯৬৮-৬৯ বাজেট এষ্টিমেট ১৬ ৪৬ লক্ষ টাকা, ১৯৬৯-৭০ সালে ২০·৭৫ লক্ষ টাকা আর রিভাইজড্‌ হয়েছিল ১৯৬৯-৭০ সালে কমিয়ে ১৭·৯১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ গত বছরে ১৯৬৯-৭০ সালে ছিল ২০·৭৫ লক্ষ টাকা সেখানে রিভাইজড্‌ করার পর হল ১৭·৯১ লক্ষ টাকা। কাজেই বাকী যে টাকাটা ছিল সেটা সারেণ্ডার করে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে ন্যাশান্যাল এক্সটেন্‌শান সার্ভিস এ্যাকচুয়েলী খরচ হচ্ছে ১৯৬৮-৬৯ সালে ৭·৫৫ লক্ষ টাকা তারপরে বাজেট এষ্টিমেট ১৯৬৯-৭০ সালে হল ৬·৫১ লক্ষ টাকা আর রিভাইজড্‌ এষ্টিমেট ১৯৬৯-৭০ সালে ৪·৫০ লক্ষ টাকা আর ৭০-৭১এ যে বাজেট করা হয়েছে সেটা হল ২·৮৬ লক্ষ। এইভাবে জেনারেলের মধ্যে আরও অনেক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে খাতে ব্যয়বরাদ্দগুলি রাখা হয় সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে খরচ হয় কিনা সেটাই হল প্রশ্ন। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি। আজকে ত্রিপুরার ডেভেলাপ্‌মেণ্ট কৃষি অর্থনীতিতে আজকে জনসাধারণের আয় খুবই কম অথচ লিভিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাকে উন্নত করতে হলে এই খাতে আরও ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো দরকার। অর্থাৎ আপলিফটমেণ্ট বলতে যা বুঝায় সেই খাতে টাকা ব্যয়বরাদ্দ দেখানো হয়। কিন্তু যথাসময়ে টাকাগুলি ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। আর টাকাগুলি যে খরচ হয়, আমি একটা ঘটনার কথা বলছি, এটা হল লোক্যাল ডেভেলাপ্‌মেণ্টের কাজ। মাছলীছড়ায় জলসেচের নালা কাটা। অর্থাৎ নালা কেটে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে একটা নিয়ম আছে। সেই স্কীমে মাত্র ৫০০ টাকা খরচ করা হল। কণ্ট্রাকটর করল কি, সামান্য একটা নালা কেটে ৫০০ টাকা খরচ করল কিন্তু বিল করল ১১০০ টাকার। আর একটা জায়গার মধ্যে পূর্ব মাছলীছড়া, প্রায় দুই মাইল রাস্তা, সেখানে সামান্য একটা ড্রেসিং ওয়ার্ক করে ৪০০ টাকা খরচ করেছে। কিন্তু বিল করা হল ৫,০০০ টাকার। এইভাবে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর প্রতিটি রাস্তা যদি আমরা দেখি ঠিক এইরূপ একটা শ্রেণীর মানুষ যারা রুলিং পার্টির মিনিষ্টারদের খুব ঘনিষ্ট তারা অবশ্য খুবই সৌভাগ্যবান। এই সমস্ত মানুষ আজকে লোক্যাল ডেভেলাপ্‌মেণ্ট ইত্যাদি ব্যাপারে যে সমস্ত টাকা-পয়সা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সেইগুলি খেয়াল-খুশীমত নষ্ট করছে। এইগুলি যদি অনেষ্টলী করা হত তাহলে আজকে ত্রিপুরার চেহারা পাল্টিয়ে যেত।

কিন্তু আমি অনেক সময় বলে থাকি যে লুঠের বাজার, অর্থাৎ যে যেখানে পারে লুঠ করে। এই রকম বহু নজীর ত্রিপুরাতে আছে। যেমন ইদানিং যে রাস্তাটা হল বিশালগড় টু গোলাঘাটি রাস্তা, সেটা ১২।১৪ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে সামান্য কিছু বালি সিঞ্চনের মত করেছে। তার কোন কোন জায়গাতে যে চওড়া বা গর্তগুলি বন্ধ করতে হবে তাও করা হয়নি। কিন্তু টাকাটা ঠিকই খরচ হয়েছে। এইভাবে আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গায় এইগুলি আমরা দেখতে পাই। যেমন এই আগরতলার মধ্যে কিছুদিন আগে দেখেছি যে কিছু কিছু রাস্তা যেখানে গর্ত, উঁচু-নীচু ইত্যাদি হয়ে রয়েছে সেখানে টিলার মাটি দিয়ে কিছু দুরমুজ করা হল, তারপর যেখানে অলরেডি পিচ দেওয়া আছে সেখানে সামান্য কিছু বালু আর ইটের শুড়কি দিয়ে দুরমুজ করে সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক টপিং-এর নামে কিছু পিচ ঢেলে দেওয়া হয়। তারপর বালু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে ফাঁকিবাজী। এইভাবে জনসাধারণের উন্নতির অগ্রগতির নামে, দেশের উন্নতির অগ্রগতির নামে যে টাকাগুলি তার ব্যয়বরাদ্দ রাখেন সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে খরচ হয় না। অর্থাৎ যে যে ভাবে পারে লুঠ করছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 21— Community Development Projects, National Extention Service and Local Development Works, এই বাবতে যে বরাদ্দ অর্থমন্ত্রী চেয়েছেন তাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যেরা যে কাটমোশান এনেছেন তার আমি বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে রিভাইজড বাজেটের টাকা নিয়ে, এর এবং ডেভেলাপমেন্ট-এর কথা বলতে গিয়ে তিনি কতগুলি কাজকর্মের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং বলেছেন যত কাজ হচ্ছে রুলিং পার্টির লোকের দ্বারা সব কাজ হচ্ছে। এই কথাটা অসত্য। উনি হয়ত ব্লকের সংগে যোগাযোগ করেন না, উনি হয়ত পঞ্চায়েতের কাছে যেতে পারেন না, তাই উনি এই কথাটা বলছেন যে রুলিং পার্টির লোকের দ্বারা, তাহলে দেখা যাচ্ছে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত যত ডেভেলাপমেণ্টের কাজ হচ্ছে সেটা রুলিং পার্টির লোকের দ্বারা হচ্ছে। তাতে বোধ হয় উনার গাত্রদাহ হচ্ছে যে টাকাগুলি রুলিং পার্টির লোকেরাই নিচ্ছে। তাহলে দেখা যায়, উনাদের বলতে কোন লোক নাই। সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত যত কাজ হচ্ছে সেগুলি রুলিং পার্টির লোকের দ্বারা হচ্ছে। তাহলে তারা কিভাবে এলেন ? তারা কি জোর জবরদস্তি করে এসে বসেছেন হাউসে, নাকি আমি বুঝতে পারলাম না। আমি বলব যতগুলি কাজ হয় ভিলেজ রোড, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা, সেগুলি ব্লকে আছে, ব্লকের কমিটি আছে, ব্লকের চেয়ারম্যান আছে এবং নিয়মটা হচ্ছে ব্লকের কাজগুলি আমার যতদূর জানা আছে, ভিলেজ কমিটির দ্বারা এবং পঞ্চায়েত প্রধানের মাধ্যমেই সেই কাজগুলি হয়, কোথাও কোথাও টেণ্ডার কল করেও হয়। কিন্তু আমি এই কথা বলছিনা যে কাজের মধ্যে তারতম্য নাই। কিন্তু মাননীয় সদস্য রাস্তার কাজ করতে গিয়ে টাকার অপচয় হচ্ছে তার জন্য বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে, তার জন্য ব্লক অফিসার রয়েছে, তাতে যদি দেখা যায় টাকা লুঠ হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এম, এল, এ-দের বা প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষমতা

আছে এটা তদন্ত করার জন্য দাবী করার যে টাকা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় হল, না অপব্যয় হল। আমার মনে হয় তারা এই কথা জানেন না। তাই মনে হচ্ছে সব রুলিং পার্টির দলের লোক হয়ে গেছে। ভাল কথা, উনি তো বেশী বলেন নাই, শুধু নালা কাটার কথা ইত্যাদিই বলেছেন। তবে এটা স্বীকার করেছেন যে কিছু কাজ হচ্ছে এবং অপব্যয় হচ্ছে। অপব্যয় হলে তার জন্য উনি নিজেই তদারক করতে পারতেন। তারা তা করেন নাই। হাউসের সামনে একটা কিছু বলা দরকার তাই বলে গেলেন। সেজন্য আমি উনার কাট মোশন সমর্থন করতে পারছি না। তবে আমি দুয়েকটা সাজেসান রাখব, যেমন ভিলেজ হাউসিং স্কীম। এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে, কেননা কোন কোন ভিলেজ, আজকে দেখা যাচ্ছে শহরে বন্দরে বাড়ীঘর তৈরী করবার জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা আছে, কোথাও ১৬,০০০ টাকার স্কীম করে, কোথাও ২২,০০০ টাকার স্কীম করে, কোথাও ১০,০০০ টাকার স্কীম করে। কিন্তু আমাদের উদয়পুরের মধ্যে একটা স্কীম নিয়েছে বোধ হয় ১০/১৫ বছর ধরে ১৫০০ টাকার স্কীম। গ্রামবাসী দিবে ১৫০০ আর সরকার দিবে ১৫০০, কাজের অবস্থা বুঝে। কিন্তু আজকাল ১৫০০ টাকা বা ৩,০০০ টাকায় ছোটখাট একটা বাড়ী করা ওদের এষ্টিমেটের মত হয় না, হতে পারে না। তাই আমার এখানে—উদয়পুর সাবডিভিশনের মুলকুমারীর মধ্যে মডেল ভিলেজ নাম দিয়ে একটা স্কীম করা হয়, বছর দশ বার আগে। সেই অনুসারে আমি দেখি ঐ বছর মার্চ মাসে—অর্থাৎ ৩১শে মার্চ দুই চার জনের নামের উপর বলা হল তোমরা দলিল রেজিষ্ট্রি কর এবং বছর দুই তিন পরে সম্যক টাকার উপর সংসিদ হয়ে গেল, পুরো টাকার উপর ইন্টারেষ্ট সহ, তার উপর সার্টিফিকেট কেস্ ইস্যু করা হল। আমি এখানে অন্যান্য সাবডিভিশন সম্পর্কে বলতে পারছিনা, আমার সাবডিভিশনের কথা আমি বলছি। আমার যুক্তি হল, প্রত্যেক গ্রামে বছরে দুই চারজন আদিবাসী পরিবারকে অন্ততঃ একটা করে রান্না ঘর এবং একটা থাকবার ঘর করার মত ব্যবস্থা করে দেওয়া হউক। কারণ তার সমস্ত বাড়ীই সরকারের কাছে মর্টগেজ থাকে। এই যদি করা না হয়, তাহলে আমাদের সমস্ত স্কীমই বানচাল হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক সাবডিভিশনে যদি দুই একটি পরিবারকেও এই হাউসিং গ্র্যান্ট দেওয়া হয়, তাহলে তাতে গ্রামবাসী মনে করবে যে সরকার আমাদের দিকে নজর দিয়েছেন। তাই আমি হাউসের সামনে এই যুক্তি রাখছি। আমার আরেকটা সাজেশন হচ্ছে, এই যে নালা কাটা, ছড়া কাটা, বাঁধ দেওয়া বা রাস্তা ঘাট হচ্ছে, এটার মধ্যে যুক্তি থাকবে যে তার একটা তদারক থাকা উচিত। কেননা ব্লক অফিসার—যার উপর এই সমস্ত করার ভার থাকে, তিনি টেকনিক্যাল ম্যান নন, রাস্তার জন্য কত মাটি কাটা হল, নালার জন্য কত মাটি কাটা হল বা কি হওয়া উচিত এই সম্পর্কে উনার কোন অভিজ্ঞতা নেই। ব্লকে আছে আর, ডবল্যু, এস, থেকে একজন ওভারসীয়ার এবং আরেকজন এমনি ওভারসীয়ার, উনারা যা করেন বা বলেন, উনি তার উপর সই করে ডিসবারসমেন্ট করেন। আরেকটা কথা এখানে রাখছি সেটা হচ্ছে, এই ব্যাপারে একজন এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার থাকা দরকার। কারণ যিনি সদরে এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ার থাকেন, সারা বৎসর যখন কাজ হয়, সেই কাজের তদন্ত উনি না করা পর্যন্ত ফাইন্যাল বিলটা হয় না, তাই অনেক সময় উনাকে টেলিগ্রাম ইত্যাদি করে নেওয়ায়

অনেক খরচ হয় কনট্রাকটারদের, যারা এ কাজ করেন। তারপর উনি হয়তো ছয় মাস বা এক বছর পরে নীচু কতটুক নীচু, কতটুকু উঁচু এইসব তদারক করেন। এই করে অনেক সময় আমি জানি পাঁচ বছরেও তাদের বিল পাচ্ছেনা। অতএব এই কারণেই আমার যুক্তি হল, একজন ইঞ্জিনীয়ার সেখানে এই পারপাসে দেওয়া হউক, যদি গ্রামকে উন্নতি অগ্রগতি করতে হয়, কৃষকের উন্নতি করতে হয়, সবুজ বিপ্লবকে সফল করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটি সরকারী সংস্থাগুলির একটা তদারকীর ব্যবস্থা থাকা দরকার, তার কোথায় অসুবিধা আছে, সেটা আমরা বললে পরে তার তদারক হওয়া দরকার। আমরা এখানে শুধু বলেই যাই, কোন কিছু কাজ হয় না। একজন ওভারসীয়ার এষ্টিমেট করে দেয়, ইঞ্জিনীয়ার সদরে থাকেন, উনি যখন সদয় হন তখন হয়তো সেটা পাশ করে দেন, আর যদি সদয় না থাকেন, তাহলে পাঁচ ছয় বছরেও বিল পাশ হয়না। এই কারণেই আমি বলছি একজন ইঞ্জিনীয়ার দেওয়া হউক এবং প্রত্যেক সাবডিভিশনে যাতে ঐ কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে হয়, সেইদিকে নজর রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

আর পানীয় জল সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছি এবং যুক্তি এখানে দিয়েছি, জানিনা আমার যুক্তি কাজে লাগবে কি না?

আর একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি যে অনেক সময় দেখা যায় ধপ করে কিছু টেষ্ট রিলিফ-এর টাকা সেংশান হয়ে চলে গেল। টেষ্ট রিলিফের টাকা যখন দরকার, সেই সময় আমরা দেখি তারা পাচ্ছে না। পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে সময় চলে যায়। তারা তাদের অভাবের সময় টেষ্ট রিলিফ বলে চীৎকার করলেও পায় না। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল বি, ডি, ও ইচ্ছামত কাজ কিছু করিয়ে ফেলেন। যদি টেষ্ট রিলিফের কথা জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে বলবে কাজতো শেষ হয়ে গেছে ; কোথায় হল? দেখা গেল অমুক জায়গায় কিছু কিছু কাজ হয়েছে। এই না করে কৃষিকাজের দরকার— অবশ্য এখন নজর দেওয়া হচ্ছে, আমরা পরে সেটা দেখব কি করা হয়েছে, তবে এটার মধ্যে আমার যুক্তি হল যে টেষ্ট রিলিফের কাজ যেখানে করা হবে, সেটা অন্ততঃ যাতে উৎপাদনের কাজে লাগে, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ রাস্তাঘাট হচ্ছে, হবে। সেটা পূর্ত্ত বিভাগের হাতে থাকলেই ভাল হবে। এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে, পূর্ত্ত বিভাগে যদি এটা দেওয়া হয়, তাহলে মনে হয় রাস্তা-ঘাট ভাল হবে। আর টেষ্ট রিলিফ বলুন, কৃষিকাজ বলুন, নালা কাটা, ছড়া কাটা বলুন, এইগুলির জন্য এভাবে একজন ইঞ্জিনীয়ার রেখে যদি কাজ করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভাল হবে। তাছাড়া ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার আছে, ব্লকের মধ্যে যে সমস্ত ষ্টাফ আছে, এটা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে প্রত্যেক সাবডিভিশনে ট্রাইবেল কম বেশী আছে। আমার সাবডিভিশনে ২০ হাজারের উপরে ট্রাইবেল আছে। ব্রজেন্দ্রনগর ট্রাইবেল এরিয়াতে সাতটি গাঁ-সভা আছে। হরিবাড়ী থেকে ত্রিগুনা পর্যন্ত একটা বিরাট ট্রাইবেল এলাকা, ধূপতলী থেকে রাণীর কিল্লা, মীর্জ্জা-রাণী সামুকছড়া ইত্যাদি ইত্যাদি ট্রাইবেল এলাকা। বাগমা থেকে কাঁচিগাঁ পর্যন্ত ট্রাইবেল ভিলেজগুলি একত্রে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কাজের জন্য এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে, আমার সাবডিভিশনে অন্যান্য সাবডিভিশন থেকে মনে হয় কম কাজ হয়। ঐ সব এলাকায়

টিউব ওয়েল এবং রিংওয়েল বসানো দরকার বলে আমি মনে করি। এক একটা পাড়ায় ৩০/৪০/৫০ জন লোকের জন্য একটি করে রিংওয়েল দেওয়া হউক। একথা আমি পূর্ব্বেও এখানে বলেছি, কিন্তু হচ্ছে কোথায়? ব্রজেন্দ্রনগর থেকে একটা রাস্তার স্কীম দেওয়া হয়েছিল। ধোপাই-ছড়ি টু রাজনগর পর্যন্ত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে একটা রাস্তার কথা আমি এই হাউসে আলোচনা করেছি তবে ঐ রাস্তা হয়েছে রাজনগর পর্যন্ত কিন্তু সেটা এখনও শেষ হয় নাই। রাজনগর থেকে কিল্লা— বা হাওর বাড়ী পর্য্যন্ত যে রাস্তা সেটা বলার উদ্দেশ্য ছিল, সেখানকার যে মানুষ তাদের সংগে একটা যোগাযোগ হউক সেইজন্যই এই স্কীমের কথা বলা হয়েছিল। এবং এই স্কীমে প্রায় ৫০/৫২ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু সেটার তদ্বীর নাই, না হউক তদ্বীর আমি এই হাউসে এই যুক্তি রাখব যে এই বছরে যাতে পূর্ত্ত বিভাগ দিয়ে এই কাজটা করানো যায়, সেই ব্যবস্থা করা হউক। আরেকটা রাস্তা আমি চেয়েছিলাম উত্তর মহাবাণী থেকে খোয়াইমুড়া—লক্ষ্মীবতী পর্যন্ত। এই রাস্তাটা হলে পরে ট্রাইবেলদের সুবিধা হত। তাই আমি আবেদন রাখছি যে এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা খরচ হচ্ছে সেটার একটা তদ্বীর রাখা হউক। তারপর এই যে তাদের ১০/১৫/৫ টাকা করে দাদন দেওয়া হয়, সেটা তাদের আসা যাওয়াতে খরচ হয়ে যায়। কাজেই এখানে আমি সাজেশান রাখব তাদের এই দাদনের টাকা ১০০ টাকা করা হউক। আমি এখানে আরও আশংকা করছি যে এই যে সামনে আমরা দেখছি চৈত্র থেকে আপ টু শ্রাবন তাদের যে একটা অবস্থা হবে, এখন থেকেই সেটার মোকাবিলা করার জন্য তৈরী থাকতে আমি অনুরোধ রাখব। তাদের তদারকী করে, এনকোয়েরী করে, তাদের প্রত্যেক এলাকায় কত টাকা লাগবে, একটা পরিবারকে কত টাকা দেওয়া হবে, তাদের বেশী টাকা লাগেনা। ২০০/৩০০ টাকা যাই হউক, পার্সনাল বণ্ডেই হউক, সিকিউরিটি রেখেই হউক, এক একটা মৌজায় কিরকম ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবেল আছে, কি রকম কৃষক আছে, এটা তদারক হওয়া দরকার। আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাই যে তারা যদি ট্রাইবেল রিজার্ভে থাকে তাহলে তারা কৃষি ঋণ নিতে পারেনা। এটার মধ্যে বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়, কাজেই আমি আর কিছু বলতে চাই না। আমি এখানে শুধু বলব যে আদিবাসীর দাদন হার ১০০ টাকা করা হউক এবং সেটা এমনভাবে রাখা হউক যাতে প্রত্যেক মৌজায় কার কি প্রয়োজন এটা এনকোয়েরী করে ঠিক ঠিক ভাবে তাদের দেওয়া হয়, এখন থেকে সেই-ভাবে তৈরী রাখা হউক। আরেকটি জিনিষ আমি এখানে বলব যে সমবায় সমিতিগুলি যাতে পুনরায় দাঁড় করানো যায় তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। আর প্রত্যেকটি সমবায় সমিতিতে একজন করে ম্যানেজার দিয়ে রাখা হয়, আমি বলছিলাম ম্যানেজারকে বদলে সেখানে স্থানীয় লোককে কিছু এ্যালাউয়েন্স দিয়ে দুই তিন বৎসর ট্রেনিং যদি দেওয়া যায়, তাহলে আদিবাসী-দের মধ্যে ঋণ নিয়ে যে ঝগড়াঝাটি হয়, তাদের যে অসুবিধা হয়, সেটা হবে না। সেটা সমবায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে, তাদের মারফত যদি এটার আদান প্রদান হয়, তাহলে ভাল হয়। এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে, বিরোধীপক্ষের কাটমোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, ডিমাণ্ড

ফর গ্র্যান্ট নাম্বার টুয়েন্টি ওয়ান ২০ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা ১৯৭০-৭১ সালের জন্য ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন—ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্টস্, নেশান্যাল এক্সটেনশান সার্ভিসেস্ এ্যাণ্ড লোক্যাল ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস্-এর উপর। সাধারণতঃ উন্নয়ন মূলক কাজ বলতে আমরা এটা বুঝি যে গ্রামের ছোট ছোট রাস্তা, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শিল্পের দিক দিয়ে, বিশেষ করে ওয়েভিং সেন্টার প্রভৃতি যাতে গড়ে উঠতে পারে আর যাতে আমোদ প্রমোদ-এর দিক দিয়ে সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে, এইগুলি হল আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের এক একটা অঙ্গ। কিন্তু এখানে আজকে আমরা কি দেখছি? আজকে যদি হাউসিং-এর কথা বলি, তাহলে দেখব যে প্রতি বছর এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হচ্ছে এবং সেটার কিছু কিছু খরচও হচ্ছে আবার কিছু ফেরতও যাচ্ছে। কারণ আজকে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে। এই জিরানীয়া ব্লকের নোয়াবাদীতে একটা মডেল ভিলেজ আছে এবং সেটাকে কয়েক বছর ধরে হাউসিং এর জন্য লোনও দেওয়া হচ্ছে, সেখানে একটা মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরও উঠেছে। কিন্তু গত বছরে দেখলাম যে তাদেরকে লোন দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল—এই আশ্বাস দেওয়ার পরেও তারা সেটা সময়মত পায়নি। এবং সময়মত না পাওয়ার দরুণ তাদের সেই ঘরটা বৃষ্টিতে এবং ঝড়ে ভেঙ্গে গেছে। তারপরে আর তাদেরকে কোন লোনই দেওয়া হল না। তারপর দেখলাম যে গত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে তাদেরকে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে এবং সেই টাকা পেতেও তাদের বেশ হয়রানি হতে হয়েছে। আর আজকে যদি লোক্যাল ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে সরকারের যদি কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকে তাহলে মানুষের উপর এই যে হয়রানি করা হচ্ছে, এটা মোটেই ঠিক নয়। আমি মনে করি যে এটার মাধ্যমে মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয়রানি করবার একটা কৌশল মাত্র। তাছাড়া এখানে হাউসিং এর জন্য যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলে আমি মনে করি। এখানে আরও বেশী করে অর্থ বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল। কারণ আজকে যে হাউসিং-এর নিয়ম কানুন আছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এক একটি ব্লকের, এক একটি গ্রামের মধ্যে এই কাজ করা হবে। কিন্তু জিরানীয়া ব্লকে দেখলাম যে মডেল ভিলেজ হিসাবে ঠিক করা হয়েছে নোয়াবাদী গ্রামকে। কিন্তু আজকে নোয়াবাদী গ্রামের কি অবস্থা? সেখানে কয়েকটা ঘর হয়েছে ঠিক, কিন্তু সেখানকার মানুষের খাওয়ার জন্য ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়নি। তাই ঐখানকার মানুষের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে পানীয় জলের জন্য একটা হাহাকার উঠে। আজকে শুধু নোয়াবাদী নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র, প্রত্যেকটি গ্রামের মধ্যে এত সময়ে পানীয় জলের জন্য একটা হাহাকার উঠে সেখানে যে সব কাঁচা কুয়া আছে বা পাতকুয়া আছে, সেগুলি শুকিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের পানীয় জল পাওয়ার পক্ষে একটা বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই এই সরকারের যদি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কোন প্রকার সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকে যেমন মানুষের পানীয় জলের, মানুষের গৃহ প্রভৃতির যে সমস্যা, রাস্তাঘাটের যে সমস্যা, এগুলি সমাধানের জন্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু যা দেখেছি তাদের গোড়ায় অনেক গলদ রয়ে গেছে। যেমন রাণীরবাজার থেকে ভুবনচন্দ্রর বাড়ী পর্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে, সেটার অবস্থাটা কি? সেই রাস্তাটা দিয়ে এখন গরুর গাড়ী চলাও কষ্টকর। তবে গত নির্বাচনের সময়ে আমরা দেখলাম ঐ রাস্তাতে ধোলাই নদীর উপর যে

একটা ব্রীজ আছে, সেই ব্রীজের কাজ দিন রাত্রি হেজাক লাইট জালিয়ে করা হচ্ছিল। কিন্তু নির্বাচন চলে যাওয়ার পর সেটার কাজ বন্ধ হয়ে গেল, ফলে এই যে ব্রীজের কাজ কিছু করা হল, সেটা নদীর উপর ঝুলছে। তারপরে চক্রবস্থা—সেখানেও নদীতে বাস্তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে তার আশে পাশে যে সব জমি আছে, সেগুলি বালি পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে আগে যে ফসল হত, এখন আর সেই ফসল হচ্ছে না। মোটকথায় সেগুলি আজকে চাষবাদের উপযোগী নয়, একেবারে পতিত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু ঐ এলাকার অধিবাসীরা সেখানে নদীর উপর হানা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য দাবী করেছিল, কিন্তু সেদিকে সরকারের কোন নজরই নাই। তারপর মোহনপুর থেকে দাইমারা পর্যান্ত যে রাস্তাটা গিয়াছে, সেটার কোন সংস্কার হচ্ছে না। অথচ এই এলাকাটা একটা বিরাট আদিবাসী অঞ্চল এবং রাস্তা দিয়ে সেই অঞ্চলের লোকেরা যোগাযোগ থেকে আরম্ভ করে তাদের আমদানী এবং উৎপাদিত শস্যাদি রপ্তানি করে থাকে। কাজেই ঐ রাস্তাটা সংস্কার না হওয়ার দরুণ সেই অঞ্চলের লোকদের একটা ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। তারপর চম্পকনগর থেকে যে রাস্তাটা মান্দাই পর্যন্ত গিয়েছে, সেটারও সংস্কার হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এমনি অনেক উন্নয়নমূলক অনেক কাজকর্ম আছে এবং সেগুলি করারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সরকার তাদের ইচ্ছামত কোন একটা কাজের কিছু অংশ করে আবার বন্ধ করে দেয়। আর তারা যখন কাজ আরম্ভ করেন তখন মনে হয় যে তারা যেন এই ত্রিপুরা রাজ্যকে একটা সমাজতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করার মত কিছু করতে চাইছেন, কিন্তু আধাআধি কাজ হওয়ার পর সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে মনে হচ্ছে যে এইটুকু কাজ করে যেন সবকিছু হয়ে গেল। কাজেই আজকে এরকম একটা অবস্থা চলছে। আমি বলি টাকাগুলি যে কাজের জন্য বায় করা হয়, সেগুলি সঠিকভাবে খরচ না হয়ে আজে-বাজে কাজে খরচ হয়। সেদিক দিয়ে ঠিক হলে যাতে নিজেদের পার্টি বন্ধুস্থানীয় লোকদের হাতে যেতে পারে সেই চেষ্টাই সরকার থেকে করা হয়। আজকে যেখানে নাকি ২০ লক্ষ টাকা বায় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা যাতে সঠিকভাবে খরচ করা হয় এবং সদিচ্ছা নিয়ে যদি সরকার এগিয়ে যায় তাহলে নিশ্চয় ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে কম বেশী কিছু না কিছু হত না এমন নয়, সেখানে কিছু কাজ অবশ্যই করা যেত, কিন্তু এই সরকার সেদিকে কিছু করবে না। শুধু-মাত্র লোকদেখানোর মত নির্বাচনের সময় ঐ গোমতী নদীর উপর যে পুলটা করতে গিয়ে হেজাক লাইট জালিয়ে কাজ করা হল তাতে করে এমন একটা ভাব দেখানো হল যে এদিক দিয়ে যেন সরকারের কোন বিশ্রাম নেই, দিন নেই রাত নেই তারা ত্রিপুরাকে উন্নতি করার জন্য এবং ত্রিপুরাকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাত না কাজ করে যাচ্ছে। তাই বলছিলাম যে সরকারের সত্যি যদি আন্তরিকতার ভাব থাকিত তাহলে এইরকম উন্নয়নমূলক কাজ করার দিক দিয়ে অগ্রসর হত, তাহলে এই ২০ লক্ষ টাকা নিয়েও অনেক কিছু করা যেত। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব এই যে টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম, আরও টাকা এই খাতে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু যেহেতু এটা বাড়াবার আর ক্ষমতা নাই, কমাবারও ক্ষমতা নাই সুতরাং এই ২০ লক্ষ টাকাই যাতে সৎভাবে উন্নয়ন-মূলক কাজে লাগানো যায়, শুধুমাত্র হেজাক লাইট জালিয়ে কাজকর্ম করছি দেখালেই চলবে

না। সত্যিকারের কাজের মনোভাব নিয়ে যদি কাজ করে তাহলে অনেক উপকার হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works, এই খাতে যে ২০,৩২,০০০ টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা আমি সমর্থন করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই খাতটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অভিরাম বাবুর একটা কথার পুনরাবৃত্তি করে কিছুটা উনাকে শোনাতে চাই এবং অনুরোধও করতে চাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে। উনি বলেছেন ধলাই নদীতে যে পুল হয়েছে সেটা নাকি ইলেকশানের সময়ে হেজাক লাইট জ্বালিয়ে রাতারাতি করা হয়েছে। তার কথার উত্তরে আমি বলছি যে রাতারাতি করা দরকার থাকলে পরে জনগণের কল্যানের জন্য যদি কোন কাজ করতে হয়, ত্রিপুরা সরকার তথা কংগ্রেস সরকার জনগণের দিকে চেয়ে রাতারাতি যদি কাজ করেন তাহলে দোষ কোথায়? কিন্তু মাননীয় সদস্য যে পুলের কথা উল্লেখ করলেন সেটা অতি বাঞ্ছিত পুল। বর্ষাকালে ধলাই নদীর উভয় দিকে যত গ্রাম আছে সবগুলি ডিসলোকেটেড হয়ে যায়। শত শত ছাত্র রাণীর বাজার স্কুলে আসে পড়তে, তাদের অসুবিধা হয় এবং আদিবাসী ভায়েরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করবার জন্য রাণীর বাজারে আসেন। কারণ রাণীর বাজারেই একমাত্র তাদের নিকটতম বাজার। তাই এই পুলটি অত্যন্ত দরকার। তিনি যে স্বীকার করেছেন যে ইলেকশনের সময়ে পুলটি হয়েছে সেজন্য তাকে অভিনন্দন জানাই। পুলটা সেই সময়ে রাতারাতি হয়েছে বলে দোষের কোন কারণ নাই। ইলেকশনের পরে হতে পারে আগে হতে পারে বা ইলেকশনের মধ্যে হতে পারে। তবে তিনি শুনে আশা করি সুখী হবেন যে সেই এলাকার গাঁও প্রধানরা, বি. ডি. সি. এর মেম্বার যারা, এবং আদিবাসীরা এবং কংগ্রেসের যে অরগানাইজেশন আছে তাদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারী এবং পি. ই. এর কাছে বারবার আবেদন করেছেন সেই পুলটি করার জন্য এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে সেই পুলটি ভেঙ্গে গেছে। সেই পুলটি নদীর খরস্রোতে ভেঙ্গে গিয়েছে বটে কিন্তু তারপর আবার জনসাধারণের আবেদনে সেই পুলটাকে একসটেনশান করা হয় এবং তার দুইদিক ভালভাবে মেরামতের কাজ করা হয়। তারা তো এই সমস্ত খবর রাখেন না। কারণ তারা জনসাধারনের কাছে যান না, যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না, যাওয়ার সাহসও তাদের নেই। কাজেই তিনি যদি সেখান থেকে গাড়ী চড়ে যেতে চান সরাসরি তাহলে অবশ্য একটু অসুবিধা হবে। আর তা না হলে তাকে আমি অনুরোধ করব আজই যেন তিনি গিয়ে দেখে আসেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাক এইসব কথা তারা না গিয়েই বলে থাকেন। সবসময়েই তারা এইসব বলে থাকেন সেজন্য আমি দুঃখ করি না। রাণীর বাজার চিন্তাবাই রোড এই রাস্তাটি অত্যন্ত ইমর্পোটেন্ট রোড এবং ঠিক ঠাক করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা আমি জানি না। তবে রাস্তাটি সংস্কার করা দরকার। তার মধ্যে কতগুলি পুল আছে সেগুলির মেরামত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধে আমি প্রশ্ন করেছি এবং সেটা বিবেচনাধীন আছে বলে আমাকে

জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক আমি বেশী বলতে পারি না। তবে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সম্বন্ধে যে প্রশ্নটা আসছে সেটা আজকে যে ব্লক পোষ্ট ষ্টেজ টু ব্লক যেগুলি তার মধ্যে যে টাকাগুলি ধরা হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পোষ্ট ষ্টেজ টু ব্লকে যে সমস্ত জনসাধারণ আছে তাদের দুরবস্থার কথা, দুর্গতির কথা তফশিলভূক্ত জাতি এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস যারা তাদের দুর্ভোগের কথা বার বার আমি হাউসে উল্লেখ করেছি। এইযে কমিউনিটি খাতে যে টাকাটা ধরা হয় সেটা হচ্ছে ৭০—৭১ সালে ৭৮,০০০ টাকা। এখন ১৭টা ব্লকে ৭৮,০০০ টাকা যদি কমিউনিকেশন খাতে ধরা হয় তাহলে প্রত্যেক ব্লকে সাড়ে চার হাজার টাকার মত পড়ে। সেই টাকা দিয়ে এতবড় ব্লক সেখানে ৯০ থেকে ৯৫ হাজার লোক আছে, ২৯টি গাঁও সভা আছে এক একটা ব্লকে এবং সেখানে যথেষ্ট ট্রাইবেল ভায়েরা আছে সেখানে এই টাকায় কিছুই হয় না। সেখানে একটা কথাই শুধু উঠতে পারে যে পোষ্ট টু ব্লকে যথেষ্ট কাজ হয়েছে, কমিউনিটিতে যথেষ্ট কাজ হয়েছে, এখন নূতন নূতন ব্লকে দেওয়া হবে। কিন্তু কথা আসছে এটা এই যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নূতন নূতন জায়গায় কলোনী করা হয় অন্য জায়গা থেকে লোকেরা আসছে এবং যেখানে বসতি ছিল না এমন জায়গায় বসতি স্থাপন করছে সেই সমস্ত জায়গায় কমিউনিকেশনের অবস্থা কি ? আজকে যদি পোষ্ট টু ব্লক বলে খালাস পাওয়া যায় তবে সেখানে কমিউনিকেশনের খাতে আরও টাকা দরকার। তা না হলে জনসাধারণের প্রতি এটা একটা অবিচার আমি বলব। কারণ কমিউনিকেশনের খাতে ৪,৫০০ সামথিং আর সেটা দিয়ে একটা কালভার্ট হয় না। কাজেই সাড়ে চার হাজার বা পাঁচ হাজার যে টাকা ধরা হয়ে থাকে সেটা অতি তুচ্ছ, নগণ্য। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা প্রশ্ন করে জেনেছি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন রাস্তার জন্য ১৯৭০—৭১ সালে কোন বরাদ্দ করেন নি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকেও করা হয়, জেনারেল থেকেও করা হয় নি, তা হলে সেখানকার জনসাধারণ চলবে কি করে, আদিবাসীরা চলবে কি করে, বাংগালী বা অন্যান্য জনসাধারণ যারা আছে তারা চলে কি করে? তাহলে আজকে যে পোষ্ট ষ্টেজ টু ব্লক আছে সেগুলি কি জনসাধারণের প্রতি অবিচার করছে না। সেটা চিন্তার বিষয় হয়েছে। আমাদের বিরোধী সদস্য যে বলেছেন সেগুলিতে আমি কান দিতে বলছিনা। আমি কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রাখতে চাই যে কমিউনিকেশন খাতে টাকা বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। ৭০—৭১ সালের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকায় তো হবে না। সেজন্য অন্য স্কীম সেই টাকা ডাইভার্ট করে হলেও এটা করা প্রয়োজন মনে করি।

আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হল হেল্থ এণ্ড সেনিটেশান খাতে ব্লকের আণ্ডারে যে টাকা ধরা হয়, সেই বিষয়ে আজকে চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে ব্লকের থেকে রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম থেকে যে টিউবওয়েল, রিং ওয়েল ইত্যাদি করানো হয়, সেগুলি সাড়ে বার পার্সেণ্ট পিপলস্ কণ্ট্রিবিউশানে করানো হয়, সেই যে টাকাটা দিতে হবে, সেটা দুই এক জায়গায় করা হচ্ছে সেটা আমি অস্বীকার করছিনা, কিছু কিছু ঐরকম করছে এবং করবে। কিন্তু যেখানে মানুষ এত গরীব এবং নিবাহ অভাবগ্রস্থ, তাদের দ্বারা সাড়ে বার

পারসেন্ট কন্ট্রিবিউশান দিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া, সেটা তারা গ্রহণ করতে পারেনা। তাই আমি এখানে সাজেশন রাখছি যে ব্লকের টাকা এই খাতে বাড়ানো হউক এবং সি, ডি,'র যে স্কীম আছে, সেখান থেকে টাকা খরচ করে সেই সমস্ত এলাকার মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। আরেকটা কথা হচ্ছে বাঁধ, চ্যানেল, এই যে সীজন্যাল বাঁধ করা হয়, সেখানেও ফিফটি পারসেন্ট সাবসীডি দিয়ে করানো হয়। এখানে অসুবিধা হচ্ছে এই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই যে বাঁধ এবং চ্যানাল এর ব্যাপারটা, সেটা জনসাধারণ কোথাও কোথাও করতে পারে, আমি সেটা অস্বীকার করছিনা, কিন্তু আজকে সেখানে অবস্থাটা কি। আজকে অবস্থা হচ্ছে ব্লক থেকে বি, ডি, সি রিকমাণ্ড করে দেয়, দেওয়ার পর এনকোয়ারী হয়, তারপর যদি তারা দরকার মনে করেন যে সেখানে একটা বাঁধ হওয়া দরকার, তাহলে সেখানে ফিফটি পারসেন্ট সাবসিডিতে কাজ করা হয়। কিন্তু সেই কাজটা জনসাধারণ থেকে কাহাকেও করতে হবে। হয়তো সেখানে হাজার টাকার এষ্টিমেট, তার মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট বেসীসে, পিপ্‌লস কন্ট্রিবিউশন হবে পাঁচশত টাকা, আর পাঁচশত টাকা সরকার থেকে দেবে। কিন্তু সরকার থেকে সেই টাকাটা কখন দেবে, বাঁধ যখন শেষ হবে, তখন সেই পাঁচশত টাকা দেবে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জনসাধারণের যে কন্ট্রিবিউশান সেটা হয়তো সে শ্রম ইত্যাদি দিয়ে সেটা করল আর বাকী নগদ যে পাঁচশত টাকা, সেটা হয়তো হাউলাত করে সেটা করে তারপর বিল করে সেই টাকাটা তার সংগ্রহ করতে হবে। আমি মনে করি এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অন্ততঃ বাঁধটার যে ফিফটি পারসেন্ট সাবসিটি বেসীসে কাজটা হবে, সেই ক্ষেত্রে অন্ততঃ সরকার থেকে যে টাকাটা দেওয়া হবে, সেটা যেন প্রথমেই খরচ করার ব্যবস্থা করা হয়, সেইদিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না হলে এই যে স্কীম সেটা কাগজে কলমেই থেকে যাবে. জনসাধারণ কাজ করতে পারবেনা, এবং সেটা তাদের ইরিগেশন ফেসিলিটীজের জন্য ব্যবহার করতে পারেনা। এই বলেই আমি মূল ডিমাণ্ডের পক্ষে সমর্থন রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ। প্লীজ স্পীক ফর টেন মিনিটস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মিঃ স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার—২১ হচ্ছে আমাদের কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্টস, নেশন্যাল এক্সটেনশন সার্ভিস এণ্ড লোকাল ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্কস. এর জন্য আমরা বরাদ্দ রেখেছি। আমাদের সমগ্র কমিউনিটির উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রজেক্ট নাম দিয়ে এই বরাদ্দ আমরা রেখেছি। কিন্তু কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট করতে গিয়ে আমরা দেখছি যে তার যে ইম্পলীমেন্টিং এজেন্সী—যার উপর নির্ভর করে, আশা ভরসা করে আমরা উন্নয়নের পথে এই ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্ককে এগিয়ে নিয়ে যাব, তার যে কার্যকলাপ আমরা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমরা প্রথম দিকে এসে পৌঁছেছি, এই তিনটি পরিকল্পনায় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দশে মিলে একটা ভূতের অরগানাইজেশান হয়ে দাঁড়িয়েছে এই কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট অরগানাইজেশন, এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস। কারণ হচ্ছে ন্যাশান্যাল এক্সটেনশান সার্ভিসের

প্রথম ফেজের সময় এন্টায়ার ডেভলাপমেন্ট এ্যাক্টিভিটিজ এর জন্য সাতলক্ষ টাকা ধরা ছিল এবং সেটা বি, ডি, ও'কে এন্ট্রাষ্ট করা হয়েছিল। আজকে আমাদের ফেজ টু'তে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল রেগুলারলী ইন ডিউ কোর্স এটাকে সেন্ট্রালাইজ ওয়েতে পিপল্‌সের কাছে হ্যাণ্ড ওভার করব। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত এবং আদার যে গাঁও প্রধান আছে, তাদের নিয়ে এক একটি কমিটি করে, একটা অটোনমাস বডির মত করে তার ভিতর দিয়ে এই কাজগুলি করা হবে, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ইম্প্লিমেন্টিং এজেন্সীর কর্মচারী আছে, আমি এখানে ভূতের কথা বললাম, তার কারণ হচ্ছে আমরা দেখছি এই যে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের যে সমস্ত রাস্তাঘাট ইত্যাদি প্রয়োজন, সেগুলি তার যে নরম্যাল যে ডিপার্টমেন্ট, তার একটা বাজেট আছে, আলাদা হেড আছে, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের তার রেসপেক্টিভ এক্সটেনশান অফিসার আছে। প্রথম ফেজে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকটি এন, ই, এস, ব্লকের আণ্ডারে প্রত্যেকটা কর্মী সেই বি, ডি, ও'র আণ্ডারে ছিল। কিন্তু ফেজ টু'তে যখন আসল, তখন এভরি ষ্টাফ ওয়াজ ট্রান্সফারড টু ইটস নরম্যাল ডিপার্টমেন্ট — অর্থাৎ তার রেস-পেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে চলে যায়। বি, ডি, ও বেচারা একজন গেজেটেড অফিসার যার উপর সমস্ত ডেভেলাপমেন্টের কাজ ন্যস্ত করা আছে, সে যদি এ্যাগ্রী এক্সটেনশান অফিসারকে কোন কাজের কথা বলে, তার কথা সে গ্রাহ্য করেনা, কারণ তার ডিপার্টমেন্ট থেকে ঐ রকম কোন ডিরেক্‌শান নাই। কাজেই আজকে সোস্যাল এডুকেশান অর্গানাইজার থেকে সেই এ্যাগ্রী এক্সটেন্‌শান অফিসার পর্যন্ত কেউ বি, ডি, ও'র কথা না শোনা, এ্যাকরডিং টু হুইমস তারা তাদের করে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে দেখছি যে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট'এর এনটায়ার এ্যাক্টিভিটিজ চলছে. সেখানে কো-অরডিনেশানের পরিবর্তে, নন-কো-অরডিনেশান চলছে। ফলে এনটায়ার যে অবজেক্ট অব দি কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট, আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য স্কীম করা হয়েছে, সেটা ব্যাহত হচ্ছে। অনারেবল স্যার, আরেকটা কথা হচ্ছে লোকাল ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক—অর্থাৎ আমরা গ্রামের রাস্তা নিজেরা পরিশ্রম করব এবং সেটা করা হল। করবার পর ইন ডিউ কোর্স সেটা পি, ডবল্যু, ডি'র কাছে হ্যাণ্ড ওভার করা হয়। যতক্ষণ না পি, ডবল্যু, ডি'র কাছে হ্যাণ্ড ওভার করা হচ্ছে, জনসাধারণ পরিশ্রম করে যে রাস্তা এবং পুল তৈরী করল সেটার মেন্টানেন্সের ভার কেউ নিচ্ছে না। সংগে সংগে আরেকটা জিনিষ আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করব যে পি, ডবল্যু, ডি'র নিজস্ব প্ল্যান অনুযায়ী এই জায়গায় হয়তো আরেকটা রাস্তা করবার প্ল্যান আছে। সেই ক্ষেত্রে আমি বলব যেখানে জনসাধারণ পরিশ্রম করে. তাদের জমি নষ্ট করে তাদের রাস্তা করল সেখানে সেই রাস্তা না করে, যেখানে বিজিন্যালি কোন রাস্তা নাই, সেখানে সেই মতে প্ল্যান এণ্ড এষ্টিমেট করে রাস্তা করা দরকার। আরেকটা দৃষ্টান্ত আমি এখানে রাখছি যে রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই যে স্কীম, সেটা পাবলিক হেল্‌থ অরগানাইশানে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং পাবলিক হেল্‌থের বাজেটে টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু সেটা পার্টিকুলারলি ফর সিং-কিং অব টিউবওয়েল এণ্ড নট ফর আদার পারপাস। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা জিনিষ আমি এখানে দেখছি যে আমরা পাইলট

প্রজেক্ট স্কীম করেছি ফর ইউটিলাইজেশান অব রুর‍্যাল ম্যান পাওয়ার। কিন্তু সেটা প্রপারলী ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না স্যার, আমরা শুধু কাগজেপত্রেই দেখছি যে রুর‍্যাল ম্যান পাওয়ার ইউটিলাইজ করার জন্য এই স্কীম করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। প্রত্যেক বৎসরেই এই খাতে টাকা রাখা হয়। আমরা দেখছি যে ১৯৬৯-৭০ সনে প্রভিশন ওয়াজ মোর দ্যান টু লাখস্ ফরটি থাউজেণ্ড, রিভাইজ এষ্টিমেটে করা হয়েছে ৫০ থাউজেণ্ড, এবারে এটা রিডিউস্ড করা হয়েছে টু ১ লক্ষ ১৫ হাজার। কাজেই এই বিষয়ে যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি আমাদের হাউসে তার কারণ সম্পর্কে কিছু বলেন তাহলে আমরা জানতে পারি। সর্বশেষ আমার মূল কথা হচ্ছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কো-অরডিনেশানের জন্য ফাণ্ডামেন্টাল রুলকে আমরা রিভাইজ করতে পারব, আমাদের এই যে এক্সটেনশান সার্ভিস, লোক্যাল ডেভলাপমেণ্ট, কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট ওরার্ক সেটা পুরোপুরি ভাবে ফেইলিউর হবে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কিভাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন গ্রো করা যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলে ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—নাউ আই কল অন অনারেবল মিনিষ্টার ইন্-চার্জ টু গিভ রিপ্লাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টুয়েন্টি ওয়ান ডিমাণ্ডে ২০ লক্ষ ৩২ হাজার ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসের সামনে চাওয়া হয়েছে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে কতগুলি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, আমি সেই ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার, আই অ্যাম টু ইন্ফর্ম দ্যাট দি কাটমোশান হ্যাজ নট বীন মুভ্ড।

শ্রীএস, এল, সিংহ—তারা এটার বিরোধীতা করতে গিয়ে যেভাবে তাদের বক্তব্য রেখেছেন—তাদের একজন বলেছেন যে টাকা লুট করা হয়। অতএব এটা হল লুঠেরা যারা তারাই এইরকম চিন্তা করতে পারেন। কারণ এখানে কোন কোন হেডে কত টাকা খরচ হবে তা এই হাউসের সামনে রাখা হয় এবং সেই অনুসারে অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম আমরা আরম্ভ করি। এখানে সবচেয়ে বড় কথা হল কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট করতে গিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ঐখানে এমন একটা ধারণা তৈরী করতে হবে, যাতে তারা তাদের এলাকার মধ্যে জন-কল্যাণমূলক কাজ করতে পারেন। সেই জনকল্যাণমূলক কার্য কি কি সেগুলির দিকে আজকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেখানে এগ্রিকাল্চারেল ডেভেলাপমেণ্টের জন্য, কো-অপারেটিভ ডেভেলাপমেণ্টের জন্য, সোস্যাল এডুকেশানের জন্য আমরা এখানে অর্থ বরাদ্দ রেখেছি যাতে করে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্ট যারা কাজ করছেন, সেখানে জনসাধারণের মধ্যে চাহিদা আছে, সেই চাহিদা অনুসারে কার্যক্রমকে কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট, নেশান্যাল এক্সটেনশান সার্ভিস এ্যাণ্ড লোক্যাল ডেভেলাপমেণ্ট সার্ভিসকে নিয়োজিত করতে পারেন এবং উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, সেদিক দিয়ে আমরা চিন্তা করব যে প্লেনের কৃতকার্য্যতা আমরা কতটুকু করতে পেরেছি। আমরা দেখেছি এগ্রিকাল্চার সম্বন্ধে, আমরা যেটা গ্রহণ করেছি—হাই ইল্ড যেটা করেছি এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকেরা আছে, তারা এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। কারণ, নূতন ধরণের যে চাষ-

-বাদ পদ্ধতি, সেটাকে তারা কেবল গ্রহণ করেনি, তারা হাই ইল্ড যে তাচুং আই, আর-এইট কি করে কালটিভেশন করতে হয়, হোইট কি করে কালটিভেশান করতে হয়, চিনা-বাদামের কালটিভেশান কি করে করতে হয়, পটেটোর কালটিভেশান কি করে করতে হয় এবং অল সর্টস অব ভেজিটেব্যাল কি করে করতে হয় সেই নূতন পদ্ধতির মাধ্যমে তারা আজ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এবং ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশের সাথে আজ মোকাবিলা করতে পারে। এখন সেদিক দিয়ে আমরা দেখব যে আমরা কৃতকার্য হয়েছি কিনা। আর এ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি সম্বন্ধে কারণ এটা একটা খুব শক্ত চিকিৎসা। আমাদের যে সব অফিসার আছেন প্রত্যেক জায়গাতে তারা আমাদের কৃষকদের এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন যে নূতন পদ্ধতিতে আমাদের পশুপালন গ্রহণ করতে হবে। কাজেই এই যে চিকিৎসা, সেটা মানুষের রোগের চিকিৎসার চেয়ে দুরূহ চিকিৎসা। আমাদের যে পরিমাণ কেটল আছে, প্রত্যেক জায়গা থেকে যে চাহিদা আসছে, সেখানে ডিসপেন্সারী করে, কি—ব্লক সেন্টার করে সেখানে ইনসেমিনাশান করা হচ্ছে। কাজেই আমাদের এখানে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে, সেটা অন্য কোন প্রদেশ থেকে কোন অংশেই কম নয়। তার পরে ইরিগেশান এ্যাণ্ড রিক্লেমেশান সম্বন্ধে, আজকে এটাও তারা বুঝেন যে এটা যদি করতে হয়, হাই ইল্ড কালটিভেশানের প্রসেস যদি গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এই ইরিগেশান এ্যাণ্ড রিক্লেমেশান আমাদের করতে হবে। তাই তাদের চাহিদা অনুসারে এটাকে ডাবল করা হয়েছে, এখানে ২০ লক্ষ ১২ হাজার টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তারপরে হেল্‌থ সেনিটেশান, সোস্যাল এডুকেশান, কমিউনিকেশান এবং রুর‍্যাল আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফটস আমরা কি করে করতে পারি তার জন্যও এখানে অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তার মানে হল এই এক বড় ত্রিপুরার জন্য যে ইম্পোর্টেন্ট মেটার—সোস্যাল এডুকেশান এ্যাণ্ড কমিউনিকেশান, হেলথ সেনিটেশান সম্বন্ধে রুর‍্যাল আর্টস এ্যাণ্ড ক্রাফটস সম্বন্ধে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক জায়গাতে তারা উদ্বুদ্ধ এবং সেদিক দিয়ে আমাদের কার্য্য প্রণালী পরিচালনা করবার জন্য আমরাও আজ সচেষ্ট হয়েছি। কমিউনিটি ডেভেলাপ-মেন্ট প্রজেক্ট, ন্যাশানাল এ্যাক্সটেনশান সার্ভিস এ্যাণ্ড লোক্যাল ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস এখানে পরিচালনার জন্য পোষ্টষ্টেজ ওয়ান, পোষ্টষ্টেজ টুতে নন-প্লেনে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। হেল্‌থ সেনিটেশান সোস্যাল এডুকেশান এ্যাণ্ড কমিউনিকেশানেও আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছি। কারণ এদিক দিয়েও আজ আমাদের জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ। তারা তাদের হেল্‌থ সেনিটেশান রক্ষার জন্য এবং এডুকেশানকে আরও দ্রুত প্রসার করবার জন্য সোস্যাল এডুকেশানের মাধ্যমে কাজ পরিচালিত করছেন। সেখানে ছোট ছোট গার্ডেন করে, প্লেনটেশান করে শিশুদের জন্য বালোয়ারী সেন্টার করে সেই শিশুগুলিকে পুষ্টি খাদ্য দেওয়া চলে কিনা সেই সম্বন্ধে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং সেজন্য অমরপুরে কয়েকটা সেন্টারও করা হয়েছে। কেননা এগুলি করা আমরা খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে করি এবং সেখানে জনসাধারণও উদ্বুদ্ধ হয়ে সেজন্য প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ী তারা নিজেরা তৈরী করে দিচ্ছেন, আর সেজন্য আমরা মনে করছি যে এই সোস্যাল ওয়ার্কসটা হল আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রাণ এবং সেটা তারা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছেন কেন না তারা নিজেরা মনে করছেন যে এটা তাদের উন্নতির একটা অঙ্গ। আর একটা কথা এখানে বলা হয়েছে—যেখানে

কমিউনিকেশান রাস্তা ঘাট ব্রীজ তৈরী করা হয়, সেটা আপনারাও জানেন যে প্রত্যেক জায়গাতে যে সোস্যাল সেন্টার আছে, সেগুলির মেনটেনান্সের জন্য কোন খরচ এখানে ধরা হয়নি।

অতএব সেইদিক দিয়ে একটা অসুবিধা আছে বৈ কি। কারণ এখানে আছে জনসাধারণ তার মেনটেনেন্স এবং রিপেয়ার করবে। অতএব সেই দিক দিয়ে যে যে রাস্তাগুলিকে আমরা কমিউনিটি প্রজেক্ট থেকে করতে পারিনা এবং ব্যয় সাপেক্ষ বলে মনে হয় রিনোভেশনের জন্য সেই জায়গাতে পি. ডব্লিউ, ডি তার অর্থ থাকলে পরে সেটাকে গ্রহণ করে সেটাকে রিনোভেট করে, ডেভেলাপমেণ্ট করার কার্যে অগ্রসর হন।

তারপর বলা হয়েছে পাইলট প্রজেক্ট স্কীম ফর ইউটিলাইজেশন অব রুর‍্যাল ম্যান পাওয়ার এটা হল যে রুর‍্যাল ম্যানপাওয়ারকে আমরা কনষ্ট্রাকশন অব রোড, কনষ্ট্রাকশন অব ব্রিজেস্, কনষ্ট্রাকশন অব মাইনর ইরিগেশন সিজনেল ইরিগেশন স্কীম রিক্লেমেশন স্কীম এবং এড়কেশন হেলথ সেন্টার স্কীম সম্বন্ধে এখানে একটা ইউনিট তৈরী করা যে ইউনিট ঐ জায়গাতে ঐ কাজকে দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর করে সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদমুখীন করে দেবে। সেজন্য এই স্কীমকে বাখা হয়েছে by way rural manpower can be utilised by the society for the development of those works taken up by the Community Development Pilot Project and National Extension Services and Local Development Works. তার মধ্যে এই সার্থকতা নিহিত আছে। তাই আমি আমার এই বক্তব্য রেখেই আমার কথা শেষ করছি।

Mr. Speaker—In the absence of Shri Bidya Ch. Deb Barma the cut motion moved by him falls through. Now I am putting the Demand for Grant No.—21 to vote.

The question that a sum not exceeding Rs. 20,32,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1971 in respect of Demand No 21—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works was then put and agreed to.

Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 26, 27, 41, 40, 24 and 38 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 3,18,28,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 26—Public Works, Major Head 50.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12.71-000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 27—Capital Outlay on Public Works, Major Head 52

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administsator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,25,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Other Works, Major Head 109.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,21-46-000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 40—Capital Outlay on Public Works, Major Head 103.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,28,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial), Major Head 44.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial), Major Head 100.

Mr. Speaker—There are some Cut Motions on these Demands raised by Shri Aghore Deb Barma, Shri Bidya Ch. Deb Barma and Shri Abhiram Deb

Barma. Now I would request the Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motions.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার টুয়েনটি সিক্সে ৩,১৮,২৮,০০০ টাকা যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এর মধ্যে আমি কতগুলি কাটমোশন রাখছি। সেটা হচ্ছে--

i) That the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Inadequacy of provision for repairs (buildings & communication).

ii) Inadequacy of provision for original works (Communication).

iii) Inadequacy of provision for original works (Building).

আর একটা ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েনটি ফোর-এর মধ্যে আছে—

That the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Inadequacy of provisions for embankment around Agartala. এই হল আমার কাটমোশন। এখানে বাজেট যে করা হল ডিমাণ্ড নাম্বার ২৬ এর মধ্যে পাবলিক ওয়ার্কস্ ইনক্লুডিং রোডস্ সেখানে অ্যাক্‌চুয়াল হল ১৯৬৮-৬৯-এ ১৬·৬৯ লক্ষ টাকা। আর বাজেট সেভিংস্ ১৯৬৯-৭০ এ ১৯·৩৯ টাকা। তারপর রিভাইজ্‌ড এস্‌টিমেট ১৯৬৯-৭০ এ ১৫·২৫ লক্ষ টাকা। আর বাজেট এস্‌টি-মেট ১৯৭০-৭১ এখানে রাখা হয়েছে ১৫·৬২ লক্ষ টাকা। এখানে দেখা যায় প্রথম যেটা ৬৯-৭০ সালে ১৯·৩৯ লক্ষ টাকা। আর রিভাইজড্ এস্‌টিমেটে ধরলো ১৫·২৫ লক্ষ টাকা। এইভাবে দেখা যায় বিরাট একটা অ্যামাউন্ট সারেণ্ডার করতে হয়েছে। অথচ ত্রিপুরার প্রয়োজনের তুলনায় আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার মধ্যে যদিও পি. ডব্লিউ. ডি. একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, এর উপর ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করছে সেখানে টাকাগুলি যেভাবে খরচ করা দরকার সেইভাবে ঠিক খরচ হচ্ছে না। অনেক সময় বছরের শেষে মার্চমাসে টাকা খরচ দেখানো হয় এবং তাও ঠিক ঠিকভাবে হয় না, অনেক সময় টাকাগুলি সারেণ্ডার করে দেওয়া হয়। আর সমস্ত প্ল্যান, নন-প্ল্যানের রাস্তা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই আমবাসা থেকে বগাফা পর্যন্ত যে রাস্তা এটা প্ল্যানের রাস্তা। সেকেণ্ড প্ল্যান থেকে শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত এটা হাফ ডান অবস্থায়, অনেকটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর একটা ঘটনা হল দুর্গানগর টু বক্সনগর যে রাস্তাটা এটা একটা বর্ডার রোড, এই রাস্তাটার গুরুত্ব আছে, এটা অস্বীকার করার কারণ নাই। এটা টি. টি. সি.এর আমল থেকেই সেনট্রালী স্পনসরড প্ল্যানের রাস্তা। তখন আমি একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম যে রাস্তাটা দুর্গানগর টু বক্সনগর হওয়ার কথা সেই রাস্তাটা সেই দিক দিয়ে বুড়ি নদী একটা আছে। সেটা ঘুরিয়ে পশ্চিম দিকে, সেখানে বুড়িগাংগের মুখটা খুব ছোট, সেটা বহুদিন থেকে কেটে দেওয়ার জন্য রামমুনির আমল থেকে চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ গাঙের মুখটা বড করে কেটে দেওয়ার জন্য ৩০,০০০ টাকা প্রায় ব্যয় বরাদ্দ ছিল। কিন্তু কাজ হল না। ফলে সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই ঐ যায়গাটা অভার ফ্লাডেড হয়ে যায়। পার্মানেন্ট ব্রীজ সেখানে দরকার। কিন্তু সেগুলি দেওয়া হয় নাই। ত্রিপুরার মধ্যে অনেক রাস্তা আছে, যেমন অমরপুর টু অম্পি রাস্তাটা যেটা গোমতী নদীর যে

পুল হওয়ার কথা সেটা সেখানে হচ্ছে না। কাওয়ামারা ঘাটে যদিও একটা সেমি পার্মানেন্ট ব্রীজ দেওয়া হয়েছে এটাও কোন কাজের নয়। তারপর নূতন বাজারের দিকে সেমি পার্মানেন্ট ব্রীজ হওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে না। আর সাব্রুম রাস্তায় একটা পুল হওয়া দরকার, সেটাও হচ্ছে না। এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটা পুল করতে গেলে যে টাকা বরাদ্দ দরকার, আমি এই কথা চিন্তা করে দেখছি এবং বলেছিলাম এই রাস্তাটা এইভাবে না করতে, কারণ বর্তমানে এই কংগ্রেসের আমলে এই রাস্তা যদি হয়ও তবুও সেখানে পুল হবে কিনা এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করি। কাজেই খুব একটা ইম্‌পোর্টেন্স পাবেনা। তাই আমি একটা পাল্টা প্রস্তাব এই হাউসে দিয়েছিলাম, যে রাস্তাটা বিশালগড় টপকে বক্সপুর দিয়ে লালসিংমুড়া অল্‌রেডী আছে, সেটা এক্সটেণ্ড করে একটু ঘুরিয়ে যদি পক্ষনগর দিয়ে সোজা নেওয়া যায়, তাহলে বড় রকমের যে একটা পুল করা, সেটাকে এভয়েড করা যেত—খরচও কিছুটা বাঁচানো যেত, আর রাস্তাটাও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কথায় আছে চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। কনস্‌ট্রাক্‌টিভ প্রস্তাব দিলে কি হবে? সেটাকে কার্যকরী করা হবে না, এই হচ্ছে অবস্থা। সেখানে আর্থ ওয়ার্ক কমপ্লীট করার আগেই সামান্য কিছু মাটি কেটে, সেখানে একটা টেম্পোরারী ব্রীজ করে রাখা হয়েছে এবং সেটা জমির উপর একটা টঙের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক জায়গার মধ্যে সমস্ত টেম্পোরারী ব্রীজ হয়ে আছে, আর্থওয়ার্ক এখন পর্যন্ত কমপ্লীট হল না, এই হচ্ছে অবস্থা। আর ধর্মনগর থেকে আপটু গাঙের মুখ পর্যন্ত গাঙের দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটা চেলাখালী পর্যন্ত করা হল, সেটা করলে কি হবে, মাঝে মাঝে সেই রাস্তা দিয়ে জীপ গাড়ী চলাচল করে, কিন্তু বর্ষাকাল আসার সংগে সংগে সেই রাস্তার কোন অস্তিত্বই থাকেনা। এক টিলা থেকে অন্য টিলায় যাওয়া আর সম্ভব নয়। গতসেশানে আমি এখানে বলেছিলাম যে সেখানে চারজন লোক রাখা হয়েছে, নৌকা একটা আছে, যদি মোটর যায়, সেগুলি ও নৌকা দিয়ে পার করা হয়, তারজন্য চারজন ষ্টাফ মেনটেইন করা হচ্ছে, সেই রাস্তাটা কমপ্লীট হচ্ছে না। এইভাবে ত্রিপুরার অবস্থা চলছে। যদি লালসিংমুড়া টু পক্ষনগর টু চেলাকালির দিকে একটু রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হত, জমিও কম পড়ত, নদীকেও এভয়েড করা যেত, এতদিনে মোটর চলাচল শুরু হয়ে যেত। সেটা করা হল না। কিন্তু আরেকটা ঘটনা কি দেখি, অনেকদিন আগে, সম্ভবতঃ গত নির্বাচনের আগে দিয়ে, উদয়পুর বিভাগের মির্জার কাছে, তেলিয়ামুড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখান থেকে শালগাবাড়ী একটা রাস্তা করার কথা, অনেক টাকা পয়সা খরচ করে করানো হল, পুলও করা হল, কিন্তু সেটা আর মেনটেইন করা হল না, ফলে পুলও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, বর্ষাকালে ফ্লাডে পুলের দুইদিকের মাটি ভেঙ্গে সেটা চুড়মার হয়ে যায়, সেটা আর মেন্টেনান্স করা হয়নি, রিপেয়ার করা হয় না বা রিকনষ্ট্রাকশানও করা হয় না। রাস্তা একবার করেই সরকারের দায়িত্ব খালাস। এইভাবে রাস্তা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে, অথচ এই রাস্তা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। আজকে বিলোনীয়া যদি সর্টকাটে যেতে হয়, বর্ডার রক্ষার জন্য এই রাস্তা ব্যবহারে লাগত। কাজেই সেইদিকে গুরুত্ব দিয়ে যে রাস্তাটা করানো হল, সেটা মেন্টেনান্স করা হল না। আরেকটা ঘটনা কি দেখি, তেলিয়ামুড়া টু অমরপুর পর্যন্ত একটা রাস্তা হয়েছে, সেখানে

সোলিং হল, কিন্তু ব্ল্যাক টপিং হলনা। যেখানে সোলিং একবার হয়েছে, বছরের পর বছর সেই রাস্তার উপর দিয়ে মোটর চলাচল করে, স্বভাবতঃই সেই রাস্তাটা যদি মেন্টেনান্স না করা হয়, তাহলে সেটা খারাপ হবে। রাস্তার মধ্যে এখন দেখতে পাই বড় বড় গর্ত হয়ে আছে, প্রথম প্রথম যে বাস সার্ভিস চালু হয়েছিল, সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ তেলিয়ামুড়া টু অমরপুর এই রাস্তায় বহু লোক এবং গাড়ী ঘোড়া চলাচল করে, কিন্তু এই রাস্তাটা রিপেয়ার করবে না। অথচ সোলিং হওয়ার পর যদি সংগে সংগে ব্ল্যাক টপিং করত, তাহলে রাস্তা ঠিক থাকত, এবং সেটা মেন্টেনান্স করলে মানুষের চলাচলের পক্ষে, মানুষের রোজী রোজ-গারের পক্ষে, মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে সুযোগ সুবিধা হত। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে কালাছড়ি থেকে পদ্মবিল— যেটা খোয়াই রাস্তা সেটা বর্ডারের সংগে পূর্ব দিয়ে কানেক্‌টেড। বর্ডার রক্ষার দিক থেকে এটার খুবই প্রয়োজন আছে। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত সেটা একইভাবে আছে, সুদিনে বাস সামান্য চলে, কিন্তু বর্ষাকালে সেই রাস্তা অচল হয়ে যায়। বর্ষাকালে ঐ রাস্তায় চলতে গেলে মনে হয় যেন নৌকায় চড়ে যাওয়া হচ্ছে, যে কোন সময় এক্সিডেন্ট হতে পারে। বেলপা বলে একটা জায়গা আছে, উতলার উপর দিয়ে সমস্ত বাস যাত্রীদের নামিয়ে তারপর সেখানে যেতে হয়—অত্যন্ত রিসকী। এই সমস্ত রাস্তাঘাট সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার জানেন না এমন নয়, টাকা পয়সাও ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু কেন এইগুলি করে না আমি বুঝি না। আর পুলগুলির অবস্থা আমরা কি দেখি। যেমন কুমারঘাটের মধ্যে— কুমারঘাটের পশ্চিমের সংলগ্ন, কৈলাশহর যাওয়ার পথে একটা পার্মানেন্ট ব্রীজ করা হয়েছে, কিন্তু যেখানে পুল করা হল, সেখান থেকে নদী অন্য দিকে ঘুরে চলে গেছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে আসাম প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদী আছে, সেগুলি উপর যখন পুল করা হয়, আমরা দেখছি পুল করার আগে, পুলের দুইদিকে নদীর উপর গাইডওয়াল বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে নদীর মুখ অন্য দিকে যেতে না পারে। কিন্তু এখানে দেখছি যে ব্রীজ কমপ্লীট হল, কমপ্লীট হওয়ার পর নদী ভেঙ্গে অন্য দিকে গতি নিয়েছে, পুলের জায়গায় পুল পরে আছে, সেখানে নদী নেই। বহুদিন পর্যন্ত এটা নদীর একটা সাইডে দাঁড়িয়ে আছে এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এখন আবার নূতন এষ্টিমেট করা হবে,আবার ফিনানশ্যাল এ্যাপ্রুভেলের জন্য পাঠাতে হবে, তারপর এটা করতে করতে বছর দশেকও চলে যেতে পারে, এই হচ্ছে অবস্থা। জনসাধারণ যখন কোন কাজ করতে চায়, তখন কথায় কথায় বলা হয়, তারা সে কাজ পারবে না, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি যারা এক্সপার্ট টেক্‌নিক্যাল পাসন আছেন, তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কাজটা করবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ এইগুলি যখন করা হয়, তখন দেখা যায় কাজে আসে না। এই পুলটা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হল, অথচ এখন সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এই পুলগুলি যখন করা হয়, তখন নদীর দুই দিকে গাইডওয়াল বেধে দেওয়া দরকার। আজকে টাকা আছে, টাকা খরচ করেই দায়িত্ব ফিনিস। আরেকটা ঘটনা—ধর্মনগর'এর উত্তর দিক দিয়ে আমবাসার নিকটে ধলাই নদীর উপর একটা পার্মানেন্ট ব্রীজ হাফ ডাউন অবস্থায়— কন্‌ক্রীটের পুল সেখানে কনষ্ট্রাক্‌শান হয়ে পড়ে আছে, সেখানে জংগল হয়ে আছে। কেন যে এইগুলি এই অবস্থায় করা হয়-- বুঝা মুস্কিল। যখন এইগুলি করা হয়, তখন প্ল্যান প্রোগ্রাম করেই এষ্টিমেট করা হয়, কিন্তু করার পর কেন এই-

গুলি এইভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়, জানি না। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা অবহেলা দেখতে পাই। আর সাক্রুম'এর মধ্যে— যেটা আছে, সেটা খুব ইম্‌পোর্টেন্ট ব্রীজ, প্ল্যানের মধ্যে আছে। তারপর আর একটা ঘটনা সেটা একটা সাধারণ ব্যাপার। সিনাই নদীর উপর সেকেরকুট বাজারের সংলগ্ন একটা পুল, বছরের পর বছর সেখানকার মানুষকে বিড়ম্বনা পেতে হয়, যদিও বলা হয়, এটা একটা টেম্‌পোরারী ব্রীজ, সেখানে একটা পার্মানেন্ট ব্রীজ করা যেত। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। কখন করবে যখন নাকি বর্তমানে ডাইভারশান ব্রীজটি আছে, সেটা যখন ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাবে, তখন সেটা করা হবে, কিন্তু সেটা ভাল থাকতে থাকতে এটাকে পার্মানেন্ট করা দরকার, সেটা করবে না। সমস্ত কাজই আমরা দেখছি যখন হঠাৎ প্রয়োজন পড়ে তখন করা হয়। একটা কথা আছে যে বানর নাকি যখন বৃষ্টি নামে, তখন বলে ঘর তৈরী করব, কিন্তু বৃষ্টি থেমে গেলে আর ঘর বানানোর কথা মনে থাকে না, আমাদের সরকারের হয়েছে তাই। যখন সে কাজগুলি করা দরকার, তখন সেগুলি করবেনা, এই হল অবস্থা। আর কাউমারার কথা আমি অনেকবার বলেছি।

আর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানের দিক দিয়ে আমারা দেখতে পাই যেমন রবীন্দ্র সদন আছে, বহুদিন ধরে সেখানে সামান্য সামান্য কাজ, মাঝে মাঝে আবার বন্ধ হয়ে থাকে। কি কারণে সেটা হচ্ছে বলা মুস্কিল। এইভাবে অনেকগুলি জিনিষ—যেমন কাঞ্চনবাড়ী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল সেখানে এষ্টিমেট করা হয়েছে, বর্তমানে যে স্কুল ঘরটি আছে, সেটার খুঁটিগুলি অত্যন্ত খারাপ, যে কোন মুহূর্তে স্কুল ঘরটি ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তার আগে সেটা করা দরকার, সেটার দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। যখন এটা ভেঙ্গে যাবে তখন আবার একটা টেম্পরারী শেড বানানো হবে হাজার হাজার টাকা খরচ করে, কারণ স্কুল চালাতে হবে, কিন্তু সেটা থাকতে থাকতে যে পার্মানেন্ট কনষ্ট্রাকশান করা দরকার, সেটা করবেনা এইভাবে আজকে সর্বত্র আমরা দেখতে পাই যে কোন কনস্ট্রাকশানই হউক না কেন, স্কুলই হউক আর যে কোন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানই হউক, যেগুলি অবশ্যই করা দরকার, সেগুলি করেনা।

Mr. Speaker—The house stands adjourned till 2 P. M to-day The member speaking will have the floor.

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি cut motion এর পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। সাধারণ constructionগুলির কথা যদি বলতে হয়—যেমন শিলাছড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলের বহুদিন পর্যন্ত স্কুলঘর নাই। সেটা করা দরকার। কিন্তু অবহেলার দরুণ সেটা করা হচ্ছে না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে অমরপুর শহর থেকে বাংখারাই পর্যন্ত একটা রাস্তা হওয়ার কথা। নামে আছে অমরপুর বাংখারাই রোড—এই রাস্তার নামে প্রত্যেক বৎসরই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি ঐ রাস্তা খোঁজ করেন তাহলে ঐ রাস্তার কোন অস্তিত্ব কেউ খোঁজে পাবেন না। আরও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে সেটাও planএর construction. M. T. B Girls' Higher Secondary School-এর সংলগ্ন যে ছাত্রীবাসটি হয়েছিল সেটি construction complete করে School কর্তৃপক্ষের নিকট hand over করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা যখন করা হয় তখনই পূর্ণাঙ্গভাবে করা

উচিত ছিল। যেমন গেইটের সামনে একটা লোহার গেইট দেওয়া উচিত ছিল—জানিনা এটা scheme-এ ছিল কিনা—এটা করা হয় নাই। আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে—যখন নাকি এই Boarding হেণ্ড অভার করার প্রশ্ন উঠল তখন Lady Superintendent আপত্তি করলেন। তিনি বললেন যে ওখানে যে যাব, আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কি? তিনি তাদের নিরাপত্তার সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। যাহা হউক যদিও ছাত্রীদের নিয়ে তিনি ওখানে গেছেন in the mean time আজকে শহরে মস্তানের অভাব নেই। সেখানে দেওয়াল একটা দেওয়া হয়েছে সত্যি কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন লোক ঐ দেওয়াল টপকিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ scheme যখন করা হল তখন ঐ দেওয়াল টপকিয়ে যাতে কোন লোক প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে করা উচিত ছিল। আর একটা ব্যাপার হ'ল School compound-এর ভিতরে একটা residence quarter. এর ভিতরে কিভাবে জানি ঘর বাড়ী তৈরী করে পূর্বদিকে একটা আলাদা গেইট করে বেশ আরামে বসবাস করছে। কাজেই এইভাবে যে সবকারের কাজকর্ম্ম চলছে সেখানে দেওয়ালটা আরো উঁচু করে দেওয়া উচিত ছিল। মেইন গেইট একটা লোহার করা উচিত ছিল। এইগুলি করা হয় নাই। এইভাবে আজকে যদি সমস্ত স্কুলগুলির কথা চিন্তা করতে যাই—যেমন Bodhjung Girls' Higher Secondary School সেটা একটা মেয়েদের স্কুল। প্রত্যেক মেয়েদের স্কুলে যেমন তুলসীবতী স্কুলের compound বা দেওয়াল আছে ঠিক তেমনি Bodhjung Girls' Higher Secondary School-এ-ও করা দরকার। বাজেটে নাকি এর সম্পর্কে provision আছে গত বছর যথেষ্ট ইট সেখানে জমা করে রাখা হয়েছিল কিন্তু এখন দেখা যায় তরজা দিয়ে সেটা করা হয়েছে। কিন্তু সামান্য ঝড় এলেই এগুলি ভেঙ্গে পড়ে যায়। এখন তো সেগুলি নেই বললেই চলে। আর সেখানে মেয়েদের প্রস্রাবের যে জায়গা সেটাও কাচ্চা অর্থাৎ বাঁশের তৈরী। সামান্য একটু বাতাস এলেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তারও কোন arrangement নাই। সেগুলো করতে পারত কিন্তু করা হয় নাই। আর জল খাওয়ার যে ব্যবস্থা তারও কোন সুব্যবস্থা নাই। কাজেই দেওয়াল করার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক যে সমস্ত ব্যবস্থা সেগুলি করা দরকার। কিন্তু এগুলো করা হচ্ছেনা। আর Town improvement সম্পর্কে তো আগেই বলা হয়েছে, কাজেই আমি এ সম্পর্কে in details-এ যাচ্ছি না। আজকে P.W.D-র হাতে main কাজগুলি আছে যেমন মফঃস্বলের সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত, বিলোনিয়া, কৈলাসহর প্রভৃতি main town গুলির রাস্তাঘাট সব আজকে P.W.D-র হাতে। সেখানে কোন প্রতিষ্ঠান নাই। কাজেই আজকে ইচ্ছা করলে তারা এগুলি করতে পারে। অন্ততঃ main road যেগুলি আছে সেগুলি করা দরকার। কিন্তু আজ পর্যান্ত সেগুলো করা হচ্ছে না। আর একটি ঘটনা হচ্ছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে, আগে ত্রিপুরার নদীগুলির দু'পাশে যথেষ্ট জঙ্গল ছিল যেমন বেতের গাছ, বিভিন্ন ধরণের আবর্জ্জনা থাকার ফলে নদীর পাড় ভাঙ্গা সম্ভব ছিল না। নদীর মুখও ছোট ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে নদী চতুর্দিক দিয়ে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ফলে নদীর যেভাবে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে তাতে ত্রিপুরার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেমন বাজার ইত্যাদি রক্ষা করাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইদিকে দৃষ্টি

রেখে আজকে হানা ইত্যাদি দেওয়া দরকার। যেমন ফটিকরায় বহুদিনের একটা পুরানো বাজার। আজকে নদী ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে প্রায় বাজারের কাছে এসে গেছে। সেখানকার জনসাধারণ এই বাজারটাকে রক্ষা করার জন্য P.W.D-তে অনেক দরখাস্ত করেছেন কিন্তু হানা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। যেমন ফেনীনদীর ভাঙ্গন, সাব্রুম বা বৈষ্ণবপুরের দিকে যে ভাঙ্গনটা আছে সেগুলি যে কোন মুহূর্তে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। এইগুলি রক্ষণা-বেক্ষনের যারা দায়ী তারা—একবার করলেই মনে করে যে আর এগুলি করার কোন দরকার নাই। যখন কিছু হয়ে যায় তখন notice আনা মাত্রই তাড়াহুড়ো করে কাজ আরম্ভ করা হয়। যেমন এই আগরতলা টাউনের কথা। এখন এই সীজনে যখন বর্ষা বাদল নেই তখন এই সমস্ত কাজ করা দরকার। কিন্তু কিছুই করবেনা। সমস্ত Technical Staff নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন আগরতলা টাউনে জলে পরিপূর্ণ বাঁধও তখন ফাটে ফাটে অবস্থা। হৈ চৈ করে তখন বালি এনে, মাটি এনে বেঁধে দেবে। স্বাভাবিকভাবে যাহা আগে করলে যেখানে ১০ হাজার টাকায় শেষ করা যেত সেটা পরে করায় ৫০,০০০ টাকায়ও সঙ্কুলান হয় না। এইভাবে টাকাগুলো অপচয় করা হচ্ছে। উদয়পুর বাজার সংলগ্ন গোমতী নদীর ভাঙ্গনের কালে নদীটি প্রায় বাজারের কাছে এসে পৌঁছেছে। প্রতি বৎসর সেখানে হানা দেওয়া হয়। যখন নদীর স্রোত খুব বেশী হয়, তখনই এগুলো দেওয়া হয়। আগে থাকতেই দিলে কাজকর্ম করতে সুবিধা হয়, নদীতে জল কম থাকে, Labourও কম দামে পাওয়া যায়!

আর একটি কথা, আমাদের Prime Minister, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আসা উপলক্ষে ১০ হাজার টাকার চেয়ার-ই নাকি কেনা হয়েছে। সেই চেয়ারগুলো বর্তমানে stock-এ আছে কিনা বলা মুস্কিল। শুনা যায় সেগুলো যার যেমন নিয়ে নিয়েছে। এটা কি লুটের বাজার?

Irrigation সম্পর্কে আমার একটা cut motion আছে। আমার cut motionটা হল, In-adequacy of provision for enbankment around Agartala Town. একসময় আমাদের Principal Engineerকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মহারাজার আমলে আগরতলা টাউনকে রক্ষা করার জন্য একটা scheme ছিল কিনা। তার উত্তরে তিনি বললেন কাগজে কলমে এরকম কোন scheme নেই। তবে মৌখিক একটা scheme ছিল আমরা জানি কৃষ্ণনগরে, বর্তমানে যেখানে G. B. Hospital আছে তার উত্তর দিকে লুঙ্গার মধ্যে এখনো খালের মত কাটা আছে। মহারাজার আমলে ঐ দিক দিয়া বর্তমান কাটা খালকে divert করার scheme ছিল। যদি এটা করা হত তাহলে জলের প্রেসার অনেক কমত। বছর বছর ভূতুরিয়া ব্রাদার্সের নিকটে বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম এবং জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা থাকে না এবং আগরতলা শহরের মানুষের মনে বন্যা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। কাজেই সেই plan কে execute করলে জনসাধারণও নিশ্চিন্ত হতে পারত। এখানে বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, টেকনিসিয়ান আছেন, ইচ্ছা করলে করতে পারেন। ইদানীং শোনা যাচ্ছে অভয়নগরের একটা portion নাকি aquire করা হচ্ছে কাটাখালের জলটাকে diversion করার জন্য। এটা সামান্য একটা ব্যাপার। এটা না করে মহারাজার plan অনুযায়ী চানমারী টিলার নিকট দিয়ে পুরানো খালে জলটাকে divert করলে ভাল হয়, তাতে আগরতলা টাউন রক্ষা হবে। এ সম্বন্ধে বহুবার হাউসে আলোচনা

করেছি। কিন্তু একটা প্রবাদ আছে "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী"।

চাকুরীর ক্ষেত্রে কিছু বলব। চাকুরীতে লোক নেওয়ার ব্যাপারে একটা formality বজায় রাখার জন্য Employment Exchange থেকে নামের list আনা হয়। কিন্তু আগের থেকে লোক select করে রাখা হয়। আমার প্রশ্ন হল ত্রিপুরা সরকারের খরচে যারা পাশ করে আসেন তাদের first preferance দেওয়া উচিত। কিন্তু ইদানীং কালে দেখা যায় বিদ্যুৎকর্তার ভাইপো 2nd Division-এ B. E. পাশ করে এসেছে, তাকে Overseer এর চাকুরী দেওয়া হল। আর বাহিরে থেকে some Barman এসে Engineer-এর post পেয়ে গেল। বাহিরের লোকের চাকুরী দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। আমি একটা মাত্র Instance দিলাম। এ রকম বহু ঘটনা আছে। ঐগুলো আজকে দেখা দরকার। ত্রিপুরাকে যদি সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হয় তাহলে P.W.D. Deptt. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। Communication-এর দিক দিয়ে যদি আমরা শক্তিশালী হতে না পারি তাহলে শুধু উন্নতির স্বপ্ন দেখলেই চলবে না। কাজেই Communication-এর জন্য বাজেটে যে provision রাখা হয়েছে তাহা চাহিদার তুলনায় অনেক কম। আরও বেশী রাখা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সমস্ত টাকা-পয়সা ব্যয়বরাদ্দ রাখা হয় সেটাও যথাযথভাবে খরচ করা হয় না। মার্চ মাসের শেষভাগে back date দিয়ে সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করা হয় তাড়াহুড়ো করে। তাতে কাজগুলো properly হয় না। যে Deptt. এর উপর ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি নির্ভর করে সেই Deptt. কে আজ মিনিষ্টাররা যারা দায়দায়িত্বে আছেন, তারা লুটের বাজার হিসাবে treat করছেন। কাজেই আমার cut motion এর পক্ষে এই বক্তব্য রেখে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—Now I call on Hon'ble member Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motion.

Shri Abhiram Deb Barma—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, Demand for grant No. 26—Public works-এ আমার cut motion আছে। "(১) অমরপুর, রাঙ্গামুড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলের গৃহ নির্মাণ বরাদ্দের অর্ডার। (২) স্কুল গৃহসমূহ নির্মাণে সরকারী ব্যর্থতা। (৩) ছোট খাট রাস্তা মেরামতে সরকারী ব্যর্থতা।"

কিছুদিন আগেও অমরপুর বিভাগের রাঙ্গামুড়া Senior Basic স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল গৃহ নির্মাণের ব্যাপারে একটা ধর্মঘট করেছিল এবং সরকারের কাছে লিখিতভাবে তাদের দাবীদাওয়াগুলো উপস্থিত করেছিল। এই অবস্থার পরেও এই স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য এবারের বাজেটে কোন ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়নি। সেটা অবিলম্বে নির্মাণ করা দরকার। কারণ অতিসত্বর এটা যদি নির্মাণ করা না যায় তাহলে সেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ভীষণ অসুবিধা হবে। সদরের চাঁদপুর এবং উদনাবাড়ী প্রাইমারী স্কুল দুইটি নির্মাণের জন্য দীর্ঘ ২ বৎসর যাবৎ বহু দরবার হয়েছে, কিন্তু সেইগুলি নির্মাণের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। "ছোট ছোট রাস্তা মেরামতে সরকারী ব্যর্থতা"। যেমন আগরতলা-টাকারজলা যে রাস্তা এটা বিরাট এলাকার জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগের একটিমাত্র রাস্তা। যদিও জিপ গাড়ীগুলো অতিকষ্টে চলাচল করে, এটা চলার মত নয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় তাদের চলতে হয়। মানুষেরও এই

রাস্তা দিয়ে চলাচল না করে উপায় নেই, তাই তারা চলাচল করছে। আমবাসা এবং গণ্ডাছড়ার যে রাস্তা এটাও অত্যন্ত খারাপ রাস্তা। এই রাস্তার উপর রাইমা-শর্মা এলাকার সমস্ত যোগাযোগ নির্ভর করে, কিন্তু যেভাবে সেই রাস্তাকে করা উচিত সেভাবে কিছুই করা হচ্ছে না। Soiling পর্য্যন্ত হচ্ছে না, Matelling হওয়া তো দূরের কথা। এই রাস্তা গুলো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। গত বৎসর গণ্ডাছড়া, বলংবাসায় মিজো আক্রমণ হয়েছিল, তাতে রাস্তাঘাট খারাপ থাকার দরুণই সময়মতো প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আর Public Works Deptt.টি একটি গুরুত্বপূর্ণ Deptt আজ এই বাজেটে এই Deptt.-এর খাতে 3,18,28,000/- টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই বিরাট টাকা যদি রাস্তাঘাট, স্কুলগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের কাজে যথাযথ ব্যয় করা হত, তাহলে ত্রিপুরার অনেক উন্নতি হত। কিন্তু আজ আমাদের একথা বলার কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। মনে করি না এই কারণে আজ আমরা যে সমস্ত সং। ঘটনা তুলে ধরি সেটাকেই মাননীয় সদস্যরা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করা কোনমতেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু যোগাযোগ ক্ষেত্রে তাই আজ অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। যেমন কালাছড়া থেকে সিমনা-কাতলামারা যে রাস্তা আজ দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত এই রাস্তার কাজ Solling & Matelling-এ সীমাবদ্ধ ছিল। black topping প্রভৃতির জন্য ইট আনা হয় কিন্তু তা করা হচ্ছে না। সমস্ত উত্তরাঞ্চল এই একটি রাস্তার উপর নির্ভর করে। যে রাস্তাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, না করলে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কিন্তু সেইগুলি করার কোন চেষ্টা হয় না। এইদিক দিয়ে আজ যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা যদিও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য, এই টাকাকেও যদি লুটের রাজত্বে ব্যয় না করে সঠিকভাবে ব্যয় করা হয় তাহলে এই অল্প টাকাতেও ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা কাজ করা যায়। কিন্তু সেই ইচ্ছা আমাদের সরকারের নেই। এই কারণে আজ ২৫ বৎসরেও ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের বিশেষ উন্নতি হয় নাই।

তারপর, Demand No. 24 তাতে আমার একটি Cut Motion আছে। তা হল "বন্যা নীরোধ পরিকল্পনা রূপায়ণে সরকারী ব্যর্থতা।" প্রতি বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা হচ্ছে। কমলপুরে, খোয়াইতে, সদরের মধ্যে খয়েরপুর থেকে চন্দ্রপুর পর্য্যন্ত বিরাট এলাকাতে প্রতি বৎসরে বন্যা হয়। বন্যার ফলে অনেক ঘরবাড়ী নষ্ট নয়, গরু-বাছুর নষ্ট হয়, ফসল নষ্ট হয়। কিন্তু এই বন্যা থেকে এই বিরাট এলাকা রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই যাতে এই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে এই বিরাট এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। কমলপুর, কৈলাসহরেও প্রতি বৎসর বন্যা হয়ে সমস্ত জমির ফসল নষ্ট করে ফেলে, ঘরবাড়ী নষ্ট করে মানুষের অশেষ দুর্গতি সাধন করে। কিন্তু কোন পরিকল্পনা না থাকার দরুণ এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। সাব্রুমের ছোটখিল অঞ্চলে প্রতি বৎসর বন্যা হয়। যদি একটা বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে বিরাট একটা মাঠের মধ্যে ফসল হতে পারে। এই বিরাট এলাকাতে কোন ফসলই হচ্ছে না। বন্যার দরুণ ক্ষতি হয়না এমন জায়গা ত্রিপুরা রাজ্যে খুব কমই আছে। কিন্তু বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার মত বাজেটে কোন পরিকল্পনা আমি দেখতে পাচ্ছি না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ হলে শুধু কৃষকদের স্বার্থই রক্ষা হয় না, ত্রিপুরার জনসাধারণেরও বিশেষ উপকার

হয়। এটা অত্যন্ত জরুরী অবস্থা। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বাজেটে আরও বেশী টাকা থাকা দরকার ছিল। যে সমস্ত এলাকা বন্যায় ক্ষতি সাধন করে সেই সমস্ত এলাকাগুলিকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই বাজেটে আরও অর্থের প্রয়োজন ছিল। যোগাযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমস্ত ব্যাপারে সরকারের উদাসীনতা, ব্যর্থতা সবসময় পরিলক্ষিত হয়। কৃষকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, জলসেচের ব্যবস্থা করা, বন্যার হাত থেকে ফসল রক্ষা করার ব্যাপারে অনেক রঙ্গীন চিত্র হাউসে তুলে ধরা হয়। প্রতি বৎসর বন্যার কবলে হাজার হাজার কৃষক তার ধনসম্পত্তি সবকিছু হারায়, অশেষ দুর্গতির মধ্যে তাদের বাস করতে হয়। এই অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা নাই যে পরিকল্পনা দ্বারা ঐ সমস্ত এলাকা রক্ষা করা যায় এবং কৃষক সাধারণকে রক্ষা করা যায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর খুব বেশী বলতে চাই না। এই যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যর্থতা এটা অত্যন্ত লজ্জাকর, দুঃখজনক। কাজেই এইসব অবস্থার হাত থেকে নিজেরা যাতে সচেতন হন, নিজেদের ত্রুটিগুলি স্বীকার করে নিতে চেষ্টা করেন, ত্রুটিগুলি স্বীকার করে নিয়ে কৃষক সাধারণের উপকারার্থে, ত্রিপুরার কল্যাণার্থে তারা যাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন এবং এই বাজেটে যে পরিমাণের টাকা এইখানে রাখা হয়েছে এই টাকাগুলি নিজেদের মধ্যে লুট করার চেষ্টা না করে যাতে সঠিকভাবে আমাদের যে সামান্য টাকা আছে তা এই বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োগ করা হয় আমি এই বলেই আমার cut motion-এর সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Shri Nishi Kanta Sarker—only for ten munites.

Shri Nishi Kanta Sarkar --মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই House এ যে ৬টি Demand এসেছে Demand Nos. 26, 27, 41, 40, 24 & 38 তা আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষ থেকে কিছু cut motion এসেছে। আগে cut motion সম্পর্কে বলছি। তারপর Demand-এর উপর নিজের কিছু suggestion রাখব।

(Noise)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে বলতে দিন। এক বৈরাগী বেলা প্রায় একটায় এক বাড়ীতে ভিক্ষার জন্য গেল। গৃহিনী তখন রান্না করছে। বৈরাগী বলতে লাগল— ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও। এখন গৃহিনী ভাতের মাড় গালবে, তারপর ভিক্ষা দেবে। এদিকে দেরী হওয়াতে বৈরাগী খুব রেগে গেছে। এতক্ষণ হ'ল ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছি। খুব চটে গেছে। এদিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কান্নাকাটি, স্বামী আসছে খাওয়ার জন্য, তাকে ভাত দিতে হবে। গরম মাড়টা ছিল একটা পাত্রের মধ্যে। গৃহিনী ঐ পাত্রটা নিয়ে বৈরাগীর উপর ঢেলে দিল। এতে গা গেছে পুড়ে। বৈরাগী কেবল দৌড়াতে আরম্ভ করল। লোকে জিজ্ঞেস করতে লাগল কি হয়েছে, কি হয়েছে। বৈরাগী তখন বলল যে আমার নিজের মুখের দোষে আমার গায়ে মাড় পরেছে। লোকটি তখন চলে গেল।

Revised Budget এর কথা আমি বলছি। Road এর কথা, communication এর

কথা সবটার মধ্যেই রেখেছে। আবার Revised Budget হয় কেন? Revised অর্থে ভদ্রলোক কি বলেছেন! টাকা ফেরত যাচ্ছে আমি এর জন্যই বলেছিলাম যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব। Revised Budget করছে কেন? টাকা ফেরত দিচ্ছে কেন? টাকা ফেরত যায় কোথায়, টাকা তো ফেরত যায় না। ব্যাপার হচ্ছে একথা Scheme নিল, Scheme শুরু হ'ল? Timely হয়তো এবৎসর কাজটা হ'ল না। হয়তো কাজ করতে গিয়ে টাকার আরো বেশী প্রয়োজন হ'ল। এ বৎসরের কাজ এ বৎসরে গেল। কিন্তু financial year এ যে টাকাটা খরচ করার কথা সেটা হয়ত খরচ হ'ল না। আগামী বৎসরে আবার sanction নিতে হয়। তাহলে ফেরত যায় কোনটা। হয়ত ১০ হাজার টাকার sanction আছে সেটা contractor এর দোষেই হউক, timely work distribution এর দোষেই হউক বা materials এর অভাবেই হউক তার জন্যই পরের বৎসর গিয়ে কাজটা হয় এবং পরের বৎসর তার জন্য আবার sanction নিতে হয়। এটাই হ'ল Revised Budget. কিন্তু উনি বলেছেন টাকা ফেরত যাচ্ছে, কাজ হচ্ছে না। আবার এক জায়গায় দৃষ্টান্ত দিয়েছে রাস্তা ঘাট, পুল, culvert কিছুই হচ্ছে না। এই যে অসত্য কথা এটাকে সমর্থন করব কি করে। গোমতী নদীতে যে পুল হ'ল, বিশালগড় যে পুল হ'ল, সূর্যসেন ব্রীজটি যে হ'ল এগুলির কথা উনি একবারও উল্লেখ করেন নাই। কেবল বললেন কিছুই হয়নি। মহারাণীতে যে ব্রীজ হ'ল সে কথা একবারও বললেন না। বললেন কোনটা ঐ মনু আর শেকেরকোটের কথা। এই যে অসত্য কথা এবং হিসাব না দেখেই যে উনারা কথা বলেন এই কারণেই এই সব cut motion-কে সমর্থন করা যায় না।

দেবতামুড়া ভেদ করে পূর্ত বিভাগ রাস্তা করেছে, যেখানে ১০/২০ জন মানুষ নিয়েও যেতে পারত না। দেবতামুড়ায় উঠে ৩ ঘণ্টা বসে জল খেতে হয়েছে সেই রাস্তার কথা উনি বলেন নাই। উনি বললেন Temporary হয়েছে। এই যে অসত্য কথা, তাই এই cut motion কি করে সমর্থন করা যায়। হিসেব নাই তো। আমি বলি পাগলে না কয় কি ছাগলে না খায় কি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একটি গল্প বলি।

Mr. Speaker—Hon'ble Member time is short.

Shri Nishikanta Sarker—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে সময় দিতে হবে। গ্রামের দেশের কথা Sir. শাশুড়ির অসুখ করেছে। বুড়ো হয়েছে তো. কফের অসুখ আছে। এখন শাশুড়ি কবিরাজী ঔষধ খাবেন। উনি পাড়া বেড়াতে যাবেন, একটু দরকারও আছে।

Shri Abhiram Deb Barma—Demand আলোচনা করতে গিয়ে কি গল্পের পর গল্পই বলবেন? না Demand আলোচনা করবেন।

Shri Nishikanta Sarkar—আমি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তারপর কি করল বৌকে বলে গেল কবিরাজ এলে ঔষধ রেখ। কবিরাজ এল, এসে বৌকে বলল তোমার শাশুড়ি বাড়ী আছে গো। আগের দিনে মানুষ শাশুড়িকে বলত ঠাইরান? গ্রামের মানুষ তো শাশুড়ি বলে না। বলে ঠাইরান। বৌ বলল না উনি তো বাড়ী নেই। বেড়াতে গেছেন। ঔষধ আমার কাছে দিয়ে যেতে বলেছেন। কবিরাজ বলল নাও বড়ি দিয়ে গেলাম। বলে কি বড়ি। লক্ষ্মীবিলাস বড়ি। খেতে হবে বাসক পাতার রস আর এক ফোটা মধু দিয়ে। শাশুড়ি বাড়ী

এল। বৌকে জিজ্ঞেস করল ঔষধ দিয়ে গেছে কিনা। বৌ বলল হাঁা দিয়ে গেছে। কি বড়ি দিল। "বৌ বলল ঠাকরাইন বিলাস বড়ি দিয়ে গেছে। ভাসুর পাতার রস দিয়ে ঘরের মানুষের দুই একফোটা দিয়ে খেতে বলেছে। এর অর্থ হ'ল গ্রামের মেয়েরা শ্বাশুড়ির নাম বলে না, ভাসুরের নাম বলে না। স্বামীর তো বলেই না। শ্বাশুরির নাম হ'ল লক্ষ্মী তাই বড়ির নাম বলল ঠাকরাইন বিলাস বড়ি, বাসক হ'ল ভাশুরের নাম তাই বলল ভাশুর পাতার রস আর স্বামীর নাম হ'ল মধু তাই ঘরের মানুষের দুই এক ফোটা। এই যে cut motion এনেছে—আমরা যে কিছু করেছি এই পূর্ত্ত বিভাগের সুনাম তারা করেছে? সুনাম করে নাই। বলেছেন কিছুই হয় নাই। তিনি আরো বলেছেন শিক্ষা বিভাগে স্কুল ঘর নেই, দালান কোটা কিছু নেই। ঐ ভদ্রলোক জানে কি? পূর্ত্তবিভাগের যে কাজ পূর্ত্তবিভাকে দিবে যে সেই কাজ করবে। শিক্ষা বিভাগের গৃহ সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগ যদি পূর্ত্তবিভাগকে বলে যে আমার এই স্কুল গৃহটি কর। তুমি estimate করে দাও কত টাকা লাগবে। তারপর পূর্ত্তবিভাগ শিক্ষা বিভাগের specification অনুসারে সেই ঘরের বা দালানের estimate করবে। তারপর পূর্ত্ত-বিভাগ শিক্ষা বিভাগের নিকট টাকা চাইবে। শিক্ষা বিভাগ টাকা দিলে সেই অনুসারে পূর্ত্ত বিভাগ কাজ করবে। কিন্তু এসব হিসাব তারা রাখে না। আর এখন হ'ল Amendment-এর পর Amendment বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। তবে এক ভদ্রলোক এখানে উদয়পুরের কীর্ত্তন করলেন তাতে আমি বেশ আনন্দ পাইলাম। আমি উদয়পুরের লোক তো। কিন্তু এখানে তো উনারা জানেন ও আমি জানি গোমতী প্রজেক্টের পরীক্ষা নিরিক্ষা হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই। এ রকম বড় বড় নদী নালাগুলিতেও— এই Deptt. থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হবে না হবে তারজন্য পরীক্ষা নিরিক্ষা চলছে। কিন্তু এরা তা জানে না। কিন্তু আমরা যদি Scheme ছাড়া একটা কাজ করি তখন তারা বলবে অপদার্থ। কোন বিভাগে কি কাজ হবে সেটাও তারা জানে না। কেবল বলে কাজ হ'ল না, হ'ল না। কিন্তু কাজ করার যে কতগুলি অসুবিধা আছে তারা তা চোখে দেখে না। কেবল চীৎকার করে কাজ হ'ল না কাজ হ'ল না। আমি আজ ২০ বছর ধরে উত্তর মহারাণী টু গর্জ্জির রাস্তাটার জন্য বলে আসছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই রাস্তাটা হচ্ছেনা। টি, টি, সির আমলে কিছু কিছু কাজ হয়েছিল। তাই আমার মনে হয় কৃষকদের খাতে সুবিধা হয় ও কৃষি পণ্যের যাতে ন্যায্য মূল্য পেতে পারে, সেই জন্য প্রত্যেকটি সাব ডিভিশনে কিছু কিছু রাস্তা করা দরকার। তাহলে কৃষকরাও উৎসাহিত হবে এবং সবুজ বিপ্লব ও স্বার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে, গ্রামের উন্নতি হবে। তুলামুড়া যে রাস্তার কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন আমার মনে হয় তিনি বোধ হয় আগের কীর্ত্তনই গাইছেন। আমার মতে তুলামুড়া থেকে কাকড়াবন পর্য্যন্ত রাস্তা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাই আমি বলব, উত্তর মহারাণী—গর্জ্জি, ডানগুনি টু গঙ্গাছড়া ভায়া মঠ পুষ্করিণী, গঙ্গাছড়া টু সাব্রুম এবং তুলামুড়া টু কাকড়াবন। আর উদয়পুর টাউন সম্বন্ধে আমি বলব যে, রাস্তাগুলি মেরামত ও সংস্কার করা অবিলম্বে প্রয়োজন। আমি হাউসে অনেকবার বলেছি যে, টি, টি, সির আমলে ২/৩টি গ্রুপ করে উদয়পুর টাউনের রাস্তাগুলো ধরা হয়ে ছিল। কিন্তু এখন কিছু কিছু কাজ হয়ে এই অবস্থায় পড়ে আছে। এখন জিজ্ঞাসা

করলে P.W.D. কর্তৃপক্ষ বলেন যে বাস্তাতো encroach করে বসে আছে। S.D.O-কে বললে তিনি বলেন যে তিনি তো পূর্ব্বেই handover করে দিয়েছেন। এই ঠেলাঠেলি অবস্থাটির অবসান হওয়া দরকার।

এই হাউসে আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে বৈষ্ণবীরচরে একটি বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন। বহুবার estimate করা হয়েছে। কিন্তু এই Department-এ estimate গুলো গেলে পরে বাণ্ডেল করে ফেলে রাখা হয় কি না এটা একটু দেখা দরকার। কারণ এই বাঁধ যদি না হয় তাহলে নদীর সাথে শিবসাগর জলা মিশে যেতে পারে বলে আমি আশঙ্কা করি। আর টাউনের নদীটি থেকে যাতে টাউন রক্ষা হতে পারে তার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে বলে আমি আশা করি। বন্যানিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মোটামুটি আমার বক্তব্য রাখলাম ত্রিপুর মহারাণী—সামান্য একটু জায়গা আজ ৪/৫ বছর ধরে পড়ে আছে, তুলসীবতী ও ছলামাটি—এও সামান্য জায়গা, এগুলো অতি সত্বর করার জন্য আমি আবেদন রাখবো। আর রাস্তার উপর যেসব কাঠের পুল আছে সেগুলোর জীবনী শক্তি মাত্র ২/৩ বছর। ২/৩ বছর পর পর নতুন করে টাকা খরচ করে আবার পুলগুলো করতে হয় এবং এতে প্রচুর টাকা খরচ হয়। পুলগুলোকে যদি স্থায়ীভাবে করা হয় তাহলে অনেক টাকা বাঁচবে এবং জনসাধারণও উপকৃত হবে। তাই আমি অনুরোধ করবো স্থায়ী কালভাট করার জন্য। গ্রামের সাথে সহরের যোগাযোগ না হলে কৃষকের তথা কৃষির উন্নতি অসম্ভব। তাই প্রতিটি গ্রামের সাথে সহরের যোগাযোগ রাস্তার মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয়। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে গ্রামের, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ। এই বলে আমি Demand-এর পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নং 26, 27, 41, 40, 24 এবং 38—এই হাউসে মুভ করেছেন। আমি এই ডিমাণ্ডগুলো সমর্থন করি এবং কাট-মোশানের বিরোধীতা করি। এই ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা বলেছেন যে ফ্লাড প্রটেকশান ও অন্যান্য ব্যবস্থা এই বাজেটে নেই। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য বাজেট পড়ারসময় পাননি। পড়লে উনি দেখতে পেতেন যে Demand No. 24-এর যে list আছে, তাতেdetails of work দেওয়া আছে। খোয়াই, কৈলাসহর, আগরতলা যে সব জায়গায় বন্যা হয়, সে সব স্থানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জায়গাতে সেই বাঁধ রক্ষার জন্য টাকার ব্যবস্থাএই বাজেটে করা হয়েছে।

যে সব বাঁধ শহরকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে সেগুলি প্রায়ই ভেঙ্গে যায় এবং শহরগুলোতে বন্যার জল প্রবেশ করে। তাই শুধু এই বাঁধেই চলবে না তার বিকল্প ব্যবস্থাও প্রয়োজন। বন্যার জলকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। খোয়াই নদীর জল অন্য দিকে প্রবাহিত করার একটা স্কীম ছিল। সেই স্কীমটাকে কার্যে রূপায়িত করার জন্যে অনুরোধ করব।

রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমি বলব যে, আগরতলা—খোয়াই রাস্তা সেটা Via-Mohanpur—Kalacharra। হয়ে গিয়েছে তা সব ঋতুতে চলার উপযোগী করে তোলা দরকার। বর্ষার সময়ে মানুষ তেলিয়ামুড়া পর্যন্ত যায়। তারপর গাড়ী বদল করে চেবড়ী—তারপর গুদারা পার হয়ে খোয়াই

যেতে হয়। চেবড়ীর পুলটা সম্বন্ধে বহুবার আমি এই হাউসে বলেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, ১৯৭০ সালে এই পুলটি সম্পূর্ণ হবে। ইদানীং এক প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে এই পুলের মাত্র ৪৫ ভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ৪ বৎসর কাজ করার পরে যদি মাত্র ৪৫ ভাগ সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে ১৯৭০ সালের মধ্যে এই পুলটি কিছুতেই সম্পূর্ণ হবেনা। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলবো পুলটি সত্বর করার জন্য। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে, কন্ট্রাক্টররা Executive Engineer থেকে সহযোগীতা পান না। আবার সরকারী অফিসে খবর নিলে জানা যায় যে, কন্ট্রাক্টরের গাফিলতি আছে। মোট কথা হলো দায়িত্ব সরকারের। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনুরোধ করবো যেন এই পুলটা অন্ততঃ ১৯৭১ সালের মধ্যে শেষ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে, আমাদের ফার্ষ্ট কাউন্সিলের আমলে একটি রাস্তার পরিকল্পনা ছিল সেটা হলো আগরতলা থেকে খোয়াই—কমলপুর— কৈলাসহর হয়ে ধর্ম্মনগর যাবে। First Council এর আমলেই আমরা Kailashahar—Dhamanagar রাস্তাটা করি এবং এখন তাতে গাড়ী চলে। তারপর ৮ বছর চলে গেলো আমরা আর কোন রাস্তা করি নাই। একমাত্র আগরতলা—খোয়াই রাস্তাটায় গাড়ী চলে, তার condition খুব খারাপ। রাস্তাটায় কোন উন্নতি বিধান আজও হয়নি। আর খোয়াই থেকে কমলপুর হয়ে কৈলাসহর রাস্তাটার আজও হাত দেইনি। আমাদের এই সব সাব-ডিভিশনের সাথে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা হল আসাম—আগরতলা রোড। বর্ষার সময় বা অন্য কোন কারণে যদি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে Land route এ অন্য কোন রাস্তা নেই যে ঐ সব সাবডিভিশনে যাওয়া যাবে। তাই আমি অনুরোধ করব যাতে খোয়াই—কৈলাসহর রাস্তাটা অতি সত্বর নির্ম্মান করা হয়।

খোয়াই এবং কমলপুর শহরের রাস্তাগুলি ভালো নয়। যদিও প্রতিবছর রাস্তার জন্য টাকা ধরা হয়, নানাবিধ কারণে সহরের রাস্তাগুলোর উন্নতি হচ্ছে না। খোয়াই সহর থেকে পূর্ব্ব দুর্গানগর ও উত্তর দুর্গানগর এবং খোয়াই সহরের বিদ্যানিকেতনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা পুর্ব্বদিকে গিয়েছে—এইসব রাস্তাগুলি এবং তার পুলগুলি অতি সত্বর ঠিক করা দরকার।

কমলপুর থেকে বালীগাঁও, নওগাঁও রাস্তাগুলির কাজ first council এর আমল হাত দেওয়া হয়। plan-এর রাস্তা—অর্থবরাদ্দও ছিল। কিন্তু নানাবিধ কারণে রাস্তাগুলো হয়নি। কন্ট্রাক্টরের সাথে সরকারের গোলযোগ আছে। কিন্তু এইগুলি শেষ করে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ রাস্তাগুলো নির্মাণ করা দরকার।

কৈলাসহরের আশে পাশে যে সব ঘন বসতিপুর্ণ গ্রাম আছে সেখানকার রাস্তাগুলোও উন্নতি করা দরকার। এ সম্পর্কে নিশিকান্ত সরকার মহাশয় বলেছেন, যে যে রাস্তা হয়েছে সেগুলি আমাদের সামনেই আছে, কিন্তু সেগুলি হয়নি—সেগুলি করা দরকার। কমলপুর অঞ্চলে একটি প্রয়োজনীয় রাস্তা—যেটি কমলপুর-আমবাসা রাস্তা—নদীর পূর্ব্বদিকে আর একটা রাস্তা করা যায়—সেই রাস্তা যদি করা যায় তাহলে কমলপুর মহকুমার অর্দ্ধেক লোক অর্থাৎ ৪০ হাজার লোক উপকৃত হবে এবং রাস্তার পাশে কয়েকটি বাজারও উন্নত হবে।

আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা বলি কিন্তু P.W.D. থেকে Minor Irrigation এর কাছে যে

কয়েকটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেখানে এক ফোটা জলও থাকে না। তাতে ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। Executive Engineer প্রায় এক বৎসর আগে সেই বাঁধ পরিদর্শন করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্তও কোন কিছু করা হয় নাই। কাজেই সবুজ বিপ্লবকে যদি সার্থক করে তুলতে হয় তবে জলসেচের যে ব্যবস্থা, তাকে যদি সার্থক করে না তোলা হয় তবে কোন কাজই হবে না এবং সবুজ বিপ্লব সম্ভবপর নয়। আরেকটি Demand আছে—সেটি হল Demand No. 13. তাতে ২০ লক্ষ টাকা ধরা আছে, তাতে কোন Details নাই, আমার মনে হয় তাতে আরো বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত ছিল। Details না থাকাতে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যায় না।

Flood Protection সম্পর্কে কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল, ২১ টি sittingও হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। আমাদের মনে হয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে সমগ্র ত্রিপুরার জন্য একটি Master plan তৈরী করা উচিত। আর একটি জিনিষ পরীক্ষা করে দেখা দরকার—বাঁধ না দিয়ে বন্যার সময় যে যে রাস্তায় জল উঠে সেই সেই স্থানে closet সৃষ্টি করে সেই সেই রাস্তাগুলিকে বন্যা থেকে রক্ষা করা যায় কি না। ত্রিপুরাতে এমন একটি বৎসর যায় না, যখন কৃষকরা তাদের ফসল ঠিক ঠিক মত ঘরে তুলতে পারে। প্রতি বৎসরই বন্যায় ফসল নষ্ট হয়। কাজেই এই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিবার জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব।

Mr. Deputy Speaker—Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি P.W.D. Minister-কে বলছি—যদিও উনি এখানে উপস্থিত নাই। উনি জানেন যে উনি যা করেন তাই হবে দেশের কাজ—এসেম্ব্রীর মেম্বার যে যা বলুক বা না বলুক তাতে কর্ণপাত করাটা তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবু আমাদের বলতে হয় কারণ আজকে ডিপার্টমেন্টের উপর দোষারূপ করে বিশেষ লাভ নাই। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার সামনে সুইচ্ আছে আপনি ইচ্ছা করলে লাল বাতিও জ্বালাতে পারেন। ইচ্ছা করলে সবুজ বাতি জ্বালাতে পারেন। জনসাধারণ আমলাতন্ত্র থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভোট দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা এখানে মন্ত্রীসভা গঠন করেছি। কাজেই আজকে কোন কাজ যদি না হয় সেজন্য আমলাদের দোষ দিলে চলবেনা, সেজন্য দায়ী আমরা। T.T.C-তে যখন আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, তখনও আমরা অনেক গ্রামে রাস্তাঘাট করেছি। কিন্তু আজ বেশী ক্ষমতা পেয়ে সেই গ্রাম ও গ্রামের রাস্তার কথা ভুলে গেছি। যে গ্রাম ও গ্রামবাসীদের রক্ত চুষে আমরা বিধান সভায় বসে টাকা নিচ্ছি। আমরা আজ ক্ষমতা লোভী হয়ে তাদের কথা ভুলে গেছি। বহু রাস্তাঘাট যা হাজার হাজার টাকা খরচ করে তৈরী করা হয়েছিল সে সব নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা দেখি যখন মার্চ্চ মাস আসে তখন ১লা তারিখের পর work order দেওয়া হয়, তার পনের দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে বলা হয় এবং বৎসর শেষ হলে দেখা যায় যে সব টাকা খরচ হয় না। আমলারা তখন বলেন যে আমরা যে আদেশ পেয়েছি তাতে ১৫ দিনে এর বেশী আর কাজ হয় না। কাজেই রাস্তায় যেখানে পুল দরকার, কালভার্ট দরকার সেখানে তা না করে শুধু মাত্র কোদাল দিয়ে কিছু মাটি এদিক ওদিক করে দিলেই হল। আমরা দেখছি

লাখ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু সেই টাকাও কোন কাজে লাগেনি। সেই টাকা খরচ হবে তখন যখন flood হবে, শাল গাছের খুঁটি বসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। প্রত্যেক বৎসরেই আমরা দেখছি যে June—July মাস যখন আসে তখন বন্যার কাজে হাত দেওয়া হয় কিন্তু September থেকে May মাস এই সুদীর্ঘ মাসের মধ্যে কাজ করার আমরা কোন তাড়াই দেখিনা। আমারা এখানে এসেছি, বহুবার এ সম্পর্কে বলা হয়েছে কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কার কথা কে শুনে? প্রত্যেকবারই আমরা একই কথাগুলি যে দিল্লী থেকে Sanction দেরীতে এসেছে—কাজেই কাজ আগে শুরু করা যায়নি। তোমরা যদি সময়মত Sanction নাই আনতে পার তবে তোমাদের এখানে পাঠিয়েছে কেন? এমন কি কোন arrangement করা যায় না যাতে September-এ কাজ শুরু করে বর্ষার আগেই তা শেষ করা যায়? যখন বন্যার জলে ঘরদোর সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তখন চিড়াগুড় নিয়ে তাদের দরজায় হাজির হয়ে গিয়ে বলি যে আমরা এসেছি—তোমাদের ভুলি নাই। এ হল গলা টিপে ধরে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। আজ একটি বৎসর কেটে গেছে, প্রতি বৎসরই আমরা একটা না একটা টাল বাহানার কথা শুনে আসছি। তাই মানুষ যখন অসহ্য হয়ে নানা কথা বলে তখনই বলা হয় যে মানুষ উশৃঙ্খল হয়ে গেছে, আইন শৃঙ্খলা মেনে চলছে না। আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গার মত কাজ যদি আমরা এখানে বসে করি তাহলে সেজন্য দায়ী কি তাহারা না আমরা? তাই আজ M. B. B. College-এ যখন বোমা পড়েছে সেজন্য দায়ী কি তারা না আমরা? কাজেই কে দায়ী সেটা বের করার দিন আজ এসেছে। লোকে বলে যে ২ লক্ষ টাকার কাজ যদি করাতে হয় তা হলে উচ্চ পর্য্যায়ে কোন এক স্তরে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে আসতে হয়। তারপর ক্ষমতা অনুযায়ী স্তরে স্তরে টাকা দিতে হয়। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি যে যদি কোন L D. Clerk বা Overseer ৫ টাকা মিষ্টি খাবার জন্য নেয় সেটা একটা মস্ত বড় দোষের হয়ে যায়, আর ঐ দিকে ২ লাখ টাকার কাজের মধ্যে ১ লাখ টাকা বিলিই হয়ে গেল। তাই কনট্রাকটার বেচারী আর কি করবে সে ১ লাখ টাকার মধ্যেই কাজ সঙ্কুলান করে। তাই আজকে আমাদের এখানে কি হল না, উদয়পুরে কি হলনা এবং সোনামুড়ায় কি হলনা সে বিচারের সময় চলে গেছে। আমরা আলাদা আলাদা ভাবে ১৯৬৮—৬৯ এবং ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সব সাবডিভিশনের কথাই সকলে বলেছি। কিন্তু কে কার কথা শুনে। আমরা জানি যাদের কাছে আমরা বলব তারা ঠিক করার কে? আমরা যা করি তাই হবে ঠিক।

Noise

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকটি Sub-division এর কথা চিন্তা না করে, এখন আমরা সবাই মিলে যা বলতে যাচ্ছি সেটা যদি কার্য্যকরী হয়, আর দিল্লী টাকা দিল কি না দিল সেটা হল second time। যতটুকুই দিল সেইটুকুও আমরা জন-সাধারণের কাজে লাগাতে পেরেছি কিনা, সেইটাই হবে চিন্তার বিষয়। আমরা যদি পুরানো কথা ভুলে গিয়ে কর্তৃত্বের কথা ভুলে গিয়ে জনসাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে পারি তবেই আমরা আমাদের কর্তব্য করতে পারব।

অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমার অনুরোধ যে মন্ত্রী মহোদয়েরা আজকে আমার কথা অন্য ভাবে না নিয়ে অন্য ভাবে চিন্তা না করে যদি সেটাকে নিজেরা ভাল করে বুঝে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের কথা চিন্তা করে যতটুকুই টাকা আমরা পেয়েছি সেই টাকাই যদি ঠিক ঠিক ভাবে জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্য খরচ করতে পারি তাহলে আমরা জনসাধারণের কাছে এইটুকু বলতে পারব যে তোমরা আমাদেরে যে দায়িত্ব দিয়েছ তা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যতটুকু পেরেছি করেছি, বাকীটুকু করার জন্য তোমরা আমাদেরকে সাহায্য কর। আমরা আবার নূতন করে করার চেষ্টা করব। এই যদি হয় তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিক মত পালন করতে পারব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Suresh Ch. Choudhury—মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭০-৭১ সালের পূর্ত বিভাগের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। এবং বিরোধী সদস্যগণ এই Demand এর উপর যে Cut Motion এনেছেন তার কোন যৌক্তিকতা নেই। এই Demand টি সমর্থন করতে গিয়ে আমি কর্তৃপক্ষের নিকট কতগুলি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ত বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের সাথে বড় বড় রাস্তার যোগাযোগ ঘটেছে। এবং গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে এই সব অস্বীকার করা যায় না।

এখন আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হবে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের দিকে। গ্রামের উন্নতি করতে হলে গ্রাম্য জীবনের কতকগুলি সুযোগ সুবিধা তাদের দিতে হবে। সেই জন্য আমি বলছি গ্রামের সাথে বড় রাস্তার যোগাযোগ, গ্রামের সাথে স্কুলের যোগাযোগ এবং গ্রামের সাথে বড় বড় বাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে আমাদের বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে। যে সমস্ত সীমান্ত অঞ্চলে প্রায়ই উৎপাত লেগে আছে সেই সব সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যেন সারা বৎসরে অবাধে যাতায়াত করা যায় সে রকম যোগাযোগ ব্যবস্থা একান্ত দরকার। আমি বিলোনীয়ার সীমান্তের ঋষ্যমুখ ও রাজনগর প্রভৃতি অঞ্চলের রাস্তাগুলির দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এই বর্ষাকালে বৃষ্টি হলেই এই অঞ্চলের রাস্তাগুলি ডুবে যায় এবং এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে অথচ প্রতিনিয়ত এই সব অঞ্চলে গাড়ী ঘোড়া চলা দরকার। এই কারণে আমি বলব এই রাস্তাগুলি যেন উন্নতি করা হয় বা matelling করা হয় সেদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখা দরকার। এই রাস্তা শুধু জনসাধারণের জন্য নয়, সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিছুদিন পূর্বে আরও কতকগুলি রাস্তা পূর্ত বিভাগ take up করেছেন— যেমন দশঘরি—পুরুরীপুর রাস্তা, দশঘরি—জুলাইবাড়ীর রাস্তা, বাইকুড়া—মন্তিছড়া রাস্তা, বড়পাথারি—রূপতলি—তুলামুড়া রাস্তা, মনু—বীরচন্দ্র রাস্তা; ঐ কতকগুলি রাস্তা পূর্ত বিভাগ তিন—চার বৎসর পূর্বেই গ্রহন করেছেন। এইসব রাস্তাগুলির, কোনটা Tribal Welfare দ্বারা, কোনটা local development দ্বারা নির্মিত। এইসব রাস্তাগুলি আজ কয়েক বৎসর যাবত maintain হচ্ছে না বলে কোনটায় পুল নষ্ট হয়ে গেছে, কোনটা হয়ত ফ্লাডে রাস্তায় ভেঙ্গে আছে—এইরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ত বিভাগ গ্রহন করার পরে Local Development বা Tribal Welfare Deptt. থেকে কোন কাজ করা সম্ভব

হচ্ছে না। আমি বিশেষ করে দেবদারু রাস্তার কথা বলছি। Block Development-এর Communication Head-এ যে টাকা ছিল, সেই টাকা থেকে এই রাস্তার তিনটি Foot Bridge-এর Sanction দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু এই রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগ গ্রহন করেছেন, এই রাস্তার কাজ পূর্ত্ত বিভাগ করবেন এবং ঐ Bridge এর Sanction বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে পূর্ত্ত বিভাগও কোন কাজ করছে না। আর Block Development, Tribal Welfare Deptt. এবং Local Development থেকেও এই সব রাস্তার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে বর্ষাকালে তো দূরের কথা সুদিনেও ঐসব রাস্তা দিয়ে মানুষের যাতায়াত করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর ফলে কৃষকরা তাদের উৎপন্ন শস্য বড় বড় বাজারে এনে বিক্রী করতে পারছে না। ছাত্ররা স্কুলে যাতায়াত করতে পারছে না। সেইজন্য আমি বিশেষ অনুরোধ রাখছি এই রাস্তাগুলির অতি সত্বর উন্নতিসাধন করা হয় সেদিকে যেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেন।

আমরা গ্রামের উন্নতির কথা বলি, গ্রামের জনসাধারণের মঙ্গলের কথা বলি—কিন্তু তা করতে হলে প্রথমে দরকার গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। আমি আর একটি কথা বলব, সেটা হল—ঋষ্যমুখ—জলাইবাড়ীর রাস্তা। আজ পাঁচ ছয় বছর ধরে এই রাস্তার নির্ম্মাণ কাজ চলছে। কয়েকটা জায়গায় এই রাস্তা জনসাধারণের জমির উপর দিয়ে গেছে, এই জমি খাস করে তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমি দখল করে তবে রাস্তার কাজ করতে হবে। জমি খাস করা হয়েছে কিন্তু গড়িমসি করে আজ পর্যন্ত তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে না। লাখ লাখ টাকা খরচ করেও আজ পর্যন্ত এই রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। ১১ মাইলের মধ্যে ৮ মাইল হয়ে গেছে, ৩ মাইলের জন্য সম্পূর্ণ হয় নাই। এই অঞ্চলের চলাচল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছে। এই রাস্তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। বাইকুড়া-মুহুরিপুর রাস্তা, মুহুরীপুর একটি উন্নত গ্রাম কিন্তু আভ্যন্তরীন দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে ইহার যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। গ্রাম থেকে ৫ মাইল দূরে যে পাকা বড় রাস্তাটি সাব্রুম পর্যন্ত গিয়েছে তার সঙ্গে সংযোগের কোন ব্যবস্থা নাই। বিলোনিয়া শহরের সাথে এই গ্রামের কোন যোগাযোগ নেই। এই গ্রামটি কৃষিপ্রধান, কাজেই কৃষকদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। Tribal Welfare Deptt. থেকে প্রায় দেড় লাখ, দুই লাখ টাকা খরচ করে দশদড়ি মুহুরীপুর রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু আজ দীর্ঘদিন ধরে ঐ রাস্তার কোন maintenance হচ্ছে না বলে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করা যায় না। কারণ পুলগুলি ধ্বসে গেছে এবং অনেক জায়গায় রাস্তা ফ্লাডে ভেঙ্গে গেছে। এই রাস্তা মেরামত করা একান্ত দরকার। শুধু মেরামত নয়, অনেক টাকা ব্যয় হবে। যে কতগুলি পুল ভেঙ্গে গেছে এবং যে কতগুলি নির্ম্মাণের বাকী আছে, সেগুলির অতি সত্বর নির্মাণকার্য শুরু করা দরকার বলে আমি মনে করি। আরেকটি হচ্ছে মুহুরীপুর বাজার এবং স্কুল। ৪ বৎসর হয়েছে কাজ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ঠিক ঠিকভাবে ক্লাশ করা যাচ্ছে না। পুরাতন গৃহগুলি যা ছিল এবং জনসাধারণের কাছ হতে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, তার দ্বারা কাঁচা ঘর করে কোনরকমে ক্লাশ চলেছে। স্কুলের জন্য টাকা বরাদ্দ আছে এবং জায়গাও নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। আমি বলব এটাতে কিছু

গড়িমসি আছে। এটা খুব ত্বরান্বিত করা দরকার। তা না হলে লেখাপড়ার যে অসুবিধা হচ্ছে এবং তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই স্কুলগৃহের কাজ ত্বরান্বিত করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর মুহুরীপুর বাজারে, শান্তির বাজারে বর্ষাকালে মানুষ ঢুকতে পারে না। সরকারী পরিকল্পনা আছে বলে আমি জানি। টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে বলে আমি জানি— চতুর্থ পরিকল্পনায়। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম দিকে এই বাজারে যাতে মানুষ সওদা করতে পারে, যাতে বাজারের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তারজন্য বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

ঋষ্যমুখ প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার চার বৎসর আগে করা হয়েছিল। অবশ্য প্রতি বছর কয়েক হাজার টাকা খরচ করে অস্থায়ী ভাবে মেরামত করে এটাকে maintain করা হচ্ছে। তার জন্য টাকাও বরাদ্দ আছে, জায়গাও আছে। তথাপি Primary Health Centre এর কাজ এখনও আরম্ভ করা হয়নি আমি সেদিকেও পূর্ত বিভাগের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখন আমি কৃষি বিভাগ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। কারণ কৃষি উন্নতি করতে হলে, ত্রিপুরায় সবুজ বিপ্লব আনতে হলে, কৃষির প্রধান অঙ্গ জলসেচ তা না হলে আমরা যত বক্তৃতাই দেই না কেন কোন কিছুতেই কৃষির উন্নতি হতে পারবে না। সেই সবুজ বিপ্লব আসবে না। সবুজ বিপ্লব আনতে হলে প্রথমতঃ দরকার জলসেচের। সারা মাঠে যদি জলের ব্যবস্থা না হয় কৃষকের যদি শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলতে হয়, তাহলে সবুজ বিপ্লব আসতে পারে না। আমরা যত কথাই বলি না কেন, কৃষি উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য আমি বলব যে ত্রিপুরার যে নদী নালা আছে সেগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা রাখা দরকার এবং সেই পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে গৌরা ছড়ার কথা বলব, নলোয়া ছড়ার কথা, গজারিয়া ছড়ার কথা বলব। সেই ছড়াগুলির উপর যদি বাঁধ নির্মাণের দ্বারা অথবা Lifting Irrigation এর দ্বারা যদি সেই জল নেওয়া যায় তাহলে সেই মাঠের সারা বৎসরের কৃষি তো দূরের কথা বর্ষাকালে যে চাষ হয়, সেই ধান চাষও ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ বৎসর নলোয়াছড়ায় জলের অভাবে পাড়ের জমিগুলিতে ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। কৃষকেরা অতি পরিশ্রম করে চাষ করেছে, কিন্তু ফসল কাটার সময় দেখেছে যে উপযুক্ত ফসল তারা পায়নি। আর একটি কথা হচ্ছে, এই নদীগুলির গত ২/৩ বছর আগে থেকে পূর্ত বিভাগের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে, পরীক্ষা নিরীক্ষা হলেও আজ পর্যন্ত কোন কাজই এই ছড়াগুলির উপর হচ্ছে না। শিলাছড়ির উপর পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বে একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই বাঁধের দ্বারা কৃষকের কোন মঙ্গল হচ্ছে না, এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন চৌকিদারও নিয়োগ করা আছে এবং মাসে ১৫০ টাকা বেতনও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাঁধটির দ্বারা জলসেচের কোন উপকার হয় নাই। কারণ বাঁধটি এমন জায়গায় আছে যে নদীর পার থেকে প্রায় তিন ফুট নীচে। নদীর জল যখন বাড়ে তখন বাঁধের এক পাড় থেকে উপছিয়ে অপর পাড়ে চলে যায়। তাই আমি বলব, নদীর এই বাঁধটির জন্য একটি পরিকল্পনা নেওয়া দরকার এবং সেটা যদি নূতন ভাবে গঠন না করা হয় তাহলে একটা বিরাট মাঠ জলসেচের কোন উপকারে আসে না। সেই জন্যেই আমি পূর্তবিভাগের মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখছি, মাঠে যাতে জলসেচ হতে পারে

সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্যে।

মুহুরীপুর বাগানবাড়ীর যে মাঠ, সেই মাঠেও জলসেচের অভাবে আমন ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই বাগানবাড়ীর মাঠেও lifting irrigation-এর পরিকল্পনা নেওয়ার জন্যে সরকারের নিকট আমি অনুরোধ রাখছি। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি অনুরোধ রাখব, যেন মুহুরী নদীর উপর বাঁধটা অতি সত্বর নির্ম্মাণ করা হয়। আর বিলোনীয়ার পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলটিও Udaipur Executive Engineer-এর অধীনে এখনও রয়ে গেছে। যদিও বিলোনীয়া থেকে ৩০ মাইল দূরে এই অঞ্চলটি। আবার উদয়পুর থেকেও বহু দূরে যোগাযোগ ব্যবস্থা। শান্তিরবাজার থেকে যোগাযোগের খুব সুবিধা আছে। কাজেই শান্তিরবাজারের যে Executive Engineer আছেন, তাঁর অধীনে সেই অঞ্চলটি ছেড়ে দিলে কাজের খুব সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি অনুরোধ রাখবো যেন ঐ অঞ্চলটি শান্তির বাজার Executive Engineer-এর হাতে দেওয়া হয়। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের কাট মোশনের বিরোধীতা করছি। কারণ বিরোধী পক্ষ বলেছেন যে প্রয়োজনের তুলনায় বাজেটে টাকা কম ধরা হয়েছে তাতে গত ২২ বৎসরে ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয় নাই। এটি আমি স্বীকার করিনা। আমি বলব বাজেটে যে ৭ কোটি টাকার উপরে ধরা হয়েছে, তা যথেষ্ট ধরা হয়েছে। এবং বিগত ২২ বৎসরে যে আমাদের কিছুই হয় নাই—এটি তারা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে ত্রিপুরায় ২২ বৎসর পূর্বে রাস্তাঘাট কি অবস্থায় ছিল এবং বর্ত্তমানে রাস্তাঘাট কি পরিমাণ বেড়েছে। আমি বলব যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অবশ্য আরও কিছু রাস্তার প্রয়োজন। আমি জানি যে, T.T.C-র আমলে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য রাস্তা ও ব্রীজ আমরা নির্ম্মান করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব রাস্তাঘাট আজ maintenence এর অভাবে অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যেন এই সব রাস্তাঘাটের maintenence করা হয়।

Estimates Committee-র সাথে আমরা ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল সফর করি, তখন আমাদের যাতায়াতের কোন অসুবিধাই হয়নি। রাস্তাঘাট প্রভূত হয়েছে এটি সত্যি কথা। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে P.W.D. যে plan বা scheme করে তাতে defect আছে বলে আমি মনে করি। উদয়পুর সহরকে রক্ষা করার জন্য গোমতী নদীর উপর যে স্পারগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলো মূল স্রোতের বিপরীত দিকে না দিয়ে—স্রোতের দিকে মুখ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে সাধারণতঃ স্রোতের বিপরীত দিকে স্পারগুলোর মুখ থাকে। ফলে প্রথম ফ্লাডেই সমস্ত ডুবে গেল। আমরা যখন এই defect-এর কথা তাদের বললাম, তখন ওনারা বলেছেন যে, এটি দিল্লীর স্কীম। ত্রিপুরার নদীগুলির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্পার না দিয়ে এভাবে দিল্লীর স্কীম অনুযায়ী স্পার দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। এই টাকাগুলি একেবারে বৃথাই খরচ করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই না ভেবেচিন্তে এইভাবে দিল্লীর স্কীম যাতে ভবিষ্যতে ত্রিপুরাতে implement না করা হয় তার

জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব।

আর একটি কথা হল যে, Half done is not done দেখা যাচ্ছে যে, শালগড়ার যে জহর ব্রীজটা আছে, সেখানে কতগুলি গ্রামকে রক্ষা করার জন্য একটি বাঁধ দেওয়া হল। শোনাগেল পদ্মা হতে শিলগাছি পর্য্যন্ত বাঁধটা দিল ৩/৪ লাখ টাকা খরচ করে। দুদিকে ২ মাইল করে ৪ মাইল বাকী রেখে, মধ্যেখানে ৫ মাইল জায়গায় বাঁধটি দিল। কাজটা half done করার ফলে বৎসর বৎসর flood হয়। সেই flood-এ আমতলা জলা এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির ক্ষতি সাধন হচ্ছে। সুতরাং আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে আবেদন করব যে, যে কাজ আমরা করি তাহা যেন পূর্ণাঙ্গরূপ দিয়ে করি half done করে আমরা যেন কোন কাজ না করি সেদিকে উনারা যেন দৃষ্টি দেন। দেখা গেল একদিকে হয়ত নদীতে বাঁধ দিল, আবার দেখা গেল যেই বাঁধের ফলে অপর দিকের গ্রামগুলো প্লাবিত হচ্ছে সেটা রক্ষা করার কোন রকম ব্যবস্থা নাই। সেদিকে যেন মন্ত্রী মণ্ডলী দৃষ্টি দেন তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। অনেক সময় দেখা যায় বড় বড় building আমরা করি কিন্তু সেটার construction ঠিক ঠিক মত হয় না। উদয়পুর Girls' High School-এর কথা আমি বলছি। স্কুলটি খুবই সুন্দর জায়গায় করা হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্কুলটি construction করা হয়েছে অনেকটা একটা পাটের গুদামের মত এবং wall গুলো তৈয়ার করার তিন মাস যেতে না যেতেই ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করল। আমি তাই বলব যে টাকা খরচ করে এই স্কুল গৃহটি নির্মাণ করা হয়েছে সেটা যদি ঠিক ঠিক ভাবে করা যেত তাহলে একটা সুন্দর building করা যেত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও সুন্দর হত। কিন্তু যে scheme এ school-টা তারা করে থাক না কেন এই scheme টা এখানে ঠিক ঠিক মত প্রযোজ্য হয় নাই। কাজেই আমি মনে করি scheme, programme বা plan এই সমস্তগুলি যাতে নাকি আমাদের এখানকার যারা বিশেষজ্ঞ, এখানকার স্থানীয় লোক যারা আছে তাদের নিয়ে Development Committee করে তাদের মতামত নিয়ে যাতে নাকি সুন্দরভাবে plan programme করা যায় তা করা উচিত। দিল্লীর plan বাধ্যতামূলক যদি থেকে থাকে সেটা আমাদের এখানে প্রযোজ্য নয়। সেজন্যই সেগুলি আমাদের এখানে গ্রহণ করা উচিত নয়। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় রাস্তাঘাটের সম্পর্কে অনেকেই বলেছেন। তবু আমার ও একটি বক্তব্য আছে দেখা যাচ্ছে যে কাকড়াবন থেকে বেলতলী পর্য্যন্ত দক্ষিণ সাইডে কোন রকম মোটর গাড়ী চলাচলের রাস্তা নেই। এখন পর্য্যন্ত এই রাস্তাটা হয় নাই। এই ২০ বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এখনো কিছুটা কাজ বাকি রয়ে গেছে যেগুলি এখনো হয় নাই। অথচ plan-এর মধ্যে টাকাও ধরা আছে এ সম্পর্কে। বৎসরের পর বৎসর চলে যাচ্ছে কিন্তু এই রাস্তাটা হচ্ছে না। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যাতে এই রাস্তাটি অবিলম্বে করা হয়। তারপর আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যাতে—আর একটি রাস্তা তেলিয়ামুড়া পর্য্যন্ত করা হয়। এই রাস্তায় চলাচল করা বড়ই কষ্ট কর। আমি মূল Demand-কে সমর্থন করে cut motion-এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমাদের হাউসের Demand Nos. 26, 27, 41, 40, 24 এবং 38 যে মূল Demand গুলি এসেছে সেগুলি আমি সমর্থন করি। এবং এই Demand গুলির উপরে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু এবং শ্রীঅভিরাম দেববর্মা মহাশয় যে cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে আমাদের সরকার, আমাদের জনগণের যে সরকার সেই সরকারের দ্বারা পরিচালিত আমাদের এখানে যে সমস্ত বিভিন্ন বিভাগ আছে পঞ্চায়েত, পূর্ত্ত বিভাগ ইত্যাদি তাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই বরাদ্দের অর্থ তারা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করেন এবং ঠিক ঠিক ভাবে এইগুলি কার্যে পরিণত হয় তারজন্য আমরা বিধানসভার সদস্যগণ এই বিধানসভায় এসেছি। আমি জানি যে আমাদের বিধানসভার সদস্যদের পবিত্র কর্ত্তব্য কি? আমাদের বিধান সভার জনৈক সদস্য কটাক্ষপাত করেছেন যে আমাদের এই বিধানসভার বিশেষ করে আমরা যারা সরকার পক্ষ আছি তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে গরীবের রক্ত চুষেই বিধানসভা হয়েছে, আমাদের অবস্থার জন্য কাজ হয় নাই। গরীবের রক্ত চুষে বিধানসভা হয়েছে এই কথা আমি মানি না। কারণ গরীবের যে শ্রম সেই শ্রমের দ্বারা যে সরকার গঠিত হয়, সেই পরিশ্রম লব্ধ টাকা দিয়েই এই পবিত্র বিধানসভা গঠন করা হয়েছে। এবং পবিত্র বিধানসভার মধ্যে আমরা যারা বিধানসভার দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি জনগণের কাছে, যারা দীন দুঃখী যারা ত্রিপুরার অগণিত জনসাধারণ যারা পরিশ্রম করে যারা মেহনত করে এবং যারা নূতন ত্রিপুরা গঠন করেছে, ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ অধিবাসীর কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি তাদের কাজ করবার জন্য তাদের সেবার জন্য আমরা এসেছি এবং এই বিধানসভায় শপথ গ্রহণ করেছি যে আমরা অনলসভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যাব। আমি বিশ্বাস করি আমাদের বিধানসভার সদস্য আমরা যেখানে আছি নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। এবং সেই ভাবে যাতে ত্রিপুরার উন্নতি হয়, তাদের দুঃখ, দৈন্যের কথা বিধান-সভাতে যাতে প্রতিফলিত হয় সেই জন্যই আমরা এখানে আমাদের বক্তব্য রাখি। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে কাজকর্ম হয় তার সমালোচনা আমরা এখানে করি, দোষ ত্রুটি আমরা দেখি এখানে এবং যতটুকু আমাদের বুদ্ধিতে থাকে আমরা চিন্তা করি। সেইগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে বিধানসভায় পরিবেশন করতে পারি সে চেষ্টা আমরা করি। আমি জানি যে তিনি বলেছেন আমাদের অপদার্থতার জন্যই কাজ হয় নাই। আমরা ক্ষমতায় যারা আসীন আছি বোমা তৈরীর জন্য আমরা দায়ী। বড় দুঃখের বিষয় একজন দায়িত্বশীল সদস্যের পক্ষে এই রকম একটা অবাঞ্ছনীয় উক্তি এই হাউসের মধ্যে পরিবেশন করা ঠিক নয়। কারণ আমরা বোমা তৈরী করার জন্য বিধানসভায় আসি নাই। এবং সেই দুষ্কৃতকার্য্যকে সমর্থন করার জন্য আসি নাই। আমরা আমাদের এই বিধানসভার মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমাদের Leader করেছি। তাঁর যোগ্যতা আছে বলেই তাঁকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী করেছি এবং তা করেছি সর্ব্বসম্মতিক্রমে। আমরা অপদার্থ নই,

আমরা সর্বশক্তি দিয়ে যতদিন এই বিধানসভায় থাকব কাজ চালিয়ে যাব। আমাদের কর্তব্য দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। যদি কোন সমাজদ্রোহী বোমা তৈরী করে থাকেন অথবা কোমলমতি বালককে বোমা তৈরী করার প্ররোচনা দিয়ে থাকেন তাদের দমন করা আমাদের কর্তব্য। এবং তা আমরা করব। সেই সুকোমলমতি ছাত্র সমাজের কাছে আমাদের অনুরোধ তারা যেন দুষ্টের অনুশাসনে অনুপ্রাণিত না হন এবং ভাবী ভারতের সুনাগরিক ও শান্ত রূপে কাজ করবার জন্য নিজেদের তৈরী করেন যাতে করে ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল পদে বহাল থাকতে পারেন।

Mr. Speaker—Hon'ble Member your time is over.

Shri Ghanashyam Dewan—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর দু' মিনিট সময় আমি বলছি। আলোচ্য Demand সম্পর্কে আমি বলব যে Drain, রাস্তা প্রভৃতি খাতে যে টাকা বরাদ্দকৃত হয়েছে তা যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হয় তাহলে ত্রিপুরার পক্ষে ইহা বিশেষ মঙ্গলজনক হবে। National high way যার কার্য গ্রহণ করা হয়েছে সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে অতি শীঘ্র সম্পন্ন হয় আমি তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এই National high way জেলার উত্তরাঞ্চলের সহিত দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং এক প্রান্তের সহিত অপর প্রান্তের যোগাযোগ নিবিড় সম্পর্কে গড়ে তুলবে। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব মনু ছামনু রোড ও ছামনু গোবিন্দপুর রোড উক্ত এলাকার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই প্রয়োজনীয় রাস্তাগুলি যাতে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন হয় তার প্রতি যেন তারা দৃষ্টি দেন। রাস্তাগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি গত বৎসরের ছামনু এক অঞ্চলে মিজো আক্রমণ ও বেলিং বাসার উপর আক্রমণের কথা উল্লেখ করব। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি এই রাস্তাগুলির ব্যাপারে tender call করা হয়েছিল কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে কাজ করতে কোন contractor যেতে চান না। তদুপরি পুরানো যে scheduled of rate আছে তারও সংস্কারের প্রয়োজন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে প্রয়োজন মত scheduled of rate পরিবর্তন করে যাতে রাস্তাগুলি করা যায় তার ব্যবস্থা করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker –I would now call on Hon'ble Member Shri Benoy Bhushan Banerjee.

Shri Benoy Bhushan Banerjee—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে Demand গুলি এখানে উত্থাপন করেছেন আমি সেগুলি সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যগণ যে cut motion রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষেত্রে পূর্ত বিভাগের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Irrigation এর কাজ হউক, শিক্ষা বিভাগের কাজই হউক সব কিছু সম্পাদিত হয় P W.D মারফত। সুতরাং ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে P W.D. Deptt.-এর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যদিও P.W D.'র বিশেষ ভূমিকা আছে তথাপি প্রকল্প রূপায়ণে আমাদের সকলের দায়িত্ব সমান। একজন পিছিয়ে পড়লে অন্য জন তাকে সাহায্য করবে এই আমাদের কর্তব্য। চাকুরী আমরা সবাই করি এবং বিভিন্ন কাজে আমাদের দায়িত্বও আছে। শুধু মন্ত্রী পরিষদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিলে চলবে না। আমাদের যার যার ভূমিকা তা যথাযথ

কার্যকরী করতে হবে। তাহলেই হবে আমাদের প্রকল্প রূপায়ণ ও দেশ গঠনের সার্থক প্রচেষ্টা। মাননীয় Speaker Sir, এখানে অনেক সদস্য উল্লেখ করেছেন যে নব ত্রিপুরা গঠনের প্রাক্কন Territorial Council ছিল একটা বিশেষ ভূমিকা ; রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল উক্ত প্রতিষ্ঠা, সেই সময় যিনি নব ত্রিপুরা গঠনের পুরোভাগে ছিলেন তিনি হলেন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান,ও আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তথা পূর্ত্ত মন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি মাননীয় পূর্ত্তমন্ত্রীর গোচরে কয়েকটি কথা পেশ করব। ধর্মনগরে গ্রামীন জনজীবনের কথা চিন্তা করলে সত্যই দুঃখ হয়। ধর্মনগরের গ্রামাঞ্চলে কতগুলি রাস্তা আছে যেগুলির সংস্কার প্রয়োজন। আমি নির্বাচিত হওয়ার পর সেখানে কোন কাজ হয় নি আমরা শহরে বাস করি, পিচের রাস্তায় চলি, বৈদ্যুতিক আলোর সুযোগ আমরা পেয়ে থাকি, কিন্তু গ্রামীন জনজীবনের যে কি অবস্থা তা আমরা বুঝতে চেষ্টা করি না। গ্রাম বাঁচলেই সহর বাঁচবে তাই আমরা যদি সত্যিই জনদরদী হই, আমরা যদি সত্যিই কর্ত্তব্যপরায়ণ হই, যদি আমাদের উপর আরোপিত কার্য যথাযথ সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের ভাবতে হবে অগণিত গ্রামবাসীর কথা। তারা যদি যাগাযোগের সুবিধা পায়, তারা তাদের পণ্যদ্রব্য উচিত মূল্যে বেচবার সুবিধা পায় তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে। অন্যদিকে গ্রামবাসীগণ তাদের ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে পারেন না, রাস্তাঘাটের অভাবে, নালা ছড়া ভরা পাহাড়ী রাস্তাগুলি। সুতরাং বৃষ্টির সময়, বন্যার সময় পিতামাতা চিন্তা করেন, কি করে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল পাঠাবেন। আমার সত্যই দুঃখ হয় এত কথা চিন্তা করলে। আমি আশা করি এই যাতায়াতের য অসুবিধা তার আশু প্রতিকার হবে। এইটুকু প্রসঙ্গে আমি ধর্মনগর তিলথৈ রোডের কথা বলব। এক সময় এই রাস্তা ছিল ধর্মনগরের life line. কিন্তু আজ সেই রাস্তা হয়ত নেই। যদিও এই রাস্তার দুই পার্শ্বে বড় বড় গ্রাম অবস্থিত। এই রাস্তার সংস্কারসাধনের মধ্যে নিহিত আছে অগণিত গ্রামবাসীর, কৃষকের উন্নতি। কিন্তু এই রাস্তার উন্নতি হচ্ছে না। অনেক ব্রীজ আছে, যেগুলো মেরামতের দরকার, কিন্তু মেরামত হচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখব, যাতে এই রাস্তাটির উন্নতি বিধান করা হয়।

তারা বছরের পর বছর কাজ করেন, বাজেটের provision রাখেন, তথাপি কাজ হয় না। তিলথৈ রাস্তাটির অনেকগুলি পুল ভেঙ্গে গেছে এবং বর্ষাকালে চলাফেরা করা যায় না। উপরন্তু মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে হাত-পা ভাঙ্গে এবং দুই-একজনের মরণাপন্ন অবস্থাও হয়েছিল। এই হল রাস্তাটির অবস্থা। কাজেই এই রাস্তাটির সত্বর উন্নতি করা দরকার। অনেক বার বলা হয়েছে, বাজেটের provision ছিল, কিন্তু তবুও এই রাস্তার পুলগুলি হয় নাই। আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বিশেষ করে অনুরোধ করব যেন এই বর্ষার পূর্ব্বেই এই রাস্তাটির উন্নতি করা হয় এবং পুলগুলি তৈরী করা হয়।

Mr. Speaker—Hon'ble member, your time is over.

Shri Benoy Bhusan Banerjee—আমি কোন দিন সময় চাই নি—আজকে একটু সময়

চাই স্যার।

Mr. Speaker—আর কত সময় চান—দুই মিনিট।

Shri Benoy Bhusan Banerjee—আর পাঁচ মিনিট সময় দিন স্যার। আমি আগেও বলেছি যে আমরা কৃষিতে যে বিস্তারিত কার্যসূচী নিয়েছি তা নির্ভর করছে পূর্ত বিভাগের কার্যের সফলতার উপর।

আমরা Education Deptt. এ দেখেছি বাজেটে provision থাকলেও স্কুল ঘরগুলি ভেঙ্গে যায় তবু মেরামত হয় না। আমি আর একটি বিষয়ে বলব প্রত্যেকটি Deptt. এর মধ্যে প্রত্যেকটি Deptt. এর সংযোগ রক্ষা করা দরকার। প্রত্যেকটি Deptt এর মধ্যে সুষ্ঠু Co-operation ব্যতীত আমরা পরিকল্পনাকে সার্থক রূপায়ন করতে পারব না এবং আমরা জন জীবনের উন্নতি সাধন করতে পারব না।

আর একটা কথা, ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছি কিন্তু ক্ষতির পথগুলি বন্ধ করার যে প্রচেষ্টা থাকা দরকার ছিল—হয়ত Administration এর machinary অসুবিধার দরুণ আমরা সেই সব ক্ষতির পথ বন্ধ করতে পারি নাই। এর ফলে মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যারা সুযোগ সন্ধানী তারা এই বিক্ষোভের আগুনকে আরও বাড়িয়ে দিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থাকে অচল করতে চান এবং উন্নতিকে ব্যাহত করে দিতে চান। আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যেসব কারণে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় সেই কারণগুলি দূর করার জন্য সচেষ্ট হতে এবং সরকারের প্রতি জনসাধারণের যাতে অবিশ্বাস সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। এ বিষয়ে সরকারের প্রত্যেকটি Department-এ দায়িত্ব-পূর্ণ পদে যারা আছেন তাদের প্রতি আমি আবেদন রাখব দেশবাসীর এবং যে আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে সরকারকে যেন বিভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে না যায়।

আমি অতি আনন্দিত যে জনসাধারণ তাদের রাস্তাঘাটের দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন তারা বুঝতে পেরেছেন যে মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করতে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রাথমিক প্রয়োজন। আমার অনেক অতীতের কথা মনে পড়ে। যখন আসাম আগর-তলা রোড তৈরী হচ্ছিল তখন সমাজের যাঁরা—যারা বিদেশের স্কন্ধে চড়ে, তারা নানাভাবে চেষ্টা করেছিল এই রাস্তার ধ্বংস করার জন্য। আমার মনে হয় এতদিনে তাদের সেই চিন্তাধারা বদলেছে এবং আমি এই জন্য আনন্দিত। আমি আশা করি তাদের এই ধ্বংস মূলক চিন্তাধারার আরও পরিবর্তন হবে এবং ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

আমি ধর্মনগরের কতগুলি রাস্তার কথা বলতে চাই। বড় বড় গ্রামগুলির সাথে ধর্মনগরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হয় এবং বাস চলাচলের ব্যবস্থা হয়, তার জন্য আমি আবেদন করব এবং এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম্য রাস্তাগুলির যেন উন্নতি হয় এবং মেরামত করা হয়। তার দিকে নজর রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য, রবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাঙ্খল আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলুন।

Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকের House-এ যে Demand গুলি উপস্থিত করেছেন Demand No. 21, 26, 27, 41,

40, 24, 38 এগুলি আমি সমর্থন করি এবং মাননীয় সদস্যরা যে cut motion এনেছেন তার বিরোধীতা করি। 20 বছর আগে ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল তারা নিজেরাই জানেন। তবে তারা পার্টিকে ঠিক রাখার জন্য মুখরোচক অবাস্তব কথা এই Assembly-তে বলছেন এবং সময় নষ্ট করছেন। তারা আমবাসা– বগাফা High way-এর কথা বলেছেন আমার মনে হয় ঐ রাস্তার কাজ আরম্ভ হওয়ার পর তারা কেউ যাননি। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই রাস্তার যথেষ্ট উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে। এখন প্রায় ১৬ মাইল পর্য্যন্ত ট্রাক ও বাস যেতে পারে এবং বাকী রাস্তার কাজ পুরোদমে চলছে। আমার মনে হয় তারা পার্টি রক্ষার জন্য মিথ্যা প্রচার করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব গণ্ডাছড়া হইতে অমরপুর ১৮ মাইল, এই ১৮ মাইল রাস্তা যেন করা হয়। এখন গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়। তবে এখন High way হচ্ছে এদিকে কালাছড়ির Forest plantation হচ্ছে গণ্ডাছড়া থেকে মাত্র ৮ মাইল। এই ৮ মাইল যদি গণ্ডাছড়া থেকে কালাছড়া একটা রাস্তা করা হয় তবে কৃষক ভাইদের খুবই সুবিধা হয়। আমি আবার মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই ৮ মাইল রাস্তা এই বাজেটে যেন ধরা হয়। এই ৮ মাইল রাস্তা করলে অমরপুর যাওয়া খুব সহজ হবে। কারণ কালাছড়ি Forest Office-এর পাশে National high way দিয়ে রীতিমত গাড়ী চলাচল করে। আর এদিকে আমবাসা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত গাড়ীঘোড়া চলাচল করছে।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি বিশেষ করে বলছি তেলিয়ামুড়ায় অমরপুর রাস্তায় সংগাছড়া, পুল সম্পর্কে। এই পুল সম্পর্কে আমি বহুবার বলেছি। কারণ একটি পুলের অভাবে যানবাহন প্রায় বন্ধ থাকে। আর একটি বিষয়ে বলছি আসাম—আগরতলা রোড হল আমাদের ত্রিপুরার প্রাণ। এই রাস্তায়ই হাওয়াই বাড়ীতে একটি পাকা পুল করা একান্ত দরকার। প্রায় দুই বৎসর হল এখনও কিছু করা হয় নি। একটু বৃষ্টি হলে এই কাঠের পুল ভেঙ্গে যায়। এই জন্য বর্ষাকালে ভীষণ অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই পুলটি হয়ত আরও আগে হয়ে যেত কিন্তু কন্ট্রাকটাররা মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ করে রাখেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, অনুরোধ রাখব এগুলি সত্য কিনা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য। এই পুলগুলি না হলে ভীষণ অসুবিধা। এই রাস্তা ত্রিপুরার প্রাণ। কাজেই এই পুলগুলি যদি তাড়াতাড়ি শেষ করা না হয় তবে ত্রিপুরার জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করবে। তারপর তেলিয়ামুড়া, অমরপুর রাস্তা যদি ঠিক করা না হয় তবে আমাদের সীমান্তরক্ষী ভাইদের ভীষণ অসুবিধা হবে। অমরপুরের কাছে সীমান্তরক্ষীদের Training Centre আছে। এই রাস্তা দিয়ে সব সময় যাতায়াত করতে হয় কাজেই সীমান্তরক্ষীদের প্রয়োজনেও এই রাস্তা মেরামত হওয়া দরকার। তেলিয়ামুড়াকে ত্রিপুরার মেরুদণ্ড বলা যায়। কিন্তু এই বাজারটির অবস্থা অতি সুচনীয়। একটু বৃষ্টি হলেই তেলিয়ামুড়া বাজার কাদায় ভরে যায়। কাজেই এই বাজারটির যাতে উন্নতি করা হয় তার জন্য আমি বিশেষ অনুরোধ রাখছি। আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Now I would request the Hon'ble Minister in-charge to give reply to debate

Shri Sachindralal Singh—Public works —26, capital outlay on public, works 27, capital outlay other workson 41,—Demand No 40 capital outlay on public works, 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainae works (Non-commercial). Demand No. 38—capital outlay on Irrigation, Navigatio Embankment Drainage works (non-commercial) এই Demand গুলি আমি সমর্থন করছি এবং যে cut motion গুলি এসেছে, আমি তার বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা এই সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছেন যে, Tripura Territorial Council এর সময় যে ভাবে কাজ হচ্ছিল, এখন আর তা হচ্ছে না। 15th March-এর আগে কাজের tender গুলি দেওয়া হয়। তারপর কোনরকমে কিছু মাটি দিয়ে রাস্তাঘাটগুলি প্রলেপ দেওয়া হয়। সেইজন্য একটু কটাক্ষ করেছেন যে ৫০ হাজার টাকা দিলে কাজ না করেও চলে এই যে কটুক্তি তারাই করতে পারেন—যারা এইরকম কাজ করে অভ্যস্ত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা নৈরাশ্যগ্রস্থ তাদের Distrust থেকে রোমান্স আসে। রোমান্সে তারা কি দেখে—রোমান্সে আকাশে মেঘ করলে প্রিয়ার সজল আঁখি দেখে। আর কাল মেঘ দেখলে প্রিয়ার কেশ দেখে। আমি সর্বজনের সাথে স্বর মিলিয়ে বলব আকাশের দিকে চেয়ে থেকে প্রিয়ার মুখের কথা এবং সজল আঁখির কথা মনে পড়ে না। চক্ষু ব্যথা হয়ে যায়, টন্ টন্ করে। অতএব Disheartened হলে পড়ে রোমান্স আসে, রোমান্সের থেকেই এই সব কথা আসে। অতএব যারা Dispired হয়ে গেছে তাদের মুখে এই সব কথা আসে। এই রোমান্স দেখে Terrorism আসে এবং এই Terrorism থেকেই বিপ্লব আসে। অতএব আমার বন্ধু যিনি একথা বলেছেন তিনি হয়ত আমার মনে হয়, Dispire গ্রস্থ। তারপর আগে ত্রিপুরার অবস্থাটা কি ছিল—তারা কেউ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে না। Unservice route ছিল ১০৭ কিলোমিটার। Service route ছিল ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত ৩০৭ কিলোমিটার। আর মেজর ডিস্ট্রীক্ট রুট ছিল 241·9 কিলোমিটার, unservice রুট 17·6 Total 259·5. Other District Route 300·8, unservice route 700 8 K. M. Total 1092·6 K. M. Total Service route যেখানে ত্রিপুরায় ছিল না সেখানে Black toping 888·3 K.M. Service route অথবা Unservice Route ছিল 1609·4 K.M. Total 2099·7 K. M. সুতরাং নৈরাশ্য গ্রস্ত, রোমান্টিক-এর লোক যারা তারা ত্রিপুরার রাস্তাঘাটে যে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়েছে সেটা দেখতে পান না। Because they are men of Romance. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কুমারঘাটের কাছে যে ব্রীজ হয়েছে তার কথা যে বলেছেন জৈনক সদস্য এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন Bodder Featuring ঠিক হয়নি। হয়তঃ কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে কিছু শুনে এই Roller feature এর কথাটি আস্ত শ্রাদ্ধ করেছেন। Bodder feature-ই যদি হত তাহলে ভারতবর্ষের নদীর গতি আর পরিবর্ত্তন হত না। নদীর গতি পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি কারণ আছে। নদীগুলি যদি upper Range হয় সেখানে গাছ পড়ে বা ধ্বস পড়ে যদি স্রোত আটকিয়ে যায় এবং তাতে

নদীর side পরিবর্ত্তন হতে পারে। At last the river sweeps at its origin its and thereby the river changes course which could not be fore seen earlier, সুতরাং under the circumstances only the holder the featuring could not serve the purpose. Behaviour of the river is under examination of the Department. আমরা একটি নূতন চিন্তাধারা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি এই যে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হচ্ছে তাকে control করতে গেলে কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে তা আমরা পরীক্ষা করে দেখছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, building সম্বন্ধে কতগুলো মন্তব্য রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা জানেনা বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন head এ residential and non-residential এ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উনাদের উক্তি ভিত্তিহীন, কিছু বলতে হবে তাই বলা হয়েছে। উত্তরে আমি বাজেটে building খাতে যে provison আছে তা দেখতে বলব। আমবাসা ব্রিজ সম্পর্কে যে অভিযোগ এসেছে তার উত্তরে আমি বলব যে Tender একবার call করা হয়েছে, কিন্তু Contractor কাজ করেনি, তাই আমরা আবার tender call করেছি। Construction of permanent bridge over the river Sinai, at Sekarkote কেন হয়নি সেই প্রশ্ন করেছে। অর্থের সঙ্গতি আমাদের সীমিত এবং ভারত সরকারের অনুদানের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। আমাদের বিভিন্ন border আছে এবং সেই border যে approuch road সেই সমস্ত bridge এবং road করার দায়িত্ব আমাদের। আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করব আমরা border এর bridge আগে করব না সিনাই নদীর ব্রিজ আগে করব। সোনাই নদীর ব্রীজ সম্পর্কে আমরা একটা estimate করেছি, this is under examination of the Govt. At present there is a SPT. bridge. যে যে ব্রীজগুলি বেশী important সেগুলো আগে আমাদের করতে হবে। আমরা তাই গোমতী ব্রীজ, কাকুলিয়া ব্রীজ চেরী ব্রিজ, কুমারঘাটের ব্রীজ করেছি। আমবাসার ব্রীজও তৈরী হচ্ছে। In a plan way we are constructing the bridges to save the people of Tripura. ত্রিপুরাকে উন্নত করে যে অর্থ আমাদের থাকবে তা দিয়ে আমরা অন্য কাজে হস্তক্ষেপ করব। তার বাইরে হস্তক্ষেপ করার মানে হল এই ত্রিপুরার plan কে un-protected রেখে একটা বিশৃঙ্খলা আনয়ন করা। তার জন্যই তারা এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন। অতএব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা তা করছি। Agartala town এর flood protection এর জন্য আমরা এই বাজেটে ১১,১০,০০০ টাকা রেখেছি। কিন্তু উনারা সেটা দেখবেন না। বলবেন flood protection এর কাজ হচ্ছে না। Teliamura to Amarpur এবং Kalacharra to Padmabil road এর black toping এর provision বাজেটে আছে। কিন্তু উনারা বললেন এগুলোর জন্য কোন provision নাই। বলতে হবে তাই উনারা এরূপ বলছেন। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে আবেদন করব যাতে উনারা বাজেটটি ভাল ভাবে অধ্যয়ন করেন। শিশুর মনে শুনে যেন বক্তব্য পেশ না করেন। Flood protection সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। তাদের জ্ঞাতার্থে আমি পুনরায় বাজেটের Appendix-টি পড়ে শুনাব। Other buildings (Non-plan) General

Administration এ

1) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Srinagar, Rs. 10,000/-.
2) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Gandacherra, Rs. 20,000/-.
3) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Manu under Sabroom.
4) Construction of Dakbunglow at Melagarh, Rs 25,000/-.
5) Construction of Zonal S. D, O's quarter at Udaipur, Rs. 5,000/-.
6) Construction of office building and staff quarters for Circle Officer at Baikura, Belonia, Rs. 5,000/-.
7) Construction of residential accommodation for Circle Officer and Treasury Officer at Sabroom.
8) Construction of residential accommodation for the Staff and Circle Officer at Udaipur.
9) Construction of residential accommodation for the staff of S D.O (Civil) at Sonamura.
10) Construction of Court and office building for S. D O at Khowai.
11) Construction of Sub-Treasury building at Khowai.
12) Construction of residential accommodation for the S. D. O., S. T. O. & Trying Magistrate at Khowai.
13) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Takarjala.
14) Construction of four Transit Food Storage Godown each of 1,000 M/T. capacity new proposed Rly. Station at Dharmanagar. Rs. 40.000/-
15) Construction of S. D. O's Office, Court room etc. at Belonia.
16) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Kadamtala.
17) Construction of quarters for Addl. Magistrate, Udaipur.
18) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Fatikroy.
19) Construction of Tahsil Office and Staff Quarters at Ampi.
20) Construction of 2 Nos. quarter for 2 Circle Officer at Kailasahar.
21) Construction of Staff Quarter for S. T. O. and Circle Officer at Belonia.
22) Construction of residential accommodation for the staff of

S. D. O's office, Khowai.

23) Constsuction of Barrack Kitchen for employees of A. S. D.O's Office at Khowai.

24) Construction of Barrack for the staff of S. D. O's Office at Sonamura.

25) Construction of Staff Quarters for the staff of A. S. D.O's Office at Belonia.

26) Construction of Barrack for the staff of A. S D. O's Office at Sabroom.

27) Construction of Inspection Banglow at Kakraban.

28) Construction of Inspection Banglow at Kadamtala.

29) Construction of Staff Quarters for Belonia Tahsil Kachari.

30) Construction of Staff Quarters for Tahsil Office at Siddhinagar.

31) Construction of Staff Quarters for the Tahsil Office at Radhanagar.

32) Construction of Staff Quarters for the Tahsil Office at Rajnagar.

33) Construction of Staff Quarters for the Tahsil Office at Salghara.

34) Construction of 2 Nos. Food Storage Godown with staff quarters at Arundhutinagar.

35) Construction of Food Storage Godown at Udaipur.

36) Construction of Food Storage Godown 500 M/T. capacity at Manu Crossing under Kailasahar.

37) Construction of residential accommodation for the staff of District Administration at Transit Godown at Dharmanagar.

38) Construction of Tahsil Office & Staff Quarters for Tahsildar at Teliamura.

39) Construction of Kulaihour Tahsil Office & Staff Quarters at Salema.

40) Construction of Staff Quarters for Tahsil Office at Manu, Sabroom.

41) Construction of residential accommodation for the staff of Kailasahar Tahsil Office.

42) Construction of S. D. M's Court Office at Amarpur,

43) Construction of Foodgrain Godown 500 M/T. capacity at Julaibari.

44) Construction of building for State Bank of India at Udaipur.

Mr. Spaaker—Hon'ble Chief Minister you please go through the provision in the Budget.

Shri S. L. Singh—Yes, I am giving the details about construction of building in the budget. তারা বলেছেন যে কোন কিছুই building-এ হয় নি, টাকা ধরা হয় নি, অপর্যাপ্ত অভাব এখানে দেখা যাচ্ছে। অতএব টাকার অভাব নয়, বাজেটে এইখানে provision আছে। তা আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে তুলে ধরছি। Jail-এর জন্য একটা provision আছে। Construction of Sub-Jail at (i) Belonia (ii) Sonamura (iii) Sabroom, construction of staff quarters for Central Jail at Agartala, Sub-Jail at Dharmanagar, construction of Central Tower at Central Jail at Agartala, construction of garrage for Central Jail at Agartala.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাই মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব Budget-এর Appendix-এ construction of buildings, roads সম্বন্ধে যে যে provision আছে তা যেন তারা ভাল করে পড়েন। এই বলে cut motion-এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—The discussion of the Demand is over. Now I am puting the cut motion to vote first. Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs.100/- moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on :—

(i) Inadequacy of provission for repairs (building and communications). The cut motion was put to vote and lost.

The question before the House is the Demand be reduced by Rs. 100/- moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on inadequacy of provision for original works (Communication)

The cut motion was put to vote and lost.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- moved by Shri Aghore Deb Barma that inadequacy of provision for original works (buildings).

The cut motion was put to vote and lost

Mr. Speaker—Yes, this will be definetely recorded in the proceedings.

Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for original works—buildings.

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

In absence of Shri Bidya Ch. Deb Barma the cut motion raised by him falls through.

Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- moved by Shri Abhiram Deb Barma to discussion—"অমরপুর, রাঙ্গামুড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলের গৃহনির্মাণ বরাদ্দের অভাব।"

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

Now the question before the House is that the demand be reduced by Re 1/- to disscuss on—"স্কুল গৃহসমূহ নির্মাণে সরকারী ব্যর্থতা।"

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

Now the question before the House is that the demand be reduced to Re 1/- to discuss on—"ছোটখাট রাস্তা মেরামতে সরকারী ব্যর্থতা।"

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

I am now putting the demands to vote.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs 3,18,28,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 26—Public Works

The demand was put to vote and passed by voice vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,71,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Approciation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 27-Capital Outlay of Public Works.

The demand was put to vote and passed by voice vote.

There is also no cut motion on Demand for grant No. 41 So I am putting this demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs 3,25,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No 41—Capital Outlay on Other Works.

The demand was put to vote and passed by voice vote.

There is also no cut motion on Demand for Grant No. 40. So I am now putting this demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,21,46,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 40 —Capital Outlay on Public Works.

The demand was put to vote and passed by voice vote.

There are two cut motions on Demand for Grant No 24. I will now put the cut motions to vote.

The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on "Inadequacy of provision for Embankment around Agartala."

The cut motion was put to vote and lost by voice vote.

The question before the House is that the demand be reduced to Re 1/- moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on "বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা রূপায়ণে ব্যর্থতা।"

The cut motion was put to vote and lost by voice vote

Now I am putting the Demand to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs 13,28,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

The demand was put to vote and passed by voice vote

There is no cut motion on Demand for Grant No 38. I am now putting this Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 20,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 38 —Capital Outlay on Irrigation,

Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

The next item in the list of Business is the Private Members resolution of Shri Kshitish Chandra Das that "তপশীল ভুক্ত জাতি, উপজাতি ও অন্যান্যদের মধ্যে ভূমিহীন হিসাবে ত্রিপুরায় সরকারী ঋণ দানের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তাহা দূর করিয়া সকলকে একই হারে ঋণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।"

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি এই হাউসে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি। "তপশীলভুক্ত জাতি, উপজাতি ও অন্যান্যদের মধ্যে ভূমিহীন হিসাবে ত্রিপুরায় সরকারী ঋণদানের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তাহা দূর করিয়া সকলকে একই হারে ঋণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই বিধান সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।"

আজকে সমাজের এমন একটি দূর্ব্বল অংশের কথা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে হাউসের সামনে উপস্থিত করছি। যারা বিভিন্ন দিক থেকে দূর্ব্বল, যাদের জন্য পরাধীন ভারতেও reservation রাখা হয়েছিল। আর্থিক দিক থেকে তারা আজও অত্যন্ত দূর্ব্বল। পাকিস্তান থেকে অনেক রিফিউজি এখানে এসেছেন। অথচ অর্থের অভাবে তারা কৃষি ও স্ব স্ব ব্যবসা ক্ষেত্রে অসুবিধা ভোগ করছে। আজকে ভূমিহীন হিসাবে ঋণ পাওয়ার মধ্যেও একটি বৈষম্য রয়ে গেছে। তপশীলভুক্ত জাতির ভূমিহীনরা ৩০০ টাকা এবং উপজাতির লোকেরা ৫০০ টাকা হিসাবে ঋণ পাচ্ছেন। এর চাইতে বেশী পরিমাণে ঋণ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই আজকে যেখানে আমরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই। তার মূল কথা হল সমাজের দূর্ব্বল অংশের লোকদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া। এই প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি এবং এই house-এর মধ্যেও বলাবলি করি। সুতরাং উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে সাহায্য দেওয়া উচিত। ৩০০ টাকা সাহায্য অতি নগণ্য, বিশেষ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন উপজাতীয়-দিগকে ১৯১০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে উপজাতীয়দিগের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এই সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Here is an amendment given notice of by Shri Jatindra Kr. Majumder that the word "একই" in the third line of the resolution be substituted by "১৯১০ টাকা" after the word করিতে the following should be deleted and added ' এবং অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীমে উপজাতীদের যে হারে সাহায্য দেওয়া হইতেছে অনুরূপ হারে তপশীলভুক্ত জাতীদেরও সাহায্য করিতে।"

I would call on Shri Jatindra Kr. Majumder to move his amendment.

Shri Jatindra Kr. Majumder—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি আমার amendment হাউসের সামনে রাখছি। মাননীয় সদস্য ক্ষিতীশ বাবু যে প্রস্তাব house-এ এনেছেন তা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাব সমর্থন করতে গিয়ে আমি সামান্য একটা amendment এনেছি। সেটা হল একই হারের পরিবর্তে ১৯১০ টাকা হারে আমি বলতে চাই। দ্বিতীয়তঃ আমি আরো কিছু সংশোধনী রাখতে চাই। তা হল "এবং অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীমে উপজাতীদের যে হারে সাহায্য দেওয়া হইতেছে অনুরূপ হারে তপশীলভুক্ত জাতীদেরও সাহায্য করিতে এই বিধান সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।" মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাব সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার নাই, কারণ সকল সদস্যই Sch. Caste এবং Sch. Tribes সম্পর্কে অবহিত আছেন। ১৯১০ টাকা হার যখন পরিবর্তিত হয়েছে তখন সর্বক্ষেত্রে তাহা প্রযুক্ত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। তা ছাড়া তপশীলভুক্ত জাতিদেরও অনুরূপ হারে সাহায্য করবার প্রয়োজন। তাই আমি স্পীকার মহোদয় মারফত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে ১৯৭০—৭১ সালের মধ্যে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়।

Mr. Speaker—শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ক্ষিতীশ বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করি এবং এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই। আমাদের সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে বিভিন্ন ভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের মধ্যে কিছু বৈষম্য রয়ে গেছে। সমাজের যারা দরিদ্র নিঃস্ব তাদের অর্থ নৈতিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকারের। সুতরাং সরকারের কর্তব্য সকলকে সমভাবে সাহায্য করা। কিন্তু আমরা কি দেখি, কার্যতঃ সরকার উপজাতি পুনর্বাসন ক্ষেত্রে কাউকে ৩০০ টাকা কাউকে বা ১৯১০ টাকা সাহায্য করছেন। এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিৎ বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker— Any other Member to participate in the Discussion.

Shri P. K. Das—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশ দাস যে প্রস্তাব এনেছেন, ও মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন বাবু যে সংশোধনী এনেছেন, সেই সংশোধনী সহ আমি প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

মাননীয় সদস্যরা, সমাজের যেসকল অনগ্রসর জাতি বা উপজাতি আছে, তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। এই প্রসঙ্গে সাহায্য দানের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তাও দূর করা উচিত বলে মাননীয় সদস্যরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমি এঁদের সব বক্তব্যই সমর্থন করি।

মাননীয় সদস্যরা জানেন সরকার সমাজের যারা দুর্বল বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের সাহায্য দানের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এবং হাজার হাজার ভূমিহীনদের ভূমি-দানেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেই অনুসারে Schedule cast এর ক্ষেত্রে per family ৩০০ টাকা আর্থিক সাহায্য ও land free of premium। Schedule Tribes এর ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য ৫০০ টাকা, Land free of premium। এছাড়া অন্যান্য যারা landless তাদের আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ ১৯১০ টাঃ এবং মধ্যে ৬৬৫ টাকা লোন ও ১২৪৫ টাকা গ্রান্ট। Land হবে free of premium. এই যে disparity তা সরকারের নজরে এসেছে এবং এই disparity

দূরীকরণের জন্য cabinet dicision নিয়ে ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। যাতে করে সকলকে একই হারে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেটা এখনও পর্যান্ত approved হয় নি। আমি একটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তিনি ১৯১০ টাকা ঋণদানের সুপারিশ করেছেন কিন্তু সরকারের scheme হচ্ছে ৬৬৫ টাকা করে ঋণ দান, ১২৪৫ টাকা হারে আর্থিক সাহায্য দান। সুতরাং আমার মনে হয় প্রস্তাবকের প্রস্তাব less beneficial to the scheduled caste and scheduled tribes. আমার মনে হয় আমরা সরকার থেকে যে প্রস্তাব পাঠিয়েছি সেই প্রস্তাবই বেশী উপকারী হবে কৃষকের পক্ষে। এই বিষয়ের উপর হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। নীতিগতভাবে আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করি এবং সরকার already এই প্রস্তাব গ্রহন করেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker —Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি already এ বিষয়ে সমতা রক্ষার জন্য ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৬৪ থেকে আমরা এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, যে যে অসামঞ্জস্যের কথা বলা হয়েছে সেই অসামঞ্জস্য যাতে দূর করা হয়। কিন্তু যেকথা মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্লবাবু বলেছেন যে সরকারী ব্যবস্থা ও প্রস্তাবের মধ্যে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি আছে, যদিও মাননীয় প্রস্তাবকের উদ্দেশ্য ও সরকারী উদ্দেশ্য একই, সেই জন্য আমি অনুরোধ করব এই বিষয়টা continued করা হউক।

Pilot Project scheme হচ্ছে একটা special scheme. যদি এটা successful হয় তবে আমরা এই scheme ত্রিপুরার সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য করতে চাই।

Discussion will continue.

Mr. Speaker—The House Stands adjournd till 11 A M. on Wednesday, the 8th April, 1970.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 452

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Minister-in-Charge of the Labour Department be pleased to state :--

প্রশ্ন

১। সদর কালাছড়া চা বাগানের বিরুদ্ধে শ্রমদপ্তর কয়টি মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং কি কি বিষয়ে মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহার বিবরণ।

উত্তর

১। ৭ জন শ্রমিককে চাকুরি হইতে অপসারণ করার দরুণ একটি শিল্প বিরোধ লেবার কোর্টে প্রেরিত হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 508

By Shri Abhiram Deb Barma

Will the Minister-in-charge of the Trible Welfare/Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৫৯ হইতে ১৯৬৯ এর মধ্যে কোন বছর Welfare of Schduled Tribe, Caste and other Backward class এর জন্য কত টাকা বাজেট বরাদ্দ হয় এবং কোন বছর কত টাকা খরচ হয় ?

২। কোন বছর সম্যক টাকা খরচ না থাকলে তাহার কারণ।

উত্তর

১, ২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO 535

By Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal

Will the Minister-in-charge of the Trible Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরে তিন বৎসরের অধিককাল যাবত চাকুরী করিতেছেন এমন কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২। তাদের কতজনকে Quasi-permanent করা হইয়াছে ?

৩। যাদের এখনো Quasi-permanent করা হয় নাই, তাদের কেন করা হয় নাই ? এবং কবে পর্যন্ত তাদের Quasi-permanent করা হবে ?

উত্তর

১। ১৯৮।

২। ৩২।

৩। তাহাদিগকে অর্দ্ধস্থায়ী করার নিমিত্ত আনুসঙ্গিক কাগজ পত্রাদির সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতি সত্বরই তাহাদিগকে অর্দ্ধস্থায়ী করা হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT. 1963.

8th APRIL, 1970.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 8th April, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Minister, four Ministers, the Deputy Speaker, Dy. Minister and 23 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 20.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 20.

QUESTION

১। তপসিলী উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতি সম্প্রদায়ের ছাত্র কিংবা ছাত্রীদের বোর্ডিং গুলিতে ভর্তি করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী চালু করা হয়েছে কিনা ?

ANSWER

১। হাঁ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সে নিয়মগুলি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—According to provision made in the rules approved by the Government of India a Committee consisting of three members was formed for each boarding house The following persons are acting as members of the Committee :

1. Head Master/Head Mistress of the School to which the Boarding House is attached.
2. The S. D. O./A. S. D. O./B D. O. who is nearer to the school.
3. Inspector of Schools of the local area or the Head Master of a nearby Government School.

The said Committee are selecting the students for admission to the Boarding House after considering the following clauses :

Admission to a Boarding House may be allowed to a student belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe coming from mofussil areas of Union Territory of Tripura and where there are no school or schools for providing required educational facilities within a distance of five kilometers from the permanent or temporary residence of the parents or guardians of the students or of the students themselves in case of those who have no living parents or guardians. Merritorious and elegent students in indigenous circumstances shall get preference in selection for admission in the Boarding house according to merit up to the number approved in the Boarding House by the Education Department of the Government of Tripura.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রুলস্ রেগুলেশন এবং নিয়মাবলীর কথা যে তিনি বললেন সেগুলি কি বোর্ডিংগুলিতে ভর্তি করার সময়ে পালন করা হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, এখন পালন করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কুসুমা দাস, ডটার অব রবীন্দ্র দাস, কৃষ্ণকিশোরনগর, শ্রীপান্নু মজুমদার, কৃষ্ণকিশোরনগব স্বপ্না চৌধুরী, কৃষ্ণকিশোরনগর, কল্পনা চৌধুরী, কৃষ্ণকিশোরনগর, কডইমুড়া হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল তাদের বাড়ী থেকে এক ফার্লং হবেনা, তাদিগকে কোন্ কন্‌সিডারেশনে তুলসীবতীর এক নম্বর এবং দুই নম্বর হোষ্টেলে ভর্তি করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্পর্কে তদন্ত করবেন কি ? Wheather it is fact or not ।

Mr. Speaker —Hon'ble Minister has demanded notice for it.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—Demand notice তো সব সময় বলে আসছেন আমি একটা কন্‌ক্রিট একজাম্পল সেট করেছি। তিনি বললেন within five kilometersএ এটা করা হয়, তাহলে এদের ক্ষেত্রে স্কুল একদম কাছে। তাদের কোন্ কন্‌সিডারেশনে ভর্তি করা হল এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীএস. এল. সিংহ—দেয়ার পারমানেন্ট অ্যাড্রেস মাষ্ট বি সামহোয়্যার এলস্।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —না আমি কন্‌ক্রিট চাই। এই সম্পর্কে যে রুলস্ আছে সেগুলি যদি অবজার্ভ না করা হয় তাহলে এই সম্বন্ধে কিছু করবেন কিনা ?

Shri S. L. Singh —For that reason we have demanded notice.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—প্রাইমাফেসি পাওয়া গেলে তদন্ত করব। তা না হলে তদন্ত করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নামধাম সবকিছু দিয়ে বলেছি। এটা যদি প্রাইমাফেসি না হয় তাহলে কোন্‌টা হবে ? উনি বললেন উইদিন ফাইভ কিলোমিটার করতে হয়।

আমরা M.L.A. হিসাবে যখন সার্টিফিকেট দিই তখন আমার নিজের কাছে যারা আসে উইদিন ওয়ান মাইল হলেও আমি রিফিউজ করে দিই। আমি সার্টিফিকেট দিই না। কাজেই এই ক্ষেত্রেও যদি রুলস্ এবং রেগুলেশন থাকে তাহলে কোন্ কনসিডারেশনে তাদের দেওয়া হল? অথচ অম্পি থেকে যে ছাত্র এল তাদের দেওয়া হলনা। এটার তিনি কিছু করবেন কিনা?

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—ইহা কি সত্য যে এম. বি. বি. কলেজের মধ্যে ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য বোডিংএর সিট রিজার্ভ রাখা হয়না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেপারেট কোয়েশ্চান শুড বি আস্কড ফর দিস।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কমলপুর বোর্ডিংএ এক মাইলের মধ্যে যে ছাত্রের স্কুল আছে সেও সীট পেয়েছে, এইরকম কোন খবর বলতে পারেন কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—জানা নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্পর্কে আমি বুঝলাম না আমি যে কনক্রিট একজাম্পল দিয়ে বললাম নামগুলি সেটা এনকোয়ারী করতে উনার কি আপত্তি আছে?

Mr. Speaker—Hon'ble Minister says that there is no primafacie in it.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—এটা যদি প্রাইমাফেসি না হয় তাহলে আমি কনক্রিট নামগুলি যে দিলাম, যে এক নম্বর দুই নম্বর হোস্টেলে তারা থাকে সেটা কি হল? এইভাবে যদি বিধানসভায় প্রশ্ন করে উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে প্রশ্ন দিয়ে কি লাভ? গভর্ণমেন্টের যে সার্কুলারগুলি থাকে সেগুলি যদি পালন না করা হয় তাহলে সেগুলি এনকোয়ারী করার দায়িত্ব মিনিষ্টারদের। তাতে আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলার কি আছে? তিনি বললেই তো পারেন যে আমি এটা দেখব। তাও তিনি বলতে রাজী নন।

Mr. Speaker—Hon'ble Member, you know that I cannot compel any minister to give reply to any question.

Mr. Speaker -Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajknmar Kamaljit Singh—Question No. 93.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 93.

QUESTION

১। মহারাজার রাজত্বকাল হইতে ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ঠাকুর পরিবার, ত্রিপুরী, জমাতিয়া, মণিপুরী, লস্কর ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা বিনা বেতনে স্কুল কলেজে পড়িতে পারিত কিনা ও বোর্ডিং এ বিনা খরচায় থাকিতে পারিত কিনা,

২। পরবর্তীকালে উক্ত মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কিনা?

৩। যদি হইয়া থাকে তবে উহার কারণ কি এবং কোন তারিখ হইতে উহা হইয়াছে?

ANSWER

১। ১৩৫৫ ত্রিপুরার ৪নং সার্কুলার ও ১৩৫৭ ত্রিপুরার ৫নং সার্কুলার অনুযায়ী মহারাজার রাজত্বকালে ত্রিপুরার মহারাজকুমার ও কুমার বাহাদুরগণ, ত্রিপুরী, জমাতিয়া, মণিপুরী, লস্কর ও অন্যান্য পার্বত্য প্রজা (কুকি, রিয়াং প্রভৃতি হালামগণ) এ রাজ্যের স্কুল ও কলেজে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে

পারিত। স্কুল ও কলেজ বোর্ডিং এ বিনা খরচায় থাকা সম্বন্ধে কোন সার্কুলার দৃষ্ট হয় না। তবে উক্ত শ্রেণীর ছাত্রগণ (মণিপুরী সহ) স্কুলে অধ্যয়ন কালে বোর্ডিংএ বিনা খরচায় থাকিতে পারিত এইরূপ জানা যায়।

২। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির পরও ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে স্কুল ও কলেজে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ ভোগ করিয়াছে।

৩। ১৯৬৪-৬৫ সালে অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির অর্থনৈতিক সংজ্ঞা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারত সরকারের নিয়মানুসারে মণিপুরিরা সম্প্রদায় হিসাবে বিনা বেতনে কলেজে পড়ার সুযোগ পাইতেছে না। এই সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা এখনো বিনা বেতনে স্কুলে অধ্যয়ন করিতে পারে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—এইখানে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে "পরবর্তীকালে উক্ত মণিপুরী ছাত্রছাত্রীরা এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে কিনা ;" সুবিধা বলতে এখানে দুইটি আছে—একটা হল বোর্ডিং আর একটা হল স্কুলে পড়ার কথা। স্কুলের ব্যাপারটা পরিস্কার পাওযা গিয়েছে। কিন্তু বোর্ডিং এর সম্বন্ধে উত্তরটা সঠিক পাওয়া যায় নি। এটা ক্ল্যারিফাই করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বোর্ডিং এর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে পরবর্তী কালে অনুন্নত সম্প্রদায়-গুলির অর্থ নৈতিক সংজ্ঞা প্রবর্তিত হওয়ায় তারা বোর্ডিংএ এখন বিনা খরচায় থাকতে পারে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই সার্কুলার দেওয়ার আগে, ত্রিপুরা সরকার থেকে যে প্রপোজাল পাঠানো হয়েছিল, যার উপর ভিত্তি করে রুলস ইত্যাদি ফ্রেমড হয়েছে এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া রিকম্যাণ্ডেশন করেছে, সেই সময়ে ত্রিপুরারাজ্যে মণিপুরীরা যে ষ্টাইফেণ্ড এবং বোর্ডিং ফ্রি ইত্যাদি যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেত, সে সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে জানানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এল, আই, জি স্কলারশিপ ইনট্রোডিউস করার পর অটমেটিকেলী সেটা বাতিল হয়ে গেছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এল, আই, ষ্টাইপেণ্ড ইনট্রোডিউস হওয়ার পর, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস হিসাবে যে সমস্ত ফেসিলিটীজ দেওয়া হত সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা তারা আর পাচ্ছে না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—এল, আই, জি গ্রুপে পরে যাদের আয় কম এবং তারাই সেটা পাচ্ছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজি সিংহ—মহারাজার রাজত্বকালে অন্যান্য জায়গায় যেখানে কোন স্কুল-ছাত্রী পড়ার স্কোপ ছিল না, পরবর্তীকালে ত্রিপুরায় মেয়েদের ফ্রি পড়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার থেকে ভারত সরকারের কাছে প্রোপোজাল পাঠান হয়, তারপরই মণিপুরীরা যে ফেসিলিটীজ এখানে পেত, সেটা বন্ধ হয়ে যায়, সেটা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মণিপুরীরা ডিপ্রাইভড হচ্ছে না। সমস্ত উন্নত সম্প্রদায়কেই এ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবস্ এর মধ্যেও যারা উন্নত সম্প্রদায় তাদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব ভারত সরকারের পক্ষে কোন ডিসক্রিমিনেশান করা সম্ভব নয় বলেই আমরা এই সম্পর্কে কোন প্রপোজাল পাঠাইনি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মহারাজার আমলে

অনুন্নত সম্প্রদায় হিসাবে মণিপুরীরা যে সমস্ত প্রিভিলেজ পেত, সেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে জানানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য - আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ —এই সম্পর্কে মণিপুরী এ্যাসোসিয়েশান থেকে, ত্রিপুরা সরকারকে কোন রিপ্রেজেন্টেশান দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমরা ডিমাণ্ড পেয়েছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ —ডিমাণ্ড সম্পর্কে কি কন্‌সিডারেশন হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— ডিমাণ্ড সম্বন্ধে ত্রিপুরায় মণিপুরী সহ অন্যান্য ব্যাকওয়ার্ড যারা আছে, এল, আই, জি ষ্টাইপেণ্ড ব্যাপারে রিভাইজড রেটে স্টাডি করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিংহ—আগে মণিপুরিরা যে সুযোগ সুবিধা পেত, সেটা তাদের প্রাপ্য এবং পাওয়া উচিত, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— আমরা যে প্রপোজাল দিয়েছি তাতে আমরা বলেছি যারা সোশিও ইকনমিক কণ্ডিশন অনুযায়ী পাওয়ার যোগ্য, তাদেরই পাওয়া উচিত।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিংহ—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সার্কুলার অনুযায়ী এই যে এল, আই, জি ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বলে কোন রকম ক্লাসিফিকেশন নেই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য - ব্যাকওয়ার্ড বলে কোন ক্লাসিফিকেশন সেখানে নেই যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ, তাদেরই এল, আই, জি'র সুযোগ দেওয়া হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ আমাদের ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি বলে যে লিষ্ট হয়েছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অস্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— আমার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি হলেও, ষ্টাইপেণ্ডের ব্যাপারে সেটা চালু নেই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৪৮ স্থাব।

প্রশ্ন

১। কাতলামারা চায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে গত ছয় মাসে যে সকল শিক্ষক, পিয়ন এবং কেরানী নিয়োগ করা হইয়াছে তাঁহাদের নাম ও নিয়োগের তারিখ ?

২। এই সকল নিয়োগ কি স্কুল কমিটি এবং শিক্ষা অধিকার অনুমোদন করিয়াছেন, যদি না করিয়া থাকেন, তবে কি ভাবে তাহারা নিযুক্ত হন ?

৩। এই সকল নিয়োগের মধ্যে নাইট গার্ডের পোষ্টে কেহ নিযুক্ত হইয়াছেন কি হইয়া থাকিলে, তাহার নাম ?

উত্তর

1. ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ গত ছয় মাসের মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছেন :—ক) শ্রীপীযুষ কান্তি দত্ত, করণিক ১-১২-৬৯ ইং হইতে,

খ) শ্রীসূর্য্য কুমার দেব, দপ্তরি ১৯৭০ ইং সনের মার্চ হইতে।

2. অনুদানের বিধি অনুযায়ী শিক্ষা অধিকার হইতে করণিক এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের অনুমোদনের প্রয়োজন নাই।

3. না, প্রশ্ন ওঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, শিক্ষক এবং পিওন যে নিয়োগ করা হয়েছে, এই সম্পর্কে স্থানীয় কোন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি, একজন ক্লারক এবং একজন দপ্তরী নিয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সেখানে একজন অবসর প্রাপ্ত পণ্ডিতকে নিয়োগ করা হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—গত ছয় মাসে নেওয়া হয়নি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬০।

শ্রী এস এল সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৬০ স্যার।

প্রশ্ন

১) সরকারী কর্মচারীদের মোট কতটি পেন্সান প্রস্তাব ২৮।২।৭০ ইং পর্য্যন্ত পেণ্ডিং আছে, এবং

২) উহাদের মধ্যে কতটি প্রস্তাব এক বৎসরের উপর পেণ্ডীং আছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন স্যার।

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri **Pramode Rn. Das Gupta**—Question No. 464.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 464 Sir.

QUESTION

1. Whether the attention of the Government has beeq drawn to the reported news published on 12-3-70 in the daily Newspaper, "The Hindustan Standard" of Calcutta under the caption—"Central Pay Scale for NEFA, Union Territory Staff"; and

2. If so, the reaction of the Government there to ?

ANSWER

1. Yes.

2. The Government have received a radiogram in this connection and have asked for the details from thh Goverment of India.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই যে পে-স্কেল, সেটা ত্রিপুরায় প্রয়োগ করবেন এইরকম চিন্তা সরকারের আছে কিনা, অথবা West Bengalএর Pay scale প্রয়োগ-এর চিন্তা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—সমস্ত পে-স্কেলের ডিটেলস পেলে পরে সেই বিষয়ে চিন্তা করতে পারি। এখনও কোন পোষ্টের againstএ কত পে-স্কেল, সেটার ডিটেলস জানা যায় নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এ্যানমলীজ দূর করা হলে পরে কর্মচারীরা যে বেনিফিট পাবে, এই Pay-scale introduce করলে পরে সেই বেনিফিট থেকে কর্মচারীরা বঞ্চিত হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—সেটা বলা এখন কঠিন। বিভিন্ন পে-স্কেল সম্পর্কে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন এ্যারাইজ করবে। সুতরাং এখন সেটা বলা ডিফিকাল্ট।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—কি কারণে ডিফিকাল্ট, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেন্ট্রাল স্কেল যেটা এসেছে, সেটা সম্পর্কে এখনও আমরা বিবেচনা করে উঠতে পারি নি। কোন স্কেল কি দাঁড়াবে এবং এ্যানমলীজ দূর করার জন্য যে সমস্ত কেস্ আমরা পাঠিয়েছি, সেগুলি কোন্ পোষ্টে করে থেকে এফেক্ট দেবে, কে বঞ্চিত হবে, কে বঞ্চিত হবেন, এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে না জানা পর্যন্ত, এই সম্পর্কে বলা অসুবিধা।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—যেসব কর্মচারী বঞ্চিত হবেন, কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাদের প্রটেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই পে স্কেল ঘোষণা করার পর, কর্মচারীদের মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী এটার প্রতিবাদ জানিয়েছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—ডিটেলস্ না জানা পর্যন্ত প্রতিবাদ করা সম্ভব নয় এবং উচিত হবে বলেও মনে হয় না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের কাছে কোন রেডিওগ্রাম এসেছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—রেডিওগ্রাম এসেছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—সেই রেডিওগ্রামের বিষয়বস্তু কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—The following statement made in Lok Sabha and Rajya Sabha Sunday by Minister in the Ministry of Home Affairs regarding revision of pay scales of employees of Union Territories.

Previously it had been the policy of the Government of India to prescribe scales of pay and allowances in the Union Territories mentioned below and NEFA on the basis of the scales obtained for corresponding posts in the adjoining States mentioned against them. i) Himachal Pradesh (excluding Secretariat) —Punjab. (ii) Manipur—Assam. (iii) Tripura—West Bengal., (iv) Pondichery—Tamilnadu. (v) Dadra And Nagar Havili—Gujrat. (vi) Chandigarh—

Punjab. (vii) NEFA—Assam. The scales of pay and allowances of the employees of the Union Territories of Delhi, Goa Daman and Diu, Andamans & Nicobar Island and Laccadive, Amindive and Minocoy Islands were however based on the Central pattern of pay and allowances. The policy of the prescribing scales of pay and allowances for the employees of all the Union Territories and NEFA has been reviewed by the Government and it has now been decided to adopt Central patterns of pay and allowance for the employees of the All the Union Territories and NEFA w. e. f. 6th March, 1970. Please send your pay schedules immediately to equate posts with Central scales and revised the pay scales.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আপনি টেলিগ্রামের কথা এখানে বলছেন সেটা সেন্ট্রাল পে-স্কেল সম্পর্কে, সেটাকে আমাদের ত্রিপুরাতে প্রযোজ্য করার ব্যাপারে আপনারা কোন প্রতিবাদ করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমরা এখনো প্রতিবাদ করিনি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এবং স্বীকার করবেন কি যে হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ পারমার এই সেনট্রাল পে-স্কেল সেই ইউনিয়ন টেরিটরীর কর্মচারীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—ডাঃ পারমার করেছেন, আমরাও সেই বিষয়ে চিন্তা করছি এবং এ্যাকজামিনেশান করছি, হিমাচল প্রদেশের পে-স্কেল পাঞ্জাবের সংগে টেগ্ ছিল এবং পাঞ্জাবের স্কেল অনেক হাই, সুতরাং সেদিক দিয়ে আমাদের চট করে প্রতিবাদ করার অসুবিধা আছে। আমাদের পক্ষে বিভিন্ন পে-স্কেল ষ্টাডি না করে প্রতিবাদ করাটা অসুবিধা। কারণ আমাদের এখানে অনেক জায়গায় গেইন হচ্ছে, আর অনেক জায়গায় লস হচ্ছে। কাজেই কোনটা গেইন করছে আর কোনটা লস হচ্ছে, গেইন বা কত পারসেন্ট হচ্ছে আর লস বা কত পারসেন্ট হচ্ছে এই সমস্ত ভাল করে না দেখে আমাদের এই বিষয়ে প্রতিবাদ করা অসুবিধা। তবে ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করে করা উচিত হয়নি বলে ভারত সরকারকে জানিয়েছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় স্বীকার করবেন কি আমাদের ত্রিপুরাতে কর্মচারীদের যে পে-স্কেল, সেটা সাধারণতঃ ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে-স্কেলের মত, কাজেই সেদিকে দৃষ্টি রেখে ওয়েষ্ট বেঙ্গল পে-কমিশনের সুপারিশকে এ্যাক্সেপ্ট না করার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য – এটা কেন্দ্রীয় সরকার জানেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত —মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে কেন্দ্রীয় সরকার জানেন, কথাটা বললেন এটা ঠিক নয়। কারণ যেখানে ডাঃ পারমার প্রতিবাদ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণাকে, সেখানে আমরা সাধারণতঃ ওয়েষ্ট বেঙ্গলকে ফলো করি। কাজেই সেই পে-স্কেলের জন্য আমরা সুপারিশ না করে সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নাম দিয়ে আমরা যেন সেটা এভয়েড করতে যাচ্ছি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য – ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে কমিশনের যে রিপোর্ট সেটা এখনও বর্ত্তমান সরকার এ্যাক্সেপ্ট করেন নি, কাজেই এই বিষয়ে আমাদের লাফালাফি করা উচিত নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলতে পারেন কি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল তো আর আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মত লাফালাফি করেন না কাজেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলের মত ত্রিপুরার কর্মচারী-দেরও পে-স্কেলটা হয় সেজন্য আমাদের সরকারের কোন কনসিডারেশান আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বর্ত্তমানে যে সেন্‌ট্রাল স্কেল দেওয়া হয়েছে সেটার আমরা ডিটেইল্‌স পেলে আমাদের এখানে বর্ত্তমানে যে স্কেল আছে এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে-কমিশনের যে রিপোর্ট আছে, সেটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখব যে কি পজিশন দাঁড়ায় তারপরে আমরা ঠিক করব কি করা যায়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—এখন দিল্লীর যে পে-স্কেল, সেটা বিশেষত: এল, ডি, ক্লার্ক, প্রাইমারী টিচার্স এ্যাণ্ড আদার ক্যাটেগরীস অব ষ্টাফ যেমন আমাদের ক্লাশ ফোর ষ্টাফ যারা নাকি মফঃস্বলে আছে, তারা হাউস রেন্টের বেনিফিট না পেলে এ্যাডভার্সলী এ্যাফেক্টেড হবে কিনা, যদি হয় তাহলে তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমি আগেই বলেছি যে ডিটেলস্ না পেয়ে এর বেশী কিছু মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Starred Question No. 489

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Starred Question No. 489, Sir.

QUESTION.

ক) ইহা কি সত্য গণ্ডাছড়া কচুমনিপাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলগৃহ চার বৎসর পূর্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ঐস্থান জঙ্গলপূর্ণ অবস্থায় আছে ;

খ) সত্য হইলে উক্ত স্কুলের কাজ কোথায় হইতেছে ? এবং যদি স্কুলে কাজ না হয় তাহা হইলে শিক্ষকগণ বেতন পাইতেছেন কি ?

ANSWER

ক) হ্যাঁ।

খ) স্কুল সংলগ্ন একটি বেসরকারী বাড়ীতে স্কুলের কাজ নির্বাহ করা হইতেছে। কাজেই প্রশ্নের পরবর্ত্তী অংশ উঠে না।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাঙ্খল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বেসরকারী ঘরের কথা বললেন, যেটার ভিতরে নাকি এখন স্কুল হচ্ছে, সেই ঘরটা কার জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেই ঘরটি কার, এই সম্বন্ধে আমার কাছে এখন কোন তথ্যাদি নেই, তবে যেটা বললাম যে স্কুলটি একটা বেসরকারী ঘরে আছে।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাঙ্খল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্কুল ঘরটিতে যেসব শিক্ষক পড়াচ্ছেন, তারা কি সরকারী শিক্ষক না বেসরকারী শিক্ষক বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেই স্কুলে সরকারী শিক্ষকেরা পড়াচ্ছেন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে বেসরকারী ঘরে স্কুলের ক্লাশ করানো হচ্ছে, সেজন্য Education Department থেকে ভাড়া দেওয়া হবে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—তার জন্য যদি ভাড়া চাওয়া হয়, তাহলে সেটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে সেইসব স্কুল শিক্ষকদের নাম কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটু খোঁজ করে দেখবেন কি যে ঐ স্কুলের শিক্ষক সেই কচুমনিপাড়াতে থাকেনা, তারা বাহিরে অন্য কোথাও থাকে এবং আজকে প্রায় ৪ বছর ধরে তারা বসে বসে বেতন গুণছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হ্যাঁ যদি সেই রকম কিছু হয়, তাহলে আমি সেটা দেখব।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ৪ বছর হল এই স্কুল ঘরটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে, এতদিন পর্য্যন্ত সেটা মেরামত না করার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—নতুন করে সেখানে একটা স্কুল তোলা হবে এবং তারজন্য plan estimate তৈরী হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় plan and estimate কবে তৈরী হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বছর খানেক হল।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত চার বছর পর্য্যন্ত এই স্কুল ঘরটা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে, এই বিষয়ে শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি কোনদিন আকর্ষণ করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—কোনদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, এটা আমার পক্ষে এখন বলা সম্ভব নয়, সেজন্য আমি ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বর্তমানে ঐ স্কুলে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—This is a separate question, so I demand notice.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১ বছর হল plan and estimate করতে, কাজেই আর কত বছর লাগবে ঐ স্কুলের কাজে হাত দিতে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সহসা হবে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—Inspectorরা সেখানে তদন্ত করতে যান না বলে ঐ স্কুল ঘরট পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—কেন এটা পড়ে আছে, সেই বিষয়ে তদন্ত না করে আমার পক্ষে এক্ষুনি-কিছু বলা সম্ভব নয়, কাজেই এটা আমি পরে বলব।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি যে সহসা কথাটা বললেন, সেটার আমি কিছু বুঝতে পারিনি, কাজেই আপনি সহসা কথাটার অর্থ বুঝিয়ে বলবেন কি /

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সহসা, মানে সত্বর।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে Education Department এর গাফিলতির জন্য ঐ স্কুল ঘরটা গত ৪ বছর যাবত মেরামত করা হচ্ছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেটা তদন্ত না করে কিছু বলা আমার পক্ষে মুস্কিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করে দেখেছেন যে স্কুলটা কবে নাগাদ হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—স্যার, আমি তো আগেই বলেছি ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং— সরকার প্রাইভেট স্কুলের জন্য contingency annual repairing এর জন্য ২৫০ টাকা করে দিয়ে থাকেন, কাজেই গত চার বছর যাবত এই ২৫০ টাকা করে ড্র করা হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট ।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সময়ের পরিমাণ অনুসারে এই সত্বর কথাটার অর্থ কি— অর্থাৎ কত বছর কতদিন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে দেখছি আমার জ্যোতিষী শিখতে হবে ।

শ্রীবিনোদবিহারী দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা বলতে তো জ্যোতিষীর দরকার পড়ে না, আপনি যে বাংলা ভাষাতে উত্তর দিচ্ছিলেন, সেই ভাষাতেই বলা যায় ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—বললাম তো সত্বর—স,, ত, ব-ফলা, র ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ১৯৭০ সালের মধ্যে এই স্কুল ঘরটার রিপেয়ার করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আশা করি ।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস—এই যে গত ৪ বছর যাবত স্কুল ঘরটা একটা বেসরকারী ঘরে হচ্ছে, সেজন্য সরকার সেই ঘরের মালিককে ভাড়া দেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমি বললাম যে যদি কেউ ভাড়া ডিমাণ্ড করে তাহলে সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—এই চার বৎসরের মধ্যে স্কুলটা যে ভাঙ্গা অবস্থায় আছে, যিনি স্কুলের ইনচার্জ আছেন তার এই চার বৎসরের মধ্যে কোন রিপোর্ট আছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেটা না দেখে বলা মুশকিল ।

শ্রীক্ষিতীশ দাস—দেখবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—দেখব ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বর্তমানে স্কুল রিপেয়ারের কাজ চলছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—রিপেয়ারের কাজ আরম্ভ হবে ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই স্কুল যে ভেঙ্গেছে, তা কি করে ভেঙ্গেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

Mr Speaker—Shri Binoy Binoy Bhusan Banerjee.

Shri Binoy Bhusan Benerjee—Question No. 525.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, question No. 525.

QUESTION

১) ধর্মনগরে বর্তমানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট খুলিবার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

ANSWER

১) হঁ্যা ।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—সরকার ত্রিপুরার বেকার এবং ত্রিপুরার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনগর রেললাইন থাকায় ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার অনুকূল আবহাওয়া আছে তা বিশ্বাস করেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, বিশ্বাস করেন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের জন্য কোন জায়গা রিকুইজিশানের জন্য গেজেট নোটিফিকেশন হয়েছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—রিকুইজিশনের কাজ চলছে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—সরকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট করার চিন্তা করছেন না কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমি হঁ্যা বলেছি, না বলিনি।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—কবে পর্যন্ত আরম্ভ হবে ?

Shri Krishnadas Bhattacharje—For this purpose land acquisition proceedings for acquiring a specific land measuring 9. 16 acres has been started. Declaration under section 6 of the L. A. Act has already been issued. At this stage representation has been received from one Shri Shyamapada Chakrabroty, Ex-Military personnel for release of some plots of land measuring 0·41 acres in his own name and 0·56 acres in the name of his wife. The said representation is under consideration of the Government. Further steps towards acquisition will be taken after the aforesaid representation has been disposed of.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—এটা টাউনের অন্তর্গত, না কোন মৌজার অন্তর্গত বলবেন কি ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—There is a proposal for setting up of an Industrial Estate at Kameshwar, Dharmanagar.

শ্রীবি. দাস—যে জায়গাটা সিলেক্ট করা হয়েছে সেই জায়গা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে কত দূর ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Majumder.

Shri Kshitish Ch. Das—I am interested in the question of Shri Jatindra Majumder. Question No. 526.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, Question No. 526.

QUESTION

ক) বড়জলা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন উপলক্ষে যে সমস্ত কৃষকেরা টীলা বা লোঙ্গা জমি কলেজ এরিয়ার মধ্যে পড়িয়াছে ঐগুলি বাবত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ খতিপূরণ পাইয়াছেন কি ?

খ) পাইলে মোট কত টাকা পাইয়াছেন ; এবং

গ) না পাইলে তাহার কারণ ?

ANSWER

ক) না।

খ) প্রশ্ন উঠে না।

গ) স্থান নির্বাচন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই বলিয়া জমি অর্জ্জনের কার্য্যধারা এখনও আরম্ভ করা হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বড়জলা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য কি পরিমাণ জমি নেওয়া হয়েছিল ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—433.54 acres of khas land and 16.62 acres of jote land selected for the Tripura Engineering College at Mouja Pashchim Barjala under Sadar Sub-Divission. With a view to acquired the jote land the planning and land statement have already been prepared and action has already been taken for acquiring the land by the Site Selection Committee. Acuisition proceedings initiated as soon as the approval of the Site Selection Committee is received and necessary approval for acquisition of land has accorded by the Education Department.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সমস্ত জমি acquisition করা হয়েছে এইগুলির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—Acquisition Proceedings এখনও আরম্ভ হয় নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং--যে জায়গার কথা বলা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পরিমাণের কথা বললেন অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি, এই জায়গাটা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কাছে কে কখন হ্যাণ্ড ওভার করেছে এবং জায়গাগুলি বুঝে পাওয়া গিয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—জায়গাগুলি বুঝে পাওয়া গিয়াছে। যেগুলি অ্যাকুইজিশন ল্যাণ্ড সেগুলি পরে বুঝে পাবেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন ঐ এলাকার মধ্যে ১৫।১৬টা ট্রাইবেল পরিবারদিগকে রিহেবিলিটেশন দেওয়া হয়েছে তাদেরও পাওয়ার কথা, কিন্তু এটা ইঞ্জিনীয়ার কলেজকে দেওয়া হয়েছে, এটা স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য--আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই যে জোত ল্যাণ্ড, সেই জোত ল্যাণ্ডে কতজন কৃষকের ল্যাণ্ড আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য--দ্যাট শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ঐখানে জোতের জমি কত আর খাসের জমি কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেটা আমি আগেই বলেছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার ফার্ষ্ট প্রশ্নে লেখা আছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন কি? সেখানে আমার সাপলিমেণ্টারী ছিল যে নাম্বার অব পারসন কতজন? তার উত্তর আমি পাইনি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—দেখব।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কি জমি নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ১৫।১৬ পরিবার জুমিয়াদের এলটেড জমি নেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সেটা আমি বলেছি দেখবো।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—ঐ এলটেড জায়গায় তারা বসবাস করে থাকার দরুণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ল্যাণ্ড ডিমারকেশন করে ফেনসিং দেওয় বন্ধ হয়ে রয়েছে, এটা স্বীকার করবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—ফেনসিং দেওয়ার কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি বা ঐ রকম কোন প্ল্যানও করা হয় নি।

Mr. Speaker—Shri Khitish Ch: Das

Shri Kshitish Ch. Das— Question No. 544.

Shri Krishnadas Bhattacharjee – Mr. Speaker, Sir. Question No. 544.

QUESTION

(ক) কমলপুরের কে. সি. গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের Boarding houseএ ক্লাস চলিতেছে—ইহা সত্য কিনা?

(খ) সত্য হইলে ভুক্ত জাতির ও তপশিলী উপজাতীয় ছাত্রীদের Boardingএর সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে কিনা?

ANSWER

(ক) না।

(খ) প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 182.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Question No. 182 Sir.

QUESTION

1. Whether a Dye House was constructed at Dhaleswar, Agartala.

2. Whether the said Dye House is being used for the purpose for which it was constructed?

3. If not reasons therefor?

ANSWER

1. Yes.

2. No.

3. The compound wall of the Dye House could not yet be done. It is not considered safe to start functioning of the Dye House till the compound wall is done, for the yarns spread outside would be insecure without such wall.

শ্রীঅঘের দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বর্তমানে এই ডাই-হাউসের কাজ কোথায় চলছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কনষ্ট্রাকশন ওয়ার্কটা কোন সনে হয়েছিল এবং কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে এখানে কাজ আরম্ভ হওয়ার কারণ হচ্ছে সেখানে ফেন্সিং ওয়াল নেই বলে এবং সেটা আনসিকিউরড বলে, যখন ওরিজীন্যাল প্ল্যানটা করা হয়েছিল, তখন এই ফেন্সিং ওয়ালের প্ল্যান এবং স্কীম ছিল কিনা ?

এস. এল. সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খোঁজ করবেন, বর্তমানে কলেজটিলায় একটা ভাঙ্গা ঘরে সেই কাজ চলছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—যেখানে সিকিউরড মনে করছে সেখানে করছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এই ঘরের কনষ্ট্রাকশান ওয়ার্কের জন্য কাহারও ল্যাণ্ড একোয়ের করে নেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬ স্যার।

QUESTION

Wheather the Govt. has received any representation or application from the public of Dhawajanagar, Badyadighi of Sadar Division for upgrading the Badyadighi J. B. School.

2) Is it a fact that the people of that area have been demanding for upgrading the School since 8 to 10 years and they have fulfilled all the requisite conditions as required.

3) What steps the Govt. has taken to upgrade the School.

ANSWER

1) Yes.

2) No. The School Managing Committee was never asked to fulfil conditions imposed for upgradation of the School into Senior Basic.

3) Orders have been issued for upgradation of the School during 1969-70.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, স্কুল আপগ্রেডেড করতে হলে কি কি কন্‌সিডারেশন সামনে রেখে করা হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—এ বিষয়ে যে আইন আছে, তা মাননীয় সদস্য মহাশয়ের জানা থাকা উচিৎ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, স্কুলের যে দূরত্ব, সেটা কন্‌সিডারেশনে আনা হয় কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, এবিষয়া দেখা হয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। অমরপুর রাঙ্গামাটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কি ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি দাবীর তালিকা পেশ করিয়াছেন ?

২। যদি করিয়া থাকেন, তবে উহা পূরণ হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। ছাত্রছাত্রীদের ন্যায্য ও জরুরী দাবীসমূহ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Question No. 548.

Shri S. L. Singh—Question No. 548 Sir.

QUESTION

1. Is it a fact that the weaving centre at Ampi (Amarpur) is not functioning, and

2. If so, the reasons therefor.

ANSWER

1, 2—Information is under collection.

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩।

শ্রী এস. এল. সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮৩ স্যার।

QUESTION

1. Total cost of 24 sets of handloom machine purchased for Industrial Estate, Udaipur and in which year the said handlooms were purchased.

2. Whether it is fact that the total price of the said machine were paid before receiving all parts of the machines in question.

3. If so, the reasons therefor,

4. Whether the said machines are now running;

5. If not the reasons thereof ?

ANSWER

1. No Handloom Machine has been purchased for Industrial Estate, Udaipur. So, question of stating their cost & year of purchase does not arise.

2. Does not arise.

3. Does not arise.

4. Does not arise.

5. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, উদয়পুর ইণ্ডাস্ট্রীয়েল এষ্টেটের জন্য কোন হ্যাণ্ডলুম মেশিন কেনা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই এখানে বলেছি যে No Handloom Machine has been purchased for Industrial Estate, Udaipur. So, question of stating their cost and year of purchase does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, সেখানে কোন পাওয়ারলুম পারচেজ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ——আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫ স্যার।

QUESTION

১। শিক্ষা বিভাগের অধীন কতটি স্কুল, কলেজ ও সংস্থা সিনেমা মেশিন (১৬ এম. এম প্রজেক্টর) ও জেনারেটর ক্রয় করিয়াছে এবং কখন করিয়াছে (স্কুল, কলেজ ও সংস্থার নাম সহ)

২। ঐ মেশিনগুলি পরিচালনার জন্য প্রত্যেকটিতে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে কিনা ?

৩। না হইয়া থাকিলে, কারণ কি ?

ANSWER

১। তথ্য সংগীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

২। না।

৩। যে সব প্রতিষ্ঠান সিনেমা প্রজেক্টর ক্রয় করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটিতেই Projector operator নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা নাই। যে সব প্রতিষ্ঠান প্রায়ই সিনেমা শো'র ব্যবস্থা করিয়া থাকে কেবলমাত্র ঐ সকল প্রতিষ্ঠানেই Project operator দেওয়া হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠানে operator

নাই তাহারা প্রয়োজনে সাময়িকভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের operatorদের সাহায্য গ্রহণ করে অথবা ঐ সকল প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ট্রেনিংপ্রাপ্ত/অভিজ্ঞ ষ্টাফের সাহায্যে Projector চালানোর কাজ নির্বাহ করিয়া থাকে।

STATEMENT GIVING INFORMATION IN RESPECT OF PART (1) OF QUESTION NO.—95

ক্রমিক নং	যেসব প্রতিষ্ঠান প্রজেক্টর ক্রয় করিয়াছে	যে বৎসর ক্রয় করিয়াছে
১।	ব্যুরো অব্ এডুকেশন্যাল এণ্ড ভোকেশনাল গাইডেন্স, আগরতলা।	১৯৬৫ — ৬৬
২।	ক্রাফট টীচার্স ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিট্যুট, আগরতলা।	১৯৬২ — ৬৩
৩।	গভঃ মিউজিক কলেজ, আগরতলা।	১৯৬৭ — ৬৮
৪।	উমাকান্ত একাডেমী, আগরতলা।	১৯৬৫ — ৬৬
৫।	হিন্দি এডুকেশন অফিস, আগরতলা।	১৯৬২ — ৬৩
৬।	অভয়নগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।	১৯৫৭ — ৫৮ (জেনারেটর সহ)
৭।	বেসিক ট্রেনিং কলেজ, পানিসাগর	১৯৬১ — ৬২
৮।	রামনগর জনতা কলেজ, রামনগর।	১৯৫৯ — ৬০
৯।	অডিও ভিস্যুয়াল ইউনিট, শিক্ষা অধিকার, আগরতলা।	১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৭-৫৮ (জেনারেটর সহ)
১০।	পলিটেকনিক ইন্‌ষ্টিট্যুট, নরসিংগড।	১৯৫৮-৫৯
১১।	কে. বি. ইন্‌ষ্টিটুশন, উদয়পুর।	১৯৬২-৬৩
১২।	এম. বি. বি. কলেজ, আগরতলা।	১৯৫২-৫৩ ও ১৯৬৪ ৬৫
১৩।	ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বড়জলা।	১৯৬৭ - ৬৮ (জেনেরটর সহ)

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি যে মেসিন হল অথচ অপারেটার হল না এবং এজন্য যে কাজ চল্‌ছে না, এটা কি মিস-ইউজ অব মানি নয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—না, মিসইউজ নয়। যখন প্রয়োজন হয় তখন অন্য জায়গার অপারেটার এনে, তারা কাজ চালায়। অপারেটার আমাদের আছে, এমন কোন কথা নয় যে সেটা ডেইলী দেখানো হবে। কাজেই যখন দেখানো হবে, আমাদের যখন নাম্বার অপ অপারেটার আছে, তাদের দ্বারাই সেই কাজ চালাতে পারেন।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে অডিও-ভিস্যুয়েল স্কীম যেটা আছে, সেটা এক জায়গাতে সেন্ট্রালাইজড নয়। কাজেই প্রত্যেক জায়গায় সেটা দেখানো হয়, যখন যেটা প্রয়োজন হয় তখন এখান থেকে নিয়ে সেটা দেখানো যেতে পারে, সেই জায়গায় ১৬।২০।২৫ হাজার টাকা ইন্‌ভেষ্ট করে বছরের পর বছর রাখা হচ্ছে, এটা কি সরকারী অর্থের অপচয় নয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—অডিও ভিস্যুয়েল সেকশানে যে জেনারেটর এবং প্রজেক্টার আছে সেগুলি দেখবার জন্য আমাদের অপারেটার রয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—যেখানে অপারেটার বাদে বাজেট মঞ্জুর হল, এটা কিসের ভিত্তিতে করা হল—যেমন গাড়ী কেনা হল অথচ ড্রাইভারের পোষ্ট মঞ্জুর হল না এটা বা কিসের ভিত্তিতে হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—এই সব মেসিনগুলি চালাতে অপারেটারের পোষ্ট ক্রিয়েট করার বা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার দরকার নাই, জেনারেলী যে সমস্ত ষ্টাফ থাকে যেমন সাইন্স টিচার্স আছে বা সাইন্সের সাবষ্টিটিউট আছে তারা ঐগুলি একটু দেখে নিলে চালাতে পারে। সেজন্য আলাদা ভাবে পোষ্ট ক্রিয়েট করে টাকা নষ্ট করার প্রয়োজন নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে অপারেটার লাইসেন্স বাদে কোন মেসিন অপারেট করতে পারে না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—এগুলি হল ১৬ মিলিমিটারের ছোট মেসিন কাজেই তারা এগুলি চালাতে পারেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—এই ১৬ মিলি মিটারের মেসিনও যে লাইসেন্সের আওতায় পড়ে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—এখানে অপারেটার লাইসেন্স নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, আমাদের স্কুলে যে সমস্ত ষ্টাফ আছে, তারাই সেগুলি চালাতে পারেন সুতরাং অযথা সরকারী টাকার অপব্যয় করা সম্ভব নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—আমার প্রশ্ন হচ্ছে ১৬ মিলি মিটারের মেসিন অপারেট করতে লাইসেন্স লাগে কিনা, সেটা আমি জানতে চাই?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সিনামার মেসিন চালাতে লাগতে পারে, কিন্তু আমাদের এসব মেসিন চালাতে লাইসেন্সের কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই মেসিনগুলি কেনার পর আদৌ দেখানো হয়েছে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, দেখানো হয়েছে এবং এখনও দেখানো হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—দেখানো হয়ে থাকলে গত বছরে কোন জায়গাতে কতবার দেখানো হয়েছে, বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং—যে যে স্কুলের জন্য প্রজেক্টার কেনা হয়েছে সব স্কুলে বছরে কতবার করে সিনামা দেখানো হয়ে থাকে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তারা কোথায় থেকে ফিল্মগুলি পান, বলতে পারেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য--ফিল্মগুলি আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে আছে।

Mr. Speaker—There are 4 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the reply of the Uustarred Questions.

To-day, in the list of business 5 demands viz. Demand Nos. 14—Education, 19—Co-operation, 25—Electricity Schemes, 39—Capital Outlay on Electricity Schemes and 44—Loans & Advances by the State/Union Governments are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands. I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demands Nos. 25 & 39 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 14—Education.

Shri Krishnadas Bhattacharjee —Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,47,57,000/- (inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 14—Education (Major Head 28).

Mr. Speaker—There are lot of cut motions on this demand. First cut motions are raised by Shri Aghore Deb Barma, so I would request Shri Deb Barma to move his cut motions. Hon'ble member, I have allotted 15 minutes time for discussion on your cut motions.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা——মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই বাজেটের মধ্যে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বাজেট খুব বড়। এখানে ৫,৪৭,৫৭০০০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই ডিমাণ্ডের উপর আমার অনেকগুলি কাট মোশান আছে, সেগুলি আমি প্রথমে সুরু করছি।

1) Inadequacy of privision for repairs & reconstructions of school buildings,

mid-day meals.

2. Absenee of provision for opening a University in Tripura.

3) Absence of provision for opening a post-graduate hostel at Calcutta for students of Tripura.

4) Absence of provision for opening news colleges at Udaipur, Dharmanagar. and Khowai.

5. Absence of provisions for opening a Medical College In Tripura.

6. Inadequacy of provisions for construction of quarters for the teaching staff at Kanchanbari H. S. School, Charilam and certain other H. S. Schools.

7. Absence of provision for opening Law College at Agartala.

8. Inadequacy of provision for boarding house stipends to the S. T. & S. C. students.

9. Absence of provision for stipends to the backward class communities.

10. Inadequacy provision of grants to Non Govt. Colleges.

11. Absence of provisions for taking over three Non-Govt Colleges, Belonia, Ramthakur and Kailasahar Colleges.

12. Inadequacy of provision for stipends to children of freedom fighters and educational assistance to children of Goldsmith.

13. Absence of provision for opening more H. Secondary Schools at Takarjala Golaghati area, Maslichhera at Kailasahar and Matal at Belonia and Agartala Town.

এই হচ্ছে আমার কাট মোশান, এখানে "Inadequacy of provision for repair and reconstruction of school buildings, mid-day meals সম্পর্কে বিষদভাবে বলার দরকার নেই। কারণ কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে যে গণ্ডাছড়াতে যে স্কুলটা গত চার বছর ধরে ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে, সেই সম্পর্কে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।......

আর একটা কথা হল বহুদিন যাবত সদর দক্ষিণ ব্রহ্মপুরে একটা স্কুল ভেঙ্গে পড়ে আছে। টিনগুলি ঠিক ঠিক আছে কিনা বলা মুসকিল। এইভাবে একটা দুইটা নয়, রিকনষ্ট্রাকশনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যেখানে কনট্রাকটগুলি দেওয়া হয় যেমন গৌরাপুর একটা স্কুল, যেভাবে টাকা খরচ করার কথা, গ্রামের লোক আপত্তিও করেছিল, অর্থাৎ সেখানে লাম্পসাম একটা টাকা কনট্রাক্টের মেরে দেওয়ার অবস্থা। আর "Absence of provision for opening a University in Tripura". ত্রিপুরা ষ্টেটহুড পাওয়ার জন্য এক বাক্যে আমরা চেষ্টা করছি। সে ব্যাপারে আমরা একমত। যেমন বেঙ্গলে দুইটা ইউনিভার্সিটি আছে, একটা কলকাতা আর একটা উত্তরবঙ্গে তদ্রুপ আজকে ত্রিপুরাতেও যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে ঠিক তার সঙ্গে সংগতি রেখে আজকে ত্রিপুরার মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটি করা দরকার। আর Absence of provision for opening a post-graduate Hostel at

Calcutta for the Tripura Student". আমি মাঝে মাঝে কলকাতায় যাই। ত্রিপুরার যে ষ্টুডেন্ট, যারা এম, এ, এম, এস, সি, বা এম, কম পড়াশুনা করছেন তাদের পক্ষে যে থাকা খাওয়া কত কষ্টকর, ঘর পায় না বা কোয়ার্টারের মধ্যে সিট পায় না, এই একটা অসুবিধা আছে। অথচ ত্রিপুরার মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে ইউনিভার্সিটি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কলকাতা থেকেই তাদের পড়াশুনা করতে হবে। কাজেই এই দিক দিয়ে অন্ততঃ ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব আছে ত্রিপুরার ছাত্ররা যাতে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে বহুদিন থেকেই ছাত্রদের পক্ষ থেকে দাবী রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কিছু করা হয় নাই। কাজেই এটা অত্যন্ত দরকার। আর Absence of provision for opening new college at Udaipur, Dharmanagar & Khowai এটা অনেকবার বলা হয়েছে। এটা করা দরকার। আর Absence of provision for opening Medical College in Tripura. মেডিকেলের বাজেট যখন উত্থাপন করা হয় তখন ডাক্তারের অভাব এই কথা বলা হয়ে থাকে। এখনও ত্রিপুরার মধ্যে ৪৫টা ডিসপেন্সারী আছে, ডাক্তার নাই সেগুলিতে। কাজেই সেইদিক দিয়ে আজকে যে বাস্তব অবস্থা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এটা করা দরকার। বাইরে থেকে অনেক সময় ডাক্তার আসতে চায় না। এইসব ডিফিকালটির কথা রুলিং পার্টির মিনিষ্টাররা বলে থাকেন। কাজেই আমাদের প্রয়োজনের দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরাতে মেডিকেল কলেজ খোলা আবশ্যক।

"Inadequacy of provisions for construction of quarters for the teaching staff at Kanchanbari H. S. School, Charilam and certain other H. S. Schools. কাঞ্চনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকদের কোন কোয়ার্টার নাই। সেখানে হেডমাষ্টার একটা ভাঙ্গা টিনের ঘরের মধ্যে আছেন। এই সম্পর্কে কল্পনা করাও কঠিন। এইভাবে ত্রিপুরার মধ্যে অনেকগুলি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। কোন কোন জায়গাতে আছে কোন কোন জায়গাতে নাই। অর্থাৎ যে সমস্ত জায়গার মধ্যে এখনও নেই সেই সমস্ত জায়গাতে যাতে ইমিডিয়েটলী কোন রকম ট্রাবলস না হয়, অর্থাৎ বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি আসবে তখন সমস্ত ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে। আর ঝড় এলে তো ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয়। এই অবস্থাগুলি থেকে যাতে রেহাই দেওয়া হয় তার জন্য construction খাতে ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত স্কুলে নাই সেই সমস্ত স্কুলগুলিতে এটাচড কোয়ার্টার করা দরকার বলে আমি কাট মোশান রাখছি। আর Absence of provision for opening Law College at Agartala. বর্তমানে ত্রিপুরাতে যারা মেজিষ্ট্রেট আছেন তাদের অনেকেই ল, পাশ নয়। শুধু গ্র্যাজুয়েট। সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ তাদের জুডিশিয়াল ফাংশানও করতে হয়। সুতরাং এই দিকে দৃষ্টি রেখে আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত S. D. O. বা A. S D. O. আছেন বা S.D.M. আছেন তাদের ল' পাশ করার যাতে একটা সুবিধা করা যায় সেজন্য ত্রিপুরাতে ল' কলেজ খোলা একটা একান্ত দরকার। আর ল' কলেজ খোলা একটা একান্ত দরকার। আর ল' কলেজ সম্পর্কে হয়ত মিনিষ্টাররা এই কথা বলতে পারেন যে যদি ল' কলেজ খোলা হয় তাহলে বারের মধ্যে ওভার ক্রাউডেড হয়ে যাবে। এই যদি হয় তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কোন সার্থকতা থাকে না। সারা ত্রিপুরাতে বহু ইঞ্জিনীয়ার বেকার আছে। মেডিকেল কলেজের বেলাতেও একই কথা। এর গুরুত্বও একই কারণে কম নয়। মেডিকেল কলেজ করলে তাতে যদি M. B. B. S. ডাক্তারের চাকুরী নাও জুটে তাহলে সে

বাইরে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ পাবে। তাতে তার নিজের রুজি রোজগারের পথ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কাজেই এই কলেজগুলি করা একান্তভাবে দরকার। আর Inadequacy of provision for boarding house stipends to the S. T. & S. C. students.

মান্ধাতার আমলে যে হার দেওয়া হয়েছিল সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের দিনে অর্থাৎ জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে সেইদিক দিয়ে একটু নজর রাখা দরকার। কারণ তাদের যদি খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকে, আধপেটা খেয়ে যদি পড়াশুনা করতে হয় তাহলে পড়াশুনা করা সম্ভব হবেনা। আমি অন্য দেশের কথা উল্লেখ করতে চাইনা আমাদের এই সমাজব্যবস্থার মধ্যেই এর প্রতিবিধান করতে হবে। সরকার পক্ষ থেকে অবশ্য মিনিষ্টাররা সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান। কিন্তু আমাদের যারা গরীব ছাত্র এবং ছাত্রী তারা আধপেটা খেয়ে থাকছে। সেইদিক দিয়ে নজর একদম দেওয়া হচ্ছেনা। শুধু যদি কথাই বলা হয় তাহলে এর কোন সার্থকতা থাকে না। কাজেই সেইদিকে আজকে তাদের পড়াশুনার জন্য stipendএর হার বৃদ্ধি করা দরকার। আর Absence of provision for stipends to the backward class community. বিশেষ করে ত্রিপুরার মধ্যে যারা backward class, রাজার আমলে তারা অনেক সুযোগ সুবিধা পেত। কিন্তু বর্তমানে সেগুলি নাই। অথচ মফঃস্বলের অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, তারা পড়াশুনা করতে ইচ্ছুক কিন্তু তারা পারছেনা। সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য করে আজ backward classএর ছেলেমেয়েরা অন্ততঃ যাতে সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। শুধু বুক গ্র্যান্ট দিয়েই দায়িত্ব খালাস হয়ে যায় না। আমাদের দেশের উন্নতির অগ্রগতির পক্ষে তাদের প্রতি উদাসীন থাকা মোটেই শোভা পায় না। আর Inadequacy of provision for non-Govt. Colleges. আমাদের ত্রিপুরাতে তিনটা non-Government কলেজ আছে, যেমন বিলোনীয়া, রামঠাকুর এবং কৈলাসহর কলেজ। এইসমস্তগুলি তাদের বেসরকারীভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। বর্তমানে ত্রিপুরার জনসাধারণের যে আর্থিক অবস্থা চলছে তাতে গভর্ণমেন্ট থেকে যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয় তাতে যে ডেফিসিট থাকে এটা পূরণ করা কোন কলেজ সমিতির পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই ঐদিকে লক্ষ্য রেখে, তার দিকে নজর রেখে এই নন-গভর্ণমেন্ট কলেজকে গভর্ণমেন্টের গ্রহণ করা উচিত বলে আমি কাটমোশন রেখেছি। আর Inadequacy of provision for stipends to children of freedom fighters and educational assistance to children of Goldsmith.

সরকারের আইনের ফলে goldsmithদের ছেলেমেয়েরা যে বলির পাঁঠা হয়েছিল, তাদের রুজি রোজগার যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই স্বর্ণ শিল্পীদের এবং স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ছেলেমেয়েদের জন্য stipend বাড়িয়ে দেওয়া একান্ত দরকার বলে আমি কাটমোশান এনেছি। আর 'Absence of Provision for opening more H. Secondary Schools at Takarjala Golaghati area, Maslichhera at Kailasahar and Matai at Belonia and Agartala Town. আজকে আগরতলা টাউনের কথা সকলেই স্বীকার করবেন ছাত্র ভর্তি হতে কি তীব্র ভীর হয়, মাননীয় এডুকেশান মিনিষ্টার সেটা ভাল করেই জানেন। শুধু আগরতলায়ই নয়, ত্রিপুরার লোকসংখ্যা আজকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক বাড়ছে এবং সকলেই আজকে লেখাপড়া শিখছে।

Mr. Speaker—Hon'ble Member your time is over.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কিছু বক্তব্য রাখা দরকার। আমাকে কিছু সময় দেওয়া হউক। আমি পরবর্তী সময়ে বলবনা, আমি সারেণ্ডার করে দিচ্ছি, তবুও আমাকে এই Education Department এর উপর বলতে দেওয়া হউক আমার অনেক কিছু বলার আছে, আমি এখন কিছুই বলি নাই। আমার কাট মোশানের উপর দুই একটি বক্তব্য না রেখে পারিনা, কাজেই আমাকে অনুগ্রহ করে সময় দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার—আপনার কতটুকু সময় লাগবে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করতে চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার—আপনি পাঁচ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাবজেক্টটা ছাড়া, আদার যে সমস্ত ডিমাণ্ড আছে, সেখানে আমি সময় কাট করতে রাজি আছি, তবু এই এডুকেশানের উপর আমাকে বলতে দেওয়া উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে মিনিষ্টাররা সাধারণত: অসত্য কথা হাউসের মধ্যে বলে থাকেন। চীফ মিনিষ্টারের একটা বড় গুণ যদি থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে অসত্য কথা বলা এবং এডুকেশান মিনিষ্টার ও হাউসের মধ্যে অসত্য কথা পরিবেশন করেছেন, তারই একটা নজির হিসাবে আমি এখানে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আমার একটা প্রশ্ন ছিল ১।৪।৭০ সেটা হচ্ছে —"Wheather an official file containing valuable documents relating to a criminal case of mis-appropriation of money against Shri Umesh Lal Singh, Secretary Tripura State Rastra Bhasha Prachar Samity and Sri M. C. Bhattacharjee the then Inspector of Schools and now a Deputy Director of Education Deptt., Tripura is missing from the Chief Minister's Office."

তার উত্তরে বলেছেন 'নো'। অর্থাৎ না করে দিয়েছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—পয়েন্ট অব অর্ডার উনাকে সময় দিলে আমাকেও সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার—ইয়েস, ইউ ক্যান ক্লেইম ইট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— * * * * * * * * *

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER.

Mr. Speaker—অনারেবল মেম্বার, দিস ইজ কাট অব অর্ডার। আপনি এই সম্পর্কে ব্রীচ অব প্রিভিলেজ মোশান এনেছিলেন, আমি রুলিং দিয়েছি ? আই উড রিকুয়েষ্ট ইউ নট টু রেইজ এ্যানি ডিসকাসন অন দিস পয়েন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আপনার রুলিংএর বিরুদ্ধে আমি কনটেষ্ট করছিনা। আমার কথা হচ্ছে, মিনিষ্টাররা যে অসত্য কথা বলেন, সেটা আমি প্রমাণ করতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষের রুলিংএর বিরুদ্ধে আমি কনটেষ্ট করতে যাচ্ছিনা।

Mr. Speaker—নো, ইউ ক্যান নট সে অ্যানিথিং অন দিস পয়েন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— .. ..

EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKFR.

Mr. Speaker—This portion of the speech should be expunged from the proceedings

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার রুলিং কনটেষ্ট করি নাই। আমি শুধু মিনিষ্টাররা যে অসত্য কথা বলেন সেটা প্রমাণ করতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার—আপনি আমার রুলি কি ভায়লেট করবেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের রুলিং আমি চ্যালেঞ্জ করি নাই, কনটেষ্টও করি নাই। মিনিষ্টাররা যে অসত্য উক্তি করেন, তার একটা প্রমাণ এখানে রাখছি।

আরেকটা ঘটনা হচ্ছে, সরলা দেববর্মা, অত্যন্ত গরীব, তার বাড়ী হচ্ছে সিপাইজলা, বিশালগড়, থেকে ছয় মাইল এবং চড়িলাম থেকে ছয় মাইল দূর, আশেপাশে আর কোন স্কুল নেই। আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে, সুধার নী কলই, তার স্কুলের পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছে। তুলসিবতী স্কুলে যে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে, সেখানেও সে যথাযথভাবে পাশ করে সেখানে ভর্তি হল। তার বাড়ী হচ্ছে অম্পি। তেলিয়ামুড়া থেকে প্রায় ২২ মাইল 'এরও অনেক দূরে। এ' এরীয়াতে আর কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নেই, অথচ ছাত্রী হিসাবে খুবই ভাল। ওকে বোর্ডিং 'এ সীট দেওয়া হলনা। তারপর শান্তিবালা দেববমা। চাঁচু থেকে আরেকটু আগে তার বাড়ী মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত ভাল করে সেটা বলতে পারবেন। তারপর গীতা দেববর্মা' তাদের বাড়ী থেকে হাই কিংবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল কম করে হলেও ১০/১২ মাইল দূরে—ওরা বোর্ডিং 'এ সীট পেলনা। পেল কারা —পেল ডলুমা দাশ, ডটার অব অনন্ত দাশ, শ্যামাচরণ দাশের নাতনী। তাদের বাড়ী আছে, গাড়ী আছে। আজকে তারা অর্থনিতীগতভাবে বা চিন্তায়, চেতনায় দুর্বল নয়। যেহেতু তারা প্রিভিলেজ ক্লাস, তাদের দিতে হবে। তারপর কৃষ্ণকিশোর দেববর্মা, তার গ্রামের মধ্যে স্কুল আছে, তাকে বোর্ডিং 'ঐ সীট দিতে হবে। আমি তাদের উপর গ্রাজ করে এসব কথা বলছিনা, কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের যে একটা প্রিন্সিপাল ফলো করা উচিৎ এইসব ব্যাপারে, সেটা তারা করেন না। প্রিন্সিপল হিসাবে যেগুলি ধরা হয়েছে, সেগুলি পালন করা উচিত বলে আমি মনে করি। মিনিষ্টার এখানে যে কথাটা বললেন যে ফাইভ কিলোমিটারের দূরে মধ্যে থাকলে পরে তাদের বোর্ডিং এ্যাকমোডেশান দেওয়া হবে। অথচ ১২/১৪ মাইল 'এর মধ্যে যাদের স্কুল নাই, তার সীট পায়না, আর যাদের বাড়ীর সঙ্গে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, তারা সীট পেয়ে যায়। এখানে আরও কয়েকটি নাম আমি বলছি। পানু মজুমদার, কৃষ্ণনগর, তারপর স্বপ্না চৌধুরী, তারপর কল্পনা চৌধুরী, আরেকটা হচ্ছে সুমিতা লস্কর, বাড়ী অভয়নগর তারা সীট পাচ্ছে, অথচ শান্তিবালা কলই তারা সীট পাচ্ছে না। আমার কাছে যদি জিজ্ঞাসা করা হত যে একজন মরশুম এবং আর একজন আছে ত্রিপুরী, তাদের দুইজনের মধ্যে কার কেস্ কন্সিডার করা হবে, তাহলে আমি মরশুম ছেলেটিকেই ফার্স্ট প্রেফারেন্স দেব, যেহেতু তারা সমাজগতভাবে, অর্থনিতীগতভাবে পশ্চাদপদ, সেই হিসাবে তারই পাওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট রুলস ইত্যাদি করেন, কিন্তু সেগুলি মেনে চলেন না। ইদানীং আরও তিনজনকে ভর্তি করা হল, দোজ হু বিলঙ্ টু লস্কর কমিউনিটি। তাদের উপর আমার কোন গ্রাজ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে এডুকেশান থেকে যে রুলস করা হয়, সেটা তারা অবজার্ভ করেন না, মুখে বলা হয় অনেককিছু করা হচ্ছে, কার্যতঃ আমরা তার কোনকিছু দেখতে পাই না। কাজেই সেইদিকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর কয়েকটি বক্তব্য আমার রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে পলিসী সম্পর্কে। সরকারের কি পলিসী বা কি সিদ্ধান্ত তার

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—সেটা উঠিয়ে দেওয়া উচিত। আরেকটা মজার কথা হচ্ছে হিন্দী টীচারস্ ট্রেনিং কলেজে ১৭ জন লেকচারার ছিলেন, তাদের স্কেল ছিল ১৭৫-৩২৫/—। তাদের এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে এক এক জন এম. এ., ডাবল এম. এ., ট্রিপল এম. এ. অথচ অন্যান্য স্কুলের এ্যাসিষ্টেন্ট টিচাররা যে হারে বেতন পাচ্ছে, তাদেরও সেই হারে বেতন দেওয়া হচ্ছে, তাদের স্কেল রিভাইজড্ করা হচ্ছে না। শুধু বেতনের বেলায়ই নয়, ঐ সতের জনের মধ্যে মাত্র এক জনকে পার্মানেন্ট করা হয়েছে, আর বাকী ১৬ জনকে আজ পর্যন্ত কোয়াসীপার্মানেন্টও করা হয় নাই। অথচ তারা ১৪ বৎসর কন্টিনিউআস সার্ভিস করেছেন, এই হচ্ছে অবস্থা। অর্থাৎ একটা অরাজকতা এই এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট এর মধ্যে চলছে।

আর রামঠাকুর কলেজে যে সব প্রফেসার আছেন, তাদের বেতনের দিক দিয়ে যে দাবী, ত্রিপুরার মধ্যে আরও নন-গভর্ণমেন্ট কলেজ আছে, যেমন বিলোনিয়াতে আছে, তাদের কিন্তু এই রকম এনামলী কিছু নেই। অথচ রামঠাকুর কলেজের বেলাতে, তাদের একটা অংশের বেতন হল ষ্টার্টিংয়ে ৩০৫ টাকা আর একটা অংশের হল ৩৭০ টাকা। এই রকম এন্যামলীজ বিলোনিয়া বা কৈলাশহরে নেই, শুধু রামঠাকুর কলেজের বেলায় করা হয়েছে। আর এটা এই পর্যন্ত দূর করা হচ্ছে না। এই রামঠাকুর কলেজের মধ্যে আর একটা মজার ব্যাপার আছে, সেটা হল গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী সম্পর্কে। যেমন গুরু দয়াল লাল, এম, এ, বি, টি, উনার সার্ভিস টার্মিনেট করা হল। এখনও তার ৬০ বছর এ্যাস্থপায়ার্ড হয় নি। অর্থাৎ চাকরীতে থাকতে হলে যে বয়স পর্যন্ত থাকার কথা, সেই পর্যন্ত তাকে রাখা হল না, এর আগেই তাকে টার্মিনেট করে দেওয়া হল। তারপরে আছে শ্রীঅবনি ভট্টাচার্য্য, বি,এ, উনাকে টার্মিনেট করা হল—৮. ১২. ৬৮ এ, কিন্তু উনার রিটায়ারের ডিউ টাইম ছিল ১১-৮. ৬৯। তারপরে আছে ললিত বিহারী দাস, বি. এ., উনাকেও টার্মিনেট করা হয় ১৮-১২ ৬৮ এ, কিন্তু উনার রিটায়ারমেন্টের ডিউ টাইম ছিল ১-২-৬৯, তারপরে আছে শ্রীযতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উনারও ঐ একই অবস্থা। অর্থাৎ বেকার সমস্যা আছে, কাজেই সেইসব বেকারকে চাকুরী দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, এটা তাদের একটা অজুহাত মাত্র এবং সেজন্য তারা এ্যাক্সটেনশান দিচ্ছেন না। অথচ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ঐ ভদ্রলোকের রিটায়ারের সময় হওয়া সত্বেও তাকে আবার মহাত্মা গান্ধী স্কুলে রিইনষ্টেটমেন্ট করা হল। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি সরকার একটা প্রিন্সিপ্যাল এ্যাকসেপ্ট করা হয়, তাহলে সেটা ঠিক ঠিকভাবে অবজার্ভ করা উচিত। কিন্তু সেটা তো করা হচ্ছে না। তাদের যদি কোথাও কেউ খাতিরের লোক থাকে, তাহলে রিটায়ার্ড করলে পরে বাড়ী থেকে ডেকে এনে তাকে আবার অন্য কোন চাকুরীতে বা ঐ চাকুরীতে রি-ইনষ্টেটমেন্ট করা হয়। অথচ এদের বেলা হলে ঐ সব অজুহাতগুলি দেখানো হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, অপনার সময় তো হয়ে গেছে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—স্যার, এটা তো ৫ কোটি টাকার বাজেট, কাজেই এটার উপর অনেক কিছু বলার আছে। আমি তো শুধু টাচ্ করে যাচ্ছি। জুন পাথরিয়াতে সেখানকার অধিবাসীরা একটা প্রাইমারী স্কুল প্রাইভেটলী রান করছে। সেখানে প্রায় ১৭৫ থেকে ২০০ ছাত্র ছাত্রী পড়াশুনা করছে। সেটার সম্পর্কে মিনিষ্টার বলেছেন যে যদি কাছাকাছি স্কুল থাকে, তাহলে হবে না কিন্তু শহর আর গ্রাম তো এক কথা নয়। শহরের মধ্যে ভাল ভাল রাস্তা ঘাট আছে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে আর সেই রকম

নেই সেখানে কোথাও লুঙ্গা, আর কোথাও বা টিলা ইত্যাদি আছে। কাজেই সেখানে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াশুনা করতে গেলে অনেকদূর হেটে পড়াশুনা করতে হয়। সেজন্য আমি বলছি যে অন্ততঃ গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত স্কুল রাণ করছে, সেগুলি সরকারের টেক আপ করা দরকার।

আর চাকুরীর কথা কি বলব ? সেটার ভিতরে একটা মজার ব্যাপার আছে। স্যার, ইট ইজ এ ভেরী ইন্টারেষ্টিং মেটার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হচ্ছে, স্পেশাল অফিসার ফর প্রাইমারী on second এ্যাণ্ড বেসিক এডুকেশান একটা পোষ্টের ইন্টারভিউ নেওয়া হল, ইউ. পি. এস. সি. তে interview held on Second week of September. 1966 and first week of October, তারপরে One Sub-Inspector of School under the Education Directorate of Tripura was interviewed and selected a person. But a conspiracy was organised by some persons against the selected person and a destruct report was submitted to the authority for which the person selected for the post was not appointed. This has happened just before the General Election of 1967. The selected person was regretted after having a report from the Central I. B's investigation and it was approved that the report was made false and a conspiracy & afterwards the person was again selected for the above post. এটা এই ভাবে করা হল এবং দিল্লীতে যে মিনিষ্ট্রি আছে, তার কাছ থেকে ডাইরেকশান আসল যাতে এই পোষ্টটা ঐ সিলেকটেড পার্সন দিয়ে ফিল আপ করা হয়। এখনও সেই পোষ্টটা ভেকেন্ট আছে। কিন্তু হলে কি হল, সেটা এখন পর্য্যন্ত ফিল আপ করা হচ্ছেনা। আর একটা আছে, সেটা হল লেবরেটরী এটেন্-ডেন্ট তাকে ক্লাস three হিসাবে appointment দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন তাকে হঠাৎ করে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের এই শিক্ষা বিভাগের মধ্যে যেন একটা অরাজকতার অবস্থা চলছে, এগুলি অতি অবশ্যই দূর করা উচিত। আর রিগার্ডিং পারসেজ অব বুকস অর্থাৎ সরকার যে সব বই কিনবে সেগুলির জন্য প্রথমে টেণ্ডার কল করা হল এবং যারা বই বিক্রি করবে, তারা তাদের টেণ্ডারগুলি যথা সময়ে ডিপার্টমেন্টের কাছে পাঠানো হল এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় যে আরনেষ্ট মানি জমা দিতে হয়, সেগুলিও তারা যথারীতি পালন করল। এই সব করার পর হঠাৎ করে সরকারের যে পলিসি ছিল, সেটাকে চেঞ্জ করা হল এবং ঠিক করা হল যে কলকাতা থেকে সব বই খরিদ করেআনা হবে। এটা করার পর যখন কলকাতায় গিয়ে নানা দোকান ঘুরে ঘুরে বই কেনা হল, কারণ সেখানে তো গাড়ী আছে, গাড়ী দিয়ে এখানে সেখানে ঘুরতে মন্দ লাগে না, তারপরে তো টি, এ, ডি,এ, ইত্যাদি আরও অনেক কিছু আছে। এসব করার পর দেখা গেল যে সরকারের সেখানে এই বই কেনা বাবতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা বেশী খরচ পড়ল। এটা কি সরকারের লোকশান নয় ? কিন্তু প্রথমে যেভাবে টেণ্ডার কল করা হল, সেগুলি কি এ্যাকসেপ্ট করা হল, না হল না এবং তারা যে আরনেষ্ট মানি জমা দিল সেগুলির বা কি হল তার কিছুই জানা গেল না। এখন যারা টেণ্ডার দিয়েছিল, তাদের মধ্যে যেটা লোয়েষ্ট হত সে যদি সাপ্লাই দিত তাহলে সে নিজেই বইগুলি এখানে পৌঁছিয়ে দিত। কিন্তু দেখা গেল যে সেখানে একটা কিন্তু আছে ? সেই কিন্তুটা যে কি, আপনারাও সেটা বুঝতে পারেন। এই এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের যদি কেউ ঘুষ খায়, বা টাকা আত্মসাৎ করে,

তাহলে সে ইন্সপেক্টার থেকে ডিপুটি ডাইরেক্টার হতে পারে, যেমন এম, সি ভট্টাচার্য্য। তারপরে আর একটা ঘটনা হচ্ছে টি, টি, সি, আই, সেখানেও বছরে ৬০ হাজার টাকা খরচ করে একটা ডিপার্টমেন্ট মেনটেইন্‌ড করা হচ্ছে। আর সেখানে টিচারেরা যখন ট্রেনিং দিতে আসে, তখন আর তারা হোষ্টেলে থাকতে পারে না, বা কোয়ার্টারেও থাকতে পারে না। তাদের সেখানে অন্যত্র বাসা ভাড়া করে থাকতে হয় এবং ট্রেনিং নিতে হয়। ইন দি মীন টাইম সেখানে হেভী এ্যামাউন্ট খরচ করে একটা হোষ্টেল করা হল। করার পর সেটা এখন বন্ধ হয়ে আছে, তার কারণও আছে। কারণ কনষ্ট্রাকশান করার ব্যাপারে কিছু কারচুপি হওয়ার দরুন সেখানে কয়েকটা অডিট অবজেকশান পড়েছে। সেখানে একটা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশান করা হল। এখন সেটার কি হল? এখন সেটা নাকি রিফ্রেসার কোর্স হিসাবে হবে। অর্থাৎ যে সব টিচার্স আসবে তারা তিন মাসের ট্রেনিং এর জন্য আসবে। ফলে কি হল, এখন আর কেউ ঐ ট্রেনিং নিতে আসতে চায় না। তারপরে সেখানে প্রায় ৩৭ জনের মত ট্রেইণ্ড ওয়ার্কার্স আছে, যারা নাকি যে সব টিচার্স আসে ট্রেনিং নিতে তাদের হাতে কলমে শিক্ষা বা ট্রেনিং দিয়ে থাকে। তাদের এখন নো ওয়র্ক, নো পে করে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। অথচ তারা গত ১৪/১৫ বছর ধরে সেখানে কন্টিনিউয়াসলি সার্ভিস করে চলছে, তাদেরকে রেগুলারাইজড করা হচ্ছে না।

আর এ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি। সেটা তো আর একটা মজার ব্যাপার। অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে একটা ছোট ঘটনার কথা বলব, কেন না এটা খুব ইম্পোর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে :—

To
The Secretary,
Charilam J. B. School.

From : Education Inspectorate,
Govt. of Tripura, Sadar B,
Agartala.

Dated, the 23rd February, 1970.

Sub : Prayer for upgradation of various posts of J. B. School.

Sir,

With reference to your letter No.··· ··· ··· dated ··· ··· ··· I am to inform you that the South Charilam J. B. School has been proposed to be up-graded. So, the question of upgradation of posts of the J. B. School does not arise.

আমি কেন এটা পড়ছি, তার কারণ হল তারা যখন ঐ স্কুলটা আপগ্রেডেড করার জন্য দরখাস্ত করল, তখন বলা হল যে তিন মাইলের মধ্যে চড়িলামে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, কাজেই তোমাদের এটা কি করে আপগ্রেডেড করা হবে, সেটা সম্ভব নয়। ইফ ইট ইজ প্রিন্সিপল যে উইদিন থ্রি মাইলের মধ্যে বা ফোর মাইলের মধ্যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল যদি থাকে তাহলে আপগ্রেড করা চলে না, এটা যদি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপল হয়, আমি প্রিন্সিপলের কথা বলছি তাহলে কোন আপত্তির কারণ নাই। কারণ এটা প্রিন্সিপলের কথা। কিন্তু সাউথ চড়িলামে সেটা তো নদী পার হলেই স্কুল। সেটা প্রিন্সিপল হয় কি করে? সেখানে ছাত্রের চেয়ে মাষ্টার বেশী। আর চাকুরী সম্পর্কে কিছু বলা দরকার মনে করি।

মিঃ স্পীকার—আপনার বক্তব্য আশা করি শেষ হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আরও অনেক আছে। সেটা হল মিস শোভা ঘোষের যে দপ্তর তার কাহিনী অনেক কিছু বলতে হয়। সেটা বলা দরকার। যদি সময় না দেন তা হলে সেটা দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তবে চাকরীটা কিরকম? সেটা হল তেলে মাথায় তেল দেওয়া। যেমন আগরতলার এক সুখী পরিবার আছে, সেই পরিবারের এক পুত্রবধূ, পরিবারের সবাই আর্নিং মেম্বার। কিন্তু যেহেতু তিনি আই. কে, রায়ের, আই. কে, রায় একজন অফিসার—

মিঃ স্পীকার—প্লীজ ডোন্ট মেনশান দি নেম অব দি পার্সন হু ইজ নট প্রেজেন্ট ইন দি হাউস।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—ঠিক এইভাবে যারা নাকি সুখী পরিবার তাদের বাড়ীতে বেকার কি করে থাকে। ভদ্রমহিলা অ্যাপয়েন্টেড হলেন খোয়াইতে। তিনি গিয়ে দস্তখত দিয়ে এলেন। দিয়ে আসার পরেই উইদিন ওয়ান মান্থ তিনি গেলেন শয়েরপুরে এবং সেখান থেকে সাতদিনের মধ্যে চট করে চলে এলেন আগরতলায়। আর একটা ঘটনা, দিলীপ চক্রবর্তী। তিনি প্রথম কমলপুরে ছিলেন, তারপরে বিশ্বকুমারে এলেন, তারপর উইমেন কলেজে এবং তারপর উইদিন এ উইক রামঠাকুর কলেজে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ী কি করে একটা নন্ গভর্ণমেন্ট কলেজে ডেপুটেশন পায়? এইভাবে চলছে। অর্থাৎ একটা অরাজকতা চলছে। একটা এডুকেশন ডিপার্ট-মেন্ট যার উপর ভিত্তি করে আজকে অনেক সময় আমাদের ছেলেমেয়েদের কলেজগুলিতে পাঠাতে হয় তাদের সামনে কোন আশাব্যঞ্জক চিত্র আমরা তুলে ধরতে পারছি না, সেজন্যই তাদের মধ্যে ফ্রাসট্রেশান আসছে। তার জন্য দায়ী এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হল গলদ। ঘুষ খেলেই তার প্রমোশন দেওয়া হয়। আর এডুকেশন মিনিষ্টার তো হামেশাই অসত্য কথা বলছেন হাউসের মধ্যে। কাজেই এই শিক্ষা জগতে আজকে অরাজকতা চলছে সেটা আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে আমি অভিযোগ করছি

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন্ কথাটা অসত্য বললাম?

মিঃ স্পীকার—তিনি উল্লেখ করেন নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি তাদের তারিখ দিয়ে বললাম। এডুকেশন মিনিষ্টার তারিখ চেয়ে-ছিলেন তা আমি দিয়েছি যে তিনি চীফ মিনিষ্টারের কাছে কবে ফাইল পাঠিয়েছিলেন।

Mr. Speaker—দ্যাট শুড বি এক্সপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—তারিখ দিয়ে আমি বলেছি যে এত তারিখে পাঠানো হয়েছে। অথচ মিনিষ্টার বলেন 'নো'। এটা কি অসত্য কথা বলা হল না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—নো বললেই কি অসত্য কথা বলা হয় না কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—হ্যাঁ, এটা অসত্য কথা। আর গীতা বিশ্বাস, মুখ্য সেবিকা, প্রমোশনের একটা নিয়ম কানুন আছে। ঐ নিয়মগুলি রক্ষা করা দরকার। সবাইকে ডিঙিয়ে তাকে এডুকেশন অফিসার চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার করে দেওয়া হল। অর্থাৎ খাতির থাকলে কোন কথা নাই। এইভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালানো হচ্ছে। এইরকম অনেক ঘটনা আছে। আর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার একটা ভূঁয়া অরগেনাইজেশন। আর লাইব্রেরী আছে সে সম্পর্কে অনেক বলার ছিল। সেই লাইব্রেরীগুলিতে আজকাল কিছু দেওয়া হয়না। আর সিনেমা দেখানোর কথা, অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ করার কথা তার

কিছুই হচ্ছে না এবং এইগুলি অনেকটা লুটের বাজার তো বটেই। কাজেই এইভাবে সারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলংকিত করা হচ্ছে। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশনের ব্যাপারে যে টাকা রাখা হয়েছে। সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। যার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলে ছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে টাকা এর বেশী পাওয়া যায়নি। তার মানে আমাদের অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করে চলতে হয় ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের খাতে কতকগুলি কাটমোশান আমি রাখছি—১) অমরপুর সহরে ছাত্রীদের জন্য গার্লস স্কুলের বরাদ্দের অভাব। ২) খোয়াই পশ্চিম রাজনগর ভূমিহীন কলোনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব। ৩) কৈলাসহর, বিলোনীয়া ও রামঠাকুর কলেজে গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব। সাবরুমে—শিলাছড়ি, কৈলাসহরে—শ্রীরামপুর, অমরপুরে—বংবাসা সদরে—মধুবন, উদয়পুরে—বাগমা, জামজুরী এবং শালগড়া, কমলপুরে—মরাছড়া ও সেলেমা, বিলোনীয়ায়—মতাই ও পুরাণ রাজবাড়ীতে হাই স্কুলের জন্য বরাদ্দের অভাব। ৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের গৃহ নির্মাণে ও গৃহ মেরামতে সরকারী ব্যর্থতা। ৬) তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং গরীব ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানো ও ৫ম শ্রেনী পর্য্যন্ত সকল ছাত্রদের জন্য বুক গ্র্যাণ্টের ব্যবস্থা করা। ৭) প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারের ব্যর্থতা। এই কতগুলি কাটমোশান আমি রেখেছি। তবে কাটমোশান আমি রেখেছি আমাদের যে লক্ষ্যটা সেই লক্ষ্যের দিকে যদি আমাদের পৌছতে হয় তা হলে পরে সারা অমরপুরে একটিমাত্র হাই স্কুল আছে। সেই সাবডিভিশনে তো আর কোথাও হাইস্কুল আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং মেয়েদের শিক্ষার সুবিধার জন্য অমরপুরে একটা হাইস্কুল থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। তারজন্য এইখানে আমি ব্যয় বরাদ্দের অভাব, এই কথাটা উল্লেখ করেছি। কিন্তু যদি আমরা অমরপুরে আরও একটা হাইস্কুল করতে পারতাম তাহলে অমরপুরের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের একটা আশা পুরণ হত। বিশেষ করে আমরা দেখি যে কোন কোন জায়গায় হাইস্কুল থাকা তো দূরের কথা এমন কি প্রাথমিক স্কুল পর্য্যন্ত নাই। সেজন্য আমি অমরপুরে একটা গার্লস হাইস্কুল খোলার জন্য আবেদন রাখছি এবং তার সাথে একটা বোর্ডিংএরও প্রয়োজন। অনেকদূর থেকে যে মেয়েরা আসে তাদের জন্যই এটার প্রয়োজন। আর বেশ কিছু সীট সেখানে রাখতে হবে। আর খোয়াই পশ্চিম রাজনগরে ভূমিহীন কলোনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব। সেই জায়গাতে প্রাথমিক স্কুল নাই। সেখানে একটা স্কুলের দরকার। সেখানে ৫।৬ মাইলের মধ্যে প্রাথমিক স্কুল বলতে কিছু নাই। এতে এ সমস্ত এলাকায় বিশেষ করে সেখানকার রাস্তা ঘাটের যে অবস্থা, বর্ষাকালে যে অবস্থা হয়, তার জন্য সেখান থেকে দূরে খোয়াই গিয়ে তাদের পক্ষে পড়াশুনা সম্ভব হয় না। সেখানে একটা ভূমিহীন কলোনী আছে। সেখানে যদি একটা প্রাথমিক স্কুল না থাকে, তাহলে তাদের শিক্ষিত করে তোলা, সে আশা আমরা করতে পারি না। তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই কাট মোশান এখানে রেখেছি। তারপর আমরা দেখি শিলাছড়ি, কৈলাশহর,

একটু আগে আমাদের কোয়েশ্চান আওয়ারে আলাপ হয়ে গেছে এই বিষয়ে শিলাছড়ির কি অবস্থা। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রীরা এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। অমরপুর বলংবাসা, সদরে মধুবন ইত্যাদি একই অবস্থায় আছে। শিলাছড়ির স্কুল ঘর বলতে কিছুই নাই। তারপর এতদিন পর্যন্ত সেটা কি করে আছে, সেই জিনিষটা অন্তত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা দরকার, কিন্তু উনারা শুধু ডিম্যাণ্ড নোটিশ বলে শেষ করে বসে আছেন। কিন্তু সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার কি হচ্ছে, সেগুলি তদন্ত করার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, সেদিকে তাদের খেয়াল আছে বলে আমার মনে হয় না। কৈলাসহর শিলাছড়ির কথা আমি বলেছি। সেখান থেকে মনু নদী পাড় হয়ে যে অন্য কোন প্রাথমিক স্কুলে যেয়ে পড়া, সেটা অনেক সময় লাগে। তারপর সেখানে ভাল কোন পুল না থাকার দরুণ, মনুনদী পাড় হয়ে স্কুলে গিয়ে পড়া বর্ষাকালে সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তারজন্য শিলাছড়িতে একটা হাই স্কুল থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। এছাড়া বলংবাসা, অমরপুর অমরপুর শহর ছাড়া সেখানে আর কোথাও হাইস্কুল নাই, তার জন্য বলংবাসা সেটাতে একটা যাতে হাই স্কুল খোলা হয়, তার জন্য আমি এখানে আবেদন করছি। মধুবনের ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশান দেয়, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল যে সেখানে হাইস্কুল দেওয়া হবে, এই বছর দেওয়া হবে কিনা সেই সম্পর্কে কোন আশ্বাস উনি দিতে পারেন নাই। মধুবনে বিশেষ করে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বেশী এবং সেই জায়গার মধ্যে আর কোন হাই স্কুল নাই, তারজন্য সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা সেখানে একটা হাইস্কুলের জন্য দাবী করে ছিল, এবং আমি মনে করি সেখানে একটা হওয়া দরকার। তারপর উদয়পুর বাগমা, জামজুরি এবং শালগড়া—এই জায়গাগুলিতে হাইস্কুল করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ উদয়পুর বাগমাতে যদি হাইস্কুল না হয় জামজুরিতে না হয়, বা শালগড়াতে যদি হাইস্কুল না হয়, তাহলে পরে এত দূর থেকে উদয়পুর যেয়ে পড়াশুনা করা, তার সুবিধা কোথায়? আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা অমরপুরে দেখছি যে মড়াছড়া ত—সেখানে হিন্দুস্থানী লোক বেশী, তারা যে কোন স্কুলে যেয়ে লেখা-পড়া শিখবে তার কোন সুবিধা নাই। সেখানে হাইস্কুল বলতে কিছুই নাই। কাজেই সেখানে সরকার পক্ষ থেকে একটা হাইস্কুল করা দরকার। আমরা যখন অমরপুরে এষ্টিমেট কমিটির পক্ষ থেকে সেলেমাতে গিয়াছিলাম, সেখানকার ছাত্রছাত্রীরা আমাদের ঘেরাও করে তাদের দাবী দাওয়া আমাদের কাছে রেখেছিলেন এবং তার মধ্যে একটা হাইস্কুলের দাবীও ছিল। আমরা তখন সবাই বলেছিলাম যে তোমাদের যাতে একটা হাইস্কুল দেওয়া হয়, সেজন্য আমরা কর্তৃপক্ষকে বলব, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যান্ত এষ্টিমেট কমিটির কোন মেম্বার এই বিষয়ে একটা কথা বলেছেন কিনা, আমার সন্দেহ আছে। সেদিন শুধু ঘেরাও থেকে বাঁচার জন্য সেখানে সে কথা বলে এসেছিলেন।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—সময় শেষ হলে কি হবে, আমার বলা এখনও শেষ হয় নাই। অতএব আমাকে সময় দিতে হবে। এই কথাগুলি বললে পরে হয়তো মাননীয় সদস্যদের ভিতর লজ্জা আসে, সেইজন্যই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের সময় কম দিতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু যেরকমভাবে সেখানে বলে এসেছিলেন, তাদের দাবীর ভিত্তিতে, সেটা তারা কার্য্যকরী করেন নাই। এছাড়া বিলোনীয়ার মধ্যে মতাই, পুরাতন রাজ্যগাড়ী, এই সমস্ত জায়গায় হাইস্কুল করার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ এখানে এই বাজেটের মধ্যে নেই। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, দিল্লী থেকে টাকা

কম স্যাংশান দেওয়ার দরুণ আমরা ত্রিপুরার উন্নয়ন কাজ, যেভাবে করা দরকার, সেভাবে করতে পারছিনা, একথা তিনি সেদিন এখানে স্বীকার করেছেন। কিন্তু আমরা এখানে বলব যে আমরা যদি ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বেশী টাকা দাবী করতে না পারি, বা ত্রিপুরার জনতার কল্যাণ না করতে পারি, তাহলে কি করে আমরা ত্রিপুরার জনপ্রতিনিধি হওয়ার দাবী করতে পারি? ধাওয়ান সরকার তো নির্বাচিত প্রতিনিধি নন, সেই সরকার পর্য্যন্ত তার দাবী করতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কিন্তু আমাদের মন্ত্রীরা দাবী করা তো দূরের কথা, আফসোস করছেন যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে চলতে হচ্ছে। এই আক্ষেপ করেই বসে আছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনকিছু জানানো প্রয়োজন মনে করেন না।

তারপর আমার কাটমোশান হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের গৃহ নির্ম্মাণে ও গৃহ মেরামতে সরকারী ব্যর্থতা।

এই সম্পর্কে আমি আলাপ আলোচনা করতে চাই। দশদা এবং এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নাই; খোয়াই একটা জনকল্যাণমূলক স্কুল—প্রাইমারী স্কুল সেখানে এনকোয়ারী করে দেখা গেল সেখানে স্কুল ঘরের জন্য টাকা স্যাংশান হয়ে আছে, কিন্তু টাকাগুলি দেওয়া হচ্ছেনা, যারজন্য ঘরগুলি করা হচ্ছেনা। এছাড়া আরও বহু স্কুল ঘরের টাকা স্যাংশান হয়ে আছে, অথচ মঞ্জুরীকৃত টাকাগুলি দেওয়া হচ্ছে না। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ই নয়, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলির ব্যাপারেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একই অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। খোয়াই কল্যাণপুরে সিনিয়র বেসিক স্কুলের বোর্ডিং তৈরীর জন্য টাকা মঞ্জুর হয়ে আছে, কিন্তু সেই টাকাগুলিও দেওয়া হচ্ছেনা, বোর্ডিংও হচ্ছেনা। এইভাবে প্রত্যেকটি গ্রামের ছেলেমেয়েদের যে উচ্চশিক্ষা লাভ করার আশা আকাঙ্খা, সেটাকে যদি বানচাল করে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা কি বুঝতে পারি, আমরা বুঝতে পারি যে তারা গণতন্ত্র চান না, তারা শুধু নিজেদের পকেট ভারী করা ছাড়া কিছুই চান না। কাজেই সেইদিক থেকে আমি অন্ততঃ তাদের হুশিয়ার করে দিতে চাই যে এই অবস্থার জন্য দায়ী থাকবেন প্রত্যেকটি সদস্য এবং প্রত্যেকটি মন্ত্রী। আর তপশীলি উপজাতি এবং তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য, গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য মেলাঘরে একটা বোর্ডিং তিন বৎসর আগে স্যাংশান হয়েছিল কিন্তু কোথায় সেই বোর্ডিং, আজ পর্য্যন্তও বোর্ডিং হয় নাই। বোর্ডিং হওয়া তো দূরের কথা একটা কাঠের টুকরা বা একটা বাঁশও সেখানে নাই। কাজেই সেদিক দিয়ে উনারা যেরকমভাবে সমাজতন্ত্রকে সামনে রেখে এগিয়ে চলেছেন, সে দিকটা আমরা যদি তুলে ধরি তাহলে উনারা আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। তাদের এই সমাজতন্ত্র হল ধনীদের সমাজতন্ত্র, গরীবেরা সেখানে মাথা খুড়ে মরছে। আর প্রাইমারী স্কুল বাড়াবার জন্য আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। কারণ প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা যদি আরও বাড়ানো না হয় এবং এই বাজেটের মধ্যে যদি অর্থ বরাদ্দ না ধরা হয় তাহলে আমাদের গ্রামের মধ্যে যে সব ছাত্র আছে, তারা কোনমতেই শিক্ষালাভ করতে পারবেনা বলে আমি মনে করি। তাছাড়া ছাত্ররা শিক্ষা পাওয়ার জন্য যে বোর্ডিং ও ষ্টাইপেণ্ডের সুবিধা আছে, বিশেষ করে ষ্টাইপেণ্ড যে হারে দেওয়া হচ্ছে, যেমন বড়কাঠাল তিন মাস পরে তাদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছে কিন্তু এই তিন মাস তারা কি খেয়ে থাকবে? তারা যে বোর্ডিংএ আছে সেখানে আমরা কি দেখছি? দেখছি যে সেই বোর্ডিংএ তাদের শুবার চৌকি নাই, তারা সেখানে

কোনরকমে মাচা বেঁধে শুবার ব্যবস্থা করছে। এমন কি তাদের রান্না করে দেওয়ার মত পাকরাশীর ব্যবস্থা নেই, তারা সেখানে নিজেরা ষ্টোভের মধ্যে রান্না করে খাচ্ছে। তারপরে সন্তোষ জমাদারের বাড়ীতে যে প্রাইমারী স্কুল আছে, সেটা ঐদিন আগুন লেগে পুড়ে যায়। ঠিক এই রকমভাবে দশদায় যে প্রাইমারী স্কুল আছে সেটাও রাত ৯টার সময় আগুন লেগে পুড়ে যায় এবং সেখানে ছাত্রদের যেসব বইপত্র ছিল সবগুলি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন তারা যে কোথায় গিয়ে পড়াশুনা করবে, সেটার কোন ঠিক ঠিকানা নাই। আজ পর্যন্ত তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছেনা। কাজেই এগুলি অতি সত্বর মেরামত বা নতুন করে করা উচিত এবং তারজন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। তারপরে দেখছি যে কি ট্রাইবেল দরদী এক একজন মিনিষ্টার এক একজন সদস্য। তারা ট্রাইবেল দরদী হয়ে ট্রাইবেলদের বোর্ডিংএ নন ট্রাইবেল ছেলেদের স্থান দিচ্ছেন। যার ফলে গত মাসে খোয়াই স্কুলের বোর্ডিং এর ছাত্ররা এসেছিল মাননীয় এডুকেশন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিন্তু তাদের সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় দেখা করতে চাইলেন না। কেন চাইলেন না, বোধহয় উনার লজ্জা হয়েছে, সেজন্য তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। আমি নিজেও ২।৩ বার সেই ছাত্রদের নিয়ে উনার সঙ্গে দেখা করতে আসি। কিন্তু তাহলে কি হবে তখনও তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। কেন, উনার কি ভয় হয়েছে? অবশ্য যদি কোন প্রকারের দুর্নীতি থাকে, তাহলে ভয় হওয়ার কথা, হয়তো সেজন্য উনি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাননি। এভাবে ছাত্ররা উনার সঙ্গে দেখা করার জন্য আরও দুই তিনবার দেখা করতে এসেছিলেন কিন্তু তারা, মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর কাছে তাদের দাবীগুলি জানাতে পারেন নি।

Mr. Speaker -The House stands adjourned till 2 P.M. to-day.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে কাট মোশানগুলি এনেছি, এইগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বলেই এনেছি। এইগুলি জনসাধারণের প্রয়োজনেই এনেছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যদি প্রয়োজনীয় জিনিসটা দেখতেন, ত্রিপুরার উন্নতি যদি চাইতেন, শিক্ষার দিক দিয়ে তাহলে নিশ্চয়ই কৈলাসহর, বিলোনীয়া এবং রামঠাকুর কলেজের যে ঘরগুলি আছে সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে সেই ঘরগুলি যাতে তৈরী হয় তারজন্য নিশ্চয়ই বাজেটে বরাদ্দ থাকত। কিন্তু উনি এখানে সেটা রাখেন নাই। এমন কি যদি অনুন্নত সম্প্রদায়গুলির উন্নতির ব্যাপারে শিক্ষা চাইতেন তাহলে তপশীল ছাত্রদের আজ পর্যন্ত একটা বোর্ডিং দেখলাম না। আর এছাড়া যতগুলি ট্রাইবেল বোর্ডিং আছে সেগুলিতে যে সুপারিন্টেনডেন্ট আছে তারা সেখানে রীতিমত ডিউটি দেন কিনা সেটা তদন্ত করে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি তারা তা করেননা যার ফলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ট্রাইবেল বোর্ডিংগুলিতে যারা থাকে তাদের অনেক ছাত্র সেখান থেকে ফেল করে যায়। তাছাড়া খোয়াইতে যে গার্লস বোর্ডিং রয়েছে সেখানে যে ট্রাইবেল মেয়েরা আছে তাদের ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে যে লেখা-পড়ার সুযোগ দিতে হবে সেই দিকে কোন নজর নাই। সেজন্য সেখান থেকে অনেক মেয়েরা ফেল করে যাচ্ছে। আর কোন কোন ট্রাইবেল বোর্ডিং এ আমরা দেখেছি যে নন্-ট্রাইবেলদের ভর্তি করা হয়। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা দাবী করি যে এইখানে সিডিউল্ড কাস্টের জন্য সীট বাড়িয়ে রাখা হোক। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা দেখলাম না সেটা করতে। যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সেই

দিকে নজর থাকত, ত্রিপুরার মানুষের উন্নতি হোক, শিক্ষা হোক, এই জিনিষটা যদি উনি চাইতেন তা হলে আমরা কি দেখি, সেটা হল উনি কিছুই বলতে চান না, বিশেষ করে অধিক অর্থ বরাদ্দের কথাও বলছেন না। ব্যয় বরাদ্দ আমাদের কম, কারণ আমরা জানি অধিক ব্যয় বরাদ্দের দাবী করতে গেলে নিজের একটা ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকা দরকার। কিন্তু মন্ত্রী হিসাবে সেই জিনিষটা আমরা দেখতে পাই না। আমরা এইটুকু দেখতে পাই যে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করেন। কাজেই সেই দিক থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আচরণ অতি দোষনীয় এবং সেটা অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমরা আশা করি যে মানুষের শিক্ষার জন্য, মানুষের উন্নতির জন্য অধিক অর্থের বরাদ্দের প্রয়োজন আছে এবং সেটা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এর কাছে থেকে চাপ দিয়ে আদায় করা যায় সেই নজর দিতে হবে। সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ত্রিপুরার লোকের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ ভাবে আগ্রহশীল হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ফোরটিন—এডুকেশন, ১৯৭০—৭১ সালের জন্য ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে ৫, ৪৭, ৫৭, ••• টাকা চাওয়া হয়েছে। এইখানে আমার পলিসি কাট মোশন হল—(১) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করায় বিলম্ব। (২) বেসরকারী কলেজসমূহ সরকারী পরিচালনায় গ্রহণ এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের দাবী-সমূহ পুরণে ব্যর্থতা। (৩) প্রত্যেক কলেজে বিজ্ঞান সহ সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব। (৪) পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের দাবী দাওয়া কার্যকরী না করা। (৫) বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুল গুলিকে শতকরা একশত ভাগ সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থার অভাব। বোর্ডিং এর সকল ছাত্রছাত্রীর ষ্টাইপেণ্ডের পরিমাণ বাড়ানোতে ব্যর্থতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় পোষ্ট গ্রেজুয়েট পড়াশুনার কোন সুবিধা নাই বললেই চলে। মাত্র এম, বি, বি, কলেজে দুইটা বিষয়ের উপর পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে, আর অন্যান্য বিষয়ে নাই। যার ফলে আজকে বি, এস, সি, পাশ করার ফলে এত সব ছাত্রছাত্রী ত্রিপুরা থেকে লেখাপড়ার এবং শিক্ষার মত কোন সুযোগ সুবিধা না পেয়ে বাইরে যেতে হয়। এই দিক থেকে এই সুযোগ সুবিধা যাতে আসে, সুযোগ সুবিধা ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা যাতে গ্রহণ করতে পারে বা তাদের অসুবিধা যাতে দূর হয় এই দিক থেকে ব্যবস্থা অতি সত্বর করা দরকার। কিন্তু এইখানে এই সমস্ত ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে খুব গড়িমসী করা হচ্ছে, বিলম্ব করা হচ্ছে যার জন্য প্রতি বৎসরে ছেলেমেয়েদের অসুবিধায় থাকতে হচ্ছে।

আর একটা কাটমোশন হল বেসরকারী কলেজ সরকারী পরিচালনায় গ্রহন এবং ছাত্র শিক্ষকদের দাবী সমূহ পূরণে ব্যর্থতা। আজকে ত্রিপুরার মধ্যে তিনটা বেসরকারী কলেজ আছে। এই যে রামঠাকুর, কৈলাসহর এবং বিলোনীয়া কলেজ এই সমস্ত কলেজগুলিতে প্রতি বৎসরে সেখানকার অধ্যাপকেরা তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেন। কিছু দিন আগেও বেসরকারী অধ্যাপকেরা সেক্রেটারিয়েটের সামনে ২৪ ঘণ্টার অনশন ধর্মঘট করেছে এবং সরকারের কাছে তারা তাদের দাবী সম্পর্কে ডেপুটেশন দিয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার তাদের দাবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই জন্য আজকে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। আজকে অধ্যাপকেরা এবং

শিক্ষকেরা, তারা জাতির ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত রচনা করবে। তারা যদি সান্তনা নিয়ে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে না পারে, তারা যদি অসন্তোষের ভিতর দিয়ে লেখা পড়া শিখতে যায় তা হলে সত্যিকারের লেখা পড়া কোনদিন শেখা হবে না। এই সরকার আজকে শিক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। আর তার দরুণ আজকে এই শিক্ষকদের মধ্যে বিক্ষোভ, ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ এবং বেসরকারী কলেজগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং স্কুল কমিটিগুলিতে আজকে দুর্ণীতি দেখা দিয়েছে যার জন্য দেখেছি গতবার কৈলাসহরে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই আন্দোলনের ফলে নানারকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই বিক্ষোভকে দমন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং তাদের বিক্ষোভকে দমন করার জন্য তাদের দাবীকে পূরণ করার জন্য এমন কোন সাহস, এমন কোন পরিকল্পনা নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হতে পারে নি। কিছুদিন আগে কৈলাসহরে ছাত্ররা ধর্মঘট করেছে, হরতাল করেছে, অনশন করেছে, তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কিন্তু তাদের দাবী দাওয়া পূরণ করতে এই শিক্ষা বিভাগ অগ্রসর হয়ে যায় নি। এবং তাদের দাবীদাওয়া ন্যায্য কিনা সেটা বিবেচনা করবার প্রয়োজন বোধ করে নি। এই কিছুদিন আগে কৈলাশহরের ছাত্ররা ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদি করেছে তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে, কিন্তু তাদের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ অগ্রসর হয়নি। কিংবা তাদের দাবী দাওয়া ন্যায্য কিনা, সেটা বিবেচনা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তারপর আরেকটি অসুবিধা হচ্ছে কলেজগুলিতে বিজ্ঞান সহ পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা নেই। একমাত্র দুইটি কলেজে এম. বি. বি. কলেজ এবং কৈলাসহর কলেজে বিজ্ঞান সহ পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা আছে, এই দুইটি বাদে আর কোন কলেজে বিজ্ঞান সহ পড়াশুনার ব্যবস্থা নাই এবং যন্ত্রপাতিও নেই। আজকে কৈলাসহর বিজ্ঞানের পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু সেখানে প্রয়োজনমত যন্ত্রপাতি নেই। ঘরের অবস্থা সাংঘাতিক কাহিল। ঐ সমস্ত দিকে চিন্তা করা দরকার। শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রত্যেকটি সরকারী এবং বেসরকারী কলেজ সমূহে বিজ্ঞান সহ পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। আজকে উইমেনস কলেজ বলুন, বিলোনিয়া কলেজ বলুন বা রামঠাকুর কলেজ বলুন, কোথাও বিজ্ঞান সহ পড়াশুনার ব্যবস্থা নেই এবং এই ব্যবস্থা না থাকার দরুণ বিজ্ঞানের ছাত্ররা এম. বি. বি. কলেজে ভীড় করে এবং সেখানে সীমাবদ্ধ সীট থাকার দরুন প্রতি বৎসর অনেক ছাত্রছাত্রী সেই শিক্ষার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা, এই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়, সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার। এই অবস্থা যদি আমরা সমাধান করতে না পারি, এটা স্বাভাবিক ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অসন্তোষ, বিক্ষোভ দেখা দেবে তারা পথে নামবে, মিছিল করবে, আন্দোলন করবে।

তারপর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউশানের ছাত্র ও শিক্ষকদের যে দাবী, সেটা অনেকদিনের দাবী, সেটা পূরণের কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। সেদিন ছাত্ররা ষ্টাইপেণ্ড বৃদ্ধির দাবী করেছিল, উপযুক্ত পরিমাণে অধ্যাপকের ব্যবস্থা, লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই, এইসব মূল দাবী দাওয়া নিয়ে তারা সেদিন আন্দোলন করেছিল এবং এই দাবী নিয়ে তারা সরকারের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু সেদিন তাদের দাবী শোনা হয়নি, বরং তাদের লাঠিপেটা করা হয়, পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে তাদের দাবী থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যখনই শিক্ষকরা এবং ছাত্ররা তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে উপস্থিত হবেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা অমনি তাদের পুলিশ দিয়ে তাদের পিটিয়ে বিদায় করবেন, এটা কোন গণতন্ত্র বা

সমাজতন্ত্র এর নীতি আমি জানিনা, এটা বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রেরই নীতির প্রতিফলন।

তারপর এই যে বেসরকারী স্কুলগুলিতে ছাত্রদের শতকরা দশ টাকা করে খরচ বহন করতে হয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে, ছাত্রদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে, এই যে দশ টাকা দেওয়ার যে বিধান, এটা পরিবর্তন করা উচিৎ এবং পরিবর্তন করে শতকরা ১০০ ভাগই যাতে সরকারী সাহায্য বেসরকারী স্কুলগুলিকে দেয়, সেই ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তাহলে পড়াশোনার দিক থেকে তাদের বিরাট একটা অসুবিধা দেখা দেবে।

তারপর বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড, গতবার দেখেছি ছাত্ররা যখন খেতে পায়না, একদিন, দুই দিন, তিনদিন যখন তারা উপবাস করতে আরম্ভ করল, আধপেটা খেতে আরম্ভ করল ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্ররা যখন আন্দোলন সুরু করল, তখন ৩৭ টাকা থেকে সেই স্টাইপেণ্ড বাড়িয়ে ৪৫ টাকা করা হল। কিন্তু এই ৪৫ টাকায় আজকালকার দিনে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির দিনে, একজন লোকের কোনমতেই চলতে পারে না। এই ৪৫ টাকায় একজন লোকের একমাসের চাউল, ডাল কিনে খাওয়ার মত অবস্থা হতে পারে না। আজকে কম পক্ষে ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ডের ক্ষেত্রে ৭৫ টাকা দরকার। ৭৫ টাকা করলে পরে ছাত্রদের খাওয়া পড়ার দিক থেকে কিছুটা সাহায্য হতে পারে। কাজেই এই যে অবস্থা, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একথা বলতে চাই, আজকে দেশকে যদি উন্নত করতে হয়, বিশেষ করে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সংগে ত্রিপুরা রাজ্যের তুলনা করা কোন মতেই চলেনা, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আছেন, তারা অধিকাংশই হচ্ছেন আদিবাসী। দীর্ঘকাল তারা সামন্ত শাসনের মধ্যে থেকে লেখাপড়ার সুযোগ পায় নি, এ'সমাজের মধ্যে তখন লেখাপড়ার কোন আগ্রহ দেখা যায়নি এবং যদিও আজকে তাদের মধ্যে আগ্রহ দেখা দিয়েছে, তারা লেখাপড়ার সেই সুযোগ পাচ্ছেনা। আমি এখানে একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করব। সদর বিভাগের চম্পাবাড়ীতে একটা প্রাইমারী স্কুল আছে, আজকে কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে একটা ক্লাশও হয় না। যদিও একজন শিক্ষক সেখানে আছেন, ঐ শিক্ষক ৩৬৫ দিনে এক বৎসর, তার মধ্যে ৬৫ দিন সেই স্কুলে যান কি না সন্দেহ আছে। কাজেই ঐ গ্রামের ছেলেমেয়েরা কিভাবে শিক্ষা পাবে এবং স্কুলের উন্নতি হবে আমি জানি না। কাজেই এই অবস্থার দূরীকরণ করে যাতে সেখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে পারে, লেখাপড়া করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। তারা যদি স্কুলে না আসে, কেন তারা আসছেনা বা তাদের আসা সম্ভব হচ্ছে না, এই সমস্তগুলি খোঁজ খবর যদি না নেওয়া যায়, এই তথ্য যদি উদ্ঘাটন করা না যায় এবং ঐ স্কুলে ছেলেমেয়েরা আসার মত উৎসাহ যাতে পায়, সেইভাবে শিক্ষানীতিকে চালু করার চেষ্টা করতে হবে। লেখাপড়া, স্কুল দিলেই হবেনা, কলেজ দিলেই হবেনা, সেগুলি উন্নতি করতে হলে পরে রীতিমত ছাত্রছাত্রী যাতে স্কুল কলেজে আসতে উৎসাহ পায় সেই-দিকে উৎসাহ সৃষ্টি করা দরকার এবং কোথায় তার মূল কারণ সেটা খোঁজতে হবে। আমি এখানে চম্পাবাড়ীর কথা উল্লেখ করেছি। সেখানে ১৫/২০টি পরিবার আছে। এত ১৫/২০টি পরিবারের মধ্যে সমস্তই জুমিয়া। তাদের জুম কাটাই হচ্ছে একমাত্র জীবিকা। কিন্তু ত্রিপুরার বন বিভাগের কল্যাণে, ত্রিপুরা সরকারের বনপ্রেমিকের দৌলতে তারা আজকে জুম কাটা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাদের জীবিকা উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, দুইদিনে একবেলা খেতে তারা পায় না। কাজেই তাদের ছেলেমেয়েকে তারা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠাতে পারে না। এই করুণ দৃশ্য আজকে

গ্রামগুলিতে গেলে দেখা যায়। শুধু উপজাতীদের দোষ দিলে চলবেনা, উপজাতী লেখাপড়া শিখতে চায় না, তাদের আগ্রহ নেই, এই বলে তাদের ঘাঁড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আজকে শুধু চম্পকবাড়ীই নয়, আসাম আগরতলা রোডের সামনে বনকুমারী একটা প্রাইমারী স্কুল আছে মাননীয় মন্ত্রীরা যদি ত্রিপুরা সফরকালে সেখানে কোনদিন যায়েন তাহলে দেখতে পাবেন সেই স্কুলের অবস্থা। সেইখানকার কি করুণ দৃশ্য, সেখানকার মানুষ খেতে পায় কি না। দেখলে পরে বুঝতে পারবেন স্কুলে কেন দিনের পর দিন ছেলেমেয়ে কমছে তারা কেন স্কুলে আসছে না, মাষ্টাররা কেন ফাঁকী দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এই দুইটি স্কুলের কথা আমি বললাম। এই স্কুলের শিক্ষকদের বছরে শুধু আড্ডা দেওয়া ছাড়া এবং তাস খেলা ছাড়া তাদের আর কোন দ্বিতীয় কাজ নেই। স্কুলে ছাত্র আসল কি আসল না সেটা খোঁজ করারও তারা প্রয়োজন মনে করেন না। কাজেই আজকে স্কুল কলেজ করলেই চলবে না, ছাত্ররা কেন অসন্তুষ্ট হচ্ছে, বিক্ষোভ করছে, শিক্ষক মহাশয়রা কেন পথে নামছেন, ধর্মঘট, অনশন ইত্যাদি করছেন, এই সমস্তগুলি সম্পূর্ণভাবে খুঁটিনাটি তথ্যগুলি উদঘাটন করে তাদের অসন্তোষ যদি দূরীকরণ করা না যায়, তাহলে শিক্ষানীতি ব্যর্থ হবে। ত্রিপুরার শিক্ষার উন্নতি অগ্রগতি যেটা সরকার প্রচার করছেন সেটা শুধু কাগজে পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে, প্রকৃত ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা উপজাতি, তপশিলী জাতি, তাদের মূলতঃ শিক্ষার সুযোগ আসবে না। যারা গ্রামে বাস করে, যেখানে উচ্চ শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার মত সুযোগ নেই, ঐ সমস্ত এলাকার ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া শিখার মত সুযোগ আসবেনা। এইজন্য আমি হাউসের কাছে একথা বলতে চাই, আজকে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রে এই যে দুর্নীতি চলছে, শিক্ষাতে যে একটা দোদুল্যমান উদাসীনতা চলছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ করতে হবে এবং যেহেতু ত্রিপুরা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, মানুষকে শিক্ষার দিকে এবং অন্যান্য দিকে সকলকে সমান সুযোগ দিয়ে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করবার কথা বলে থাকেন, আজকে যে দুইটি গ্রামের স্কুলের কথা বললাম এটাই কি প্রমাণ করে না যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যা বলেন বাস্তবের সংগে তার কোন সামঞ্জস্য নেই ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে অন্ততঃ দুই মিনিট সময় দেওয়া হউক।

কাজেই আমি এই যে stipend এর ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে, আজকে সরকারের সত্যিই যদি সদিচ্ছা থাকে, গ্রামাঞ্চলে যে প্রাইমারী স্কুল আছে সেই স্কুলগুলিতে যদি রীতিমত ছাত্র-ছাত্রী আনতে হয়, পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা তাদের দিতে চায়, মাষ্টার মহাশয়দের যদি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করাতে চান, তাদের যদি উৎসাহিত করতে চান, তাহলে তাদের সেইদিকে অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। এই যে বলংবাসা, রাইমাসরমা, যেখানে ১৫ হাজার পপুলেশান, সেখানে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী বা হাইস্কুল নেই, অথচ সেখানে একটা ব্লক রয়েছে, বহু সরকারী কর্মচারী আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। সেখানে তাদের চিকিৎসার সুযোগ নেই। চিকিৎসার কথা প্রসঙ্গক্রমে বললাম, সেইরকম সুযোগ সুবিধা সেখানে নেই। কর্মচারীরা যদি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন, সেইজন্য নিশ্চয়ই তাদের পক্ষে সেটা অপরাধ হবেনা। রাইমাসরমাতে যাওয়া তারা মনে করেন নির্বাসন দেওয়া। আজকে মাননীয় রুলিং পার্টির

সদস্য রবি রাখালবাবুর একটা প্রশ্নোত্তরে জানা গেল যে চার বৎসর আগে যে স্কুল ভেঙ্গে পড়ে গিয়েছে, আজকে চার বৎসর পরেও সেটা মেরামত হচ্ছেনা। সেখানে গিয়ে কি করে লেখাপড়া শিখবে? আর মাষ্টারমশাইরা বা সেখানে কোথায় গিয়ে লেখাপড়া শিখাবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি আজকে এখানে মাত্র দুইটি উদাহরণ দিলাম। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ের মধ্যে যে সমস্ত গ্রামগুলি আছে, সেখানে যে সব প্রাইমারী স্কুলগুলি আছে, সেইগুলি সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত উদাহরণ থেকে ধারণা করবার একটা সুবিধা হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি ত্রিপুরার সমস্ত অংশের ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুবিধা দিতে হয় তাহলে আরও বেশী করে স্কুল কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং যারা বোর্ডিংএ থেকে লেখাপড়া করেন তাদের যে ষ্টাইপেণ্ড আছে, সেটার হার আরও বৃদ্ধি করতে হবে আর বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যে সব দাবী দাওয়া সরকারের কাছে দিয়েছেন, সেগুলি পূরণের দিকে সরকারের অগ্রসর হতে হবে। আর তা যদি না করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে এবং তাদের তথাকথিত যে সমাজতন্ত্র সেটা জনসাধারণের কাছে একটা প্রাগৈতিহাসিক সমাজতন্ত্র হিসাবে পরিণত হবে। আমি এই কথাগুলি বলে মূল ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করে এবং কাটমোশানগুলির সমর্থন জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ডিমাণ্ড নাম্বার ফরটিনের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন আমি সেটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি আর বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাটমোশান এখানে রেখেছেন, সেগুলির বিরোধীতা করছি। তারা তাদের কাটমোশানগুলির স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দিয়েছেন, আমি সেগুলির কিছু কিছু জবাব দিব। আমি আমাদের শিক্ষা বিভাগকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ এবং ত্রিপুরার শিক্ষা মন্ত্রীকে আমি আমার পূর্ণ সমর্থন জানাই এবং সেই সঙ্গে আমার কিছু সাজেশানও আমি এখানে রাখতে চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কি তাদের কাটমোশানের জবাব এখন দেব না পরে দেব?

মিঃ স্পীকার—আপনি আপনার বক্তব্য রেখে যান।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানে বিরোধী দলের তিনজন সদস্যই তাদের বক্তব্য রেখেছেন এবং বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমদের ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য কি করেছেন, সেগুলি তারা কিছুই বলেননি।

(বিরোধী পক্ষ থেকে...মন্তব্য)

ননসেন্স কোথাকার। (বিরোধী সদস্যদের উদ্দেশ্য করে)

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে আপনি এইরকম ভাষা প্রয়োগ করবেন না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, তাহলে তারা বলে কেন? তারা তিনজন সদস্য, তারা জেনারেল ইলেকশানে ভোট পায়নি, সেজন্য তাদের অনেক দুঃখ। তাই এখানে এসে বলছে যে স্যার, আমরা মাত্র তিনজন বিরোধী সদস্য আছি, কাজেই আমাদের কিছু বলার সময় দিন। কিন্তু আমিও বলব যে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশী আছি, কাজেই আমাদেরকে বলার জন্য সময় দিতে হবে। এখন

আমাদের শিক্ষাবিভাগ ত্রিপুরাতে কি করেছে, সেটা আমি বলব। উনারা বলেছেন মাষ্টার সম্বন্ধে, স্কুল বিলডিং রিপেয়ার সম্বন্ধে, প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রী নেই, আবার কেউ বলেছেন ছাত্র আছে কিন্তু শিক্ষক নেই, আবার কেউবা বলেছেন যে স্কুল বিলডিং মেরামত করা হচ্ছেনা। আমি বলছি আমরা এই শিক্ষা বিভাগ পরিচালনা করবার জন্য এই বাজেটের মধ্যে ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা —পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য কিছুক্ষণ আগে যে ননসেন্স কথাটা বললেন, সেটা তিনি বলতে পারেন কিনা ?

Mr. Speaker —I asked him not to use any offensive language.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ননসেন্স কথাটা প্রসিডিং থেকে বাদ দেওয়া হবে কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

Mr. Speaker—Yes, if he used such a language, than it should be expunged from the Proceedings.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার —আমাদের এই শিক্ষাবিভাগ কি করেছে, সেই সম্পর্কে তারা কিছুই বলেনি, সেজন্য আমি বলব যেসব কথা এখানে রেখেছেন, সেগুলি সবই অসত্য। আমাদের এখানে বছরের পর বছর স্কুল হচ্ছে। প্রথমে হয়তো যে সব স্কুল হয়, সেগুলি কাচ্চা ঘর করে হয় এবং ঝড় আসলে পড়ে সেগুলি পড়ে যায়। তারপরে আবার নতুন করে পাকা বিলডিং হচ্ছে। এটা আমি যেটা নিয়ম আছে সেটার কথাই বললাম। যদি কোন স্কুল ঝড়ে পড়ে যায়, তাহলে সেটা যে রিপেয়ার হচ্ছেনা তা নয়, সেটা রিপেয়ার হচ্ছে। অথচ তারা শুধু বলে বেড়াচ্ছেন যে বিলডিং নেই, অমুক নেই, তমুক নেই ইত্যাদি আবার কেউ কেউ বলছেন সিডিউলড ট্রাইবস এণ্ড সিডিউলড কাষ্টস। আগে বলছেন সিডিউলড ট্রাইবস্ এবং পরে বলছেন সিডিউলড কাষ্টস্। এছাড়া বামন বৈশ্য বা কায়স্থ বলে যেন আর কোন মানুষ এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নেই, এমন কি এই দুনিয়ার মধ্যেও নেই। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, সেটা ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর মধ্যেও আছে কিনা আমার অন্তত: জানা নেই। এত সস্তায় শিক্ষা পাওয়ার আর কোথাও তেমন সুযোগ নেই। আগে আমাদের কলেজ ছিল কয়টা, আর এখন হয়েছে কয়টা, আগে আমাদের স্কুল ছিল কয়টা, আর এখন হয়েছে কয়টা। এসব তথ্যাদি কি তারা এখানে দিয়েছেন ? তারা কিন্তু এসব দেন নাই। কাজেই আমাদের ত্রিপুরাতে যেভাবে শিক্ষার প্রসার হয়েছে, এই রকম পাহাড়িয়া জায়গাতে যেভাবে স্কুলগুলি গড়ে উঠেছে, সেজন্য আমি আমাদের শিক্ষা বিভাগকে অভিনন্দন জানাই। আর ঐ যে স্কুল পুড়ার দল, কমিউনিষ্টের দল, সি. পি. এমের দল এবং নকশালের দল তারা যে কাট মোশান এনেছে, আমি সেগুলির বিরোধিতা করে বলছি স্যার। আমরা বছরের পর বছর স্কুল ঘর করছি, আর তারা সেগুলি পুড়াচ্ছে। আমরা তৈয়ার করে দিচ্ছি স্কুল ঘর, আর তারা বলছে সেগুলি ফেলে দেব, ফেলে দেব। আবার কেউ বা বলছেন যে কলেজের মধ্যে বোমা ফেল।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, স্যার উনি যে বলছেন যে কমিউনিষ্ট পার্টি স্কুল ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, তিনি তার প্রমাণ দিতে পারবেন বা তিনি এখানে এইরকম বলতে পারেন কিনা ?

Mr. Speaker—It is not point of order.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—উনি যা খুশি তাই বলবেন আর আমরা শুনে যাব, তা হতে পারে না। একটা অভিযোগ বা ঘটনা তার পেছনে থাকতে হবে তো।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই কাতলামারা স্কুল তারা পুড়িয়েছে, উদয়পুর স্কুল তারা পুড়িয়েছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার ভাষা সংযত রেখে কথা বলবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কি করে ভাষা সংযত রেখে কথা বলব স্যার। কপালে নাই ঘি, ঠক ঠকাইলে উঠবে কি। এইখানে বলবে একরকম আর কাজে করবে অন্য রকম। ষ্টাইপেণ্ডের বেলায় একটা নিয়ম শৃঙ্খলা তো আছে স্যার। এডুকেশানের একটা সার্ভে হয় যে কতগুলি লোককে ষ্টাইপেণ্ড দিবে, সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবকে। এখন ধরুন বিভিন্ন বোর্ডিং এ যারা থাক বা হোষ্টেলে যারা থাকে ষ্টাইপেণ্ড নেয়। কিন্তু যদি এপ্রিল মাসে না এসে যদি মার্চ মাসে আসে তাহলে তাতে যে তথ্য নিতে হবে বার মাসের, তার জন্য সময় একটু বেশী লাগে, কতগুলি স্কুলের ছাত্র বোর্ডিং এ আছে তার ষ্টাইপেণ্ড নিতে। এটা হল শিক্ষা বিভাগের একটা সার্ভে রিপোর্ট। এই আজকে ধরুণ অসংখ্য লোক চড়িলাম থেকে আসছে বিশ্রামগঞ্জে। সেখান থেকে আসছে আসছে আগরতলায়। তার তথ্য শিক্ষা বিভাগে আসে, তখন হয়ত ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর হয়। এর আগে হতে পারে না। কে কখন ষ্টাইপেণ্ড পাবে, কাকে কখন স্টাইপেণ্ড দিবে এটা কি করে আগে জানবে। কিন্তু তারা তো এই কথা বলছে না যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া না। অতএব তারা হিসাব টিসাবের ধার ধারে না। এটা হল ঢাক পার্টি। কেন ঢাক পার্টি বলছি—

মিঃ স্পীকার—আনপারলামেন্টারী ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ ইউজড এ্যাণ্ড দ্যাট শুড বি এক্সপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য কতটুকু সময় বলবেন? একটা টাইম লিমিট করে দিলে ভাল হয়। আরও অনেকের বলার আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমার কাছ থেকে আধ ঘণ্টা সময় চেয়েছেন। আমি অ ধঘণ্টা সময় তাকে দিয়েছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, এক ঠক ছিল আর এক ব্রাহ্মণ ছিল। সেই ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অ লোচনা করতেন পূজা আঁচড়া করতেন। তিনি একদিন বাজারে গেলেন। বটতলী বাজারে। তার বাড়ী হল মঠ চৌমুহনীতে। বাজারে গিয়ে দেখলেন যে বেশ ইলিশ মাছ উঠেছে। তিনি ইলিশ মাছ কিনলেন। কিনে বাড়ীর দিকে পথ দিলেন। রাস্তায় এক ঠগের সংগে দেখা। ঠক বললে, একি ঠাকুর মশাই, আপনি মাছ কেন নিয়ে যাচ্ছেন, খাবে কে? আপনার স্ত্রী তো বিধবা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বললে, তাই নাকি? তাহলে তো আর মাছ নেওয়া যায় না। এখন মাছের কি করা যায়। ঠক বললে, মাছটা অযথা ফেলে দিলে তো আর কোন কাজে লাগলো না। তারচেয়ে আমাকে দিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ তাকে মাছটা দিয়ে দিলেন। বাড়ীতে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মণীকে বললেন, একটা ইলিশ মাছ কিনেছিলাম। কিন্তু তুমি বিধবা হয়ে গেলে। তাই মাছটা একজনকে দিয়ে দিলাম। ব্রাহ্মণী বললেন, সে কি? আমি কি করে বিধবা হলাম? ব্রাহ্মণ বললে, তাই তো লোকটা বললো। ব্রাহ্মণী বললো, তুমি থাকতে আমি কি করে বিধবা হব, তাও তুমি জান না? ব্রাহ্মণ বললেন, ঠিক তো, আমি তো

এখনও মরি নি, তাহলে বুঝেছি, লোকটা আমাকে ঠকিয়েছে। আমি তো তোমার স্বামী, স্বামী থাকতে তো স্ত্রী বিধবা হতে পারে না। এটা তো আমার একদম খেয়াল ছিল না বেটাকে আবার পেলে হয়। পরের দিন ঠকের সংগে ব্রাহ্মনের দেখা। তিনি ঠককে বললেন কি হে, কালকে মাছটা কেমন খেলে? ঠক বললো, খুব ভাল খেয়েছি, ভাজায়, ঝোলে, ভর্তায়। তাদের কথাও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম। শিক্ষা সম্বন্ধে যে কাট মোশন এনেছে তার কারণ হচ্ছে মানুষকে যন্ত্রনা দেওয়া। শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে তারা যে আপত্তি এনেছে সেটা সম্পূর্ণ তাদের মনোগত। কেন বলছি এই কথা, তারা করে কি স্যার, আনটাইমলী কতগুলি সন্তানকে পাঠিয়ে দেয় স্কুল কলেজে ভর্তি হতে। যদি ভর্তি না করে তাহলে করে ঘেরাও। মারে মাষ্টারকে, ধরে প্রফেসারকে, করে আন্দোলন। এই হল তাদের কাজ। স্কুল করতে গেলে প্রথমে হয় কাঁচা ঘর, তারপর দালান হয়। কিন্তু তারা করে কি? কাঁচা ঘর হলেই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। কারণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেই তো দালান হয়। যেমন কাত-লামারা দালান হল। আবার স্কুল হলেই করবে কি, তারা বলবে, এই তোমরা স্কুলে যাবে না। আন্দোলন কর। পশ্চিমবংগের মত তামাসা কর। না হলে তোমরা যারা শিক্ষক আছ, তোমাদের বেতন বাড়বে না। আর সিডিউল্ড কাস্ট ছাড়া আর যেন দুনিয়ার মধ্যে মানুষ নাই। ব্যাকওয়ার্ডের কথা তারা বলবে না। যদি কোন সিডিউল্ড ট্রাইব ছেলে সিক্স সেভেনে পড়ে তাহলে তাদের বাবাদের কাছে গিয়ে বলবে যাও মিনিষ্টারের কাছে, চাকরী দিতে বল। কি হবে লেখা পড়া শিখে, বি, এ, এম,এ, পাশ করে? তাদের অবস্থা এইটা। এই যে তারা বক্তৃতা দিল একটা কথা বললো না যে শিক্ষা বিভাগ কাজ কি করেছে। মহারাজার আমলে কি ছিল, আর ২০ বছরে কত বোর্ডিং হয়েছে, কত লক্ষ টাকা খরচ হল সেটা বললো না। দেখলো কি তুলসীবতী আর বোধজং। অন্য জায়গায় দালান যে হয়েছে সেটা আর বললো না। যখনি সরকারের কাছে চাহিদা আসবে সরকার তখনি চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করবে কিন্তু অসংখ্য লোক বিভিন্ন সাব-ডিভিশন থেকে যদি আসে ওদের বেলায় তো জায়গার কথা চিন্তা করতে হবে। আর বলবে শুধু সিডিউলড্ কাস্ট, সিডিউলড্ ট্রাইবের কথা। প্রায় সবাই তাই বলেন। কিন্তু ব্যাকওয়ার্ডের কথা কেউ বলেন না। তাদের জন্য কাঁদার লোক কেউ নাই। সুতরাং আমার কথা হচ্ছে এই যে কাটমোশনগুলি এনেছেন সেগুলি কি করে সমর্থন করব। যেমন প্রাইমারী স্কুল খোলা সম্পর্কে তারা কাটমোশন এনেছে। আমি জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা বাজেটে শুধু আদিবাসী কেন জেনারেলের কথা বলতে গেলেও গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় আদিবাসী অঞ্চল আমি তথ্য দিয়ে বলতে পারি স্কুল হয়ে গেছে। আমার সাব-ডিভিশনে এইরকম হয়েছে এবং আমার মনে হয় অন্য প্রত্যেক সাব ডিভিশনেই এরকম হয়েছে। আর ঐ দলটি করে কি, আদিবাসীকে বুঝায় স্কুলে তো গিয়েছ, কি করবে স্কুল করে? গরু চড়াও, মোষ চড়াও, জুম কাট। আবার শিক্ষককে বলে, আমার দল কর। দল করলে কাজ হবে, বেতন বাড়বে, ভাতা বাড়বে। আর রিক্সা দুইটা কিনে ভাড়া দিবে দুই টাকা করে আর হাজিরাটা খালি দিয়ে যাবে। অতএব ওরা আদিবাসীকেও ধ্বংস করছে। আবার তারাই অ্যাসেমব্লীতে বলে গিয়ে ওদের কাছে গিয়ে বলে তোমাদের জন্য অনেক কিছু বলেছি। শিক্ষাবিভাগের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড শিশুদের খাদ্য দিচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে এনে বারোয়ারী স্কুলে পড়াচ্ছে, তারপর জুনিয়ার বেসিক স্কুলে, তারপর সিনিয়ার বেসিক স্কুলে তারপর হাই স্কুলে যায়। কারণ ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগের নজর আছে এইদিকে যে ত্রিপুরার লোকেরা গরীব।

অতএব এইসব কারণেই তাদের কাটমোশান আমি সমর্থন করতে পারছিনা। তবে আমি এই এডুকেশন বাজেটকে সমর্থন করে, এডুকেশন পলিসি সম্পর্কে কিছু সাজেশন এখানে রাখব।

মিঃ স্পীকার—আপনার সাজেশন আপনি সংক্ষেপে রাখুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—সংক্ষেপেই রাখব স্যার। প্রথমে আমি বলব যে বেসরকারী স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কারণ একশত টাকার মধ্যে গভর্ণমেন্ট দেবে ৯০ টাকা, তাহলে দশ টাকার জন্য কি দরকার সেগুলিকে বেসরকারী রাখা? এই দশ টাকার মধ্য দিয়ে বেসরকারী স্কুলগুলি কারচুপি করে। কিরকম? গার্জিয়ানের কাছ থেকে তারা চাঁদা চায়, দশ, পনের, বিশ টাকা করে আদায় করে। শিক্ষার জন্য মানুষের আগ্রহ বেশী, অতএব কারণেই তারা চাঁদা দেয়। দশ হাজার টাকার মধ্যে যেখানে সাড়ে আট হাজার টাকা গভর্ণমেন্ট দিচ্ছে, আর দেড় হাজার টাকা গার্জিয়ানের কাছ থেকে ডাবল করে তারা আদায় করে। কি দরকার? তারপর শিক্ষকদের যে বেতন তার জন্য সরকার দিচ্ছেন শতকরা ৯০ ভাগ, আর স্কুল অথরিটি দেবে ১০ ভাগ, কিন্তু তা তারা দেয়না। উপরন্তু সেই শতকরা ৯০ ভাগ থেকে আরও কিছু কেটে রাখেন। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ টাকার against এ সই করে দিতে হয়। কারণ চাকুরীর লোভ আছেতো। এই হচ্ছে অবস্থা। অতএব কারণেই আমি বলছি যে বেসরকারী স্কুলগুলি তুলে দেওয়া উচিৎ। আরেকটা কথা হচ্ছে যে গ্রামে কৃষকের ছেলেমেয়ে আছে। তাদের পিতা মাতা হয়তো চাকুরীর লোভে তাদের জমি বিক্রি করে তাদের পড়ায়, তারা পাশ করে। কিন্তু তারা থার্ড ডিভিশন, সেকেণ্ড ডিভিশন এসব কিছু বুঝেনা। কিন্তু শিক্ষাবিভাগ থেকে থার্ড ডিভিশন নেবেনা। তারা এসে হয়তো আমাদের কাছে বলে, আজ্ঞা মেয়েতো পাশ করেছে, ছেলে পাশ করেছে। এখনতো একটা চাকুরী দেওয়া দরকার। তখন হয়তো এডুকেশন ডিরেক্টার, এডুকেশন মিনিষ্টার একতলা, দুইতলা, তিনতলা করা গেল, কিন্তু চাকুরী আর হলনা। কারণ থার্ড ডিভিশন নেওয়া হবেনা। এটা পলিসি ম্যাটার। আবার তারা আমাদের কাছে আসে, আমি হয়তো বলে দিলাম এডুকেশান ডিরেক্টারের কাছে যাও, এডুকেশান ডিরেক্টার হয়তো বলে দিলেন আমার কাছে নয়, এডুকেশান মিনিষ্টারের কাছে যান। এই একটা অবস্থা চলছে। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা দেখছি সাধারণ একটা পিওনএর চাকুরী, দপ্তরীর চাকুরী পর্যন্ত আমার সাবডিভিশনের ছেলেরা পায় না, সদর থেকে চলে যায়। সাবরুম, উদয়পুর, বিলোনীয়া গ্রামে কি আর মানুষ নেই? তাই আমি এখানে বলছি যে যোগ্যতা অনুসারে মফঃস্বলের লোককে মফঃস্বলে চাকুরী দাও। শিক্ষকের চাকুরী না পায়, তাকে দপ্তরী বা পিওনের চাকুরীও দেওয়া হউক। আরেকটা ঘটনা আমি এখানে রাখছি স্যার। এক ভদ্রলোক বিয়ে করেছে, তার স্ত্রী শোভা বোসের অধীনে চাকুরী করে। আইন বলেছে যে স্বামী স্ত্রী এক জায়গাতে যাতে চাকুরী করতে পারে সেই সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু শোভা বোসের সাংঘাতিক প্রতাপ। তার দেখাই পাওয়া যায় না। উনি এখন সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের হর্তাকর্তা বিধাতা। ঐ খাতের হাজার হাজার টাকা বাগান, এবং মৎস্যচাষের নামে ব্যয়িত হয়। কিন্তু কোথায় সেইসব বাগান, আর কোথায় সে মাছ? কিন্তু তার যে প্রতাপ স্যার সেটা বলার নয়। আরেকটা হচ্ছে যে শিক্ষাবিভাগের কোন তদারক নাই। যেমন আদিবাসী মাষ্টার, শিক্ষাবিভাগে দশটি ট্রাইবেল মাষ্টার নাই। যেমন উনারা বলেছেন রাইমাসরমা, দেওয়ানছড়া ঐ সব জায়গায় কোন মাষ্টার নাই। আমি বলি উনারা এই সমস্ত বিষয় তদন্ত করুক। আমি প্রমাণ দেব মিনিষ্টার তদন্ত করুক। আমার বাহাত্তর

বাড়ী, বিল্লা, রাঙাছড়া, গোলাঘাটি, হাতীছড়া, তারপর রাইমাসরমা, তইদু, বীরেন্দ্রশর্মাপাড়া, ঐসব অঞ্চলে কোন মাষ্টার সেখানে যায়না। ঐসব এলাকায় যেসব কমিউনিষ্ট আছে, তাদের সঙ্গে ঐসব স্কুল ইন্সপেক্টার, সাব-ইন্সপেক্টার প্যাক্ট। আমি বলব যে প্রত্যেকটি সাবডিভিশনে একটি করে কমিটি করা হউক। আদিবাসীরা সরল তো, তারা সি. পি. এম.এর কারসাজি বুঝেনা। কাজেই তাদের নিয়ে মাঝখানে একটা খেলা চলছে। এই কারণেই বলছি শিক্ষাবিভাগ যে বাজেট এখানে রেখেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ, তার প্রত্যেকটি পয়সা যাতে কাজে লাগে, শিক্ষাক্ষেত্রে লাগে, তারজন্য শিক্ষাব্যাপারে একটা তদন্ত কমিটি করে, সেগুলি তদন্ত করতে হবে। তারপর শিক্ষাবিভাগের পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে, আমি দেখেছি অনেক স্কুলে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই। আর আমার সাবডিভিশনের কথা বলছি স্যার, জন্মের মধ্যে কর্ম চৈত্র মাসে রাস। ত্রিপুরা সুন্দরী নাম দিয়ে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে। জায়গা দিলাম আমরা, টাকা দিলাম আমরা, সবই গ্রামবাসী দিয়েছে, স্কুল বানানো হবে, জায়গা একোয়ার করা হবে, কিন্তু সেটা কাগজপত্রের কথা। আদিবাসী অঞ্চল মহারাণী—অসংখ্য টাকা খরচ করে আদিবাসীরা স্কুল করল, কিন্তু সেখানে তদারক নাই। একটা ফিল্ডের টাকা চেয়েছিল তারা এবং পানীয়জলের ব্যবস্থার কথা বলেছিল কিন্তু সেগুলি তাদের দেওয়া হয় নাই। এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষাবিভাগের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। ছাত্র বলুন, শিক্ষক বলুন সবক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তারজন্য আমি বলছি একটা কমিটি প্রত্যেক সাবডিভিশনে করা হউক, যাতে শিক্ষাবিভাগে রাজনীতি করা না হয়, কমিউনিষ্ট পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধি না পেতে পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আর পাঁচ মিনিট স্যার।

Mr. Speaker—আপনি আর দুই মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—অর্থাৎ আজকে আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যেভাবে শিক্ষার বিস্তার হয়েছে, সেজন্য আমরা গৌরবান্বিত বোধ করতে পারি। এটা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের কোথাও করা সম্ভব হচ্ছেনা, অথচ আমাদের ত্রিপুরাতে করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটার মধ্যেও একটা অসুবিধা আছে, সেটা আমাদের দূর করতে হবে। এবং একদিনে যে আমরা সেটা দূর করতে পারব এমন নয়, আমাদের এজন্য একটা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। সেজন্য আমি মনে করি এই ব্যাপারে একটা কমিটি করলে ভাল হয়। আমি এই কমিটির কথা কেন এখানে বলছি, বলছি এইজন্য যে এই কমিটি করলে পরে আমাদের সমাজের মধ্যে যেসব দুস্কৃতিকারী আছে, তাদের থেকে মুক্ত হতে পারব। আমাদের যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলি পবিত্র স্থান। কাজেই এর ভিতরে যদি রাজনীতি চলতে থাকে সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে উঠবে। এর কারণ হল আজকাল যেটা চলছে, সি. পি. এম., সি. পি. আই এবং নকশাল ইত্যাদি মিলিয়ে তারা বলছে যে আন্দোলন কর, আন্দোলন কর। এখন জায়গায় জায়গায় শিক্ষকেরা সমিতি করে, দল করে এবং পশ্চিমবঙ্গের বেতন দাও, সেন্ট্রালের হারে বেতন দিওনা। এসব তদারকের জন্য একটা কমিটি করা হউক স্কুলঘর কোথায় কোথায় পড়েছে, কেননা তুফান আসলে পরে স্কুলঘর পড়বে। তারা অবশ্য এখানে বলেছেন যে ঘর পড়ে গেলেই তারজন্য বাজেট ধরতে হবে। আরে মশাই তুফান আসলে

তো পড়বেই, পড়বে না তো আবার কি ? সেজন্য আমি বলছি যে এজন্য একটা কমিটি করা হউক, সেই কমিটি হলে পরে কি হবে, একটা আদিবাসী অঞ্চল বলুন আর সিডিউলড কাস্ট বলুন আর অশিক্ষিত অঞ্চলে তারা হল রাষ্ট্রপতি শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী। তাই সেখানে যদি তদারকি থাকে তাহলে আমরা তাদের থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং তাতে করে আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আর একটা কথা আমি বলব, সেটা হল প্রত্যেকটা ডিভিশনে কিছু না কিছু মেয়ে বা ছেলে আছে তারা সেখানে শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু দেখা গেল আমার সাবডিভিশনে সদর থেকে ভূরি ভুরি মেয়ে মাষ্টার পঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে এখন রাস্তায় দেখলে পরে অনেকে বলে স্যার, আপনি স্কুলটা তুলে ফেলুন। একটা স্কুলে ১৭জন মাষ্টার আছে, তারমধ্যে ১৬জন হল মেয়ে মাষ্টার। আপনারা কেন তাদের জায়গায় রাখেন না, আমাদের সাব-ডিভিসনে তো অনেক মেয়ে আছে। মানুষের ধারণা, সেসব স্কুলে আদৌ পড়াশুনা হচ্ছেনা, আমার মনে হয় এর মধ্যেও একটা কারচুপি আছে, তাতে করে আমার মনে হয় আমাদের শিক্ষা মন্ত্রী আর এডুকেশান ডাইরেক্টারের মধ্যে যেন একটা মুখ দেখা মুগের ডালের ভাব আছে। এটা যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। আর ইন্টারভিউ সম্পর্কে আমি বলব এর মধ্যেও একটা কারচুপি আছে। আমার কথা হল, আপনারা ইন্টারভিউ নেন, এবং আপনাদের পলিসি মত কাজ করুন। কিন্তু অভিযোগ থাকে কেন ? যে ইন্টারভিউ তো আমায় কল করল না। এখানে নাকি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে একটা অর্ডার আছে ফার্ষ্ট ক্লাশ হলে ইন্টারভিউ কল করবেন আর সেকেণ্ড ক্লাশ বা থার্ড ক্লাশ হলে ইন্টারভিউর জন্য ইন্টারভিউ কার্ডই পাঠানো হবে না। আমি মনে করি এটা একটা লজ্জাকর কথা, তাই আমি বলি আপনারা সবাইকে ইন্টারভিউতে ডেকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী দিন। কাজেই এই ধরনের একটা পলিসি আপনাদের ঠিক করে নিতে হবে যাতে করে এই ধরণের কোন কমপ্লেইন না আসে। আর চাকুরীর বেলাতে প্রত্যেক সাব ডিভিশনের লোক সংখ্যার কথা বিবেচনা করতে হবে এবং এই লোক সংখ্যার অনুপাতে যাতে প্রত্যেকটি সাব ডিভিশন থেকে সম সংখ্যক লোক নেওয়া সম্ভবপর হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, সেটা হল অনেকে চাকুরী করছে অথচ ইন্টারভিউ দিচ্ছে, কাজেই সে যদি এ্যাপয়েন্টমেন্ট পায়, তাহলে হয়তো সে নুতন চাকুরীতে যোগদান করল না, ফলেই ঐখানে ভেকান্সী থাকে। তারপরে কে জয়েন করল, আর কে জয়েন করল না এই সব তথ্য নিয়ে আবার ইন্টারভিউ কল করতে করতে প্রায় এক বছর চলে যায়, এই রকম একটা ত্রুটি বিচ্যুতি এই এ্যাপয়েন্টমেন্টের বেলায়ও চলছে। কাজেই এগুলির সংশোধন করা দরকার। এই বলে আমি মুল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যদের আনীত কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনাকে বলেছিলাম যে মাননীয় সদস্য 'ননসেন্স' কথাটা বললেন, সেটা তিনি বলতে পারেন কিনা ?

Mr. Speaker—আমি তো বলেছি যে সেটা এ্যাক্সপাঞ্জও করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—স্যার, উনাকে সেই কথাটা উইথড্র করতে বলুন, কেননা উনি এরকম কথা বলতে পারেন না।

Mr. Speaker—এ্যাক্সপাঞ্জড করতে বলেছি, এণ্ড দ্যাট ইজ উইথড্রল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে এডুকেশন বাজেট রাখা হয়েছে আর এই বাজেটের মোট ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। তার মধ্যে প্লেনে আছে ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা আর ননপ্লেনে আছে ২ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে 'ননসেন্স' কথাটা বললেন, আমি তারজন্য পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেছি, অথচ আপনি কিছুই বললেন না। কাজেই এইভাবে কি হাউসের ডিগনিটি রক্ষা করা হবে ?

Mr. Speaker—আমি তো মাননীয় সদস্যকে বলছি যে আপনি এসব কথা ব্যবহার করবেন না। আমি একবার বলিনি, বারবার বলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—উনি সেই কথাটা প্রত্যাহার করেছেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার—আমি আর এই নিয়ে কোন বিতর্কে যেতে চাই না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে ৬ ভাগের ১ ভাগ হল আমাদের এডুকেশান বাজেট এবং এই বাজেটের উপর আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি কতগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব। প্রথমতঃ একটা কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে আমাদের স্কুল হচ্ছে এবং এই স্কুল অনেক জায়গাতে হয়েছে। প্রথমে আমাদের ১৯৬১ সালের যে সেন্সাস তাতে আমরা দেখছি আমাদের শিক্ষিতের পরিমাণ হল জেনারেল টুয়েন্টি পার্সেন্ট আর ট্রাইবেল হল টেন পার্সেন্ট। আর আমাদের স্কুল হচ্ছে এই কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে টেন পার্সেন্ট ট্রাইবেল শিক্ষিত হয়েছে, সেই এলাকার কত দূর অগ্রগতি হয়েছে সেটা আমরা ১৯৭১ সালের সেন্সাসে জানতে পারব। আর এর পেজ ভেলু দেখা গেলে বুঝা যায় যে স্কুল আমাদের হয়েছে এবং টাকাও খরচ হয়েছে এবং এর জন্য ৬ ভাগের ১ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ ধর হয়েছে। কিন্তু এতে করে আমাদের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটা আমরা পাব ১৯৭১ সালের সেন্সাসে। আমি বলব আমাদের বাজেটের মধ্যে যেমন ৬ ভাগের ১ ভাগ ধরা হয়েছে এডুকেশানের জন্য, তেমনি এই ৭ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণে ইরিগুলারিটিজ আছে এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কারণ আমরা প্রথমতঃ যেটা দেখছি, সেটা হল এ্যাপয়েন্টমেন্ট, ট্রান্সফার এবং প্রমোশান। এখানে যেসব কর্মচারী আছে, তারা যে ভাবে এ্যাপয়েন্টেড হয়েছে, তাদের যেভাবে ট্রান্সফার করা হয়েছে এবং তাদের যে ভাবে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে, তার জন্য কোন সার্ভিস রুলস নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে বিশেষ করে প্রমোশানের ব্যাপারে সিনিয়রিটি অবশ্যই করার প্রয়োজনীয়তা তারা মনে করেন না। এই ভাবে আজকে এমন একটা অবস্থা এই ডিপার্টমেন্টের মধ্যে চলছে। আর এ্যাপয়েনমেন্টের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে যে যাদেরকে ইন্সপেক্টার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এ্যাড হক ভিত্তিতে বছরের পর বছর তাদেরকে ইউ, পি, এস্, সিতে পাঠানো হচ্ছে না। এমন একটা অবস্থা চলছে, যেটা ভাবলে আমাদের অনেক সময়ে অবাক হতে হয়। এই তো কিছুক্ষণ আগে এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে আমাদের এখানে ডেপুটি ডাইরেক্টারের যে পোষ্ট আছে, সেটা একেবারে কম নয়। কিন্তু তাদের অনেককে ইউ, পি, এস, সিতে পাঠানো হয়নি। সেখানে হেড মাষ্টার এবং ইন্সপেক্টারদের ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে এ্যাপীয়ার করা দরকার সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডেপুটি

ডাইরেক্টারকেও ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে অ্যাপীয়ার হতে হয় না এবং তারা অ্যাপীয়ার করার কোন প্রয়োজনও ফীল করে না। কিন্তু এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থায় আমার মনে হয় শিক্ষার দিকে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে সাম কোটারী রুল চলছে এবং এর মধ্যে কোন রকম ডেমক্রেটিক ভিউজ, কোন এক্সপ্রেশান কেউ এর মধ্যে রাখে নি। ডেমক্রেটিক ভিউ এই জন্য যে ডেমক্রেসীর বড় ভিত্তি হচ্ছে ইকুইটি এবং জাস্টিস্। সেটা যদি না থাকে, ডেমক্রেসী সেখানে টিকে না। এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে ইকুয়িটি এবং জাষ্টিসের অভাব। জাষ্টিসের অভাব হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্টের বেলায়। আমি পত্রিকা থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে 'শিক্ষক বার্তা' নীতিহীন বদলী নীতির গেড়াকলে ক্রাফট্স শিক্ষকদের নাভিশ্বাস"। শুধু ক্র্যাফট্স শিক্ষকেই নয়, শিক্ষা বিভাগে ট্রান্সফারের কোন রুল নাই। সেখানে একটা প্রিভিলেজড ক্লাশ গড়ে উঠছে। সেটা হচ্ছে শহরে বছরের পর বছর একজন শিক্ষক থাকছে তার কোন বদলী নেই। আর গ্রামে যে থাকছে সে যদি বদলী চায় শহরে তাকে কোন মতেই আসতে দেওয়া হয় না। তারা আছে ভিলেজের ইন্টারিয়রে, ইনেক্সিবল অ্যাবিয়াতে আছে ৯.১০.১১ বছর ধরে। কিন্তু বদলীর যে কোন রকম রুলস্ নাই সেটা হতে পারে না। বিশেষত শিক্ষা বিভাগের যারা অধিকর্তা, শিক্ষা বিভাগ যারা চালাচ্ছেন তারা উচ্চ শিক্ষিত, তারা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তারাই প্রথম মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করছেন। ট্রান্সফারের বেলায় এটা করা হচ্ছে। আবার অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে, প্রমোশনের ব্যাপারে, শুধু তাই নয় আরও অনেক ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ কলংকিত হচ্ছে। এই শিক্ষা বিভাগে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বড় অন্যায় কর্মচারীদের বেতনের বেলায় করেছে। এর একটা নমুনা দেখা যায় পার্ট টাইম ক্র্যাফটস ইনস্ট্রাক্টরের বেলায়। হয়ত ডেপুটি ডিরেক্টর এবং ডিরেক্টর বলবেন যে তারা বেতন কম পাচ্ছেন। মাত্র ৮২৫-১৩২৫ টাকা স্কেল। এই স্কেল পেয়েও তারা বলবে যে কম পাচ্ছে। আর পার্ট টাইম ইনস্ট্রাক্টর পায় মাত্র ৮০ টাকা বেতন। আমি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি, সেইসব কাগজ পত্র আমি দিয়েছি এবং বলেছি যে চিন্তা করে দেখুন যে আজকালকার দিনে এই যে আর্থিক অবস্থা জিনিষপত্রের যে মূল্য বেড়েছে এইভাবে তাদের যদি কাজ করানো হয় সেটা খুব ভাল দেখায় না। কিন্তু শিক্ষা বিভাগ সেটা চাইছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু তাই নয়, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন আমরা প্রশ্ন করেছি ওদের সম্বন্ধে, কিন্তু ওদের যারা বস্, তারা তাদের থ্রেটেনিং দিচ্ছে যে তোমরা অ্যাসেমব্লীতে প্রশ্ন করছ, দেখি তোমরা কিভাবে আদায় কর। শিক্ষা বিভাগের হায়ার অফিসারগণ এই কথা বলেছেন এবং প্রাইভেটলী আমি তাদের নাম দিতে পারি যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চান। তারপর লাইব্রেরীর স্টাফ যারা তাদের স্কেল আজ পর্যন্ত রিভাইজড্ হয় নি। তাদের প্রি-রিভাইজড্ স্কেল থেকেও তারা এখন কম টাকা পাচ্ছে। তারা আজকে রিটায়ারমেন্টের পর রিমাইণ্ডার দিয়ে সেটা পাচ্ছে না। শিক্ষা অধিকর্তাকে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে। কিন্তু তাদের স্কেল রিভিশন হচ্ছে না। যেখানে তাদের বেতন ১০০-১৪০ হওয়ার কথা সেখানে তাদের হচ্ছে ক্লাশ ফোরের, ৬০ টাকা বেতন। এই যদি শিক্ষা বিভাগে চলে তাহলে আমাকে বলতে হবে যে শিক্ষা বিভাগের মধ্যে এই নীতি যদি চলে তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না এবং সেজন্য বক্তব্যের মাধ্যমে এই জিনিষটাকে হাউসের সামনে রাখছি। আরও রাখছি এড হক অ্যাপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে। সেখানে আমি একটা অনুরোধ করব যে এড হক অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর বেলায় গেজেটেড

অফিসারই হোক বা ইনস্পেক্টর বা ডেপুটি ডিরেক্টরই হোক সেখানে এটা কম্পালসারী রাখতে হবে যে তাকে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পাঠাতে হবে। বছরের পর বছর তাদের এড হক রেখে তারপর কনফার্মড করা হয়। এটা আমি শিক্ষা বিভাগকে চ্যালেঞ্জ করছি যে শিক্ষা বিভাগ এটা চালাচ্ছে। তারপর মাননীয় স্পীকার স্যার, অনেক সময় আমার চলে গেছে, অল্প সময়ের মধ্যে আমি শেষ করছি। আর একটা হচ্ছে ষ্টাইপেণ্ড. বিশেষতঃ এস, আই, জি. ষ্টাইপেণ্ড সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমরা দেখছি যে পলিটেকনিকই হোক বা অন্যান্য স্কুলেই হোক ৬৫ টাকা একটা ছেলেকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু তার বেতন দিতে হয়, অন্যান্য খরচ দিয়ে তার কত টাকা থাকে এবং সেই টাকায় সে চলতে পারে কিনা। সেখানে পড়তে গিয়ে সে যে খাটুনী দিচ্ছে, তার মেন্টাল যে এনারজি খরচ হচ্ছে সেটা সে ফিরে পায় না, তাকে আধা পেটে থাকতে হয়। এত শিক্ষারনীতি নয়, যেখানে আমরা মিড ডে মীল দাও বলে চীৎকার করছি, এতটুকু ছেলে সে খেতে পায় না, তার যে এনারজি স্পেণ্ট আপ হয়, সেটা ত্রিপুরার যদি একটা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরায় শতকরা বোধ হয় ৭০ থেকে ৮০টি ছেলে আণ্ডার নারিশড এবং এই জিনিষটা সত্য এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত যে ষ্টাইপেণ্ড এর টাকা ধরা হয়েছে সেই টাকার পরিমাণ বাড়ানো দরকার। একটা কথা বারে বারে শোনা যায় যে এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল প্যাটার্ণ। দিস ভেরী ওয়ার্ড প্যাটার্ণ এটা হচ্ছে সবচেয়ে বিপালসিভ। কিন্তু আমাদের হাউস বা মন্ত্রীরা যদি চেষ্টা করেন তাহলে সেই প্যাটার্ণকে পরিবর্তন করা চলে। কারণ এত দালান কোঠা তৈরী করা হচ্ছে ৭ লক্ষ ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাইস্কুল করবার জন্য, সেটা দরকার নাই। এই টাকা দিয়ে অন্য কিছু করা যায়। কিন্তু সেটা কে যদি কমান্ডার কথা বলা হয় তাহলে কথা উঠবে এটা সেন্ট্রাল প্যাটার্ণ। কাজেই আমি বলব যে এই বিল্ডিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রদের জন্য। সেই ছাত্র যদি আধপেটা খেয়ে থাকে তাহলে এই বিরাট বিল্ডিং বা প্রাসাদ সৃষ্টি করে লাভ কি ?

আর একটা জিনিষ আমি বলব যে অনেক স্কুল করা হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমি হাউসের সামনে রাখব যে এডুকেশন সার্ভে যে করা হয়েছে সেই নীতি অনুসারে সেই ভিত্তি অনুসারে স্কুল করা হয় কিনা ? কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে স্কুল করা হয়. এডুকেশন সার্ভের উপর ভিত্তি করে সেগুলি করা হয় না। স্কুল করা হয় নীতিহীন ভাবে। সেটা কেন করা হয় আমি হাউসের মধ্যে বললাম না কিন্তু সেইভাবেই করা হয় যার কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নাই। তাতে মনে হয় এডুকেশন সার্ভে ফলো করা হয় না এবং সেটা দুঃখের ব্যাপার এবং সেটাকে ফলো করার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং তারপর আমি বলব প্রাইমারী স্কুল সম্বন্ধে। কোন দেশের ভিত্তি হচ্ছে তার প্রাইমারী এডুকেশন এবং জাতি গড়ে উঠতে পারে না যদি তার প্রাইমারী এডুকেশনের ভিত্তি তৈরী করতে না পারা যায়। কিন্তু সেই প্রাইমারী এডুকেশন যেটা ত্রিপুরায় সেটা কতদূর হয়েছে সেই ইনএকসিসেবল এবিয়াতে. সেই সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

তারপর আমি বলব যে প্রাইমারী স্কুল সম্পর্কে। যে কোন দেশের প্রাইমারী এডুকেশন হচ্ছে জাতীয় ভিত্তি এবং কোন জাতি গড়ে উঠতে পারেনা যদি তার প্রাইমারী এডুকেশনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে তৈরী করতে না পারা যায়। কিন্তু সেই প্রাইমারী এডুকেশন ত্রিপুরায় কতদূর হয়েছে ইনেকসেসেবল এবিয়াতে, সেই সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আমি বলব সেখানে যেভাবে পড়াশুনা

হওয়া দরকার, সেইভাবে শিখে নাই। তার কারণ সেখানে শিক্ষক নাই, বিল্ডিং নাই। এই বিষয়ে এই হাউসে প্রশ্ন উত্তরে দেখা গেছে আজকে ৪ বৎসর যাবৎ যেখানে ঘরই নাই, এই যেখানে অবস্থা সেখানে কি পড়াশুনা হচ্ছে? এডুকেশনের যে পারপাস টু রিমুভ দি ইল্লীটারেসী, তা কি সার্ভ করা হচ্ছে? তা করা হয়নি। কাগজেপত্রে আমরা অনেক স্কুল দেখি, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এমন বহু উদাহরণ আছে।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন। অনেকেই বলতে চাচ্ছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—আমি শুধু পয়েন্টগুলি টাচ করে যাব স্যার। আগে থেকে যদি টাইমটা দেখা হত, তাহলে ভাল হত স্যার।

Mr. Speaker—কি করে তা সম্ভব, আপনি দেখেছেন তো।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—তারপর আমার আরেকটা বক্তব্য হচ্ছে যে মিউজিক কলেজ সম্পর্কে। মিউজিক কলেজের জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলব। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্য হচ্ছে সঙ্গীত চর্চা। এবং সেইভাবে অনেক স্কুল ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজকে সেইসব স্কুলকে সাহায্য দেওয়া হয়না। সেজন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখব, সেইসব স্কুলকে যাতে সাহায্য দেওয়া হয় এবং শুধু মিউজিক কলেজ হয়েছে বলে সেইসব স্কুলকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা, তা ঠিক হবেনা। গ্রান্ট ইন এইডের মারফৎ ঐসব স্কুলগুলিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আর দ্বিতীয়তঃ আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে গ্রান্ট ইন এইড ফর প্রাইভেটলি ম্যানেজড মিউজিক স্কুল এবং সংস্কৃতির জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকার পরিমাণ আরও বাড়ানো উচিত। তারপর আমার বক্তব্য হচ্ছে গ্রান্ট ইন এইড রুল সম্পর্কে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বহু প্রাইভেট স্কুল আছে, সেগুলিকে অনেক বদনাম নিতে হয়। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে গ্রান্ট ইন এইডের রুলসের জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যে নেতাজী স্কুল হচ্ছে বেষ্ট স্কুল, তাদেরকেও আজকে শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অনেক ডিফিকালটিজ ফেস করতে হয়। গ্রান্ট ইন এইড সম্বন্ধে অনেক রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছে আগরতলা শহরের স্কুলগুলি এবং সেখানে আমার বক্তব্য বিষয় হচ্ছে, গ্রান্ট ইন এইড সম্পর্কে আমার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা হয়েছে। গ্রান্ট ইন এইড রুলস ডিফেকটিভ—কেন ডিফেকটিভ, কারণ তার মাধ্যমে অনেক গোলমাল সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে যে অডিট হল, সেই অডিটের পর শিক্ষককে যে ওয়ান থার্ড ক্যাশ অর্থাৎ ৯০ পার্সেন্ট যে বেতন দেওয়ার কথা, সেটা কোন সনের বেতন, সেটা হচ্ছে ১৯৬৬-৬৭'এর বেতন, ১৯৬৭-৬৮ এর বেতন দেওয়া হয়না। অর্থাৎ এক বছর পরে তাদের বেতন দেওয়া হয়। তার মধ্যে নিউ রিক্রুটমেন্ট যদি হয়, বা অন্যান্য খরচ যদি বাড়াতে হয়, সেগুলি এর অন্তর্ভুক্ত হয় না। যার জন্য একটা ডেফিসিট সব সময় থেকে যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য অ্যাডভান্স গ্রান্ট ইন এইড দেওয়ার প্রবর্তন করেছেন; সেটার দ্বারা সবটা কভার করেনা। কাজেই গ্রান্ট ইন এইড রুলসটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা দরকার। গ্রান্ট ইন এইড রুলস অনুসারে আগে যে ছিল এ্যাকচুয়েল যে পেমেন্ট করা দরকার, সেটা তিন মাসে দেওয়া হত, সেটাকে সেন্ট পার্সেন্ট দেওয়া উচিত। আর, যদি সেটা না দেওয়া হয়, তাহলে স্কুলগুলিকে সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাওয়া উচিত। তারপর,

আমরা দেখছি যে গ্রান্ট ইন এইড রুলস যে আছে সেই নিয়মের উপর আবার আমাদের এডুকেশন ডিরেক্টার বে-আইনী কাজ করছেন। কেন বলছি বে-আইনী কাজ করেন, সেটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী তার প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডের যে রুলস এণ্ড এ্যাক্ট, ১৯৬৯ সনে যেটা এ্যামেণ্ডেড রুলস, সেটা ত্রিপুরাতে এক্সটেণ্ড করা হয় নি। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে যেসব স্কুল সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ড এর এফিলিয়েশনে চলছে, সেইগুলির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত রুলস এণ্ড এ্যাক্ট ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ডি, পি, আই, এ্যাপলাই করতে পারবেন। কিন্তু ত্রিপুরার ডিরেক্টার অব এডুকেশানের সেই ক্ষমতা নেই। সেই জায়গায় নিয়ম হচ্ছে সেটাকে এক্সটেণ্ড করিয়ে নিয়ে, তারপর তিনি তার ক্ষমতা এ্যাপলাই করতে পারেন, কিন্তু সেটা না করে, কনভেনশন হিসাবে সমস্ত প্রাইমারী স্কুলগুলির উপর খবরদারী করছেন। উনারা হচ্ছেন মহাজন, টাকা দেন, তারা খাতকের উপর খবরদারী করতে পারেন, সেই খবরদারী তারা ঋণের বেলায় করছেন, কিন্তু সুদের বেলায় নয়। কাজেই এটা আইন বহির্ভূত কাজ। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী হয়তো স্বীকার করবেন, যে নেতাজী স্কুলের হেড মষ্টার এবং প্রগতি স্কুলের হেড মাষ্টারউনারা শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে রিপ্রেজেন্টেশান দিয়েছেন এ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে। এ্যাপয়েনমেন্টের ব্যাপারে তিনজন নিয়ে একটা কমিটি করা হয়। কমিটি করেছেন আপত্তি নেই, কিন্তু সেখানে দেখা যায় কমিটির দুইজন মেম্বার যদি একটা ডিসিশন নেন, আর গভর্ণমেন্ট নমিনি যদি তাতে অমত দেন, তাহলে তার ডিসিশনই হবে ফাইন্যাল ডিসিশন। তাহলে এই কমিটির কি অর্থ ? সেটা করবার কি দরকার আছে ? কাজেই আমার এখানে বক্তব্য হচ্ছে কমিটি যখন করেছেন, সেটা যাতে ডেমক্রেটিক ওয়েতে চলতে পারে, মেজরিটির মত যাতে গ্রহণ যোগ্য হয় সেটার জন্য তারা রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের কোন জবাব দেওয়া হয় নাই। আমরা স্কুলের গর্ব করি, ছবি দেখি সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরায় আমাদের যারা জিমনাষ্ট, তারা রাশিয়ায় গোল্ড মেডেল পেয়েছে। কিন্তু সেটা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অবদান নয়, সেটা হচ্ছে ছেলেদের নিজেদের চেষ্টায়। কারণ আজকে ত্রিপুরায় একটা স্টেডিয়াম নাই। খেলাধূলার জন্য ষ্টেডিয়াম দেওয়া হচ্ছে না। অথচ ছবিতে দেওয়া হয়েছে আমরা সমৃদ্ধির পথে চলেছি। ছেলেরা সাঁতার কেটে সিংহলে সাগর পাড় হয় ইত্যাদি। আমাদের ছেলেরা আরও অনেক কিছু করে আমরা এই নিয়ে গর্ব বোধ করি, কিন্তু সবই তারা তাদের নিজেদের চেষ্টায়। আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের অবদান এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তার প্রমাণ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা এই ফিজিক্যাল এডুকেশান খাতে ধরা হয়, এবং এই খাতে খরচও হচ্ছে, কিন্তু একটা ষ্টেডিয়াম ত্রিপুরায় হচ্ছে না। যে স্টেডিয়ম এর জন্য বারবার ডিমাণ্ড করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—নাউ আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু ফিনিশ হিজ স্পীচ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আচ্ছা, আপনার আদেশ মানা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ। শ্রী ইউ, কে, রায়। শ্রী বিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ এর জন্য টাকা চেয়েছেন, আমি তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে, বিরোধী দলের কাটমোশানের প্রতিবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, অনুগ্রহ করে দশ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—আমি চেষ্টা করব।

শিক্ষা জাতীর মেরুদণ্ড আমরা বলি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার অগ্রগতি অনস্বীকার্য্য। সারা ভারতের তুলনায় এবং ত্রিপুরার জনসংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখলে, ত্রিপুরার শিক্ষার প্রতি মন্ত্রীসভার দৃষ্টি কতটুকু আছে তা আমরা বুঝতে পারি এবং সেটা আমাদের গর্ব্বের বিষয়। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এবং ত্রিপুরা একটি পশ্চাদপদ দেশ, এইদিকে লক্ষ্য রেখে যে ত্রিপুরার শিক্ষাবিভাগ এগিয়ে চলেছেন, সেটা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই প্রশংসা যারা করতে চায়না, তারা কেন করতে চায়না, আমরা না জানি। বিরোধীদল তাদের কাট মোশানের মাধ্যমে অনেক কথা রেখেছেন। আমার মনে হয়, তারা তিনজন মিলে যে কাটগুলি রেখেছেন, সেগুলি বাস্তব উপলব্ধি করে তারা তা বলেননি। ত্রিপুরা একটা টেরিটোরী, সেন্ট্রালের দানের উপর নির্ভরশীল এবং যেসব পয়েন্ট তারা রেখেছেন, এইগুলির মধ্যে সবগুলিই অপ্রয়োজনীয়, আমি বলবনা, কিন্তু প্রয়োজন থাকলেও অর্থের ব্যয় বরাদ্দের দিকে লক্ষ্য রেখে, সেইসবগুলির রূপদান করা সম্ভব নয়, সেটা তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তথাপি জনসাধারণের কাছে তারা যে জনসাধারণের দরদী, সেটা বুঝানোর জন্যই তারা তা করছেন। বাক চাতুর্য্যের মাধ্যমে জনসাধারণের মন জয় করার কৌশলই তাদের বক্তৃতার মধ্যে ফোটে উঠেছে। তথাপি জনসাধারণের কাছে তুলে ধর এই উদ্দেশ্যে যে তারা যেন সেইসব জনতার দরদ বুঝতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের কাছে বাকচাতুর্য্যের মাধ্যমে বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের মনকে জয় করার যে একটা কৌশল, এটাই তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে, এটাই আমি মনে করি। কাজেই প্রত্যেকটি ব্যাপারে সমালোচনা না করে, আমি বলব যে আমাদের শিক্ষা বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ প্রতি বছর বেড়ে চলছে। এটা তারা যদি বাজেট পড়েন তাহলে দেখতে পারবেন এবং সেটা এই বাজেটের মধ্যেও স্পষ্টভাবে লেখা আছে। কিন্তু তবুও তাদের সমালোচনা করতে হবে তাই তারা সমালোচনা করেন এবং সমালোচনা করার প্রয়োজন তাদের আছে আর এই সমালোচনাকে তারা তাদের রাজনৈতিক ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে তারা দেখে থাকেন। এই ছাড়া আর কিছু এর মধ্যে আছে বলে আমি ধারনা করিনা। তাই আমি আজ তাদেরকে বলব যে তারা যদি আমাদের ত্রিপুরার শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং তার সাথে সাথে সমালোচনাও করেন তাহলে তারা দেখতে পাবেন যে তাদের নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার শিক্ষানীতির মধ্যে যে একটা নৈরাশ্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এবং তার ফলে জনগণের মনে যে একটা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, সেটা যেন অনুধাবন করেন। তাদের তের মাসের রাজত্বে সেখানে শিক্ষানীতির মধ্যে যে একটা মানবতা ছিল, এবং শিক্ষাকে একটা উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার যে একটা মনোভাব ছিল, সেই ধারাকে তারা যে রাজনৈতিক ও দলীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। তাই আজকে আমরা দেখতে পারছি যে পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা যেন দিনের পর দিন ভেঙ্গে পড়ছে। কাজেই এর মধ্যেও তাদের একটা দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই তারা যে এখানে এত বড় বড় কথা কি উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন, সেটা আমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না এবং তারা যদি সত্যি এই ত্রিপুরা রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা হতেন, তাহলে ত্রিপুরার মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার যে কি অবনতি হত, সেটা আমরা ঐ পশ্চিম বঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারি। এখানে একজন সদস্য বলেছেন যে আমাদের দলীয় নীতির

জন্য আমরা এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে পেরেছি। কিন্তু আমরা যদি সেদিকে লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখব যে পশ্চিমবঙ্গ তাদের দলীয় নেতারা যে ভাবে তাদের দলের সার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলিতে আগে যে কমিটি ছিল সেগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে কমিটি করেছেন, তার জন্য সেখানকার জনসাধারণ ক্ষেপে উঠেছেন এবং তারা চিন্তা করছেন ও বুঝতে পারছেন যে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে ভাবে সুন্দর করার কথা ছিল, সেইভাবে তারা সুন্দর করতে পারেন নি। সেজন্য আমি ওদের চোখের দৃষ্টি সেদিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলতে চাই যে আমাদের ত্রিপুরার যে শিক্ষা নীতি এবং ত্রিপুরার যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা পশ্চিমবঙ্গের মত হতে পারেনা এবং ত্রিপুরার মানুষও সেটা চায় না। তাই ত্রিপুরার মানুষ বুঝতে পারছে যে তাদের সেই গালভরা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজ, সেটা শুধু তাদের মুখেরই কথা, কার্য্যত: সেটা তাদের দলীয় স্বার্থের নীতি। কাজেই আমি আর এই হাউসের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। তবু আমি আমার ধর্মনগরের সম্পর্কে কয়েকটা কথা এখানে রাখব। সেটা হল আমাদের ধর্মনগরে গার্লস স্কুলের জন্য একটা বিল্ডিং দরকার এবং ত্রিপুরাতে গৃহ বিজ্ঞানের ছাত্রীদের লেখা পড়ার বিষয়ে কতগুলি অসুবিধা আছে। আজকে যে ভাবে ছাত্রীরা গৃহ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করে পাশ করে বেড়ুচ্ছে, সেখানে তাদের আরও উচ্চ শিক্ষা করার মত কোন ব্যবস্থা নেই। সেজন্য আমি মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে বিশেষ আবেদন রাখব যে আগামী বছরে ছাত্রীদের গৃহ বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয় সেজন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর একটা জিনিষ আমি বলব, সেটা হল ধর্মনগরে বি, বি. ইনষ্টিটিউশনে কোন অ'ডিটরিয়াম বা ক্যাম্পাস হল নেই, এর জন্য গতবারেও আমি এই হাউসে বলেছিলাম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটার কোন কাজই হচ্ছে না। কাজেই আমি আশা করব যে সেটা যাতে অতি সত্বর হতে পারে সেজন্য যেন সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেন। আমার আর একটা প্রস্তাব হল আমাদের সরকারের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের মধ্যে পরস্পর সহযোগীতার একটা অভাব আছে, সেজন্য আমাদের জনসাধারণের যে সব উন্নয়নমূলক কাজ আছে, সেগুলি করতে হলে একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। কেন আমি আজকে এত কথা বলছি, বলছি এই জন্য যে আমি দেখেছি যে কয়েকটা স্কুল ঝড়ে পড়ে গেছে সেগুলি রিপেয়ার করার জন্য টেণ্ডার কল করা হয়, কিন্তু সেগুলি রিপেয়ার করতে গেলে কতগুলি বিষয়ে টেকনিক্যালম্যানদের প্রয়োজন হয় আর সেই সব ট্যাকনিক্যালম্যানেরা থাকে আমাদের পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টে এবং সেজন্য এ ডিপার্টমেন্টের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে যথা সময়ে ঐ সাহায্য না পাওয়ার দরুন সেই সব স্কুলের রিপেয়ারের কাজও যথা সময়ে হতে পারছে না এবং তার জন্য আমাদের জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং ছেলেমেয়েদের ঐ সব স্কুলে পড়াশুনা করতে অনেকটা ব্যাঘাত হয়। কাজেই সময় মত যদি ঐগুলি রিপেয়ার ইত্যাদি করা হত তাহলে হয়তো ঐ সব স্কুল আর ঝড়ে পড়ে যেত না। এবং সরকারকে যে এখানে তীব্র সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়, আর জনসাধারণের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সঞ্চার হয়, সেগুলি থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারতাম। আজকেও এই হাউসের মধ্যে এত ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা কিছু বলেছেন, সেজন্য মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও একটা বিরক্তির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমি আশা করব পরবর্তীকালে যেন এদিকে সরকার দৃষ্টি রাখেন। আজকে যেভাবে প্রত্যেকটি স্কুলের রিপেয়ারের প্রশ্ন উঠেছে তাতে যদি আমাদের ইন্সপেক্টরেরা

সময় মত সেই সব স্কুলগুলি ইন্‌স্পেক্‌শন করে যেতেন তাহলে আমার মনে হয় যে সেই সব দোষ ত্রুটি অবিলম্বে ধরা পড়তো। সে জন্য স্কুলগুলির রীতিমত ইন্‌স্পেক্‌শন হওয়ার দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া আরও কতগুলি কারণ আছে, যদি রীতিমত ইন্‌স্পেক্‌শন করা হয় তাহলে সেই সব স্কুলের ছাত্ররা কি রকম লেখাপড়া করছে এদিকে তাদের কতটা উন্নতি হয়েছে বা মাষ্টার মশাইরা ঠিকমত ছাত্রদের পড়াশুনা করাচ্ছেন কিনা সেটাও দেখার একটা সুবিধা থাকে। তারপরে আমি আর একটা ঘটনার প্রতি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটা হল আমরা দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নূতন নূতন অনেক হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল গড়ে উঠছে। এটা আমার কাছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লাগে যে সেই সব স্কুলের যে ভাবে কনষ্ট্রাক্‌শন করা হয়, তা দেখে মনে হচ্ছে সেগুলি অনেকটা দিল্লীর প্ল্যানে তৈরী হয়েছে। কিন্তু আমি বলি দিল্লী তো আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য বা বাংলা দেশের মত নয়। আমাদের এখানে যদি কেউ ঘর করে তাহলে সে দেখবে যে দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস পাচ্ছে কিনা, তেমনি আমাদের স্কুলগুলির কনষ্ট্রাক্‌শনের ব্যাপারে খাটে। এখানে যে সব স্কুল বিল্ডিং হয়েছে, তার সবগুলিই দক্ষিণ দিকে বন্ধ আছে, ফলে দক্ষিণের বাতাস আর সেই স্কুল ঘরে ঢুকতে পারে না। আমি মনে করি তাতে করে আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য অনেকটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। কাজেই এই স্কুল ঘর কনষ্ট্রাক্‌শন হচ্ছে, সেটা আমাদের ত্রিপুরার পক্ষে ঠিক কিনা সেটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে এবং যদি এই জায়গাতে যে জলবায়ু আছে তার পক্ষে যদি এই ধরনের কনষ্ট্রাক্‌শন সুট না করে তাহলে সেটার পরিবর্ত্তন করা দরকার। এই রাজ্যের জলবায়ুর সঙ্গে মিল না রেখে যে কতগুলি স্কুল ঘর হয়েছে সেজন্য এখানে অনেক সমালোচনা হয়েছে। তাই আমি আব একবার এই হাউসের কাছে আমার বক্তব্য রাখছি যে এই বিষয়ে যেন একটা প্রতিকারের পথ খুঁজে বের করা হয়। কারণ দিল্লী বা উত্তর প্রদেশ-এর জলবায়ু তো আর ত্রিপুরা এবং বাংলা দেশের মত নয়।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কেন না আমাদের সময় খুব অল্প. আমাদের ২।৩টি ডিমাণ্ড আলোচনার বাকী রয়ে গেছে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী—স্যার সময় যখন কম, তখন আমি আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। সেটা হল ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ক্লাশ ফাইভে এবং ক্লাশ এইটে যে পরীক্ষা হয়, সেটা যদি একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরাতে করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় এবং প্রায় দেখা যায় যে পরীক্ষার সময়ে অনেক কিছু অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, সেই অবস্থার থেকে সরকার মুক্তি পেতে পারে। এছাড়া এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের শিক্ষার যে মান সেটা অনেকাংশে উন্নত হতে পারে। কাজেই এদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত স্কুলে ক্লাশ ফাইভ এবং ক্লাশ এইটের পরীক্ষাগুলিতে যাতে একই ধরণের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয়, তার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে আবেদন রাখব। এখানে আর কয়েকটি কথা বলছি, বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি স্থানীয় কয়েকটি জায়গার অবস্থা বলছি। বিগত ঝড়ের সময়ে কতগুলি স্কুল ধর্মনগরে পড়ে গেছে এবং বড় বড় স্কুল বড় বড় গ্রামে ছিল এবং তাদের ছাত্রসংখ্যাও ৪০০।৫০০ ছিল। সেগুলি ঝড়ে পড়ে যাওয়ার পর এখন স্কুল কোথাও হচ্ছেনা। তারমধ্যে দেওছড়া, জলেভাসা অন্যতম এবং কয়েকটি জায়গার স্কুল অচিরেই

যাতে শিক্ষাবিভাগ থেকে মেরামত করা হয় তারজন্য আমি অনুরোধ রাখব। আর একটা কথা বলব যে জনতা কলেজ ধর্মনগরে যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে, সেই সম্বন্ধে বার বার এই হাউসে আবেদন জানিয়েছি যে সি. আর. পি যে আছে তাদের উঠিয়ে নিয়ে জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে যে কলেজ করা হয়েছে সেই কলেজটা মুক্ত করা হউক এবং শিক্ষার প্রয়োজনে এই কলেজটাকে ব্যবহার করা হউক এবং এইজন্য স্থানীয় অধিবাসীদের বিরাট একটা বিক্ষোভ আছে। কারণ চারদিকে গ্রামে ঘনবসতি। সেই জায়গায় মিলিটারী যে সি. আর. পি আছে তাদিগকে অচিরেই উঠাবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। আমার সময় কম বলে বেশী বলতে পারছি না। সবারই বলার সুযোগ পাওয়া দরকার। তাই আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker—শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী। অনারেবল মেম্বার প্লীজ স্পীক ফর টেন মিনিটস।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—এটা তো স্যার ঠিক হলনা। অন্যেরা বেশী বলার সুযোগ পেল। আমি কেন বঞ্চিত হব ?

Mr Speaker কি করব সময় কম। আই অ্যাম হেল্পলেস।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আগে অনেক বক্তা এই বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। এই যে শিক্ষা বিভাগের বাজেট তাকে সমর্থন করতে হবে, সেজন্যই সমর্থন করছি। কিন্তু আজকে একটা ব্যাপারে শিক্ষাবিভাগের কথা বলতে গিয়ে আমার একটা পুরান কথা মনে পড়ে গেল। সেটা হল বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বলেছিল যে আমরা যদি ভারতবর্ষের উন্নতি না করতাম তাহলে ভারতবর্ষ রসাতলে যেত। কারন পৃথিবীতে যেখানে বৃটিশ সরকার ছিলনা সেইসব দেশ রসাতলে গিয়েছে। কিন্তু আজকে আমাদের মন্ত্রীবাহাদুররা এই কৈফিয়তই দিবেন যে আমরা না করলে ত্রিপুরা রাজ্য রসাতলে যেত। কিন্তু তিন বছর যাবৎ যে তাদের চেষ্টা দেখছি, আমাদের যে উন্নতি দেখছি তাতে এটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে শিক্ষা বিভাগকে উন্নত করবার কতটুকু চেষ্টা তারা করেছেন। আমার মনে আছে যে ১৯৬৭ সালে যখন এই সভাতে বাজেট নিয়ে আলোচনা করি তখন নতুন মন্ত্রীসভা কত বড় আশা, কত বড় ভরসা দিলেন। শিক্ষামন্ত্রী আশা দিলেন যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত দুর্নীতি. শিক্ষার অসুবিধা, সবগুলি আমরা দূর করতে চেষ্টা করব। কিন্তু আস্তে আস্তে গতি পুরাণ হতে লাগল এবং আমরা দেখলাম সমস্ত আশা ভরসা ত্রিপুরার শেষ হয়ে গেল। আজকে আমরা দেখতে পাই ডেমক্রেসীর জন্য যে এডুকেশন, সেই এডুকেশন ত্রিপুরাতে হচ্ছেনা। আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরাতে এই যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এটা যেন ডিফারেন্ট ট্রিটমেন্ট। আজকে আমরা দেখতে পাই শহরে এক রকম শিক্ষা, গ্রামে একরকম শিক্ষা। বড় বড় কথা আমরা যখন বলি যে শিক্ষাকে নিয়ে যাব আমরা গ্রামে, গ্রামের কৃষকদের আমরা শিক্ষিত করে তুলব, দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে এক তালে পা ফেলে চলতে সাহায্য করব। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই যে মফঃস্বলে যে স্কুল হয়েছে, শত শত স্কুল হয়েছে সেটা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই প্রাইমারী স্কুলগুলি, যার উপর ভিত্তি করে আমাদের জাতীয় শিক্ষা গড়ে তুলব, সেখানে দেখতে পাই ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত পাঁচটা ক্লাস চলছে, স্কুলে মাত্র শিক্ষক একজন। আজকে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক লোক চিন্তা করতে পারে কিনা যে ৫টি ক্লাশে একসঙ্গে একজন শিক্ষক

পড়াতে পারে? আজ এই শিক্ষকের কোন অসুখ নাই বিসুখ নাই, যেহেতু তারা দাসখত লিখে দিয়ে এসেছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যে তার কোন অসুখ হবেনা। আজকে সেই শিক্ষক যদি ছুটি নেয়, আজকে যদি সে অসুস্থ হয় তাহলে সেই স্কুল বন্ধ। তাহলে শিক্ষার যে ভিত্তি, সেই ভিত্তিটা যখন দুর্বল তখন সেই শিক্ষা কতটুকু গড়ে উঠবে তাও আমরা বুঝতে পারি। আমরা কিছু কিছু গ্রামে দেখতে পাই যে স্কুলগুলি নামে মাত্র দাঁড়িয়ে আছে, কাগজেকলমে স্কুল আছে। কিন্তু আজকে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? ছাত্ররা ঘরে বসে সূর্য্যের আলো ভোগ করছে। অবশ্য শীতকালে আরাম লাগে। কিন্তু বর্ষাকালে কি অবস্থাটা হয়? জামা কাপড় ভিজে শেষ হয়ে যায়। গরীবের ছেলেদের একটার বেশী জামা কাপড় থাকেনা। সে আর একটা আনবে কোথা থেকে। তারপর রিপেয়ার করবার সময় যখন আসে আমরা দেখি মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখের পরে সোনামুড়াতে এক লক্ষ টাকা স্যাংশান হয়েছে পুরানো স্কুলগুলিকে মেরামত করার জন্য। আজকে বাস্তব অবস্থা চিন্তা করতে গেলে এটা সম্ভব কিনা একটি মাত্র ইন্সপেক্টার অব স্কুলস একটা সাবডিভিশনের সমস্ত স্কুলগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবে যে ১৫ দিনে সেগুলির কাজ শেষ হয়েছে কিনা? কি হয়েছে সেটা আমি শিক্ষামন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে চলুন আমার সঙ্গে, যত টাকা স্যাংশান করেছেন এবং যত টাকার বিল ড্র করা হয়েছে ততো টাকার কাজ হয়েছে কিনা সেটা দেখুন। কাজ করতে পারেনি। কোনরকমে এক বাঁধ টিন ভুলে রেখেছে, আর বাকীগুলি সমস্ত ভাগাভাগি হয়ে যাবে, আর কতগুলি হয়ত কাজ না করেই কন্ট্রাক্টাররা ফিরে এসেছে। বছরের পর বছর এই চলবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ তাদের জনপ্রতিনিধিদের উপর এই পুরানো আমলরা যে ভুল ত্রুটি করেছে সেটা সংশোধনের ভার দিয়েছে। কিন্তু গ্রামের ছেলেরা যখন স্কুলে যায় তখন আমরা দেখতে পাই শহরের স্কুলের জন্য একরকম ব্যবস্থা এবং গ্রামের স্কুলের জন্য আর একরকম ব্যবস্থা। কারণ ওখানে বড় বড় মন্ত্রী থাকেন, বড় বড় আমলারা থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েতো গ্রামের ছেলেদের মত নয়। কাজেই আমরা দেখতে পাই গ্রামে যারা ভাল ছাত্র তারা শহরে ভীড় করছে। কিন্তু সেখানে এসেও তো এক স্কুল থেকে সেই স্কুল ঘোরাঘুরির পর ফিরে যায় এবং বলে পেলাম না কোন স্কুলে স্থান। সুতরাং দেখা যায় যে আমরা শুধু বড় বড় বুলি আওড়াই। আমরা শিক্ষিত করে তুলব। কিন্তু স্কুলে যখন ভর্তি হতে যায় তখন বলে স্থান নাই। আজকে যে নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত হতে চায় তারাও স্থান পায়না [রেড লাইট]। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আইজ নোজ বললেই বিল পাশ হয়ে যাবে। আমাকে আর একটু সময় দিন।

[শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—আমরাও বলব স্যার]

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন। বাধা দিচ্ছিনা। যাহোক আজকে শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই যে যারা নাকি শিক্ষার ভার নিয়েছে তাদের পক্ষে তো শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এক ক্লাসে যেখানে ১০০,১৫০ ছাত্র আছে, সেখানে একজন মাষ্টার এতগুলি ছেলেকে কি করে শিক্ষা দিতে পারে। কোনরকমে দায়দায়িত্ব সেরে আমার দিনটা কাটাতে পারলেই হল। এই হল তাদের মনে ভাব। আর শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রীরা কাজ দেখাবার যেন তেন প্রকারেণ দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন, বড় বড় অফিসারেরা যেন তেন প্রকারেণ কাজ শেষ করতে চাইছেন। তার পেছনে কোন দায়িত্ব আছে বলে তারা মনে করেনা। ছাত্ররা যেন তেন

প্রকারেণ ডিগ্রি পেলেই মনে করে কাজ হয়ে গেল। তাই আজকে দেখতে পাই পড়াশুনার করবার কোন দরকার হয়না। তাই দেখতে পাই পরীক্ষার সময় রাস্তা থেকে মাইক চলে। ছাত্ররা দলে দলে চিট দেয় পরীক্ষা হলের মধ্যে। শিক্ষা বিভাগ সেটাকে দেখিয়ে বলে ত্রিপুরা রাজ্যের মত ভারতবর্ষের আর কোন জায়গাতে এত শিক্ষিত নাই শিক্ষার ব্যাপারে যদি এইরকম হয় তাহলে অন্যেরা কিসের উপর আস্থা রাখবে জানিনা।

তারপর গ্রামের কৃষক ছেলেমেয়েরা যেখানে স্কুলে পড়ে, তাদের হয়তো বাপ পর্যন্ত লাঙ্গলের কাজ করেছে, কিন্তু আজ তার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখে চাকুরী নিতে এসে দেখে যে তাদের 'না' বলে দেওয়া হচ্ছে, কারণ নাম্বার অনুসারে নেওয়া হবে। আজকে গৃহস্থ ঘরের ছেলেদের ক্ষমতা নেই, মাসে একশত দুইশত টাকা করে প্রাইভেট টিউটর রেখে তাদের ছেলেমেয়েকে পাশ করাবে। এখন যারা বড় বড় মহাজন, যারা বড় বড় কর্মচারী, তাদের ছেলেমেয়েরা একশ, দুই শ টাকা করে প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারছে, তাদের ছেলেমেয়েরা ভাল নাম্বার পাবে, চাকুরীর মালিকও তারাই হবে গরীব কৃষকের ছেলেরা চাকুরী পাবে না। চাকুরী না পেলে তাদের অন্য কোন ব্যবস্থা ও করে দেওয়া হয় না, তারা কি করে জীবিকা অর্জন করবে? তাই আজকে দেখা যায় আমরা যখন বলেছিলাম চাকুরী দাও, তখন দেখতে পেয়েছি যে মন্ত্রীসভার এই রকম ডিসিশন নেওয়া হয়েছে যে ইন্টারভিউর মারফত চাকুরী দেওয়া হবে। ইন্টারভিউর মারফত যাদের নেওয়া হল তারা সবাই হচ্ছেন তাদের সিলেক্টেড পারসন, এবং তাদের চাকুরী দিয়ে দেওয়া হল। তারপর নিয়ম করা হল, কুমিল্লা বোর্ড—ঢাকা বোর্ডে পাশ করা ছাত্রদের নেওয়া হবে না। কিন্তু তারা ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হয়ে থাকুক, তাদের চাকুরীর দরকার নেই। তারা রাস্তায় রাস্তায় ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে চীৎকার করুক, আর তাদের পুলিশ দিয়ে মারধর করা হউক, মোটামুটি বেশ জমে উঠবে। সুতরাং তাদের চাকুরীর কোন দরকার নেই। যখন নাকি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নিজেদের লোকদের সবগুলি চাকুরী প্রায় হয়ে গেল, তখন বলা হল নাম্বার হিসাবে চাকুরী দেওয়া হবে। কারণ শহরের ছেলেরা নাম্বার বেশী পায়, গ্রামের ছেলেরা কম পায়, অতএব গ্রামের ছেলেদের জন্য কোন চাকুরী নেই। তারপর আবার কি নিয়ম হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রীরাই বলতে পারেন।

মাননীয় প্রমোদবাবু যে এডুকেশান ডিরেক্টার এবং অন্যান্যদের দোষ ত্রুটি এখানে দেখিয়েছেন, আমি সেই সম্পর্কে উনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না কারণ ডিরেক্টারের ঘাড়ে কয়টি মাথা আছে যে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কাজ করবেন? আজকে তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্রিটিশ সরকারের আমলে আমরা যেমন সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম, এখনও আমরা সেই সান্ত্বনাই পাচ্ছি। আর মন্ত্রীসভা সোনার পিতলের কলসীর মত শোভা পাচ্ছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker —শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে দশ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অর্থমন্ত্রী আজকে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশান-এ ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থনের সাথে সাথে আমি দুই একটি বক্তব্য রাখছি। আজকে আমাদের বাজেটে স্কুলে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা আছে এবং মিড-ডে টিফিনের সুযোগ

কোন কোন স্কুলে দেওয়া হবে বলে বাজেটে দেখিয়েছেন। আজকে এই যে মিড-ডে-মিলের যেখানে ব্যবস্থাকরা হচ্ছে, সেখানে কোন কোন স্কুলে মিড-ডে-টিফিনেরও ব্যবস্থা করার রেওয়াজ উনারা সৃষ্টি করছেন, তার অর্থ হচ্ছে গরীব ছেলেমেয়েরা উপোস করে এবং অভুক্ত অবস্থায় পাঠ গ্রহণ করতে অপারগ হয়, তাই সরকার থেকে মিড-ডে-মিলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, সেটা বাস্তবিকই সুখের কথা। কাজেই আজকে যেখানে সারা ত্রিপুরায়, বিশেষ করে তপশিলভুক্ত জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায় যারা, তাদের জন্য যে স্টাইপেণ্ড বাড়ানোর চীৎকার, সেটা আজকে একদিনের নয়, বিধানসভা আসার পর থেকেই এই চীৎকার সুরু হয়েছে, বিধানসভা অভিযান করে, ডেপুটেশান দিয়েছে, এবং আজকে এই ডেপুটেশানের ফলে তাদের স্টাইপেণ্ড সাড়ে সাত্রিশ টাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা করা হয়েছে। এই যে ৪৫ টাকা, এ টাকায় আজকালকার দিনে, যারা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ, তাদের জন্য যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা দিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের একটু সবল করে যাতে শিক্ষার সুযোগ বেশী পায়, তার জন্য। আমি মনে করব একথা যে ত্রিপুরার যারা উপজাতি এবং তপশীলি জাতি, যারা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা, দীক্ষায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন, তারা যে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করে এগিয়ে গিয়েছেন, সেটা আমি স্বীকার করি না। কারণ যে ব্যবস্থা তাদের জন্য রাখা হয়েছে, সেটা অপ্রচুর। তাছাড়া তাদের শিক্ষিত হওয়ার জন্য উৎসাহ দানের এমন কোন ব্যবস্থা নাই। তারা অজ্ঞ, তারা মূর্খ, এবং দুর্বল যার ফলে গার্জিয়ানদের মধ্যে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার কথা তারা চিন্তাই করতে পারে না। যে সব ছেলেমেয়ে আজকে লেখাপড়া শিখতে আসছে, তারা সরকারী ৪৫ টাকা সাহায্যের জন্য আসছেনা, তারা হয়তো তাদের পরিবেশের দরুণ লেখাপড়া শিখতে কিছুটা আগ্রহী হয়েছে, যেমন আমাদের অন্যান্য লোকের মধ্যেও যারা গরীব তারা লেখাপড়া শিখছে, সেইভাবে তারাও শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে, সরকারী ব্যবস্থাপনায় নয়। কারণ যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, আমরা নিজেরা যারা শহরে থাকি, তারা জানি যে ডাল ভাত খেতে হলেও মিনিমাম কত টাকার প্রয়োজন আছে। যদি অন্ততঃ বোর্ডিং স্টাইপেণ্ড সেই টাকাটাও না দেওয়া হয়, তাদের বঞ্চিত করে রাখারই সামিল বলে আমি মনে করব। আমরা যেখানে মিড, ডে,-মিলের ব্যবস্থা করছি, সেখানে নীচের থেকে খেয়ে পড়ে, মাথা ঠিক রেখে তারা যাতে লেখাপড়ার সুযোগ নিতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। কাজেই আমি এখানে এ কথা বলব, বার বার যেখানে এই নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা চলছে, এবং দিনের পর দিন অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, সেখানে অন্ততঃ কমপক্ষে স্টইপেণ্ড ৭০-৮০ টাকা করা উচিত। নতুবা আজকালকার দিনে শহরে কোন অবস্থায়ই ডাল ভাত খেয়ে তারা চলতে পারে না। আশা করি এই সম্পর্কে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি, এই বিষয়ে তিনি তার সুচিন্তিত অভিমত পরবর্তী সময়ে হাউসের সামনে রাখবেন। তাছাড়া আজকে এই যে স্কুল সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে, মাননীয় সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন। আমি এ কথা অস্বীকার করছি না যে শিক্ষা বিভাগের উন্নতি হয় নাই, উন্নতি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আমার কথা হল, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যদি বিলাত এবং আমেরিকার মত সুযোগ থাকে, তাহলে টাকা রাখার কি অর্থ আছে। কাজেই আজকে সারা ত্রিপুরার অবস্থার প্রতি যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরার স্কুলগুলির ব্যবস্থাপনায় কিছু গোলমাল আছে। যেমন মফস্বল শহরের স্কুলগুলি এক রকম ট্রীটেড হচ্ছে, আবার রাজধানী

আগরতলা শহরের স্কুলগুলি অন্যরকম পাচ্ছে। যেমন মফঃস্বল শহরগুলিকে এক রকম ট্রীট করা হচ্ছে আবার রাজধানীতে যে সব স্কুল আছে, সেগুলির কনষ্ট্রাকশানের ব্যাপারে আর এক রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখানে দুই তলা বিল্ডিংও হচ্ছে কিন্তু আমার এলাকাতে বিশেষ করে কমলপুরে···

Mr. Speaker – I would request Shri Aghore Deb Barma to take the Chair for a while as he is one of the Presiding Officers of the House.

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস—মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আশা করি এবার সময় কিছু বেশী পাব। যাহোক এখন আমাদের বক্তব্য রাখার মত একটা ব্যবস্থা হবে এটাই আমরা আশা করি। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি এখানে আমাদের কমলপুরের স্কুলগুলির কথা বলছি। সেখানে দুই দফাতে —প্রথম দফাতে ২২ কানি এবং দ্বিতীয় দফাতে ২১ কানি জমি একুইজিশন করা হয়েছে, একটা স্কুলের জন্য। যে জমিগুলি একুইজিশন করা হয়েছে সেগুলির সবই ধানি জমি। আমি এই হাউসে এম. এল. এ. হয়ে আসার পর অনেকদিন থেকে চিৎকার করে আসছি কিন্তু কোন ফল হচ্ছেনা। সেজন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব বিশেষভাবে যাতে এইদিকে তিনি একটু নজর দেন। যেখানে ২২ কানি এ্যাকোয়ার করা হয়েছে, তাতে আছে মডেল স্কুল, ইন্সপেক্টার অব স্কুলের কোয়ার্টার, হেড মাষ্টারের কোয়ার্টার এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বিলডিং। এইসব দেখে মনে হয় সেখানে যেন একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নমুনা ধরে এসেছে। কেননা এই মডেল স্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুল সেখানে আছে, তাহলেও সেগুলি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা আছে, আবার সেখানে যে কি করে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ঢুকলো, কি করে যে ইন্সপেক্টার অব স্কুলের কোয়ার্টার ঢুকলো এবং কি করে হেড মাষ্টারের কোয়ার্টার ঢুকলো, তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানে যেন সবগুলি মিলিয়ে একটা হ, জ, ব, র, ল হয়ে গেছে। তারপরে কমলপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল যেটা আছে, সেটার বাইরটা দেখতে বেশ সুন্দর, কিন্তু ভিতরে একটা অব্যবস্থা চলছে, এবং সেখানে যে কি চলছে, তার সম্পর্কে অনেক সাংবাদিকেরাও খবর রাখেন না।

সেই স্কুলঘরটা প্রথমদিকে খোলামেলা ছিল, পরে নাকি সেটাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য প্রতি বছর সেই স্কুলে কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফিট হয়ে পড়ে। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমি বার বার এই বিষয়ে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কারণ একটা স্কুল সাধারণতঃ খোলামেলা জায়গাতে হয় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেটাকে একটা বন্ধ এলাকাতে পরিণত করা হয়েছে। এটা কেন হচ্ছে? আজকে আলাদা করে যেখানে ৪১ কানি দুই ফসলী ধানি জমি এ্যাকুইজিশন করা হয়েছে, সেই স্কুলের ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য, সেখানে একটা সাঁতার শিখার জন্য পুকুর কাটানো হয়েছে, তাতে বর্ষার সময়েও দুই ফুটের বেশী জল থাকেনা। কাজেই এই ২ ফুট জলের মধ্যে কি করে সাঁতার কাটা হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছিনা, তাই আমি মনে করি এটাও একটা সাংঘাতিক ব্যাপার! আজকে যদি কৃষকদের মধ্যে সেইসব ধানি জমি ডিপার্টমেন্ট থেকে বন্টন করে দেওয়া হত তাহলে আমরা যে ফসল বাড়াবার আন্দোলন করছি, তার কাজে লাগতো এবং সরকারী ফাণ্ডে বেশ কিছু টাকা এতদিনে জমতো। কিন্তু সেটারও কিছুই করা হচ্ছেনা। হয়তো এদিকে লক্ষ্য রেখে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে পত্র লেখা হয় কিন্তু হেডমাষ্টার মশায় তাতে কর্ণপাতও করেন না, তিনি এই ব্যাপারে একেবারে নির্ব্বাক থাকেন। তারপরে এটা যখন সম্ভব হচ্ছেনা, তখন স্কুলের মধ্যে যে

একটা এগ্রি কোর্স চালু আছে, তার মাধ্যমে যদি ছাত্রদের দ্বারা কিছু কিছু ছাত্রাবাস করা হত তাহলেও অনেকটা ভালই হত বলে আমি মনে করি। এই যে শহরের মধ্যে একটা স্কুল আছে, তার মধ্যে একটা অডিটরিয়ামের ব্যবস্থা নেই। এটার জন্যও আমি অনেকবার বলেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কাজই হচ্ছেনা। তারপরে আর একটা জিনিস আমি দেখছি, সেটা হল আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে একটা অসন্তোষ আছে, এইজন্য আমি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে আরও দেখছি যে, যেসব হিন্দি ট্রেইণ্ড টিচার্স আছে তারা এখন পর্য্যন্ত কোন স্কেল পাচ্ছেনা। তাদেরকে দুই বছর পরে এইজন্য ট্রেনিং দিতে হয় এবং ট্রেনিংএ যদি পাশ না করে তাহলে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেওয়ার নিয়ম আছে। কিন্তু তারা পাশ করে এসেও স্কেল পাচ্ছেনা। এখন তারা ট্রেনিংএ পাশ না করতো তাহলে নিয়মমাফিক তাদের ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করে দেওয়া হত, অথচ পাশ করে এলে কেন তারা যে তাদের স্কেল পাচ্ছে না, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তাদের ত আর ট্রেনিং দিতে পরিশ্রম কম হয় না, বাংলা হলে অন্য কথা কিন্তু হিন্দীতে ট্রেনিং নেওয়া এটা তো একেবারে কম কষ্টকর নয়। কাজেই এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেবেন বলে আমি আশা করি এবং তারা যাতে তাদের স্কেল পেতে পারে, সেদিক দিয়ে চেষ্টা চালানো হবে। তারপরে আছে ফিজিক্যাল ট্রেনিং যারা নিয়েছে, তাদের জন্যও কোন স্কেল নেই। সেজন্য তাদের মধ্যেও একটা অসন্তোষ আছে। আর যারা নাকি আমাদের ক্রাফ্‌ট টিচার্স তাদেরকে কোন স্কেল দেওয়া হচ্ছে না, এখানে ফার্ষ্ট ক্লাশ হলে পরে স্কেল পাবে আর সেকেণ্ড ক্লাশ হলে পরে পাবে না এই রকম একটা নিয়ম আছে। আমার মনে হয় ফার্ষ্ট ডিভিশান আর সেকেণ্ড ডিভিশান এটা কোন বড় কথা নয়, এমনও দেখা যায় যে যারা থার্ড ডিভিশানে পাশ করেছে তাদের যে যোগ্যতা, সেটা যারা নাকি ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছে, তাদের যোগ্যতার থেকে কোন অংশেই কম নয়। কাজেই এই সব বিষয়ে আমাদের যোগ্যতা বিচার করতে হবে। কাজেই ফার্ষ্ট ডিভিশনে হলে পাবে আর সেকেণ্ড ডিভিশান হলে পাবে না, এটা ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তারপরে আছে প্রাইভেট স্কুল সম্পর্কে, আজকে আমরা দেখছি যে প্রাইভেট স্কুলের প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যয়ভার সরকার বহন করে থাকেন। তাছাড়া কন্টিন্‌জেন্সী হিসাবেও তারা আরও কিছু টাকা পেয়ে যাবেন, তাতে করে সব মিলিয়ে তারা সেকেণ্ড পার্সেন্ট সাহায্য পেয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য আমি মনে করি যে সরকারের ঐ সব প্রাইভেট স্কুলগুলি টেক-আপ করে নেওয়া উচিত এবং তা করলে পরে সরকারের কোন লস হবে বলে আমার মনে হয় না। লস হলেও, ঐ প্রাইভেট স্কুলগুলিতে যে সব শিক্ষক মাসের পর মাস খেটে যাচ্ছে' অথচ তারা ঠিকমত তাদের বেতন পাচ্ছে না এই যে অনিয়ম চলছে, শেষ পর্য্যন্ত সেটার দায়িত্ব এই সরকারের ঘাড়ে এসে চাপে আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে। আজকে যারা সরকারী স্কুলগুলিতে চাকুরী পাচ্ছে না তারা বাধ্য হয়ে সেই সব প্রাইভেট স্কুলগুলিতে চাকুরী নেয়, কেননা তাদেরও কিছু করে খেয়ে পড়ে বাঁচতে হবে। সেজন্য আমি বলছি যে সরকারের এই প্রাইভেট স্কুলগুলি পরিচালনার ব্যাপারে আরও ব্যাপকভাবে নজর দেওয়া উচিত। যারা প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক, সরকারী স্কুলে যারা চাকুরী পায় না তাদেরও সেখানে যেতে হয় সেই দিক থেকেও প্রাইভেট স্কুল হলেও সরকারের সেই দিকে নজর দেওয়া উচিত এবং আমার মনে হয় তাহলে প্রাইভেট স্কুলগুলির

শিক্ষকদের অসন্তোষ দূরীভূত হবে। এই ব্যাপারে প্রতি আমি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং বিরোধী সদস্যদের কাটমোশনের বিরোধিতা করে এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে আমাদের হাউসে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের যে শিক্ষার ডিমাণ্ড পেশ করেছেন তাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং আমার মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশন এনেছেন সেগুলি রমণীয় ইতিহাসের মত মনে হচ্ছে সেজন্য আমি এইগুলি সমর্থন করতে পারছি না। আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে শিক্ষাই হল জাতির মূল ভিত্তি। সেটা যদি আমরা বাজেটের সংগে দেখি, আমরা শিক্ষার নীতিকে ৩/৪ ভাগে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখব যে আগে বৃটিশ আমলে যে শিক্ষা নীতি সেটা এবং বর্তমানে স্বাধীনতা উত্তর নীতির পরিবর্তন হয়েছে এবং সেটা গান্ধীয়ান আইডিওলজীর উপর, বেসিক এডুকেশনের প্রিন্সিপলের উপর ভিত্তি করে। সেই বেসিক এডুকেশনের প্রিন্সিপলকে অ্যাডপ্ট করে, শিক্ষাটাকে মডিফাই করে গ্রহণ করে এসেছি এবং শিশুকাল থেকে যদি আমরা সেই শিক্ষার সুযোগ না করে দিই তাহলে শিক্ষার মূল কাজে আমরা এগোতে পারি না বলেই আমার মনে হয়। আগে প্রাইমারী স্কুলকে ক্লাশ ওয়ান থেকে করা হয়েছে এবং ওয়ান থেকেই বেসিক শিক্ষা সুরু হত। সেটাকেই ফাণ্ডামেণ্টাল প্রিন্সিপল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা এখন চা বাগানের যে শ্রমিক আছে তাদের ছেলেমেয়েদের বালোয়ারী শিক্ষাই আগে দিচ্ছি কিন্তু তারা নিজের ভাষায় সেই শিক্ষা পায় না। আগের শিক্ষা সম্পূর্ণ আপসেট। ২ বছর থেকে ৪ বছরের ছেলেমেয়েদের নিজের ভাষায় শিক্ষা না দিয়ে অন্যের অ্যালফাবেটে শিক্ষা দেওয়া বেসিক এডুকেশনের প্রিন্সিপলের ক্ষেত্রে অবাস্তব দৃষ্টান্তস্বরূপ বলছি স্যার, এখানে আগরতলা টাউনের উপর যে শিশুবিহার করা হয়েছে সেই শিশুবিহারে আদার দ্যান বেঙ্গলী যারা অন্যান্য মাইনরিটি আছে, ষ্টেটিষ্টিক্স নিয়ে দেখা যায় যে সেখানে ট্রাইবেল বা মণিপুরী আদার দ্যান বেঙ্গলী যারা আছে তাদের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারেনা। ওদের যেসমস্ত প্রশ্ন করা হয় তারা সেগুলির উত্তর কোনদিন দিতে পারেনা। তাহলে বেসিকেলী আমাদের ন্যাশন্যাল প্রোগ্রেসের জন্য, ছেলেপিলেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য মূল প্রিন্সিপল যেটা গ্রহণ করা হয়েছে সেই প্রিন্সিপল না রেখে মাইনরিটি লিংগুইষ্টিক যারা তাদের ছেলেমেয়েদের নেগলেক্ট করা হচ্ছে এবং যারা মেজরিটি শুধু তাদের ছেলেমেয়েদের প্রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে। বালোয়ারী থেকে শুরু করে প্রাইমারী ষ্টেজ পার হয়ে যারা আসে তারা অনেকেই টেলেণ্টেড ছেলেমেয়ে। টেলেণ্টেড না হলে তাদের এইগুলি পার হয়ে আসবার উপায় নাই। কাজেই মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। লেখাপড়া শিক্ষার যে নিয়ম তার সঙ্গে গ্রামের ছেলের শহরের ছেলের কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। মন্ত্রীর ছেলে কিংবা এস, ডি, ও,-এর ছেলে যদি টেলেণ্টেড না হয় তা হলে, টেলেণ্ট ইজ টেলেণ্ট। দেয়ার ইজ নো ক্লাসিফিকেশন। বেশী টাকা পয়সা খরচ করলেই যে ফার্ষ্ট ডিভিশন পায় বা না করতে পারলেই থার্ড ডিভিশন পাবে এমন কোন কথা নয়। ষ্টুডেণ্টগুলিকে টেলেণ্টেড হওয়ার জন্য যদি সুযোগ দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করা উচিত। ত্রিপুরাতে মাইনরিটিদের মধ্যে মেজর অংশ লেখাপড়া শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এর মধ্যে টেলেণ্টেড যারা আছে তারাই শুধু পড়ছে। কাজেই আমার কথা হল লিংগুষ্টিক

মাইনরিটি যারা তারা যেন সমান ভাবে এডুকেশন্যাল ফেসিলিটিজ পায়।

দুই নম্বর কথা হল আমাদের এণ্টায়ার এডুকেশন প্রগ্রামটাই অন্য রকম হয়ে পড়েছে। নানা রকম প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখতে পাই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ৩ খানা বেসিক ট্রেনিং কলেজ খোলা হয়েছে। সেখানে যারা ট্রেনিং নিতে যায় তাদের কেউ দুই বছরের কোর্স পড়ে, কেউ এক বছরের কোর্স, আবার কেউ ক্র্যাফটস ট্রেনিং দেয়। যারা ট্রেনিং দেয় তাদের মাষ্টারীতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে তারপর ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়। এই দিকে সে বেতনও পাচ্ছে আবার নিজের ট্রেনিং-এর জন্য পড়তেও পারছে স্কুলেও যেতে হচ্ছে না। এটা কে আমি একটা ন্যাশন্যাল ওয়েস্টেজ বলে মনে করি। তার চেয়ে তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দিয়ে বেকারদিগকে সিলেকৃট করে ট্রেনিং-এ পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। ট্রেনিং কমপ্লিট করলেই তাদের চাকরী দেওয়া যাবে। তাতে এই যে টাকা নষ্ট হচ্ছে সেটা বন্ধ করা যেতে পারে। আর একটি জিনিষ আমি দেখেছি সি, টি, টি, আই,-তে যে ফার্ষ্ট ক্লাশ সেকেণ্ড ক্লাশ যারা পেল তাদের স্পেশাল গ্রেড দেওয়া হয়েছে। আর যারা নাকি থার্ড ক্লাশ পেল তাদের কোন গ্রেড নাই। বাট দে আর বিয়িং ডিপুটেড টু ক্লাশ ফর দি সেম পারপাস অ্যাজ ইনস্ট্রাকটরস। অথচ আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি বেসিক ট্রেণ্ড শিক্ষক বেরিয়েছে তার মধ্যে সিক্সটি পারসেন্টকে বেসিক ইনট্রডিউস করা হয় নাই এই রকম স্কুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উই হ্যাভ ট্রেণ্ড দেম লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। এই বিষয়ে আমি মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটা জিনিষ হচ্ছে আমরা কোটারী কমিশনের রিকমেণ্ডেশন অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যেও তিনটা স্কুলে এ্যাগ্রিকালচার স্কীম গ্রহণ করেছি। কিন্তু গ্রহণ করার আগে এটা কোন দিন চিন্তা করি নাই যে এগ্রিকালচার স্কীম যে করেছি তার জন্য বি, এস, সি, (এ্যাগ্রি) মাষ্টার থাকা প্রযোজন। স্কীম করার পরে দেখা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে বি, এস, সি, (এ্যাগ্রি) কোন ছেলে নাই। কারণ বি, এস, সি, (এ্যাগ্রি) এর যে ট্রেনিং কোর্স সেটা এ্যাগ্রিকালচার ডিরেক্টরেট তাদের প্রয়োজনে নিয়ে থাকে। সুতরাং প্ল্যানের যে কোথায় গলদ সেই দিকে আমি অনারেবল মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এর আগেও আমি এডুকেশন মিনিষ্টারকে বলেছি যে ক্র্যাফটের জন্য টাকা ধরার কোন প্রয়োজন নাই কারণ সেটা বাস্তবে রূপায়িত হবার কোন চেষ্টা দেখছি না। সেগুলি আসতে আসতে এলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এবারেও বাজেটে দেখেছি টাকা ধরা হয়েছে। আরও প্ল্যানিংএর কোথায় গলদ সেটা আমি দেখাচ্ছি। আমরা ইউনিয়ন টেরীটরি বলে আমাদের কিছু বলার নেই। জনতা কলেজ আমাদের এখানে ষ্টার্ট করা হয়েছে। কখন সেটা ষ্টার্ট করা হল? অন্যান্য রাজ্য যখন সেটাকে তুলে দিচ্ছে ঠিক সেই সময়ে আমরা এটা গ্রহণ করলাম। এট ইভেণ্ট অব দি ডিপারচার আমরা গ্রহণ করেছি। পরের বছর ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট বললো যে এটা থাকবে না। উই হ্যাভ অ্যাপয়েণ্টেড টিচার্স এবং প্রিন্সিপাল প্রভৃতিকে আমরা ইউ, পি, এস, সি, থেকে ইন্টারভিউ দিয়ে আনিয়েছি এবং পোষ্টও কনফার্ম হয়ে গেল। তারপর তাকে কনফারমেশনের জন্য অ্যাজ হেড মাষ্টার, ইউ, পি, এস, সিতে অ্যাপীয়ার হতে হয়েছে। এই যে কতকগুলি এ্যানমলীজ, একটা স্কুলের এডুকেশন লাইনের একজন মাষ্টার কোন একটা স্পেসিফিক পোষ্টে যদি যেতে চান, তাহলে তাকে প্রত্যেকটি পোষ্টের জন্য ইউ, পি, এস, সিতে এপিয়ার হতে হয়। সে একবার হেড মাষ্টারের পোষ্টের জন্য ইউ, পি, এস, সি ফেস করল, আবার যখন সে ডেপুটি ডিরেক্টারের পোষ্টে যাবে, তখন আবার তাকে বলা হল, তোমাকে ইউ, সি,

এস, সি ফেস্ করতে হবে, এই যে একটা এ্যানমলীজ, তার দিকে আমি মাননীয় এডুকেশন মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটা আমার বক্তব্য হচ্ছে লিংগুইস্টিক মাইনরিটির কথা আমরা বলি, আজকে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, এই যদি আমাদের ফাণ্ডামেন্টাল ভিউ হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে বলেছেন যে একটা স্মল গ্রুপ লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি রয়েছে, কাজেই তাদের জন্য আলাদাভাবে স্কুল করা সম্ভবপর নয়। আমি মাননীয় মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমাদের সোস্যাল এডুকেশন এর নামে আজকে কমলপুরে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম থেকে বালোয়ারী স্কুল করা হয়েছে, পিপ্‌লস কো অপারেশানে. এখানকার মণিপুরি, মুসলিম যে সমস্ত চা বাগানের শ্রমিকের ছেলেমেয়েরা আছে, ট্রাইবেল আছেন, তাদের কত পারসেন্‌টেজ সেই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন, এ্যাটেনডেন্স দিচ্ছেন, সেটা এনকোয়েরীর জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখব। তারা সেখানে ডিপ্রাইভ্‌ড হচ্ছে ফ্রম দেয়ার এডুকেশান। এনটায়ার এডুকেশানের যে উদ্দেশ্য, সেটা প্রপারলী ইম্‌প্লীমেন্টেশান না হওয়ার ফলে সেখানে সেটা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই ইম্‌পলীমেন্টেশানের ক্ষেত্রে যদি কোন গলদ থাকে সেটা দূর করে প্রপার এডুকেশান যাতে সেখানে দেওয়া যায়, সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রেখে, মূল যে ডিমাণ্ড, তাকে সর্থমন করে আমার বক্তব্য এখানে শেস করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (চেয়ারম্যান)—নাউ আই কল অন শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান - আমি চেষ্টা করব।

মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশান'এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী চেয়েছেন, তা ক আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে এর উপর কাট মোশান এসেছে, তা আমি সমর্থন করতে পারলাম না। কারণ কাট মোশানগুলির মধ্যে কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই। আমি এখানে মূল বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে এডুকেশান পলিসী সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। এই যে বাজেট করবার সময় যে কোন ডিপার্টমেন্টই হউক, বিশেষ করে শিক্ষা ব্যাপারে—শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে এডুকেশান বাজেটে ৫ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের মধ্যে যেই জায়গাতে ট্রাইবেল হচ্ছে পাঁচ লক্ষ, এই ট্রাইবেলদের জন্য কত টাকা খরচ করা হচ্ছে। কারণ এখানে দেখা যায় বিভিন্ন সদস্যগণ ট্রাইবেল-দের জন্য খুব দরদী সেজেছেন এবং তাদের উন্নয়নের জন্য অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের থেকে কনক্রীট কোন সাজেশন এই হাউসের মধ্যে আসেনি যার দ্বারা ট্রাইবেলরা সর্বাংগীন শিক্ষা ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারে। আমরা দেখি প্রাইমারী ষ্টেজে, মিডল ষ্টেজে, হায়ার ষ্টেজে এবং ইউনিভারসিটি পর্যন্ত ক্রমশঃ ট্রাইবেল ছাত্র ছাত্রী কমতে থাকে। প্রাইমরী ষ্টেজে যা থাকে, মিডল ষ্টেজে তার থেকে থ্রী ফোর্থ ছাত্র কমে যায়, তারপর ক্রমে ক্রমে ইউনিভারসিটিতে এসে এক পারসেন্টে দাঁড়ায়। কিন্তু কেন এইরকম হয়, ট্রাইবেল যেখানে পাঁচ লক্ষ আছে, তাদের মধ্যে ইউনিভারসিটি এসে এতগুলি ছাত্র কোথায় যায়, কেন তাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না সেটা সমীক্ষা করা দরকার। তার

প্রধান কারণ হচ্ছে তারা গরীব। যারা জুমিয়া, যারা নূতন পুনর্বাসন পেয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা দেখছি যে প্রাইমারী ষ্টেজের মধ্যে ছোট্ট ছেলেমেয়েরা তাদের কাপড়-চোপড় এবং বইপত্র খরিদ করে কোন রকম তাদের গার্জিয়ানরা চালিয়ে যায়, কিন্তু মিডল ষ্টেজে, হাই ষ্টেজে এবং ইউনিভার-সিটি পর্যন্ত যখন যায়, তখন আমাদের ছেলে মেয়েদের গার্জিয়ানরা বইপত্র কিনে এবং কাপড় চোপড় কিনে তাদের ছেলে মেয়েদের শহরের স্কুলে পড়াশুনার জন্য যে পাঠানো, তার যে চাহিদা সেটা তারা করতে পারে না। তাদের ষ্টাইপেণ্ডের কথা ক্ষিতিশবাবু বলেছেন, তাদের ষ্টাইপেণ্ড সাড়ে সাত্রিশ টাকা থেকে ৪৫ টাকা করা হয়েছে, কিন্তু সেটা নগন্য। মিনিমাম সেটাকে বাড়িয়ে ৬০ টাকা যাতে করা হয়, কারণ একবেলা শুধু ডাল ভাত খেতে হলেও এক টাকা মিনিমাম দরকার। তাদের আমি চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়—রাজভোগ তারা খাবে, তা বলিনা, কোনমতে ডাল ভাত খেতে হলেও তাদের কমপক্ষে ৬০ টাকা প্রয়োজন। এই ষ্টাইপেণ্ড অন্ততঃ ৬০ টাকা করার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব।

তারপর আমরা দেখছি যে চাকুরী ক্ষেত্রে সরকার উপজাতিদের জন্য ৩০ পার্সেন্ট সীট রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা রেখেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি যে সেই ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ কোটা আমরা পূর্ণ করতে পারছিনা। আমরা মনে করি স্কুল কলেজেও সেই ভাবে তাদের জন্য কোটা নিশ্চয়ই আছে। এম, বি, বি, কলেজে ওয়ান থার্ড সীট, বিভিন্ন কলেজে এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ওয়ান থার্ড ট্রাইবেল ছাত্র ছাত্রী পড়ছে কিনা সেটা দেখলেই আমরা বুঝতে পারতাম যে ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীরা সত্যিই শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছে কিনা? কিন্তু আমরা দেখছি তাদের মধ্যে যতটুকু আমাদের ট্রাইবেল ছেলেমেয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী বা ইউনিভারসিটিতে আসা উচিত, সেইভাবে অগ্রসর হয়ে আসছে না। আমি একথা বলতে চাইনা যে আমাদের সরকার, আমাদের মন্ত্রীসভা, আমাদের ট্রাইবেলদের শিক্ষা দেওয়ায় অনাগ্রহী, বা তাদের ইচ্ছা নেই তা নয়, তারা আগ্রহী এবং আমাদের উপজাতীদের উন্নয়নের জন্য—যাতে অন্যান্য সমতল-বাসীদের সংগে তাদের এক সংগে সমতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য তারা চেষ্টা করেছেন এটা ঠিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাস্তবিক পক্ষে ট্রাইবেলদের ইকনমিক কণ্ডিশন খুবই খারাপ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের যে বিপর্যয় হচ্ছে, গত ২০ বছরেও আমার মনে হয়,

ট্রাইবেলদের যে জমি ছিল, ল্যাণ্ডহোল্ডারস্ ছিল, তারমধ্যে অর্দ্ধেক ট্রান্সফার হয়ে গেছে। আর জুমিয়াদের কথা নাই বললাম। পাহাড়ের মধ্যে যারা আছে, তাদের ছেলেমেয়েদের সেন্ট পার্সেন্ট এখনও শিক্ষার আলোক পাচ্ছেনা। তাদের জন্য প্রাইমারী স্কুল দূরে থাকুক, তাদের ভাগ্যে এখন পর্য্যন্ত বালোয়ারী স্কুলও হয়ে উঠছেনা। আজকে তাদের পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিশ বৎসর চলে গেছে, এই দশ বৎসরে তাদের কতটুকু পুনর্বাসন দেওয়া হবে জানিনা। এর মধ্যে বালোয়ারী শিক্ষার সুযোগ এই জুমিয়া ছেলেমেয়েরা পাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমি যখন টি, টি, সিতে ছিলাম, কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম তখন একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে একটা ইন্টারিম ভ্রাম্যমান স্কুল তাদের জন্য করা হউক যতদিন না তাদের সম্পূর্ণ-ভাবে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। অন্তত: যেখানে দশ, বিশ, ত্রিশটি পরিবার জুমিয়া আছে, তাদের সেখানে

একটি ভ্রাম্যমান স্কুল দেওয়া হউক। যদি সেখানে শহরের শিক্ষিত ছেলেরা না যেতে চায়, তাহলে ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা ক্লাশ নাইন, টেন এবং হায়ার সেকেণ্ডারীতে পড়েছে, তাদের থেকে শিক্ষক নিযুক্ত করে লংথরাই ইত্যাদি অঞ্চলে যাতে ঐরকম স্কুল দেওয়া হয়। ঐ করলে পরে আমার বিশ্বাস ভ্রাম্যমান স্কুলের জন্য ট্রাইবেল শিক্ষক পাওয়া যাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (চেয়ারম্যান) - মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—সুতরাং আমি মনে করি এই বাজেটে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাতে ট্রাইবেল ছেলেদের ব্যাপকভাবে ফ্রি বোর্ডিং ফ্রি বৃত্তি ইত্যাদি দেওয়ার জন্য এইরকম কোন কিছু ধরা নেই এবং বিশেষ করে হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং ইউনিভার্সিটিতে যে হারে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হচ্ছে সেটা আরও বাড়ানো দরকার। আমি একটা জিনিস এখানে দেখছি, সেটা হল ট্রাইবেল ছেলেদের জন্য বোর্ডিংগুলিতে সীট কম আছে যেমন এখানে এম. বি, বি, কলেজে দেখা যায় থার্টি পাসেণ্ট সীট। এই সম্বন্ধে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টকে চিঠি লিখে জেনেছি যে সেখানে যে থারটি পারসেণ্ট সীট আছে, সেটা ইনক্লুডিং সিডিউল্ড ট্রাইবস এণ্ড সিডিউলড কাস্টস। আলাদা ভাবে তাদের জন্য থারটি পারসেণ্ট সীটের কোন ব্যবস্থা নেই। আর অন্যান্য কলেজগুলিতে কি রকম ব্যবস্থা আছে, সেটা আমি জানিনা। সেজন্য আমি অনুরোধ করব যে প্রত্যেকটি স্কুল ও কলেজগুলিতে যেন এই ট্রাইবেল ছাত্রদের জন্য আলাদাভাবে থারটি পার্সেণ্টএর ব্যবস্থা করা হয়। আর তা না হলে আলাদা ভাবে ট্রাইবেল ছাত্রদের এবং সিডিউল্ড কাষ্ট ছেলেদের জন্য যেন এই বোর্ডিংএর ব্যবস্থা করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আগামী আর্থিক বছরের জন্য যে ব্যয়বরাদ্দ এখানে উত্থাপন করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর এটাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি প্রথমে বলব যে আমাদের মোট বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, এই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বাজেটটা হল তার ৬ ভাগের ১ ভাগ। এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সুখের কথা। কাজেই এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলব আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যেসব কর্মচারী আছে, তাদের বেতনের মধ্যে অনেক বৈষম্য রয়ে গেছে, অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে পত্রালাপ চলছে, সেটা যাতে দূরীভূত করা হয় এবং কর্ম্মচারীদের মনের মধ্যে যে অসন্তোষ আছে, সেটা যাতে দূরীভূত হয় সেদিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ করব। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমাদের কৈলাশহরে যে একটা কলেজ আছে, আগরতলাতে রামঠাকুর কলেজ এবং বিলোনীয়াতে যে কলেজটা আছে, এগুলিকে সরকার এখন পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই অথচ সরকার তাদের ৯০ শতাংশ ব্যয়ভার গ্রহণ করছেন। আর সরকার দুইটি কলেজের মধ্যে এখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দাবী উঠেছে যে এই কলেজগুলি যেন সরকার গ্রহণ করে। এই দাবী শুধু ছাত্রদের নয়, এই দাবী জনসাধারণের এবং তারা বার বার দাবী করে আসছেন যে সরকার যেন অনতিবিলম্বে এই কলেজগুলি গ্রহণ করেন। কেননা কার্য্যতঃ সরকারই এইসব কলেজগুলির ব্যয়ভার বহন করছেন। কিন্তু এই যে গ্রহণ করা হচ্ছেনা, তার জন্য বাধা কোথায় এবং কেনই বা সরকার এই কলেজগুলি গ্রহণ করছেন না, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। আর এইসব কলেজে যেসব ছেলেমেয়ে অধ্যয়ন

করছেন তারা অত্যন্ত গরীব, তারা আমাদের এই ত্রিপুরার ছেলেমেয়ে। কলেজের মধ্যে গোলমাল চলে, যেমন কৈলাশহরে দীর্ঘদিন যাবৎ গোলমাল হয়েছিল। কাজেই গোলমালের দরুণ কাদের ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে ঐসব ছেলেমেয়েদের যারা নাকি এইসব কলেজগুলিতে পড়াশুনা করছে। তাই এই সব দিক যদি আমরা ভালভাবে বিচার বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে এর ফলে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই এদিক দিয়ে নজর রেখে আমরা যাতে এই কলেজগুলি গ্রহণ করতে পারি এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি, তার দিকেই দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলব এবং সেটা বলাও একান্তভাবে দরকার, সেটা হল ধর্মনগর, উদয়পুর এবং খোয়াই মহকুমা শহরগুলিতে কলেজ স্থাপন করার দাবী উঠেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বলছেন সেখানকার জনসাধারণ যদি উদ্যোগী হন তাহলে সরকার নাকি সেখানে কলেজ করতে পারেন। তাতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমি বলব যে সরকারী উদ্যোগ ছাড়া সেইসব জায়গাতে কলেজ স্থাপন করা কোনদিনই সম্ভব নয়। কাজেই একান্তভাবে সেই কলেজগুলি করতে হলে সরকারী উদ্যোগের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি আবার জনসাধারণেরও উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি জানি যে সেখানকার জনসাধারণ দীর্ঘদিন যাবৎ একটা কমিটি করে এই কলেজ করার জন্য অনেক টাকা পয়সা তুলেছে, তেমনি ধর্মনগরেও সেখানকার জনসাধারণ কমিটি ইত্যাদি করে অনেক অর্থের ব্যবস্থা করেছে। এমন কি এই কলেজ খোলার জন্য অনেকে জায়গা দিতে চেয়েছে। আবার খোয়াইতে সেখানকার জনসাধারণ একটা কলেজ করার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং সেখানে কোন এক ভদ্রলোক কলেজ করার জন্য অনেকখানি জমি দিতে চেয়েছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জনসাধারণের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহায়তা দরকার সেটা তারা সেইসব জায়গাতে দিতে চাইছেন। এখন সরকার যদি এই ব্যাপারে উদ্যোগী হন তাহলে সেইসব জায়গাতে একটি করে কলেজ হতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহলে আমাদের বর্ত্তমানে যেসব কলেজগুলি আছে, তারমধ্যে ভর্তি হওয়ার সময়ে যে একটা ভীড় দেখা যায় সেটা অনেকাংশে কমে যাবে। এবং প্রত্যেক মহকুমাতে যেসব মধ্যবিত্ত ছেলে মেয়ে আছে, যাদের গার্ডিয়ানদের পক্ষে এই আগরতলা শহরে বা অন্যত্র তাদের পড়াশুনা করানো সম্ভব নয়। কাজেই জনসাধারণ যেখানে জমি এবং অর্থ দিতে চাইছে সেখানে সরকারকেও যথাসম্ভব এগিয়ে যেতে হবে যাতে করে ঐ সব জায়গাতে কলেজ স্থাপন করা যায়। এখানে এই এডুকেশান বাজেট সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য কমলজিৎ সিং মহাশয় এখানে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। কাজেই এই সম্পর্কে একটা আলোচনা করা দরকার। সেটা হল বেসিক এডুকেশান সম্পর্কে। আমরা জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়ার বেসিক এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল অনেক করেছি কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সেই শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীও এটা জানেন এবং আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষও সেটা জানেন। কাজেই এমন সময় এসেছে যে আমাদের স্কুলগুলতে যে বেসিক এডুকেশান দেওয়া হচ্ছে, সেটা তুলে দেওয়া হবে কিনা, সেটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও তারা করেছে এবং অন্যান্য প্রদেশে করেছিল কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটি স্কুলে এটা চালু করা হয়েছিল, ওয়েষ্ট বেঙ্গল বা অন্যান্য প্রদেশে তারা আমাদের মত করেনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমরা বেসিক এডুকেশান চালু করে

কোন ফল পাইনি এবং সেই বেসিক এডুকেশান চালু রাখার আর কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই এদিক দিয়ে যদি কোন বাস্তব অসুবিধা থাকে, সেইটাকে দূরীভূত করে যাতে কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তার দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি এখানে অনুরোধ করব। আর এই সঙ্গে আর একটা কথা বলব, সেটা হল বাংলা ভাষা প্রচারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজের আমলেও বাংলা ভাষা ছিল এবং পরবর্ত্তীকালে ইন্টিগ্রেশানের পর বিভিন্ন প্রদেশবাসী আমলাদের জন্যের জন্য এই বাংলা যেখানে রাজ ভাষা ছিল, সেটা সেই মর্য্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং এর পরেও আমরা এই হাউসে এই বাংলা ভাষাকে রাজ্যের ভাষা বলে একটা আইন পাশ করেছি এবং এই বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছি। অবশ্য এটা করবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ মহারাজার আমলে যে সব আইন ছিল, সেগুলির অধিকাংশ এখনও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বলবৎ আছে। কিন্তু তারপরেও আমরা এই আইনটা পাশ করেছি এই বিধান সভায় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাকে কাজে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। এখন আমরা দেখছি যে এই কাজের জন্য একটা পরিভাষা কমিটি করা হয়েছে, এবং তার সভাপতি হলেন, আমাদের লোকসভার সদস্য শ্রী জে. কে, চৌধুরী মহাশয়। এই কমিটির কয়েকটি অধিবেশন হয়েছে কিন্তু পরিভাষার কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, সেটা আমরা আদৌ কিছু জানি না। পরিভাষা অগ্রসর হউক আর না হউক, সরকারের কাজে যাতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যায় কেন না মহারাজার আমলেও বাংলা ভাষাতে আদেশ ইত্যাদি দেওয়া হত, আমাদেরও সেই ব্যবস্থা করা দরকার। এই ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজার আমলে আমরা দেখেছি যে তখনকার মন্ত্রীরা এই ভাষাতে সুন্দর সুন্দর আদেশ দিতেন, আমরা যদি এখনও সেই সব পুরাণো গেজেট বা ফাইল ইত্যাদি খুঁজে দেখি তাহলে দেখব যে সেই সময়ে এই ভাষাতে আদেশ দেওয়া অনেক নজীর আছে। এমন কি তখনকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব জজ সাহেব ছিলেন, তারাও এই ভাষাতে অনেক সুন্দর সুন্দর রায় দিয়েছিলেন। এটা কিন্তু খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। আমরা জানি যে আমাদের মন্ত্রীরা অনেক সময়ে ফাইলে পরে ভুল ইংরেজীতে আদেশ দিয়ে থাকেন, সেটাও তাদের পছন্দ হয়। কিন্তু নিজেদের যে মাতৃভাষা বাংলা, সেটাতে লিখতে গেলেই তাদের মাথায় যেন বাড়ি পড়ে। এটা কেন হয়, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আমি কেন এই কথাগুলি এখানে বললাম, তার কারণ হল আমাদের ভাষার মাধ্যমেই আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বেঁচে থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় বুঝতে পারবেন, সেটা হল ইজরাইলের ইহুদীরা তাদের মাতৃভূমি থেকে প্রায় ২ হাজার বছর আগে বিতাড়িত হয়েছিল, তারা সমস্ত ইউরোপ এবং সমগ্র আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি থাকার জন্যই তারা আজ ২ হাজার বছর পরেও তাদের হোম ল্যাণ্ডে ফিরে গেছে। অবশ্য এর সঙ্গে অন্য যে সব রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, সেগুলি কথা, আমি এখানে বলব না। শুধু বলব যে ভাষার মাধ্যমেই তাদের যে সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বেঁচে ছিল, তারই জোরে তারা আবার দুই হাজার বছর পরেও তাদের হোম ল্যাণ্ডে ফিরে আসতে পেরেছিল মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমাদের এই বাংলা দেশের বিভিন্ন নাম ছিল—যেমন আলেকজাণ্ডারের সময়ে বাংলা দেশের নাম ছিল গঙ্গানিধি। তারপরে বাংলা দেশে যে সব মহারাজরা ছিল এবং তাদের নামকরণ অনুসারে এক এক রাজ্যের এক এক নাম ছিল, এগুলি অনেক শিক্ষিত লোকেই জানেন না, শুধু যারা নাকি ইতিহাস আলোচনা

করেন, তারাই এই সব জানেন। বাংলা দেশের কোন অংশের নাম ছিল প্রবঙ্গ, অনেকে হয়তো সেটা জানেন না। আবার কোন অংশের নাম ছিল সমতল। এক সময়ে বাংলা দেশের একটা বড় অংশ সমতল নামে পরিচিত ছিল।
বাংলা দেশের কোন অংশের নাম সমতল, কোন অংশের নাম ছিল কমলাঙ্ক, তা অনেকেই জানেন না। দেশ লুপ্ত হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। কিন্তু যতদিন বাংগালী জাতি বেঁচে আছে, ততদিন বাংলা ভাষা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, আজকে বাংলার একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত। হয়ত ১ হাজার বা দেড় হাজার বছর পরে পূর্ব পাকিস্তান নাম থাকবে না, ত্রিপুরা থাকবেনা। কিন্তু বাংলা ভাষা থাকবে, বাংলার সভ্যতা, সংস্কৃতি সবকিছুই থাকবে। কাজেই আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে অতি সত্বর বাংলা ভাষার উন্নয়নের ব্যবস্থা যেন সবদিক থেকে করা হয়। এই অনুরোধ রেখেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীঅঘোর দেববর্মা)—শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী। কত মিনিট বলবেন আপনি?

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—আমি দশ মিনিট বলব। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন আমি এটা সমর্থন করি আর বিরোধী পক্ষ যে কাট মোশন এনেছেন সেগুলির আমি বিরোধিতা করি। ত্রিপুরার সমগ্র বাজেটের অঙ্ক ছয় ভাগের এক ভাগ শিক্ষাখাতে রাখা হয়েছে। আমি মনে করি এই অঙ্কের দ্বারা সমগ্র ত্রিপুরার শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব। যদি আমরা এই অর্থকে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাই, যথাযথভাবে পরিকল্পনা করে কাজে লাগাই। শিক্ষার দিক থেকে বলতে গেলে সারা ত্রিপুরার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অনেক প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী শিক্ষার প্রসার হয়েছে, হাই স্কুল এবং কলেজও হয়েছে। যেভাবে শিক্ষার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক সেইভাবে সুষ্ঠুভাবে যাতে সেই স্কুলগুলি পরিচালিত হয় সেইদিকে আমি বিশেষভাবে নজর দেওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব। শিক্ষা বিভাগে উর্দ্ধতন কর্মচারীর অভাব নাই। আমার মনে হয় এই মাথাভারী অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনই চলছে। প্রায় ডজন খানেকের কাছাকাছি ডেপুটি ডিরেক্টর আছে। সবাই অফিসে কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ইনস্পেক্টর, সাব ইনস্পেক্টর, অ্যাসিসটেন্ট ইনস্পেক্টর রয়েছে। সকলেই অফিস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এই যে শত শত স্কুল হয়েছে, প্রাইমারী স্কুল হয়েছে, সিনিয়ার বেসিক হয়েছে, এগুলি ঠিক ঠিক-ভাবে চলছে কিনা এই দিকে নজর নেওয়া হচ্ছে না বলে মনে করি। আমরা যখন গ্রামে যাই তখন দেখতে পাই ভিতরের স্কুলগুলিতে শিক্ষক নাই, বড় বড় স্কুল আছে, কিন্তু শিক্ষক নাই। এইসব অবস্থার পরিবর্তন করা দরকার। মাননীয় সদস্য অনেকে বলেছেন আদিবাসীদের শিক্ষা প্রসারের কথা, সিডিউলড কাষ্টদের শিক্ষা প্রসারের কথা। সত্যি কথা, অনেক ইনটারিয়রের গ্রামে আদিবাসী অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল আছে। বছরের পর বছর সেই প্রাইমারী স্কুল চলছে। কিন্তু সেই প্রাইমারী স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী অতিক্রম করে কোন ছাত্রকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আসতে দেখিনি। শুধু বিলোনীয়া সাব ডিভিশনেই ১৪টার উপর স্কুল আছে, সেখান থেকে কোন ছাত্র প্রাইমারী ষ্টেজ পার হয়ে সেকেণ্ডারীতে এসেছে এইরকম দেখা যায়নি। তা হলে বুঝা যায় স্কুল আছে, অর্থ ব্যয় হচ্ছে, শিক্ষক আছে, কিন্তু ঠিক ঠিকভাবে চালু নাই বলে মনে করি। তত্বাবধান ঠিক ঠিকভাবে হচ্ছে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু সংখ্যক অনভিজ্ঞ সাব ইনস্পেক্টার এই তত্বাবধানের জন্য আছে। ঠিক ঠিকভাবে যদি

তারা স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন তা হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হত না। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব যে প্রাইমারী শিক্ষার এমন প্রসার হয়েছে সেইদিকে দৃষ্টি দিয়ে পল্লী অঞ্চলের স্কুলগুলি যাতে ঠিক ঠিকভাবে চলে সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আর একটা হচ্ছে পল্লী অঞ্চল বাদ দিয়ে শহরে এবং অর্দ্ধ শহরে যেসব প্রাইমারী স্কুল আছে, এক একটা স্কুলে ৩০০।৪০০ ছাত্র আছে, ১০।১২জন শিক্ষক আছে। হাইস্কুলগুলিতে হেডমাষ্টার আছে। কিন্তু প্রাইমারী স্কুলগুলিতে আজকাল আর হেডমাষ্টার নাই। কিন্তু রাজার আমলে সেই হেডমাষ্টার ছিল। হেডমাষ্টার সেই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে নিতেন। কিন্তু আজকাল আর সে প্রাইমারী স্কুলে হেডমাষ্টার নাই। একজন টীচারকে ইনচার্জ করে রেখে দেওয়া হয়। তাতে অন্যান্য শিক্ষকেরা মনে করে উনিও আমাদের মত একজন শিক্ষক। উনার কথা শোনা না শোনা একই কথা। তাতে কিছু এসে যায় না। তাতে ফল হয় কি শিক্ষকমহাশয়েরা ঠিক ঠিকভাবে স্কুলে আসেন না এবং ঠিক ঠিকভাবে ক্লাস পরিচালনা করেন না বলেই আমার ধারণা। অনেক জায়গা থেকে এই জাতীয় অভিযোগ পাওয়া যায়। সেজন্য আমি মনে করি প্রাইমারী স্কুলের জন্য আগে যে হেডমাষ্টার নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল সেই ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে ভাল হয়েছে এমন কোন নজীর নাই। আমি মনে করি হেডমাষ্টার নিয়োগের প্রয়োজন আছে। কারণ সেইসব স্কুলগুলিতে যেখানে ১০।১২ জন শিক্ষক আছে এবং অনেক ছাত্র আছে সেইসব স্কুলগুলিকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয়, তাহলে হেডমাষ্টার নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা দরকার বলে আমি মনে করি। আর ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার আরও প্রসার হওয়া ও দরকার বলে মনে করি। আজকে শিক্ষার হার—আমরা বলব শতকরা ২০।২৫ জন আমাদের দেশে শিক্ষিত। কিন্তু শহরকে বাদ দিলে গ্রামে শিক্ষার হার অনেক কম হবে। অতএব গ্রামে যে মাধ্যমিক স্কুল আছে সেখানে যাতে সমস্ত কৃষক এবং গরীবের ছেলেরা পড়তে পারে সেই রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমি সেই জন্যই মনে করি যে সব উন্নত ধরণের গ্রাম আছে সেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী খোলা দরকার আছে এবং হায়ার সেকেণ্ডারী খুলে গ্রামের কৃষকদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। হাই স্কুলগুলির অধিকাংশই আমরা দেখি শহরাঞ্চলে কিন্তু শহরাঞ্চল ছাড়া দেশে আরও যথেষ্ট পল্লী অঞ্চল রয়ে গেছে, সেই পল্লী অঞ্চলগুলিতে সুযোগ সুবিধা আরও বাড়ানো দরকার। ইতিপূর্বে জনৈক সদস্য বলেছিলেন আমরা যে হাই স্কুল করি, এক একটা হাই স্কুলের জন্য ৫।৭।১০ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যয় হয়। আমার মনে হয় গৃহ নির্মাণের টাকা আরও কম বরাদ্দ রাখলেও চলতে পারে। কারণ যেখানে গ্রামে স্কুল দরকার সেখানে হাজার হাজার স্কুল এই রকম প্যাটার্ণে হচ্ছে না। সেখানে একই প্যাটার্ণের স্কুল করার প্রয়োজনীয়তা নাই। সেখানে আরও ছোট ধরণের স্কুল নির্মাণ করলেও চলতে পারে। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখব গ্রামে আরও কম অর্থ ব্যয়ে ছোট ধরণের স্কুল করার পরিকল্পনা নিয়ে স্কুল গৃহ নির্মাণ করলে আরও বেশী সংখ্যায় স্কুল করা যেতে পারে। সেজন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে কিনা সেটা চিন্তা করার বিষয় বলে আমি মনে করি। বেসরকারী স্কুল সম্বন্ধে আমি বলব যে সেগুলিতে বেতন পাওয়ার অসুবিধার জন্য মাষ্টার মহাশয়েরা মাঝে মাঝে ষ্ট্রাইক করেন, অশান্তির সৃষ্টি হয়। সেজন্য আমি মনে করি প্রতি বছর কিছু কিছু সংখ্যায় স্কুলকে সরকারী পর্য্যায়ে নিয়ে আসা ভাল হবে।

আরেকটা কথা হচ্ছে বেসরকারী কলেজ তিনটির কথা বলব। বেসরকারী কলেজ সম্পর্কে এই হাউসে আমি একটা প্রস্তাব এনেছিলাম, এই তিনটি কলেজকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনার জন্য, কিন্তু অসুবিধার জন্য আমি এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে পারি নাই। আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে শিক্ষাকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হয়, তাহলে বেসরকারী স্কুল কলেজকে যদি সরকারী পর্যায়ে না আনা হয়, তাহলে কমিটি দ্বারা সেগুলি পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। কারণ বিলোনিয়া কলেজ, রামঠাকুর কলেজ, কৈলাসহর কলেজ—অবশ্য কৈলাসহর কলেজ পুরানো কলেজ, সেখানে সেই কলেজের সম্পত্তি আছে, কলেজ বিল্ডিং হয়েছে, সায়েন্স হয়েছে, কমার্স হয়েছে কিন্তু বিলোনিয়া কলেজে সায়েন্স বা কমার্সের ছাত্ররা পড়তে পাবে না। সরকার যদি সেটা সম্পূর্ণভাবে টেক্ আপ না করেন, তাহলে এই কলেজের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়, কলেজ গৃহ নির্মাণ, কলেজ হোষ্টেল নির্মাণ, এই সব সেখানে করা সম্ভব নয়। তার জন্য ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, যার ফলে সেখানে একটা বিরাট রকমের আন্দোলন হতে পারে যে কোন সময়, যেটা সামাল দেওয়া পরে কষ্টকর হতে পারে। কাজেই আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি এই কলেজটা'র উন্নয়নের জন্য সরকারী তত্বাবধানে সেটাকে নিয়ে আসা দরকার, তা না হলে সেটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা বিঘ্নিত হবে বলে আমি মনে করি। আমি আরেকটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি পল্লী অঞ্চলে অর্থাৎ আমি গ্রামের কথা বলছি। সাধারণ মানুষ যারা, যাদের লো ইনকাম, তারা কলেজে পড়লে পরে তাদের একটা ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারী পর্যান্ত তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হয় না। হায়ার সেকেণ্ডারীতে মুষ্টিমেয় পাঁচ-সাতজন ছাত্র ছাত্রী সাহায্য পায়। কিন্তু সেই রকম গরীব ছাত্র ছাত্রী যারা, তাদের হায়ার সেকেণ্ডারী পর্য্যন্ত পড়া চালানো কষ্ট সাধ্য, তাদের বাইরে যেয়ে পড়াশুনা চালানোর মত অবস্থা থাকে না। সেই জন্য আমি অনুরোধ রাখছি যে বিলোনিয়া বাইখোঁরায় একটা স্কুল পাঁচ বছর পর্য্যন্ত গ্রামের লোক অনেক কষ্ট করে জায়গা সংগ্রহ করে, স্কুল গৃহ নির্মাণ করেছিল এবং বেসরকারীভাবে পরিচালনা করেছিল, কিন্তু সেটা এখন আর তারা চালাতে সক্ষম না হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছে। আরেকটা স্কুল মতাই, সেটারও জায়গা সংগ্রহ করেছে গ্রামবাসীরা, স্কুল গৃহ নির্মাণ করেছে এবং দুই তিন বছর পর্য্যন্ত নিজেদের প্রচেষ্টায় অনেক অর্থ ব্যয় করে প্রাইভেটলী চালিয়েছে, কিন্তু আর চালানো তাদের সঙ্গতি নেই, বলে এখন ছেড়ে দিয়েছে। এই দুইটি স্কুলের কথা আমি বলব যে অন্ততঃ এই স্কুলগুলি হাই স্কুল পর্যায়ে হলেও চলতে পারে। এই চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম দিক থেকে এইগুলি যাতে হতে পারে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ রেখে, আমি এই অর্থ বরাদ্দের প্রতি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would like to inform the House that there are still four demands, besides one resolution to be disposed of today. Unless the duration of the House is extended, it would not be possible for us to finish todays' business on the list.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি আপত্তি করছি যে ডিমাণ্ডগুলি থাকবে সেটা পরবর্তি দিনে রেফার করে দিলেই হয়। আমাদের সময় যথেষ্ট আছে। তাড়াহুড়া করে সেটা শেষ করা উচিত হবেনা। প্রত্যেকটি ডিমাণ্ডের উপর কম বেশী বক্তব্য রাখা উচিত। কাজেই

সেইদিকে দৃষ্টি রেখে আমি বলছি সময় আজকে না বাড়িয়ে, পরের দিনে রেফার করে দিলে জিনিসটা ভাল হবে।

Mr. Speaker—I draw the attention of the Hon'ble Leader of the House in this regard.

Shri S. L. Singh—Whether according to rule and Act, it can be carried over. It can not be carried over according to rule 21, I think.

Mr. Speaker—Speaker can carry over the business by his over-riding power.

Shri S. L. Singh—Then I have no objection.

Mr. Speaker—Then I would request Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal to speak now.

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাঙ্খল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাখাতে পাঁচ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার যে ডিমাণ্ড হাউসে দাখিল করেছেন, ত্রিপুরার শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য, সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং অর্থমন্ত্রীকে এজন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর এর উপর বিপক্ষ থেকে যে কাটমোশান দাখিল করা হয়েছে, তার বিরোধিতা করছি। ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে, পুরাতন আমলে ত্রিপুরাতে শিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল এবং বর্তমানে কি হয়েছে, তারা নিজেরা জেনেও জানেন না। আমি অন্যদের কথা বলবনা। আমাদের ট্রাইবেলদের মধ্যে আদিবাসীর মধ্যে শতকরা পাঁচজনও নাম দস্তখত করতে জানত না। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর, কংগ্রেসের আমলে শিক্ষা বিস্তার তাদের মধ্যেও হয়েছে। ত্রিপুরাতে যে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে, সেটা আনন্দের বিষয় ঠিকই তবে অনেক দুর্গম জায়গাতে আরও কিছু শিক্ষা বিস্তার হওয়া নিতান্ত দরকার। কাজেই আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করি যাতে এইসব দিকে দৃষ্টি রাখেন। আরেকটা বলব মাননীয় স্পীকার স্যার, অম্পি, বড় তইদু, এই দুইটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের জন্য এই বাজেট থেকে যেন ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়। কারণ সেখানে ছাত্রসংখ্যা বেশী। তারপর অমরপুর গার্ল'স হাই স্কুলে উচ্চ ক্লাশের জন্য মাষ্টার কম, তারজন্য শিক্ষা মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে সেখানে শিক্ষক বাড়ানো হয়। গণ্ডাছড়া একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল দেওয়া নিতান্ত দরকার। আমি অনুরোধ রাখছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে যাতে এই বাজেট থেকে সেখানে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হয়। তারপর বোর্ডিং স্টাইপেণ্ড সম্পর্কে আমি বলব যে সেটা অন্ততঃ কমপক্ষে বাড়িয়ে ৬০ টাকা করা দরকার। তারপর আরেকটা কথা বলব যে ট্রাইবেলদের জন্য চাকুরীতে রিজার্ভেশন আছে, শিক্ষাক্ষেত্রেও যাতে তাদের জন্য সীট রিজার্ভেশন থাকে, তারজন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আর দুর্গম স্থানে যাতে স্কুল ইন্সপেক্টার এবং স্কুল সাব ইন্সপেক্টার সরকারী স্কুলগুলির বিশেষ লক্ষ্য রাখেন সেজন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বিশেষ ভাবে অনুরোধ রাখছি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 9th April, 1970. The discussion on the Demand No. 14 and the remaining demands on the to-day's list will be carried over.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 514.

By Shri Kshitish Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state—

QUESTION.

(ক) ১৯৬৮ ইং—১৯৬৯ ইং সনে R. I. P. Loan কমিটিতে যে সব ঋণ প্রার্থীকে লোন দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে তাহাদের Loan দেওয়া শেষ হইয়াছে কি ?

(খ) "ক" প্রশ্নে উল্লেখিত সনে ২০০০ হইতে ৫০০০ টাকা পর্যান্ত লোন দেওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা নাম উল্লেখ ক্রমে (Sub-Division-wise) প্রার্থীর against-এ টাকার পরিমান ?

ANSWER

ক এবং খ। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 515.

By :—Shri Kshitish Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

QUESTION

ক) Industry Department এর Director ১৯৬৭ ইং—১৯৭০ ইং ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কার্যোপলক্ষে কোন্ কোন্ মহকুমায় কতবার ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন তাহার বিবরন ; (Sub-division wise)

খ) ইহা কি ঠিক যে তিনি আদৌ মহকুমাগুলিতে যান নাই ?

ANSWER

ক) ১৯৬৭ ইং হইতে ১৯৭০ ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সরকারী কার্য্যোপলক্ষে শিল্প অধিকর্ত্তা কোন্ মহকুমায় কতবার ভ্রমণ করিয়াছেন মহকুমাভিত্তিক তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :-

মহকুমার নাম	ভ্রমণের সংখ্যা
১। বিলোনীয়া	৫ বার
২। সাবরুম	১ "
৩। কৈলাশহর	৫ "
৪। ধর্ম্মনগর	৩ "
৫। উদয়পুর	৬ "
৬। কমলপুর	১ "
৭। খোয়াই	৫ "
৮। অমরপুর	২ "
৯। সোনামুড়া	২ "

খ) না, ইহা সত্য নহে।

UN-STARRED QUESTION NO. 516.

By :—Shri Kshitish Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

QUESTION

(ক) ১৯৭০ ইং—১৯৭১ ইং সনের জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকগুলিতে শিল্পখাতে কত টাকা করিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ? (Block wise)

ANSWER

(ক) ১৯৭০-৭১ ইং সনের জন্য প্রতি ব্লকে মং ৫,০০০ টাকা হিসাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন ব্লকে মোট মং ৮৫,০০০ টাকা শিল্পখাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	ব্লকের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ		ব্লকের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ
১।	বিশালগড	মং ৫,০০০ টাকা	১০।	কাঞ্চনপুর	মং ৫,০০০ টাকা
২।	মোহনপুর	মং ৫,০০০ "	১১।	সোনামুড়া (মেলাঘর)	মং ৫,০০০ "
৩।	জিরানিয়া	মং ৫,০০০ "			
৪।	তেলিয়ামুড়া	মং ৫,০০০ "	১২।	উদয়পুর	মং ৫,০০০ "
৫।	খোয়াই	মং ৫,০০০ "	১৩।	অমরপুর	মং ৫,০০০ "
৬।	কুমারঘাট (কৈলাসহর)	মং ৫,০০০ "	১৪।	ডুম্বুরনগর	মং ৫,০০০ "
			১৫।	বগাফা	মং ৫,০০০ "
৭।	ছামনু	মং ৫,০০০ "	১৬।	রাজনগর	মং ৫,০০০ "
৮।	কমলপুর (সালেমা)	মং ৫,০০০ "	১৭	সাতচান্দ	মং ৫,০০০ "
৯।	পানিসাগর	মং ৫,০০০ "			

UNSTARRED QUESTION NO. 520.

By Shri Rabinra Chandra Deb Rankhal.

Will the Hon'ble Ministe-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

QUESTION

ক) অমরপুর বিভাগে কতটি উচ্চতর মাধ্যমিক, উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে ;

খ) সব কয়টি বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছে কি ; এবং

গ) না থাকিলে, কারণ ?

ANSWER

ক) হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল— ১
হাইস্কুল — — ২
উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয় ৮
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়— ৬০

(খ) কয়েকটিতে নাই।

(গ) নব নিযুক্ত শিক্ষকগণ অমরপুরের দূরবর্ত্তী অঞ্চলের স্কুলসমূহে যোগদান করিতে অনিচ্ছুক। গত বৎসর ২৪ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র ৭জন যোগদান করিয়াছেন। 'সিনিয়রিটি' ভিত্তিতে শিক্ষকদের ট্রেনিং-এ পাঠানোর নীতি চালু করায় এই বৎসর অমরপুরের বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষক ট্রেনিং-এ যোগ দিয়াছেন। অন্য মহকুমা হইতে ট্রান্সফার করিয়া ঐ সকল স্কুলে শিক্ষক দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

April 9, 1970

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Thursday, the 9th April, 1970.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, The Chief Mininister, four Ministers, Deputy Speaker, Deputy Minister and twenty three Members.

QUESTIONS

Mr. Speeker—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan—Question No. 71 (postponed).

Shri S. L. Singh—Question No. 71 Sir.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে, পূর্ব্ব বগাফার খানের জমিতে জল সেচ করার উদ্দেশ্যে Lift Irrigation এর কাজ ১৯৬৮-৬৯ র্থিক বৎসরে শেষ হওয়ার কথা ছিল ?	১। হঁ্যা।
২। যদি সত্য হয় ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বৎসরেও শেষ হয় নাই কেন ?	২। গত মার্চ মাসে কাজটি শেষ হইয়াছে এবং ইহা শীঘ্রই চালু করা হইবে।
৩। ঐ মাঠে জল সেচ করিতে সরকারের কত দিন লাগিবে ?	৩। মাঠে জল সরবরাহ করার জন্য খাল কাটার কাজ শেষ হইলে মাঠে জল সরবরাহ করা হইবে। খালের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা দখল পাওয়ার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই কাজটার জন্য কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল এবং কত টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐ জমি পাওয়ার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং করছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়ান—কি কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সেটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ—যার জায়গা তাকে বলা তুমি জমি ছেড়ে দাও, তাকে অনুনয়, বিনয় করা, তার কাছে যেয়ে তাকে তার প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য বুঝানো—কি উপকার হবে,

কি ক্ষতি হবে এবং ক্ষতি হলে ঐ উপকারের দ্বারা সেটা পূরণ হবে কি না ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐ খাল কাটার জন্য সরকার থেকে কোন জায়গা একোয়ের করার পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ যখন কোন চ্যানেল কাটা হয়, মেইন চ্যানেল আমরা করে থাকি, তারপর যার যার জায়গায় সেই জায়গা থেকে চ্যানেল কেটে নিয়ে যায়। এখন কথা হচ্ছে তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যদি সে কাজটা করে তাহলে কাজটা তাড়াতাড়ি হতে পারে এবং যে এষ্টিমেট থাকে, তার চেয়ে অতিরিক্ত হয় না।

শ্রীবাজুবন রিয়ান—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তর ক্লীয়ার হল না। এই জায়গায় খাল কাটার জন্য গভর্ণমেণ্ট থেকে ল্যাণ্ড একোয়ার করার কথা। সেখানের পাবলিকের কোন আপত্তি নাই। ডিলে হচ্ছে কতকগুলি গভর্ণমেণ্ট প্রসিডিউরের জন্য।

শ্রী এস, এল, সিংহ—যদি তারা এরকম লিখিতভাবে দেয়, তাহলে আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি। মুখে অনেকে অনেক কথা বলে, কিন্তু কাজের বেলায় অন্য রকম দেখা যায়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, এই কাজ শেষ হলে পরে কত একর জমি সেচের আওতায় আনা যাবে?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮ স্যার।

এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮ স্যার

QUESTION

1. How many Jumia and landless families have so far been given settlement and financial assistance in the Mouja Sibnagar, Sheet No. 1, 2, 3 & 4 under Sadar, Old Agartala Tahsil, Jirania Block upto March, 1968 (separately in Sheet No). ?

ANSWER

1. (a) Sheet No. I—10 (ten), Jumia families have been allotted land @ 10 kanis each and paid the 1st instalment of Jumia grant @ Rs. 300/- per family.

(b) Sheet No 2—20 (twenty) Jumia families have been allotted land @ 10 kanis each and paid the 1st instalment of Jumia grant @ Rs 300/- to each. family Besides 80 landless tribal families have been allotted land @ 10 kanis to each family and paid grant @ Rs. 300/- each.

(c) Sheet No. 3—43 (forty three) Jumia families have been allotted land @ 10 kanis each and paid the 1st instalment of Jumia grant @ Rs. 300/- to each family.

(d) No allotment of land has been made either to Jumias or to landless agriculturists in Sheet No. 4 upto March, 1968.

QUESTIONS	ANSWERS
2. How many families have so far been deserted/left the place and how many famlies have not occupied the allotted land ?	2. None has deserted. All the allottees are occupying their allotted land
3. If yes, what steps have been taken by the Govt. to cultivate the fellow land, not occupied and deserted by Tribal allottees ?	3. Does not arise.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ১৯৬৮ইং সনের মার্চ পর্যান্ত কত ফেমিলীকে এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—No allotment of land has been made either to Jhumias or to landless agriculturists in Sheet No. 4 upto March, 1968.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই যে সীট নং ১, ২, এবং ৩ এ এ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে, সেটা কোন বছরে দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh—All the allottees have been cultivating in their allotted plots and they are living in their plots of land except Sheet No. 4 of Sibnagar Mouza. In all 73 landless tribals have been allotted land after March, 1968 and all these 73 families have also been paid grant of Rs. 500/- each during the 1968-69,

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ্যালটমেন্টের পর এই যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে, সেটা কোন বছরে দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বললাম তো have been allotted 10 kanies of land each family after March, 1968 and all these families have also been paid grant of Rs. 300/- each during the year 1968-69.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—এখানে আমার প্রশ্নে আছে সিট নাম্বার ফোর, কিন্তু ১, ২ এবং ৩নং সিটে এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে আর ৪নং সিটে এ্যালটমেণ্ট দেওয়া হয় নি, সেটা কবে দেওয়া হবে জানাবেন কি ?

Shri S. L. Singh—For this I demand notice.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Starred Question No 322.

Shri S L Singh—Starred Question No. 322, Sir.

QUESTION	ANSWER
ক) অমরপুর বিভাগান্তর্গত জামুকছড়া ও নগুরাই খানছড়ায় জলসেচের জন্য কোন বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? এবং	ক) আপাততঃ কোন প্রস্তাব নাই।
খ) থাকিলে, কবে কার্য্যকরী করা হইবে ?	খ) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ জায়গাতে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করেন কি ?

Shri S. L. Singh - Generally, proposals for providing irrigation facilities are intiated by the Project Executive Officer or Block Development Officer of the Block concerned considering the demands or need of the cultivators of the locality.

For construction of bunds on Jambukcherra and Nagurai Dhancherra for irrigation purpose, no proposal was received either from the Project Executive Officer, Amarpur or from the cultivators of the locality. As such, the Government could not take any step so far for the construction of the bunds in question.

The feasibility of providing irrigation facilities by putting bunds on Jambukcherra and Nagurai Dhancherra may be examined in consultation with the Project Executive Offiicer, Amarpur and Executive Engineer, Minor Irrigation Division.

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 198.

Shri S. L. Singh—Starred Question No, 198 Sir.

QUESTION	ANSWER
১। আগরতলা বিভাগীয় Power House থেকে বৎসরে কত কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।	১) ১৯৬৮-৬৯ইং সনে ৫৭,৮০,০০৪ কিলোওয়াট
২) উক্ত বিজলী ঘর থেকে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়ার জন্য গত ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ইং তারিখে মোট কতজন প্রার্থী দরখাস্ত করেছেন। এবং মোট দরখাস্তকারীদের মধ্যে কতজনকে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হয়েছে।	২) গত ১৯৬৮-৬৯ইং সনে মোট ৭৫০ জন দরখাস্ত করিয়াছেন এবং ঐ দুই বৎসরে মোট ৯৪ জনকে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হইয়াছে।

QUESTION	ANSWER
৩) বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ বাবদ ১৯৬৯-৭০ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত টাকা আদায় হয়েছে এবং কোন টাকা বাকী আছে কিনা? বাকীর পরিমাণ?	৩) ১৯৬৯-৭০ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ বাবদ মোট ১৫,৯২,৩৩৩ টাকা ২১ পঃ আদায় হইয়াছে এবং মোট ১,৫১,৮১১ টাকা ৩৭ পঃ বাকী আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যেখানে ৭৫০ জন দরখাস্ত করেছে, সেখানে মাত্র ৯৪ জনকে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হয়েছে, আর যারা বাকী রয়েছে তাদেরকে ১৯৭০ইং সনের মধ্যে এই বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—স্যা'র, বিদ্যুৎ এভেলেবল হলেই জনসাধারণকে দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এত বাকী পড়ার কারণটা কি?

শ্রী এস. এল, সিংহ—বাকী পড়ে এবং এটা স্বাভাবিক যে একটা ব্যবসা করতে গেলে অনেক সময়ে কিছু বাকীও দিতে হয়। আর বাকীটা এমন কিছু বেশী নয় যেখানে মোট ১৫,৯২,৩৩৩,২১ টাকা আদায় হয়েছে, সেখানে বাকী রয়েছে মাত্র ১,৫১,৮১১,৩৭ টাকা। আর কি কি কারণে বাকী পড়েছে, সেটা জানতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য যে অগরতলা বিজলী ঘর থেকে বিশালগড়েও বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে থাকে?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—ইলেকট্রিসিটি আইন অনুযায়ী যদি ইলেকট্রিক কন্‌জাম্‌শানের জন্য যে খরচ উঠে সেটা যদি না দেওয়া হয় তাহলে সেই সব লাইন কেটে দেওয়ার প্রভিশান

আছে। কাজেই এই ধরণের প্রভিশান থাকা সত্ত্বেও এই যে প্রায় দেড় লাখ টাকার মত বাকী পড়লো, যেজন্য লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বাকী পড়েছে এবং সেজন্য লাইন কাটা হচ্ছে কি, হচ্ছে না এই কথা জিজ্ঞাসা করলে, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—এই বাকীর মধ্যে মন্ত্রীদের কোয়ার্টারে যে ইলেক্ট্রিসিটি কনজামশান হচ্ছে এবং তাদের কাছে যেটা ডিউ হচ্ছে সেটাও ইনক্লুডেড কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—তা হতে পারে, তবে পার্টিকুলারলী বলতে গেলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr Speaker—Shri Jatindra Kumar Majumdar.

Shri Jatindra Kr. Majumdar—Starred Question No. 298.

Shri S L. Singh—Starred Question No. 298 Sir.

QUESTION	ANSWER
ক) সদর বিভাগের বাণীরবাজার, মোহনপুর এলাকায় একটি Experimental Post Office স্থাপন করার প্রচেষ্টা সরকার কতদিন ধরিয়া চালাইতেছেন, এবং	ক) বাণীরবাজার মোহনপুর এলাকায় Experimental Post Office খোলার প্রচেষ্টা হইতেছে। পি এণ্ড টি এডভাইসারী কমিটির অনুমোদন পাইলে পর এ বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিবেন।

QUESTION	ANSWER
খ) ইহা কি সত্য নয় যে পূর্ব্ব-নোয়াগাও মজলিশপুর, রাধামোহনপুর, রাধাপুর, বঙ্কিমনগর, জন্মোজয়নগর, বৃদ্ধ-নগর, লক্ষ্মীপুর, ভুক্তদামবাড়ী, জয়নগর ইত্যাদি গাঁওসভা গুলির জন্য মাত্র দুইটি Post Office বিদ্যমান।	খ) সত্য নয়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে হাঁা, রাণীর বাজার ও মোহনপুরে একটা পোষ্ট অফিস স্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন ধরে এই প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে পি, এ্যাণ্ড টি এ্যাডভাইসরী কমিটির অনুমোদন পাইলে পর এই বিষয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিবেন। এখন যতদিন পর্য্যন্ত তাদের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত না আসে, ততদিন পর্য্যন্ত আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker-- Shri Bidya Ch Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma -Question No, 338

Shri S. L. **Singh**—Mr Speaker, Sir, question No. 338

প্রশ্ন	উত্তর
১। ডম্বুর Hydel Project এর কাজের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের কয়খানা গাড়ী আছে, তাহার হিসাব।	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। এ সকল গাড়ী মেরামত ও তৈল খরচ বাবত গড়ে মাসিক খরচ কত ?	
৩। গাড়ী মেরামতের জন্য যতন বাড়ীতে সরকারের যে কারখানা আছে, তাহার বাইরে আগরতলায় ও গাড়ী মেরামত হয় কিনা, যদি হয় তবে তাহার কারণ ?	তথ্য সংগ্রাহাধীন আছে।
৪। টি, আর, এল, ৮৩৭ কতদিন আউট অব অর্ডার ছিল এবং উহা আউট অব অডার থাকায় সরকারের ক্ষতির পরিমাণ কি ?	

Mr. Speaker—Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid—Question No. 358

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 358

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ধর্মনগর বিভাগের ছেড়ুয়া বাঁধ সিজিলমাই বাঁধ এবং ইছনমিঞার নালার বাঁধের কাজ আরম্ভ হইয়াছে কি না।	ক) না।
খ) না হইয়া থাকিলে কারণ কি ?	খ) ছড়ুয়া বাঁধও সিজিলাই পুনঃ পুনঃ দরপত্র

প্রশ্ন	উত্তর
	আহ্বান করা সত্ত্বেও উপযুক্ত দর না পাওয়ায় কাজগুলি আরম্ভ করিতে পারা যায় নাই। ইছন মিঞার নালা এই কাজের পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—শেষ টেণ্ডার কবে কল করা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—যা এষ্টিমেটেড কষ্ট ছিল, tender was invited many times. But due to abnormal high tender rate the work could not be taken up.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ - গত বৎসরে এক প্রশ্নের উত্তরে তারা বলেছিলেন যে পাঁচবার টেণ্ডার কল করার পর ভাল রেট না পাওয়ায় নেগসিয়েশনের চেষ্টা করা হচ্ছে। তারপর কি নেগসিয়েশন এর চেষ্টা করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল সিংহ—আমি এই কারণে বললাম যে ফাইভ টাইমস্ আমরা সেখানে টেণ্ডার কল করেছি। কিন্তু due to abnormal high rate the work could not be taken up. Negotiation could not be taken up according to legal rules and procedures of the P.W.D.

Mr. Speaker—Shri Binoy Bhusan Banerjee.

Shri Binoy Bhusan Banerjee —Question No. 523

Shri S. L. Singh —Mr. Speaker, Sir, question No. 523

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ধর্মনগর সাবডিভিসনে সাকাই	(ক এবং খ) সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণের

প্রশ্ন	উত্তর
হাওরের বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা এবং	একটা পরিকল্পনার সার্ভে আরম্ভ করেছি। অতএব ধর্মনগর সাবডিভিসনের সাকাই হাওরের বন্যা নিয়ন্ত্রনের কোন পরিকল্পনা আপাতত নাই।
খ) থাকিলে কখন উহা কার্য্যকরী করা হইবে ?	

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—সার্ভে কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

Mr. Speaker—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan—Question No. 552

Shri S. L Singh—Mr. Speaker, Sir, question No 552.

QUESTION	ANSWER
১। মনু, ছামনু ১৪ মাইল দীর্ঘ রাস্তায় জীপ গাড়ী যাতায়াত ভাড়া ৪·০০ (চার) টাকা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কি না ?	১। হ্যাঁ।
২। যদি উত্তর হ্যা হয় তবে কিসের ভিত্তিতে উক্ত ভাড়া স্থিরীকৃত হয়েছে। এবং	২। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটির ১৯৬৯ ইং সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের সিদ্ধান্ত অনুসারে।
৩। যদি না হয় তবে সরকার কিরূপ ব্যবস্থা ব্যঅবলম্বন করিবেন ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—এই যে ৪'•• টাকা ভাড়া এটা প্রতি কিলোমিটারে, এটা কি সরকারের সিডিউলড রেট ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—Charge of Rs 4·00 is quite within the approved ceiling.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—এই টাকাটা অতি উচ্চ হারে স্থিরীকৃত হয়েছে মনে করেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ছিল ১•'•• টাকা হারে। অতএব সেখানে করা হয়েছে ৪ •• টাকা।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে প্রশ্নটাতে বুঝা যাচ্ছে যাতায়াত ভাড়া। অর্থাৎ যাওয়ার এবং আসার। দেখা যাচ্ছে দুই টাকা, আসতে দুই টাকা, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে প্রতি কিলোমিটারে ৪৫ পয়সা হলে পার কিলোমিটার ভাড়া হয় ১৪ মাইলের জন্য অর্থাৎ ২২'৫৪ কিলোমিটারের জন্য ১• টাকা। অতএব সেখানে করা হয়েছে ৪ টাকা।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সেজন্য তারা ১৮।২• জন লোক একট জীপের মধ্যে ক্যারি করতে পারে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হল অভারলোড। সেটা জনসাধারণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেটা বন্ধ করতে হলে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক রাইট আছে, তারা না উঠলেই সেটা বন্ধ হতে পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মনু ছামনু রাস্তায় দৈনিক কয়টা গাড়ী যাতায়াত করে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যাতায়াত অসংখ্য গাড়ী করে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—যে গাড়ীগুলি কণ্ট্রাক্ট নেবার জন্য বাস বা ট্যাক্সিগুলির পারমিট দেওয়া হয় ওরা কি প্যাসেঞ্জার কালেকশন করে নিয়ে যেতে পারে ?

মিঃ স্পীকার—দিস ইজ নট রিলেভেন্ট কোয়েশ্চান।

শ্রী রাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—এটা ভাইটাল কোয়েশ্চান স্যার। এখানে বলা হয়েছে কণ্ট্রাক্ট ক্যারেজের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। কণ্ট্রাক্ট রেটে প্যাসেঞ্জার ক্যারী করতে পারে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রশ্ন অনুসারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পার কিলোমিটার কত উঠে সেটা আমি বলেছি ৪৫ পয়সা পার কিলোমিটার। সেই অনুসারে ৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২·৫৪ কিলোমিটার জন্য। অতএব কে কালেকশন করছে প্যাসেঞ্জার, কি ভাবে কালেকশান করছে নোটে না টাকায়, না চেক্সে না ক্রেডিটে, ইট ডিপেণ্ডস অন দেম।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ভারতবর্ষের কোথায় এই রকম বেশী হারে ভাড়া আদায় করে, এই রকম স্থানের নাম বলতে পারেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে কম্পেয়ার করিনি। কম্পেয়ার করলে বলতে পারব,

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ভারতবর্ষের কোথাও এই রকম বেশী হারে ভাড়া আদায় করা হয়, এই রকম স্থানের নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রী এস এল, সিংহ—আমরা এই হার কম্পেয়ার করিনি, করলে পরে জানাতে পারব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কম্পেয়ার করে, দেখতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমরা সেইজন্য একটা কমিটি করেছি কোন্ কোন্ জায়গায় কি রকম ভাড়ার হার প্রবর্ত্তিত আছে সেটা দেখার জন্য এবং বর্ত্তমানে কি হার নির্দ্ধারিত হবে, সেটা সমস্ত কিছু দেখার পর আমরা বলতে পারব।

শ্রী ঘনশ্যাম দেওয়ান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেই নাকের ডাগার মধ্যে ছামনু এবং মনুতে যে পি, এস, আছে সেই সব স্থানে পুলিশকে কি নির্দ্দেশ দেওয়া হবে ওভারলোড যাতে ধরা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইন আছে ওভারলোড হলে পরে আইনতঃ দণ্ডনীয় হবে। অতএব মাননীয় সদস্য যারা এখানে আছেন তারা যদি জনসাধারণকে সেইসম্পর্কে সজাগ রাখতে পারেন এবং জনসাধারণ সেইভাবে সজাগ থাকেন, তাহলে এই ওভারলোড বন্ধ করা যাবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটা জীপে ১৫ জন প্যাসেঞ্জার নেওয়ার বিধান আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— শুধু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নয়, সব রাষ্ট্রেই জনসাধারণের ইচ্ছার উপর সেটা নির্ভর করে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল—কোশ্চেন নাম্বার ৫৩৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোশ্চান নাম্বার ৫৩৮ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আসাম-আগরতলা রাস্তার ২৪ মাইল হইতে ২৭ মাইল ৬ ফার্লং পর্য্যন্ত যে ৪টি স্থায়ী সেতুর নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল ঐ সেতুগুলির কাজ কবে পর্য্যন্ত শেষ হইবে ;	ক, খ ও গ) তথ্য সংগ্রহ হইতেছে।
খ) ইহা কি সত্য যে উপরোক্ত সেতু-কাজ মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে ; এবং	
গ) সত্য হইলে কারণ কি ?	

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

শ্রী এস, এল, সিংহ--কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগরতলা—উদয়পুর রাস্তার বনকুমারীর নিকট থেকে লালসিংমুড়া বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি Re-construction করার জন্য ১৯৬৯-৭০ইং সালের আর্থিক বৎসরে মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে,	১। ১৯৬৯-৭০ সালে এই রাস্তা Re-construction করার জন্য কোনরূপ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় নাই।
২। ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়ে থাকলে	

প্রশ্ন	উত্তর
এই রাস্তার কাজের জন্য সম্যক টাকা খরচ হয়েছে কি না ; এবং	২ ও ৩। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।
৩। খরচ হয়ে থাকলে, কাহার দ্বারা এই কাজ করান হয়েছে এবং না হয়ে থাকলে ইহার কারণ ?	

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই রাস্তা গত আর্থিক বৎসরে যে ড্রেসিং ইত্যাদি ওয়ার্ক করা হয়েছিল, সেগুলি কি ব্যয় বরাদ্দ ছাড়া করানো হয়েছিল না কোন হেড থেকে করানো হয়েছিল ?

শ্রীএস এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিকনষ্ট্রাকশান হয় নাই, নরমেল ওয়ার্ক এবং মেণ্টেনান্স ওয়ার্ক হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মেণ্টেনান্স বাবদ কত টাকা ধরা ছিল ১৯৬৯—৭০ সালে ?

Shri S. L Singha—Flood damage repair work for S P.T. bridge and the normal work have however been taken up at the cost of Rs. 4,946 and Rs. 9,794/- respectively.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন, শুধু সেখানে এস, পি, টি, ব্রীজ করলেই সে রাস্তার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে চলবে রিকনষ্ট্রাকশন ছাড়া ?

শ্রী এস, এল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আগেই বলা হয়েছে যে ফ্লাড ডেমেজ ওয়ার্ক এবং মেণ্টেনান্স ওয়ার্ক সেখানে করা হচ্ছে রাস্তাটাকে যথাযথ চালু রাখার জন্য।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৯।

শ্রী এস, এল, সিংহ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
জিরানিয়া ব্লক এলাকার দুধপাতিল মাঠে জলসেচের জন্য একটি Lift Irrigation মেসিন বসাইবার কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১২

শ্রী এস, এল, সিংহ— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১২ স্যার

প্রশ্ন	উত্তর
১। আসাম—আগরতলা রাস্তার উপরে দলাই নদীর ব্রীজটি কবে আরম্ভ হইয়াছিল, উহা এখন কি অবস্থায় আছে ?	১ ঠিকাদারের সহিত কাজের চুক্তির সর্ত অনুসারে কাজটি ১৯৬৫ইং সনের অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখ হইতে আরম্ভ হয়। ঠিকাদার প্রায় ৭৫% অংশ কাজ সম্পন্ন করার পর বাকী কাজ করিতে অপারগ হওয়ায় তাহার চুক্তির সর্ত অনুসারে চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া অবশিষ্ট কাজের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। দরপত্র গ্রহণ করার নির্দিষ্ট তারিখ আগামী ৩০-৪-৭০ইং। এই নিয়া ৪র্থ বার দরপত্র আহ্বান করা হল।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কাজ কন্ট্রাক্টার করেছেন, সেই কাজটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ধলাই নদীর উপর যে ব্রীজটা করেছিল, সেই ঠিকাদারের নাম কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—শ্রী পি, কে, সান্যাল, কনট্রাক্টার।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ব্রীজ বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল ?

শ্রী এস, এল সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্রীজটার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কাজ হয়েছে বলে বলেছেন ; সেই কাজটা defective এবং তার ফলে সম্পূর্ণ টাকাটা মিসইউজ হয়েছে বলে করেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এটা টেক্‌নিক্যাল মেটার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আগেই বলা হয়েছে যে ঠিকাদার প্রায় ৭৫ পারসেন্ট কাজ সম্পন্ন করার পর বাকী কাজ করতে অপারগ হওয়ায় তাহার চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে চুক্তিপত্র বাতিল করিয়া অবশিষ্ট কাজের জন্য পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। দরপত্র গ্রহণ করার নির্দিষ্ট তারিখ আগামী ৩০-৪-৭০ইং। এই নিয়া ৪র্থ বার দরপত্র আহ্বান করা হল। এই কাজের উপকারিতা আছে বলেই তা করা হয়েছে।

শ্রী আবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই ব্রীজের টোটাল এষ্টিমেটেড কস্‌ট কত ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই স্ত্রীমটা করতে গেলে এই এষ্টিমেটের সম্পূর্ণ টাকা খরচ করতে হবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ- আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে পঁচাত্তর ভাগ কাজ ঠিকাদার করে গেছেন, তাকে পঁচাত্তর ভাগ পেমেন্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Starred Question No. 521.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 521, Sir.

QUESTION	ANSWER
ক) অমরপুর ব্লক, ডম্বুরনগর টি, ডি ব্লক ও তেলিয়ামুড়া ব্লকে বর্তমান আর্থিক বৎসরে বরো ধান করার সাহায্যে কতটি সাময়িক (Seasonal) বাঁধ দেওয়া হইয়াছে :	
খ) যে সমস্ত স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে উক্ত বাঁধগুলি বাবত কত টাকা খরচ হইয়াছে ; এবং	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
গ) কত জমি উক্ত বাঁধ দ্বারা উপকৃত হইবে ?	

Mr. Speaker—Shri Abdul Wazid.

Shri Abdul Wazid—Starred Question No. 473.

Shri S. **L. Singh**—Starred Question No. 473, Sir.

QUESTION	ANSWER
১। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত কি পরিমাণ ভূমিতে সিজনেল ক্রপস্ করা হইয়াছে ; এবং ২। এই বাবত বিভিন্ন কাজে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ?	১ এবং ২ তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Starred Question No. 228.

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 228, Sir.

QUESTION	ANSWER
১। চড়িলাম বাজারের দক্ষিণে রাঙাপানি ছড়ার পুল নির্মাণের পরিকল্পনা গত ১৯৬৯-৭০ইং সনের আর্থিক বৎসরে ছিল কি না ;	১। না।

প্রশ্ন	উত্তর
২। যদি থাকে অদ্যাবধি পুল নির্ম্মাণের কাজ হচ্ছে না কেন এবং যদি না থাকে তাহলে রাজ্য সরকার উল্লিখিত স্থানে পুল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কি না ?	২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—রাজ্য সরকার উল্লিখিত স্থানে পুল নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন কিনা, এর উত্তরটা কি হল ?

Shri S. L. Singh—There was a contemplation for construction of an S. P. T. bridge over Rangapanicherra near Charilam market. Estimate for this work was also prepared for Rs. 1,23, 500/-. Due to paucity of funds during Fourth Five Years Plan for development of roads it has not been possible to accommodate the work.

Mr. Speaker—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal—Starred question No. 429

Shri S L Singh—Starred question No. 429, Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১। তেলিয়ামুড়া খোয়াই রোডের S. P. T. ব্রিজের মেরামত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	১। হ্যাঁ।
২। যদি থাকিয়া থাকে তবে কখন ঐ কাজ আরম্ভ করা হইবে ?	২। কাজ চলিতেছে।

Mr. Speaker—Shri Jatindra Kr. Majumdar.

Shri Jatindra Kr. Majumdar—Starred Question No 263

Shri S. L. Singh—Starred Question No. 263, Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে আগরতলা জি,বি, হাসপাতালে মাঝে মাঝে জলও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে ; এবং	১। না ; সরবরাহ বন্ধ থাকে না।
২। সত্য হইলে এই অবস্থার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?	২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—There are 4 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুর বিভাগে খিলপাড়াতে কোন এক হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে তিনজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঐ গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গত ৬ই এপ্রিল একটা হরতাল পালন করা হয় এবং একটা উত্তেজনা অবস্থা সেখানে চলছে, সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ তিনি যেন এই সম্পর্কে এই হাউসের সামনে একটা বিবৃতি দেন।

মিঃ স্পীকার—আপনি নোটিশ দিয়েছেন কি ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—স্যার আমি নোটিশ না দিলেও যেহেতু আমি এই বিষয়টা হাউসের সামনে তুলেছি, সেহেতু মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটা বিবৃতি দিতে পারেন তাতে নোটিশ দেওয়ার খুব একটা প্রয়োজন নেই।

Mr. Speaker—No, there is no provision in the Rules.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—স্যার, ঘটনা যখন সেখানে ঘটেছে আর আমি যখন এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এই অবস্থায় আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই বিষয়ে একটা বিবৃতি দেন।

মিঃ স্পীকার—আপনি কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ দিতে পারেন, তারপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছা করলে, সেটার উত্তর দিতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু কলিং এ্যাটেন্‌শান নোটিশ দিলেই হবে না, যেখানে ঘটনাটা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ এবং আমি এই হাউসের একজন সদস্য হিসাবে বিষয়টা এখানে তুলেছি, কাজেই উনি এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেব্যাল মিনিষ্টার ক্যান নট গো বিয়ণ্ড রুলস।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—স্যার, যে ঘটনাটা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তো একটা বিবৃতি দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার—নো, আই উড রিকুয়েষ্ট ইউ টু টেক ইউর সিট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব যাতে করে আমরা সেই ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা নিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার ক্যান নট গো উইদাউট রুলস।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—স্যার সেখানে কেন ছাত্রদের গ্রেপ্তার করা হল এবং কেনই বা সেখানে একটা হরতাল করা হল এবং এই যে অবস্থা উদয়পুরে চলছে তখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর একটা বিবৃতি এখানে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি এর জন্য একটা নোটীশ দিন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার আছে, সেটা হল কিছু দিন আগে এই হাউসের মধ্যে ডিস্কাশসান হয়েছিল যে প্রভাত চৌধুরী নামে ডি. এম. অফিসের একজন হেড ক্লার্ককে পুলিশ এরেষ্ট করেছিল এবং আবার তাকে কিছুক্ষণ পরে বেলে ছেড়েও দেওয়া হল। এখন সেই কেসটা পুলিশ ইন্‌ভেষ্টিগেশানে আছে। আমরা জানি যে কোন যদি ইন্‌ভেষ্টিগেশানে থাকে তাহলে সেখানে ডি. এম বা অন্য কোন অফিসার সেটাকে ইনটারভেন করতে পারে না। আমি শুনেছি যে ডি. এম. নাকি সেটার ব্যাপারে ইন্টারভেন করছে যাতে করে একটা ওপেন কোর্ট বসিয়ে কেসটাকে হাস্ আপ করা যায়। অর্থাৎ উনি এই পুলিশ ইন্‌ভেষ্টিগেশানটাকে ইন্টারভেন করবার চেষ্টা করছেন এবং তা যদি সত্যি হয় তাহলে সটা সম্বন্ধে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কার্য্য বে-আইনী। কাজেই সরকার সেদিক দিয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন যাতে করে এই রকম কোন বে-আইনী কার্য্য না হতে পারে। আমি এখানে বলব যে এই বে-আইনী কার্য্য করবে, তাকে সেখান থেকে বিমুক্ত করা হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে একটা প্রিভিলেজের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন না আমরা গণরাজ পত্রিকায় দেখেছি যে ১৯৭০ সালের ৫ই এপ্রিল প্রকাশিত সংবাদে খাজনা মুকুবের ব্যাপারে যে সংবাদ লেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা প্রেস ষ্টেটমেণ্ট। সেখানে লেখা আছে বকেয়া ভূমি রাজস্ব মুকুব এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতজমির রাজস্ব রহিত সম্পর্কে। স্থানীয় গণরাজ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিংহ বলেন বকেয়া ভূমি রাজস্ব মুকুব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত জমির ভূমি রাজস্ব রহিত সম্পর্কে স্থানীয় গণরাজ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই প্রকাশিত সংবাদ প্রকৃত বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্যহীন প্রকৃত পক্ষে যে ভূমি রাজস্ব বকেয়া পড়িয়াছে তার কিছু অংশের মুকুব করার কথা এবং যে কৃষকদে মাত্র থ্রি ষ্টণ্ডার্ড একর্স পর্য্যন্ত ভূমি আছে তাদের ভূমি রাজস্ব রহিত করার কথা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। অতএব ভূমি রাজস্ব মুকুব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত জমির রাজস্ব রহিত হয়েছে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার নিরসনের জন্য জন নেতাদের প্রতি আমি আবেদন করছি. বকেয়া রাজস্ব ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত জমির খাজনা আদায় করা চলবে।

এখানে মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে রিপ্লাই দিয়েছেন, সেই রিপ্লাইতে তিনি বলেছেন যে বকেয়া রাজস্ব মুকুবের প্রশ্ন কেন্দ্রের কাছে রেফার করেছেন

এবং সেটা কেন্দ্রের বিবেচনাধীন আছে। আর তিন একর পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব মুক্তির ব্যাপারে এখানে রিজলিউশন পাশ হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে ইমপ্লিমেণ্ট করার দায় দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারের। কিন্তু আমাদের যে এ্যাক্ট আছে, সেটার একটা লিমিটেশান আছে, সেটাও কেন্দ্রের কাছে পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে উনি যে ষ্টেটমেণ্ট এই পত্রিকাতে দিয়েছেন আর আমাদের এই হাউসে যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ কন্‌ট্রাডিক্‌টরী এবং তাতে করে এই হাউজের প্রিভিলেজ নষ্ট হয়েছে, সেটা আমি মাননীয় স্পীকারের কাছ থেকে জানতে চাই। উনি যে বক্তব্য এই হাউসে রেখেছেন এবং এই পত্রিকাতে যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, সেটা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন এবং সেটা যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করেন, তবে আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে আবেদন রাখব যে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে সেটা সত্য কি মিথ্যা কি যাচাই করা হউক।

শ্রীএস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে প্রিভিলেজ সম্বন্ধে এখানে বলেছেন, সেটা হল আমি এই হাউসে যে বক্তব্য রেখেছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানেও এই বক্তব্য দিয়েছি। অতএব আমি এই ব্যাপারে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন ? মাননীয় স্পীকার স্যার এই বক্তব্য আর হাউসের বক্তব্যের সংগে আমি আপনার কাছে আবেদন করব যে তুলনা করে দেখবেন যে বক্তব্য সামঞ্জস্য বিহীন কিনা। যদি সামঞ্জস্য বিহীন হয় তা হলে আমি অনুরোধ করব (কোন প্রিভিলেজের প্রশ্ন করছি না) ফর রেকটিফিকেশন, ফর কারেকশান অব দি Statement আমি অনুরোধ করব স্পীকারের কাছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ—অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা করবেন। আমরা তাকে অনুরোধ করতে পারি।

মিঃ স্পীকার—আই শ্যাল লুক ইনটু দি ম্যাটার।

Mr. Speaker—There is a Calling Attention Notice given notice of by Sarbasri Sunil Ch. Datta and Shri Abhiram Deb Barma on 6. 4. 70 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, i. e. on 9. 4. 70. on the subject—

গত ৩রা এপ্রিল খোয়াই আশারামবাড়ী বি, এস, এফ, কর্তৃক গ্রামবাসী নারী পুরুষের উপর অত্যাচার।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াই আশারামবাড়ীতে যে ঘটনা হয় সেই ঘটনা সম্বন্ধে আমি সেদিনেই সন্ধ্যার সময়ে একটা খবর পাই। খবর পাওয়ার পরে সাথে সাথেই ওখানে যে ঘটনাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে বিশদভাবে তদন্ত করবার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এবং পুলিশ অথরিটিকে আমি বলেছি এবং সেই অনুসারে ওখানে তদন্ত কার্য শুরু হয়েছে। এটা একটা মেলাকে উপলক্ষ্য করে বি, এস, এফ, কর্মচারীদের সাথে তাদের একটা বচসা হয় এবং তারপর সেখানে মারামারি হয়ে যায় এবং সেটা এখন ইনভেস্টিগেশন ষ্টেজে এবং আমার মনে হয় যে বি, এস, এফ, এবং পিপলের সাথে সামঞ্জস্য করলে পরে আমরা আমাদের সিকিউরিটি—এই বর্ডার ক্যান বি সিকিউরড। অতএব যে ঘটনা হয়েছে সেজন্য আমি অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত। অতএব সেইকার্য যাতে না হতে পারে সে জন্য সেই দিক দিয়ে পিপল এবং বি, এস, এফ, এর লোকগুলি ভালভাবে সামঞ্জস্য রেখে সেই কাজ কর্ম পরিচালিত করবার জন্য আমি অনুরোধ করব এবং সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—এই ঘটনার সঙ্গে যে সমস্ত বি, এস, এফ, জড়িত তাদের সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ—এই ব্যাপারে বলেছি যে তদন্ত করা সুরু হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—এই ঘটনায় আশারামবাড়ীর কয়টা লোক প্রহৃত হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তথ্য আছে কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যতটুকু সংবাদ পেয়েছি তাতে সেখানে মারামারি হয়েছে এবং কতজন আহত হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি অবগত নই। একটা স্কাফল হয়েছে এই মাত্র আমি সংবাদ পেয়েছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—আশারামবাড়ী বর্ডার থেকে কতটুকু অভ্যন্তরে বা আশারামবাড়ী থেকে বর্ডার কতটুকু দূরে অবস্থিত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আশারামবাড়ী থেকে বর্ডার অতি নিকটেই। কারণ রাস্তাটা পার হলে পরেই রাস্তার পাশেই আশারামবাড়ী পাকিস্তান বর্ডার।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত—বি, এস, এফ, আমাদের ত্রিপুরার বর্ডার রক্ষায় নিযুক্ত। তারা সীমান্ত ছাড়া ভিতরের পল্লীতে বা বাজারে উপস্থিত হয়ে এই যে হামলা করে, আমাদের নিরীহ জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার করে এটা বন্ধ করার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে পারি যে দ্যাট সর্ট অব থিং অত্যন্ত নিন্দনীয় যে বর্ডার সিকিউরিটি এবং পিপলের সাথে ঝগড়া হবে, গণ্ডগোল হবে, সেটা নিন্দনীয় এবং সেটা বন্ধ করা আমাদের উচিত টু কীপ দি বর্ডার সিকিউরড এবং পুলিশকে মনে করতে হবে দে আর আওয়ার ফ্রেণ্ডস এবং তাদেরও মনে করতে হবে উইদাউট দি হেলপ অব দি পিপল অব দ্যাট প্লেস উই ক্যান্ নট কীপ দি সিকিউরিটি অব দি বর্ডার এণ্ড দি ষ্টেট অলসো। দ্যাট ভেরী ফিলিং ফ্রম দি বোথ সাইডস শুড বি এনথুজিজড বাই আওয়ার পারসনস।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে বি, এস, এফ এর কর্তা ব্যক্তি যারা আছে তারা কোন নির্দেশ দিয়েছেন কি না জনসাধারণের সংগে গোলমাল না করার জন্য? কেননা আর একটা খবর পেয়েছি আমি যে সোনামুড়াতে এই বি, এস, এফ এর লোকেরা গ্রামের লোকের উপর অত্যাচার করেছে এবং গুরুতর ভাবে জখম করেছে এবং ভিলেজের ডিফেন্স পার্টির লোকের উপর অত্যাচার করেছে। সেইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা এবং তা বন্ধ করার জন্য সত্বর নির্দেশ দেবেন কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জিনিষটা বর্তমানে আছে এবং সেটাকে যাতে আরও সিকিউরড করা চলে সেইদিকে দৃষ্টি নিশ্চয়ই দিব।

শ্রী বিদ্যাচরণ দেববর্ম্মা- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেখানে একজনের সংগে মেলায় আর একজনের বচসা হয়েছে তার কারণ উনি পরিষ্কার ভাবে যদি জেনে থাকেন, কেন যে পার্বলিকের সংগে বচসা হল এবং তাতে উত্তেজনা সৃষ্টি হল, সেই সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে যদি আমরা জানতে পারি তাহলে ভাল হয়।

শ্রীএস, এল, সিংহ—বচসা অলঠারকেশন নানারকম হতে পারে। একটা ব্যংগ থেকে হতে পারে, স্বার্থ থেকে হতে পারে, নানারকম ভাবে হতে পারে এবং সাইকোলজিক্যালও হতে পারে। হয়ত অ্যানটিসোস্যাল অ্যাকটিভিটিজ হতে পারে। সুতরাং একটা বচসা হয়েছে এবং তার সাথে সাথে ঝাফল হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন তদন্তকার্য্য চলছে। এই তদন্ত কতদিন পর্য্যন্ত চলছে? যেহেতু ঘটনাটা ঘটেছে সেইহেতু তার পরিষ্কার বিবৃতি হাউসে রাখলে আরও সুবিধা হয়।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কারণ আছে সেই কারণ পূর্ণভাবে বিবৃত করেছি। অতএব মাননীয় মেম্বার কেন যে সেটাকে অনুধাবন করতে পারলেন না, অর্দ্ধ বিবৃতি বলে কেন মনে করছেন, সম্পূর্ণ কেন মনে করতে পারছেন না তা আমি বুঝতে পারছি না অতএব আমি আমার সম্পূর্ণ বিবৃতি হাউসের সামনে দিয়েছি যে পুলিশ তদন্তাধীন আছে এবং সেই তদন্ত চলছে। সেটা আমি বলেছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চেয়েছিলাম এই জন্য যে অ গেও এখানকার করঙ্গছড়া ক্যাম্পে বি, এস, এফ, এর লোকেরা বেহালাবাড়ীতে একজন লোককে মদ খেয়ে মারপিট করে। তারপর পুলিশের তরফ থেকে এখন পর্য্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা হল না। এরপর এই সমস্ত ব্যাপারে উদাসীন হওয়ার কারণটা কি আমরা বিশেষভাবে যদি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে পারি তবে ভাল হয় যে কেন যে কর্ত্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে উদাসীন।

শ্রীএস, এল, সিংহ—তা হলে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বুঝা যায় যে সি, পি, এম, যুক্ত আছে। ক রণ এই ঘটনাকে অংগ করে তারা সেখানে এ্যাটাক করেছিলেন বা স্কাফল সৃষ্টি করেছেন। এটাই তাদের বিবৃতির মধ্যে দিয়ে আমি অনুধাবন করতে পারি। তবে সেই সম্পর্কে আমি দৃষ্টি রাখব যে, কথা বলেছেন যে বেহালাবাড়ীকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা হয়েছে। অতএব সেটা আমি অথ-রিটিকে জানাব যে মাননীয় মেম্বার এই কথা বলেছিলেন যে এই ভাবে এটা হতে পারে। অতএব ফ্যাক্টস আর অলওয়েজ ফ্যাক্টস। ইট ইজ নোন টু দেম এ্যাণ্ড ইট ইজ অলসো লেড বাই দেম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনা সম্পর্কে

যে বিবৃতি দিয়েছেন, এই বিবৃতির উপর আপনারা কল্যারিফিকেশন চাইতে পারেন। কিন্তু আপনারা এই ঘটনা সম্পর্কে নানাবিধ প্রশ্ন করছেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—যেহেতু অভিযোগ যা সত্য সেটা হচ্ছে সেখানে দোকানদার ছিল, তাকেও তারা মারধোর করেছে এবং এর মধ্যে একজন কংগ্রেসের দালালও ছিলেন। কাজেই আমি সেই দিক থেকে বাস্তবিক যে চিত্রটা সেটা এখানে তুলে ধরবার জন্য বলছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ--তাহলে উনি সেটা সম্পূর্ণ জানতেন, কিন্তু তখন তিনি নাম বলেননি। যখন বলা হল সি, পি, এম, এই ইত্যাদির কথা তখন তিনি এখানে তা প্রকাশ করছেন। তাহলে মাননীয় সদস্য যে কতটুকু সত্যভাষী তার এই বিবৃতির মাধ্যমেই প্রমাণিত হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—পয়েণ্ট অব ইনফরমেশন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কোন দোষাদোষীর প্রশ্ন নাই। বাস্তবিক যে চিত্র সেটা উনার মাধ্যমে এখানে তুলে ধরলেন এবং সেটা পরিষ্কার করে বললেইতো জিনিষটা সহজ হয়ে যায়। ঘটনাটা কি সেটা মাননীয় মিনিষ্টার পরিষ্কার করে বলুন।

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister has already made a statement on this incident and the Members have asked some points for clarifications and this had been done. The House is to dispose of some Demands continuing from the list of Yesterday. Now I have to dispose all those demands within one hou.r The Minister will get 30 minutes for reply and the Members willing to participate in this discussion will get another 30 minutes. I shall not allow more than five minutes to any Member willing to participate in the discussion.

Now I would request the Hon'ble Minister, for Education to give his reply to the debate.

Shri Sunil Ch. Dutta—Mr. Speaker Sir, Hon'ble Member Shri U. K. Roy intended to participate in the Education Demand.

মিঃ স্পীকার—মানীয় সদস্য, কালকে যাদের নাম পেয়েছিলাম লিষ্টে, তাদের নাম আমি ডেকেছিলাম। কিন্তু মাননীয় সদস্য ইউ, কে, রায় মহাশয় সেই সময় উপস্থিত ছিলেন না। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি পাঁচ মিনিটে তার বক্তব্য শেষ করতে পারেন, তাহলে আমার আপত্তি নেই, তিনি বলতে পারেন।

শ্রী ইউ, কে, রায়—আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার উপর এরকম গিলোটিন প্রয়োগ করেছেন। পাঁচ মিনিটে শেষ করতে হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমি দুঃখিত, আমি অনেক সময় আপনাকে দিতে পারতাম আপনি যদি কালকে বলতেন। কারণ আপনার কাছে থেকে আমরা অনেক কিছু শুনতে চেয়েছিলাম।

শ্রী ইউ, কে, রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে যখন ডিসকাশান শেষ হয়, তখন আমি চলে গেছি তাই আমি এ' সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু কালকে যদিও আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না, শুনেছি যে অনেক সময় কালকে অপব্যয়িত হয়েছে। যাই হউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখন সেটা অনুমতি দিয়েছেন, আপত্তি করেননি, আমার বলবার কিছু নেই। আমি অনেক কিছু বলব না। এখানে শুধু কয়েকটি পয়েন্ট তুলে ধরবার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে এই যে বেসরকারী কলেজ তিনটি এবং তারপর বেসরকারী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল যেগুলি আছে, সেগুলিতে ঠিক ঠিক মত কাজ চলছে না, সেখানে একটা গোলমাল অনবরতই চলছে, আমি এখানে প্রথমে একথাই বলব যে সরকার সেগুলি টেক্ আপ করুন। আমি কলেজ সম্বন্ধে প্রথমে বলছি। কলেজে বর্তমানে ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত বাধা বাধকতা থাকে, তাতে বর্তমানে কোন কলেজই প্রাইভেট চলতে পারে না। ইউনিভার্সিটির এ্যাফিলিয়েশন-এর জন্য যা দরকার, তা এখানকার ত্রিপুরার সাধারণ লোক যারা প্রাইভেট কলেজ করেছেন, তাদের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এই সম্বন্ধে। আমাদের বিলোনীয়াতে আমরা অনেক কষ্ট করে ভিতর এবং বাইরে থেকে লক্ষ টাকার মত জোগার করেছিলাম, এবং একটা মস্ত বড় জায়গা বিনা পয়সায় পেয়েছিলাম। তার উপর ভরসা করে আমরা একটা কলেজ ষ্টার্ট করি। সেই কলেজের জন্য জেলেরা পর্যান্ত দিন মুজুরী খেটে যেখানে দুই টাকা পেয়েছিল সেটা দিয়ে যখন আমরা যখন মিটিং করি তখন সেখানে কেউ ৫০০ টাকা, কেউ ১০০০ টাকা, কেউ সাড়ে সাত শত টাকা দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যখন দেখলাম একটা জেলে কলসী নলে একটা জায়গায়, সারাদিন পরিশ্রম করে, স্নান সেরে যখন গামছা কাঁধে করে আসছে, আমাকে দেখে আমার হাতে দুইটি টাকা দিয়ে বলল স্যার, অনেকেই অনেক টাকা দিয়েছে, আমি

আজকে সারাদিন পরিশ্রম করে এই দুইটি টাকা পেয়েছি, সেটা আমি কলেজের জন্য দিচ্ছি। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলাম। এইভাবে আমরা কলেজ করেছি। আর বাইরে থেকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টর মিনিষ্ট্রী অব রিহ্যাবিলি-টেশান থেকে দুই লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছিলাম অনেক ধরাধরি করে এডুকেশন মিনিষ্টারকে। আর এই ত্রিপুরা সরকার থেকে এই ব্যাপারে এক পয়সাও কেপিট্যাল গ্র্যান্ট পাওয়া যায় নি। ত্রিপুরা সর-কার রেকারিং গ্র্যান্ট দিয়েছিলেন, তাতে কোন মতে সেটা চলেছে। কিন্তু তা দিয়ে সেটা চলতে পারে না। গ্র্যান্ট ইন এইড রুলস অনুসারে ৯০ পারসেণ্ট অব দি পে অব দি স্টাফ—স্টাফ বলতে অফিস স্টাফ পর্য্যন্ত ইনক্লুডেড, কনটিনজেন্সী ইত্যাদি ৯০ পারসেণ্ট ডেফিশিট, সেটা সরকার থেকে দেওয়া হয়। আর বাকী টেন পারসেণ্ট, আমরা যতটুকু জানি বিলোনীয়া কলেজের মাসুলী পেমেণ্ট করতে হয় দশ হাজার টাকার মত। এখন এই যে বাকী টাকাটা সেটা কোথা থেকে আসবে, তার কোন সোর্স নাই যেখান থেকে গভর্ণিং বডি সেটা মিট করতে পারে। তাছাড়া তার কোন ডেভলাপমেণ্ট নেই। সায়েন্স ষ্ট্রিম খোলা হয় নি, কমার্স খোলা হয় নি, আর্টস যা হয়েছে, তাতে অনার্স সাবজেক্ট নেই, কারণ সেখানে এ্যাকমডেশন নেই। একটা হোষ্টেলে সেখানে ব্যবস্থা নেই। ৫০০'র মত ছাত্র সংখ্যা, তাতে কোন হোস্টেল নেই। তা নিয়ে নানা গোলমাল, আমার সময় নেই, কাজেই এখানে বিস্তারিতভাবে বলবার সুযোগ নেই। এমনকি টিউটোরিয়াল ক্লাশ, রীতিমত যা না করলে এফিলিয়েশান থাকেনা, ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিতে পারে না, সেইগুলি পর্য্যন্ত রীতিমত করা যাচ্ছে না জায়গার অভাবে। বিলোনি-য়ার লোকের পক্ষে আরও টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। বোর্ডিং, টিচার্স কোয়ার্টার ইত্যাদি কোন কিছুই সেখানে নেই। বিশ্রী একটা পরিবেশের মধ্যে তাদের থাকতে হয়, যে কোন শিক্ষিত লোক সেখানে থাকতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে যে কোন দিক থেকে দেখলেই বুঝা যাবে যে প্রাইভেট কলেজ কোন রকমেই চলতে পারে না। আর কৈলাশহরের কলেজের যে হিস্টরী, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দীর্ঘ-দিন সেখানে গভর্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বিশ্রী পরিস্থিতির জন্য বিরক্ত হয়ে সেটা ছেড়ে দিয়েছেন, সেই সম্বন্ধে তিনি ভাল করে জানেন। আর রামঠাকুর পাঠশালা—এটা নিয়ে কত রকম হল। যারা প্রথমে এটা ষ্টার্ট করলেন সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্ট যারা ছিলেন, সেগুলি বদল ইত্যাদি করে এখন এডমিনিষ্ট্রেটর-এর হাতে দিয়ে দেওয়া হল। আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে, এই যে রামঠাকুর কলেজ দশ পারসেণ্ট ডেফিশিট কিভাবে মীট করে প্রাইভেট কলেজ বিলোনীয়া যেখানে পারে না, কৈলাশহর যেখানে পারে না, যতটুকু আমার ইনফরমেশন, কিন্তু রামঠাকুর কলেজে এডমিনিষ্ট্রেটার যেখানে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি সেটা কি করে মীট করেন?

আমার প্রধান বক্তব্য হল এই প্রাইভেট কলেজগুলি অগৌণে নেওয়ার যেন ব্যবস্থা করা হয় এবং তারমধ্যে যদি টেক্‌নিক্যাল কিছু অসুবিধা থাকে আমি জানি না যে কৈলাশহর এবং রামঠাকুর কলেজে কি আছে কিন্তু বিলোনীয়া সম্পর্কে আমি বলতে পারি যেটা নাকি আমার জানামত আছে তার লাইবিলিটি বলতে কিছু নেই আবার এসেট বলতেও কিছু নেই। আমরা

যে টাকা পয়সা জোগাড় করেছিলাম সেগুলি দিয়ে যা কিছু করার সেটা আমরা করেছি, এখন লাইবিলিটি কিছু নেই। সুতরাং এই কলেজটাকে অগোণে টেক—আপ করার কোন বাধা আছে বলে আমি মনে করি না। আর প্রাইভেট স্কুল সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে—যেমন বিলোনীয়ার বিদ্যাপিঠ। এখন কথাটা হল আমাদের যে গ্রেণ্ট ইন—এড রুলস আছে সেটা এত ডিফেকটিভসে যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেটাও ঠিকঠিক মত দেওয়া হচ্ছে না। তাতে করে মাষ্টার মশাইদের বেতন বাকী পড়ে এবং সেজন্য একটা বিক্ষোভ হয়, কেন না খেতে না পেলে, এই রকম অনেক কিছু হয়ে থাকে। বিলোনীয়া বিদ্যাপিঠের ম্যানেজিং কমিটির কথা আমি এখন বলছি যে সেখানে তাদেরকে ঘেরাও করে জোর করে তাদের থেকে রেজিগনেশান লেঠার আদায় করে নেওয়া হয়, তাই এখন সেখানে আর কোন ম্যানেজিং কমিটি নেই, এখন সেখানে এডমিনিষ্ট্রেটার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার হয়তো সেখানে সরকারী টাকা পাচ্ছেন এবং তা দিয়ে কোন মতে কাজ চালাচ্ছেন এবং সেজন্য বিদ্যাপিঠটা চলছে, না হয় চলার কোন কথা নয়। কাজেই এগুলি যদি সরকারী পরিচালনাধীনে এসে পড়ে তাহলে আর এই ধরণের কোন গণ্ডগোল হবে না এবং স্কুলগুলিও সেখানে সুন্দরভাবে চলতে পারে। এখন যদি সময় মত বেতন না পায়, তাহলে আজ মাষ্টারেরা বিক্ষোভ করবে, কাল ছাত্ররা বিক্ষোভ করবে, আর এখন তো বিক্ষোভের পালা সর্ব্বত্রই, একটা না একটা বিক্ষোভ চলছে এবং এই শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আজকাল যে ভাবে বিক্ষোভ চলছে, সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে এবং যদি এই পরিবেশটা দুর করা না যায় এবং এই বাতাবরণ যদি পরিবর্ত্তন না করা যায় তাহলে সেখানে ঠিকঠিকভাবে শিক্ষা হতে পারে না। এইতো সেই দিন আমাদের এই সভার সামনে আখাউড়া রোডের উপর দেখেছি যে আমাদের কলেজের অধ্যাপকেরা সেখানে ধুলাতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এখন আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে একটা কথা এখানে বলব। সেটা হল আমি যখন ছাত্র অবস্থায় ছিলাম তখন থেকেই আমার জীবনের সব চাইতে একটা উচ্চ আকাঙ্খা ছিল যে আমি একজন কলেজের অধ্যাপক হব এবং আমি খুব কৃতজ্ঞ আমার সৃষ্টি কর্ত্তার কাছে এবং আমাদের ছাত্রদের কাছে যে আমি খুব শান্তিতে আমার শিক্ষকতার জীবন শেষ করে এসেছি। আর এখন যে অবস্থা চলছে তা দেখে আমি অবাক হই যে কলেজের যারা অধ্যাপক তাদের পর্য্যন্ত রাস্তায় নামতে হচ্ছে, তাদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য। আর শিক্ষকেরাতো রাস্তায় নেমে গেছেন ইন্‌ক্লাব, জিন্দাবাদ বলে। কাজেই এই যে একটা এ্যাটমোশফিয়ার যে কারণে এই বিক্ষোভ, সেটা আমাদের দুর করতে হবে, তা না হলে আমাদের শিক্ষার আর কোন উন্নতিই হবে না। আজ ছাত্রদের মধ্যে যে এই রকম একটা কিছু নেই তা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটা গোড়াতে নিশ্চয় একটা কারণ আছে সেই কারণটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে দুরও করতে হবে। এমনও আছে যে কতক সহসাই উত্তেজিত হয়ে যায়। তারপরে আমাদের এম, বি, বি, কলেজে সেদিন বোমা ফেলেছে, এগুলি হয়তো পলিটিক্যাল, তাই আমি সেগুলির কথা বলছি না। কিন্তু বাস্তবিক ছেলেমেয়েরা যখন অসুবিধা ভোগ করে, তখন যদি সেগুলি দূর করা না যায়, তাহলে তাদের

মধ্যে একটা বিক্ষোভ জাগবে, কাজেই এগুলি অঙ্কুরে আমাদের নষ্ট করা দরকার। তারপরে সেদিন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছেলেগুলিকে যেভাবে কুকুর পিঠানোর মত পিঠানো হয়েছে আমাদের এই মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে, লোহার গেইট বন্ধ করে দিয়ে সেখানে তাদের উপর সশস্ত্র পুলিশকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছে। আবার অন্যদিকে দেখছি কি? দেখছি যে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটা সার্কুলার দিয়ে বলা হয়েছে যে আর লো— ইনকাম গ্রুপের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে না। তখন ওম্যান্স কলেজের প্রায় ৫০০ মেয়ে এই সেক্রেটারীয়েটের উপর চড়াও হয় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কাছ থেকে তাদের দাবী আদায় করে নেয়। প্রথমেতো তারা মৌখিক কথায় রাজি হয় নি, তারা বলেছিল যে আমাদের লিখে দিতে হবে এবং শেষ পর্য্যন্ত তারা লিখিতভাবে তাদের দাবীগুলি মেনে নিয়েছে বলে নিয়ে গেল। তারপর কি হয়েছে, সেটা আমি জানি না। কাজেই এ্যাটমোশফিয়ারটা ক্লিয়ার না করলে, আর যা কিছু হউক এখানেতো আমরা শাসন ক্ষমতায় আছি, আমরা আমাদের শাসন চালিয়ে যেতে পারব কিন্তু শিক্ষা আর আমাদের এই রাজ্যে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় খুব কম, তাই আমি এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now, I would request Hon'ble Minister of Education to give reply of the debate.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আমি এই হাউসের সামনে পেশ করেছি তার সমর্থনে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের কাট মোশানের বিরুদ্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের অনেক সদস্য বলেছেন যে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা আমাদের মোট বাজেটের ৬ ভাগের ১ ভাগ এবং বাজেটের একটা বিরাট অংশ আমাদের এই শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। কারণ শিক্ষার দিক দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই জাতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে শিক্ষার দিক দিয়ে কোন সুযোগ সুবিধা দেওয় হয় না। কিন্তু আমি এখানে বলব যে আমরা যা দেব বলি সেটা দিয়ে থাকি। কারণ আমরা তো আর তাদের মতো ৩২ দফা, ১৪ দফা এই সমস্ত ঘোষণা করি না এবং আমাদের দফার যে পর্দ সেটা ছোট হয় আর আমাদের সেই দফাতে যা যা বলা আছে, সেটা আমরা কার্য্যকরী করি। ৩২ দফা ৬৪ দফা দিয়ে মানুষকে ভুলানো আমাদের স্বভাব নয়। কারণ এই ৩২ দফা দিয়ে তারা বহু জায়গাতে জনসাধারণকে ভুলানোর চেষ্টা করেছে, সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কারণ তারা এই ধরনের বহু আশ্বাস প্রশ্বাস দিয়েছেন যেগুলি কোন দিনই পূরণ করা হবে না। ক্লাশ নাইন পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা করবার সুযোগ দেওয়া হবে বলে তাদের ৩২ দফার মধ্যে একটা দফা আছে। কিন্তু

দুঃখের বিষয় যে তারা প্রাইমারী পর্য্যায় পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনা করার সুযোগ এখন পর্য্যন্ত দিতে পারেনি, আর তারাই এই ৩২ দফার দোহাই দিয়ে চলছে। শুধু তাই নয়, বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের ৩০০—৮০০ স্কেল দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই ঘোষণা, ঘোষনাই রয়ে গেছে সেটা আর কোন দিন কার্য্যকরী হবে না। তারা আগে যেখানে ছিলেন, এখনও সেখানেই আছে। সুতরাং তাদের মত এইজাতীয় আশ্বাস আমরা দিতে পারব না এবং এগুলি নিয়ে আমরা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারব না এবং তাদেরকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে একটা বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দেওয়াটা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই আমরা যতটুকু দিতে পারব ঠিক ততটুকু আশ্বাসই আমরা দেব, এর বেশী কিছু দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আজকে যেখানে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে প্রাইমারী এডকেশান বিনা বেতনে করতে পারেন নি, সেখানে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত ফ্রি করে দিতে পেরেছি এবং যে সব মেয়েরা কলেজে পড়াশুনা করছে, তাদের কলেজ এডুকেশান পর্য্যন্ত আমরা ফ্রি করে দিয়েছি। শুধু তাই নয় ম্যাকসিমাম ষ্টুডেন্টস বিশেষ করে সিডিউল্‌ড কাষ্ট, সিডিউল্‌ড ট্রাইবস এবং লো-ইন-কাম গ্রোপ হলে তারা স্কুল পর্য্যায়ে বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারে, তাদের কোন বেতন দিতে হয় না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে আমাদের যে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ সেটা বেশী হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা একটা করে তাদের কাট মোশানগুলির উত্তর দেব। প্রথমে একজন বলেছেন যে স্কুলগৃহ নির্মাণে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের স্বল্পতা। আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ও জানেন যে ত্রিপুরার দুর্গম যে অঞ্চল আছে, সেখানেও আজকে স্কুল করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সব অঞ্চলে ভাল স্কুল বিলডিং করা সম্ভব হয় না, কেন না সেইসব দুর্গম যে অঞ্চল সেখানে ভাল রাস্তা ঘাটের অভাব আছে। তাই যে সব স্কুল আছে, যদি ঝড় আসে, সেগুলি পড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কাজেই সেই স্কুলের মেরামত এবং তৈরী করার ব্যাপারে আমাদের সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের উপর নির্ভর করতে হয় যাতে করে তারা সেগুলি নিজেরা মেরামত করতে পারেন। সুতরাং যখন স্কুল আরম্ভ করা হয় তখন গ্রামের লোকেরা প্রথমে ঘর করে দেন এবং ঘর ঝড়ে পড়ে গেলেও গ্রামের লোকেরাই রিপেয়ার করে দেন। তা সত্ত্বেও আমরা রিপেয়ার করি এবং এই বছর বাজেটে আমরা শুধু এডুকেশনে রিপেয়ার খাতে ২,৬০,০০০ টাকা রেখেছি এবং পি, ডবলিউ, ডি, বাজেটে আমাদের রিপেয়ারের বহু টাকা রয়ে গেছে এবং সেটা আমরা খরচ করব। শুধু তাই নয় যাতে আমাদের স্কুলগুলি বিকনষ্ট্রাকশন এবং রিপেয়ার সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে একটা ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট যুক্ত করেছি যেটা এই বছর থেকে কাজ আরম্ভ করবে এবং এই ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট একজন অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং ৫জন ওভারসীয়ার নিয়ে গঠিত হয়েছে। তারা এই বছর থেকে কাজ আরম্ভ করবে। সুতরাং আমাদের রিপেয়ারের কাজ ভাল হবে বলেই আশা করছি। আমরা স্বীকার করি যে বহু জায়গায় স্কুল হয়ত ঝড়ে পড়ে যায়। সেগুলি তুলতে অনেক সময় নেয়। কিন্তু সেখানে গ্রামবাসীদেরও একটা কর্ত্তব্য আছে। সেই জায়গায় স্কুল বা শিক্ষার ব্যাপারে তাদের যে প্রেরণা সেটাও তাদের দেখাতে হবে এবং তারা যদি সত্যিকারের শিক্ষা চায় তাহলে

তাদের এগিয়ে আসতে হবে যাতে এই সমস্ত ঘর পড়ে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে তারা নিজেরাই কিছু শ্রম দিয়ে মেরামত করে নিতে পারেন। সেদিক থেকে রিপেয়ারের কাট মোশন টিকতে পারে না। কারণ আমাদের প্রচুর অর্থ রিপেয়ারের জন্য রয়েছে।

মিড-ডে মিল সম্বন্ধে বলেছেন। সেটা সাধারণত বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়। মিড-ডে মিল সবচেয়ে বেশী সাকসেসফুল হয়েছে তামিলনাড়ুতে। সেখানে মিড-ডে মিলের ব্যাপারে সমস্ত জনসাধারণের সহযোগিতায় সেটা করা হয়েছে। সরকার সামান্যই কনট্রিবিউট করেছেন। আর বাকী জনসাধারণের সহযোগিতায় করা হয়। কিন্তু এখানে জনসাধারণ এগিয়ে আসছেন না এই ব্যাপারে। সরকার সেটা ফীল করলেও মিড-ডে মিল দেওয়া সম্ভব নয়। সেটা কোন জায়গায় সম্ভব হয় কি না ভারতবর্ষের কোন স্থানে এখনও সেটা সম্ভব নয়। যদি জনসাধারণ কনট্রিবিউট না করেন তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে মিড-ডে মিল দেওয়া সম্ভব হবে না। জনসাধারণ এগিয়ে এলেই সরকার মিড-ডে মিল দিতে পারেন। আর একটা কাট মোশন আছে অপেনিং অব ইউনিভার্সিটি। বলা খুব সহজ। কিন্তু ত্রিপুরার মত জায়গায় ইউনিভার্সিটি করা যে কত কঠিন সেটা বক্তৃতার দ্বারাই বলা সম্ভব। যারা করে তারাই জানে যে ইউনিভার্সিটি করা কত কঠিন এবং ইউনিভার্সিটি করতে হলে কি দরকার সেটাও এই বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তারা বোঝেন যে এটা কি কঠিন ব্যাপার। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় বহু ইউনিভার্সিটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিগুলির মান অনেক নিম্ন। ভাগলপুর ইউনিভার্সিটি একটা হয়েছে। আজকে তার কোন মূল্য নাই। আজকে যদি ত্রিপুরায় ইউনিভার্সিটি করতে হয় তাহলে সেই ইউনিভার্সিটি চালাতে হবে যে লোকের দরকার, যে অর্থের দরকার, যে ডোনার্সের দরকার সেই ডোনার্স পাওয়া যাবে না এবং সেই ইউনিভার্সিটি ঐ ভাগলপুর ইউনিভার্সিটির মতই হবে। সুতরাং ভাগলপুর ইউনিভার্সিটি করে আমি ত্রিপুরার সর্ব্বনাশ করতে রাজী নই। সুতরাং ইউনিভার্সিটি করা একটা অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং এটা সম্ভব নয়। আমি এটা পরিস্কার বলে দিচ্ছি।

পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসও আমরা মোটামুটি আরম্ভ করার জন্য পরিকল্পনা আরম্ভ করেছিলাম। মেথেমিটিকসে আমরা আরম্ভ করেছি। এডুকেশন কমিশন বলেছেন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট তারাই করবে। আজকে কলকাতাতে পোষ্ট গ্রাজুয়েট পড়তে গেলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনার্স নাই এমন ছাত্রকে তারা ভর্তিই করে না। আপনারা গৌহাটিতে যান, তারাও অনার্স নাই এমন ছাত্রকে ভর্তি করে না। কারণ যারা হায়ার স্টাডিতে যাবে সেখানে এমন ছেলেকেই নেওয়া হবে যে ছেলেরা তাদের বিদ্যাটাকে কাজে লাগাতে পারে। তা না হলে শুধু একটা ডিগ্রী নিয়ে কোন কিছু হবে না। সুতরাং আমাদের এখানে যদি আজকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট করতে হয় তাহলে সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড রাখতে হবে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোন সময় নীচু করা সম্ভব নয়। আজকে দেখতে হবে ত্রিপুরার কয়টি ছেলে ফিফটি পারসেন্ট মার্ক পায় এবং কয়টি ছেলে অনার্স নেয়। তার ভিত্তিতে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট চালু করা সঙ্গত ইকনমিক্যালী এটা যুক্তি যুক্ত কিনা সেটা ভেবে দেখতে হবে। আজকে ষ্ট্যাটিকটিক্স নিয়ে দেখা যায় যে যে পরিমাণ ছেলে অনার্স পায় তারা এখানে ভর্তি হতে আসে না। যারা অনার্স পায় তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, তারা ষ্টাইপেণ্ড নিয়ে

চলে যায় ভাল ভাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য। এখানে যারা কোন রকমে বি এ পাশ করলো তারা ভর্তি হতে আসে। সুতরাং ২১ জন ছাত্র যদি ভর্তি হয় বছরের মাঝখানে গিয়ে ১৭ জন কি ১৯ জন ড্রপ করে দিল এবং দুই জন কি তিন জন রইল। অতএব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট একটা আরম্ভ করে দিলেই হবে না। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেকশান ফীড করার মত ষ্টুডেন্টস আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। দেখতে হবে কতগুলি ষ্টুডেন্টস আমাদের এখান থেকে অনার্স নিয়ে পাশ করেছে, কতগুলি ষ্টুডেন্টস ডিষ্টিংশান নিয়ে পাশ করেছে। তারপর যদি মনে হয় যথেষ্ট পরিমাণে আছে তাহলে আমরা পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট সেকশান আরম্ভ করতে পারি। আদার ওয়াইজ ইট উইল বী এন ওয়েষ্টেজ অব মানি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার আই উড রিকোয়েসট ইউ টু বি ব্রিফ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩২টা কাট মোশন আপনি এলাও করেছেন। তার উত্তর দিতেও কিছু সময় নিতে হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার বক্তব্যে যুক্তি আছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের সময় অতি অল্প।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আর একটা কাট মোশন আছে উদয়পুর, ধর্মনগরে খোয়াইতে কলেজ করার জন্য। আমরা আগেই বলে দিয়েছে যে সেটা আমরা পারব না। এই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেটা সম্ভব নয়। সেটা আগে বলে দিয়েছি এবং সেজন্যই এই কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। কারণ আমাদের বর্ত্তমানে যে বেসরকারী কলেজগুলি আছে, কৈলাসহর, রামঠাকুর, বিলোনীয়া, এই কলেজগুলিকে কনসলিডেটেড করতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন। অন্ততঃ এক কোটি টাকার প্রয়োজন। সেই টাকাই আমাদের নাই। সুতরাং ফারদার কলেজ আরম্ভ করার কোন সম্ভাবনা এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে নাই। মেডিকেল কলেজ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যখন সুশীলা নায়ার ছিলেন হেল্থ মিনিষ্টার তখন তার কাছে আমরা দাবী করেছিলাম। কিন্তু তিনি সেই দাবী রাখেন নি। সেই দাবী নাকচ করে দিয়েছেন এবং হেল্থ ডিপার্টমেণ্ট সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে করেসপণ্ডেন্স করছেন, এটা করা যায় কি না। এই বিষয়ে হেলথ ডিপার্টমেণ্ট করেসপণ্ডেন্স করছেন এবং কৃতকার্য্য হলে সেই বিষয়ে দেখা যাবে। কিন্তু বর্ত্তমানে মেডিকেল কলেজ করবার কোন প্রভিশন রাখা হয় নি।

কোয়ার্টারের জন্য প্রভিশন কম করা হয়েছে। কোয়ার্টার কনষ্ট্রাকশন করার জন্য যে টাকা

বা বিল্ডিং কন্‌ষ্ট্রাকশনের জন্য যে টাকা ধরা থাকে সেগুলি প্রায়রিটি বেসিসে আমরা করি এবং কোয়ার্টার যে হচ্ছে না তা নয়। মাননীয় সদস্য দেখেছেন বহু কোয়ার্টার আমরা করেছি এবং করছিও। বিলডিং করছি, কোয়ার্টার করছি এবং সেটা বাজেটের বরাদ্দ অনুযায়ী করছি এবং একটা পয়সাও আমরা সারেণ্ডার করি নাই বা অপব্যয়ও করি নাই।

কলকাতায় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হোষ্টেল খোলার কথা বলেছেন। আমাদের ত্রিপুরাতেই বহু হোষ্টেলের প্রয়োজন আছে যার জন্য অর্থের অভাব। কাজেই এখন কলকাতায় করার কোন প্রয়োজন দেখছি না। কলকাতায় পড়ার জন্য ছেলেদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। তারা সেখানে হোষ্টেলে বা মেসে থেকে পড়তে পারে। আমাদের যেটা আগে দরকার সেটা আগে করতে হবে। মাননীয় সদস্য ইউ, কে, রায় মহাশয় এখানে বলেছেন তাঁর বিলোনীয়া কলেজে, কৈলাশহরে কলেজে কোন হোস্টেল নেই। আজকে আমাদের যদি কোন দিক থেকে সেভিংস হয়, বা আমরা কিছু টাকা আদায় করতে পারি, তাহলে সেইসব কলেজে হোষ্টেলের জন্য আমরা খরচ করতে পারব এবং সেখানেই আমরা হোষ্টেল করতে চেষ্টা করব। কলিকাতায় হোষ্টেল তৈরী করার কোন সম্ভাবনা নেই, তার আগে ঐ সমস্ত জায়গায় হোষ্টেল হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর ল' কলেজ সম্বন্ধে আমি বলেছি যে তারজন্য যথেষ্ট ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। যারা ভাল ছেলে, তারা ইচ্ছি বাইরে যেয়ে ল' পড়তে পারেন, হোষ্টেলে থাকতে পারেন, তারজন্য যথেষ্ট ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, তারা ইচ্ছা করলে বাইরে যেয়ে পড়তে পারেন।

আর বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড ফর সিডুল্ড কাস্ট এণ্ড সিডুল্ড ট্রাইব ইনএডিকোয়েট বলেছেন। আশ্চর্য্য, কি করে সেটা বলেছেন আমি বুঝতে পারছি না। এভরি বডি ইজ গেটিং বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড—যারা বোর্ডিং এ থাকেন, তারা সকলেই বোর্ডিং হাউস স্টাইবেণ্ড পাচ্ছেন এবং ১৯৬৭-৬৮ এ এই স্টাইপেণ্ডের পরিমাণ ছিল—৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, ১৯৬৮-৬৯ এ ছিল—৫ লক্ষ টাকা, ১৯৬৯-৭০ এ ছিল—৬ লক্ষ টাকা, আর ১৯৭০-৭১ এ আছে ছয় লক্ষ টাকা প্লাস আরও ২৫ হাজার টাকার প্রভিশন আছে সোশ্যাল এণ্ড ডেভলাপমেণ্ট অরগেনাইজেশানের ফাণ্ডে। এখানে এই এডিকোয়েন্সী কি করে হল আমি বুঝতে পারছি না। যে বোর্ডিং এ থাকছে, সেই এই স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। তারপর সেই স্টাইপেণ্ড পূর্ব্বে ৩৭ টাকা করে দেওয়া হত, সেটা বাড়িয়ে এখন ৪৫ টাকা করা হয়েছে। অতএব ইনএডিকোয়েন্সী আছে বলে এখানে আমি মনে করি না, সাফিশ্যাণ্ট প্রভিশন আছে এবং প্রত্যেকে যারা বোর্ডিং থাকবার সুযোগ পাচ্ছে, ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে। তবে অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে সকলে বোর্ডিং হাউসে থাকার সুযোগ পাচ্ছে না, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যে পারসেনটেজ বোর্ডিং এ থাকার সুযোগ পাচ্ছে, সেই তুলনায় আমি বলব ত্রিপুরায় তার ডাউবল পারসেনটেজ বোর্ডিং থাকার সুযোগ। তারপর Absense of provision for stipends to the backward class communities এই একটা কাট মোশান এখানে রেখেছেন। ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ যারা আছেন, তারা লো ইনকাম গ্রুপে পড়ে। সেখানে এই ষ্টাইপেণ্ডের পরিমাণ ১৯৬৭-৬৮ এ ছিল—৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ১৯৬৮-৬৯ এ ছিল—ছয় লক্ষ টাকা, ১৯৬৯-৭০ তে ছিল

—বার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা, ১৯৭০-৭১ এ ছিল—১৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৬ শত টাকা। সো ইট ইজ ভেরী ভেরী ইনএডিকোয়েট স্যার। আমি এখানে ফিগার দিয়ে দেখিয়ে দেব, হাওয়ার উপর বলব না। এখানে ব্যাকওয়ার্ড বলে কিছুই নেই, মণিপুরি বলেও নেই, যারা ইকনমিকেলী ব্যাকওয়ার্ড তারাই এটা পাবে।

তারপর আর একটা কাট মোশান এখানে দিয়েছেন যে—'Inadequacy of provision of grants to Non-Govt Colleges এ ইনএডিকোয়েট প্রভিশনের সংগে নন-গভর্ণমেণ্ট কলেজের কোন কথা নেই। আমাদের রুলস আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে আমরা প্রাইভেট কলেজগুলিকে রেকারিং গ্র্যাণ্ট নাইণ্টি পারসেন্ট ডেফিশিট দেব এবং সেভাবে আমরা দিচ্ছি প্লাস কণ্টিনজেন্সী। ১৯৬৭-৬৮ এ এই হেডে ছিল—২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ১৯৬৮-৬৯ এ ছিল—২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, ১৯৬৯-৭০ এ ছিল—২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, ১৯৭০-৭১ এ রাখা হয়েছে—তিন লক্ষ টাকা। তবুও উনারা ইনএডিকোয়েট বলছেন। সুতরাং ইনএডিকোয়েন্সী অব প্রভিশন নয়। তারা কেউ কেউ বলেছেন সেন্ট পারসেন্ট ডেফিশিট দিয়ে দেওয়া হউক গভর্ণমেনট থেকে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ ভারতবর্ষের কোথাও প্রাইভেট কলেজকে সেনট পারসেনট ডেফিশিট মিট আপ করে না। বরঞ্চ আমরা যে পারসেনটেজ ডেফিশিট মিট আপ করি, সেটাই হচ্ছে হাইয়েষ্ট পারসেনটেজ, আমরা সেটা মীট আপ করি। আরেকটা বলেছেন যে নন-গভর্ণমেণ্ট কলেজগুলিকে গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নেওয়ার কথা। মাননীয় সদস্য ইউ কে রায় মহাশয়ও একথা এখানে বলেছেন, যে নন-গভর্ণমেণ্ট কলেজগুলি প্রাইভেটলী চলতে পারে না। আমিও সেটা ভাবছি এবং সমর্থন করি যে সেগুলি প্রাইভেটলী চলতে পারেনা, গভর্ণমেন্টকে সেগুলি নিতে হবে। কিন্তু এগুলি নিতে হলে পরে কতগুলি ফরমেলিটীজ আছে, এবং কতকগুলি কম্পলিকেশান আছে, সেগুলি ফুলফিল না করলে পরে গভর্ণমেন্টের পক্ষে নেওয়া সেগুলি অসুবিধা। কাজেই যে সমস্ত ডিফেক্টস আছে বা ডিফিকালটীজ আছে সেগুলি আগে বিমুক্ত করা প্রয়োজন। যেমন ধরুন কৈলাশহর কলেজ বা বিলোনীয়া কলেজ, তাদের একটা সোসাইটি আছে তার মাধ্যমে গভর্ণমেন্টকে সেটা হ্যাণ্ড ওভার করতে হবে। প্রথমে সোসাইটিকে লিকুইডেশানে যেতে হবে—দে হ্যাভ টু গো অন লিকুইডেশান, লিকুইডেশানে গেলে পরে তাদের যে লাইএবিলিটিজ আছে, সেগুলি গভর্ণমেন্ট নিতে পারবে না, সেটা নিতে হলে পরে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার স্যাংশান আনতে হবে। তারপর তাদের যে এ্যাসেট আছে, সেটা গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নেবে। তারপর যে স্টাফ আছে—লেকচারার ইত্যাদি তারা প্রাইভেট কলেজে নন-গেজেটেড স্টাফ হিসাবে আছে। গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নিলে পরে তাদের গেজেটেড ষ্টাফ করতে হবে এবং তারজন্য তাদের ইউ পি, এস, সি কেস্ করতে হবে। এইরকম বিভিন্ন রকম কম্পলিকেশন আছে, সেগুলির সমাধান এবং সলিউশান না হওয়া পর্যান্ত প্রাইভেট কলেজগুলিকে টেক্ আপ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সরকার এই বিষয়ে সচেতন রয়েছে। চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে এবং ফরমুলা বের করা হচ্ছে কি ভাবে সেগুলি নেওয়া যায় এবং সেটা যতটুকু তাড়াতাড়ি সম্ভব নিতে চেষ্টা করছে। সুতরাং এই কাট মোশান এখানে টিকতে পারে না।

আরেকটা বলেছেন কি 'Inadequacy of provision for stipends to children of freedom fighters and educational assistance to children of Goldsmith." তারা কেউ ষ্টাইপেণ্ড পায়না, এই জাতীয় কমপ্লেন আমরা এই পর্য্যন্ত পাই নাই। শত শত ফ্রীডম ফাইটার, শত শত তাদের ছেলে মেয়ে, তারা কেউ পায়না, এইরকম কমপ্লেন যদি আমরা পেতাম, তাহলে এই কাট মোশান আমি বিনা দ্বিধায় মেনে নিতাম, সমর্থন করতাম। কিন্তু সেইরকম কোন কমপ্লেন আমাদের কাছে নেই। আমরা ফ্রিডম ফাইটারদের কি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ক্লাশ থ্রি থেকে ফোর পর্য্যন্ত পাঁচ টাকা করে, ক্লাশ ফাইভ থেকে সিক্স পর্য্যন্ত সাত টাকা করে, সেভেন থেকে ক্লাশ টেন ইলেভেন ক্লাশ পর্য্যন্ত তারা দশ টাকা করে পাচ্ছে। তারপর থেকে আপ টু ডিগ্রী কোর্স পর্য্যন্ত তারা ত্রিশ টাকা করে পাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের কোন কোয়ালিফিকেশান বা কোন ব্যাপারে রেষ্ট্রিক্শান নেই। তারপর তারা পোষ্ট গ্রেজুয়েটের ষ্টেজে ৬০ টাকা পাচ্ছে, ডিপলোমা কোর্সে তারা ৫০ টাকা করে পাচ্ছে, এই আমরা তাদের দিচ্ছি তাছাড়া গোল্ডস্মিথের ছেলেমেয়েরা পোষ্ট মেট্রিক ষ্টেজে যারা হোস্টেলার তারা পাচ্ছে ৩৫ টাকা করে এবং যারা ডে-স্কলার, তারা পাচ্ছে ২৭ টাকা করে। সুতরাং পায়না, অথচ তারা কন্ডিশন ফুলফিল করতে পেরেছে, সেটা ঠিক নয়। তাদের মধ্যে কেউ পায়না, এই জাতীয় কমপ্লেন আমাদের কাছে নেই। কাজেই এই কাট মোশান এখানে টিকতে পারে না।

তারপর বলেছেন— Absense of provision for opening more Higher Secondary Schools at Takerjala Golaghati area, Maslichhera at Kailasahar and Matal at Belonia and Agartala Town." ৫০ টা নাম দিয়ে এখানে একটা কাট মোশান রেখেছেন, কতকগুলি নাম দিয়ে দিলেই হল, কতকগুলি অবাস্তব কথা তারাই বলতে পারেন যারা ৩২ দফা ইত্যাদি কর্ম্মসূচী নেন, আমি আগেই সেকথা বলেছি। তবে আমি তাদের বলব যে তারা রাশিয়া এবং চীন থেকে টাকা এনে দেন, তাহলে আমরা সেখানে স্কুল দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের তিনটি হায়ার সেকেণ্ডারী প্রতি বৎসর করার জন্য প্ল্যান আছে এবং তিনটার বেশী আমরা দিতে পারবনা। কারণ এখানে এডুকেশান বাজেটই ইজ দি হাইয়েষ্ট—সেখানে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ধরা আছে, এর বেশী বাড়ানো সম্ভবপর হচ্ছে না। সুতরাং তিনটি হাই স্কুল করে প্ল্যানে ধরা আছে, প্রতি বৎসর সেইভাবে দেওয়া হবে, আর বেশী দেওয়া সম্ভবপর নয়।

তারপর এখানে বলেছেন—'খোয়াই পশ্চিম রাজনগর ভূমিহীন কলোনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব'। এই বিষয়টি এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের বিবেচনাধীন আছে এবং সেটা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে সেখানে একটা স্কুল খোলা যায় কিনা, সুতরাং এখানে এই কাট মোশান টিকতে পারে না।

তারপর বলেছেন—কৈলাশহর, বিলোনীয়া ও রামঠাকুর কলেজে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়

বরাদ্দের অভাব' এদিকে পি, এ, সি, বলেন, শুধু পি, এ, সি, নয় এ্যাকাউনটেণ্ট জেনারেল থেকে অবজেকশান হয় যে, যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেটার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট না পাওয়া পর্য্যন্ত আর কোন টাকা দেওয়া হবে না। তার জন্য এক্সপ্লেনাশেন দিতে হয়। কাজেই যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সেটার ইউটিলাইজেশ ন সার্টিফিকেট আগে পাওয়া দরকার, তারপর ফার্দার টাকা রিলীজ করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। কৈলাশহর কলেজকে ৫ লক্ষ ৮ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে বিল্ডিং কনষ্ট্রেকশানের জন্য। বিলডিং কনষ্টাকশান প্রায় কমপ্লেশানের দিকে। কাজ হচ্ছে না সেকথা আমি বলছি না, কাজ হচ্ছে এবং বিলডিং অলমোষ্ট কমপ্লীট। তারপর পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে দেখব আর টাকা তাদের আমরা দিতে পারি কি না আগে সেটা হউক। বিলোনিয়া কলেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে রিহ্যাবিলিটেশান মিনিষ্ট্রী, গভর্ণমেনট অব ইণ্ডিয়া থেকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার থেকে আজ পর্য্যন্ত এক পয়সাও দেওয়া হয় নি। ত্রিপুরা সরকার দেবে কি ? ত্রিপুরা সরকারের টাকাতো গভর্ণমেনট অব ইণ্ডিয়ারই টাকা। গভর্ণমেনট অব ইণ্ডিয়ার রিহ্যাবিলিটেশান মিনিষ্ট্রিই হউক আর কোন মিনিষ্ট্রিই হউক সেটা ত্রিপুরা সরকারেরই টাকা। বিলোনীয়া কলেজকে আমরা ২ লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং রিহেবিলিটেশান মিনিষ্ট্রি সেটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার থেকে রিলিজড করে নিয়েছেন কাজেই যে টাকা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা সরকারই বলুন আর ভারত সরকারই বলুন তাদেরকে ফারদার গ্রেণ্ট দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমরা যে টাকা দিয়েছি সেটার ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দিতে হবে এবং তারপরে ফার্দ্দার গ্রেণ্ট দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে, এর আগে নয়। তারপর রামঠাকুর কলেজ হয়েছে, এই সেদিন, তাদেরকেও আমরা কলেজ বিল্ডিং এবং সাইকেল ষ্টেণ্ড ইত্যাদির কনষ্ট্রাকশানের ব্যাপারে মোট ৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দিয়েছি। কাজেই এখানে বলা হচ্ছে ব্যয় বরাদ্দের অভাব, সেটা কেমন করে হল আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আর যদি এই কলেজগুলি সরকার টেকআপ করে, তাহলে তো আর গ্রেণ্ট দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠবে না। তখন যেখানে যেটা করা দরকার, সেটা সরকার থেকে করা হবে সুতরাং তারা যে কাট মোশান রেখেছেন ব্যয় বরাদ্দের অভাব এটা ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এদিকে আর বেশী কিছু বলছি না, কারণ সময়ও খুব কম। বিদ্যা বাবু তার কাট মোশান রাখতে গিয়ে বলেছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহের গৃহ নির্মাণ ও গৃহ মেরামতের সরকারী ব্যর্থতা। এটা সম্পর্কে আমি আগেও বলেছি যে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট খোলা হয়েছে, একজন এসিষ্টানট ইঞ্জিনিয়ার এবং ৫ জন ওভারসিয়ারকে নিয়ে আমাদের এডুকেশানের কাজগুলি করবার জন্য। এখন সেগুলি মেরামত করা হচ্ছে। প্রথমে সেগুলি মেরামত করতে চাইতো না যেহেতু ঐগুলি ট্যাকনিক্যাল জব, তারা সেগুলি করতে সাহস পেত না কিন্তু এখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট করার দরুন আমাদের সেই কাজগুলি একটার পর একটা হচ্ছে। তারপরে আছে তপশিলী জাতি, উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং গরীব ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানো ও ৫ম শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল ছাত্রদের জন্য বুক গ্র্যাণ্ট এর ব্যবস্থা করা—এই ব্যাপারে আমি বলব যে তপশিলী ছাত্র ও উপজাতি ছাত্রদের জন্য এখন যে ষ্টাইপেণ্ডের হার

আছে, সেটা হল অল ইণ্ডিয়া রেইট। আমাদের এখানে সেটা চালু আছে এবং তা সত্ত্বেও আমরা কেন্দ্রের কাছে লিখেছিলাম যাতে এই রেইটটা বাড়ানো যায়, তারা আমাদের উত্তর দিয়ে জানিয়েছে যে রেইট এখন আছে সেটা হল অল ইণ্ডিয়া রেইট। কাজেই অল ইণ্ডিয়া রেইট না বাড়লে তোমাদেরটাও বাড়ানো যাবে না। আর অল ইণ্ডিয়া রেইট বাড়াতে গেলে আমাদের যে অর্থের প্রয়োজন আছে, সেটা এখন আমাদের নেই। কাজেই এই রেইটটা এখন বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং অল ইণ্ডিয়া রেইট না বাড়লে আমাদের পক্ষে এই ষ্টাইপেণ্ডের হার বাড়ানো সম্ভব নয়। সেজন্য উ'ন যে কাট মোশান রেখেছেন, সেটা কোন মতেই ঠিক না। তারপরে আছে 'প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারের ব্যর্থতা'—আমাদের ত্রিপুরাতে ২০০র বেশী প্রাইমারী স্কুল আছে, তারপরও উনারা বলছেন যে প্রাইমারী স্কুল নেই এবং বাজেটে সেজন্য টাকা ধরা হয় নি। এই প্রাইমারী স্কুল করতে হলেও কতগুলি কণ্ডিশান মেনে চলতে হয়—যেমন কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী থাকলে পরে সেখানে একটা প্রাইমারী স্কুল করা যায়, যেখানে নাকি ২০০ ফেমিলী থাকলে পরে একটা প্রাইমারী স্কুল করা যায় আমরা এখানে তারও নীচে নেমে গিয়ে যেখানে নাকি ১৫০ অথবা ১০০ মত ছেলেমেয়ে আছে, সেই সব জায়গাতেও প্রাইমারী স্কুল দিয়েছি এবং যে যখন চাইছে, তখনই সেটা দিচ্ছি। কাজেই প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে যে সরকারী ব্যর্থতার কথা উনারা বলছেন সেটা আমি স্বীকার করে নিতে পারি না এবং তাদের এই কাট মোশানও এখানে ঠিক না। তারপর অভিরাম বাবু রেখেছেন—১) পোষ্ট গ্রেজুয়েট শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করায় বিলম্ব ২) প্রত্যেক কলেজে বিজ্ঞান সহ সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব ৩) পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের দাবী দাওয়া কার্য্যকরী না করা—প্রথম হল এটা সম্ভব নয়, কেননা এটা এ্যাকমডেশানের ভিত্তিতে করা হয়, এখন আমাদের সেই রকম এ্যাকমডেশান নেই এবং এ্যাকমডেশান হলে পরে সেটা আমরা করব। তবে আমরা চেষ্টা করছি কৈলাশহরে এবং বিলোনীয়াতে কমার্স ক্লাশ খোলা যয় কিনা। কৈলাশহরে বিজ্ঞান বিভাগ খোলার একটা স্কীমও আছে। সেখানে অনার্স ক্লাশ খোলার প্রয়োজন নেই কারণ যারা অনার্স নিয়ে পড়বে না যাদের অনার্স নিয়ে পড়ার যোগ্যতা আছে, তাদের এম, বি, বি, কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার মত কোন অসুবিধা নেই। আমাদের এম, বি, বি, কলেজে নূতন করে আর একটা বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হচ্ছে কাজেই সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। সুতরাং অন্যান্য কলেজে সাইন্স বা অনার্স ক্লাশ খোলার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আর কর্মচারীদের যে বেতন বৈষম্য রয়েছে এই বিষয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে শুধু পলিটেকনিক নয় আমাদের সমস্ত ডিপার্টমেন্টে যেসব কর্ম্মচারী আছে তাদের বেতনের যে বৈষম্য আছে, সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বিবেচনা করছেন এবং তাদের কাছ থেকে ফাইনালাইজ হয়ে আসলে পরে আমরা সেটা দিয়ে দেব। এছাড়া আমাদের আর কিছু করনীয় নেই। তারপরে আছে 'বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলগুলিকে শতকরা এক শত ভাগ সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থার অভাব'—এটা সম্পর্কে বলতে

পারি যে দেখা যাক পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার শতকরা এক শত ভাগ দিতে পারেন কিনা। তারা যদি দেন তাহলে আমরাও চেষ্টা করব এবং তাদের পথ অনুসরণ করব। তারপরে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে ইউ. পি. এস. সিতে সিলেকশান হয় না, আমি এই কথা বলতে পারি ইউ. পি. এস. সিতে আমাদের যে রিক্রুয়েটমেণ্ট রুলস আছে তাতে সাধারণতঃ দেখা যায় যে শতকরা ৫০ ভাগ হচ্ছে ডাইরেক্ট সিলেকশান আর বাকী ৫০ ভাগ হচ্ছে বাই প্রমোশান। উনি বলেছেন যে কোন পোষ্টের সিলেকশান হয় না ইউ. পি. এস. সি ছাড়া। আমি বলব উনার এই ধারণা ঠিক নয়। আমি বলব যে আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে মোর দ্যান ফিফটি পার্সেণ্ট ইউ. পি. এস. সি কর্তৃক সিলেক্টেড হয়েছে। কিন্তু আমাদের রিক্রুইটমেণ্ট রুলসে আছে যে ফিফটি পার্সেণ্ট হবে ডাইরেক্ট সিলেকশান আর বাকী ফিফটি পার্সেণ্ট হচ্ছে বাই প্রমোশান। যেমন আমাদের এখানে ডিপুটি ডাইরেক্টারের ১০টি পোষ্ট আছে তার মধ্যে ৪টা পোষ্ট হচ্ছে ইউ. পি. এস. সি সিলেক্টেড। আর হেড মাষ্টার অব হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এর ৪০টি পোষ্ট আছে তারমধ্যে ২৯টি পোষ্ট ইউ. পি. এস. সি কর্তৃক সিলেক্টেড। এখানে দেখা যাচ্ছে মোর দ্যান ফিফটি পার্সেণ্ট হয়েছে ইউ. পি. এস. সি সিলেক্টেড। তারপরে ইন্সপেক্টার অব স্কুলস এর ১৩টি পোষ্ট আছে তার মধ্যে ৭টি ইউ. পি. এস. সি কর্তৃক সিলেক্টেড। এখন দেখা যাচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের মোর দ্যান ফিফটি পার্সেণ্ট ইউ. পি. এস. সি দ্বারা সিলেক্টেড হয়েছে এবং আমরা যে প্রমোশান দিয়েছি সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে লেস দ্যান ফিফটি পার্সেণ্ট হয়ে গেছে আর প্রমোশান স্বাপক্ষে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটাও লেস দ্যান ফিফটি পার্সেণ্ট রয়ে গেছে। কাজেই কোথায় যে বে-আইনী হচ্ছে, উনারা বলছেন, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। সুতরাং তারা যে যুক্তি দিয়েছেন এখানে আমি সেগুলি স্বীকার করতে পারি না। আর একটা বলেছেন সাব-ইন্সপেক্টরের সিলেকশনের কথা। সেইরকম কোন ইনফরমেশন আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টে নাই। তিনি কোথা থেকে এটা বললেন আমি বুঝতে পারছি না। আর বই পারচেজ সম্পর্কে যেটা বলছেন সেটা আমরা সমস্ত আইনগত ভাবেই করছি। ইরিগুলারিটি হচ্ছে না। কারণ এখানকার বুক সেলার্সরা ভাল ভাল বই দিতে পারে না। আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে লিখলাম তারা কি করে বই পারচেজ করে। তারা বলল যে পাবলিশার্সদের কাছ থেকে বই পারচেজ করার অধিকার হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট যেমন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, যেমন হেডমাষ্টারকে দেওয়া হয় এবং তারা পাবলিশারের কাছ থেকে সার্টেন পারসেণ্টেজে বই পারচেজ করে। সেই নিয়মটা আমরা সেখানে প্রবর্তিত করেছি। সুতরাং এর মধ্যে ইরিগুলারিটি আছে বলে আমি মনে করি না এবং কোন কারচুপি আছে বলেও মনে করি না। তারা বই দিতে পারে না। বই এর অভাবে কাজ চলে না। তারপর বই এর টাকা আনইউটিলাইজড থাকে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে রুলস জানাতে হল এবং উই হ্যাভ ইনট্রডিউস দ্যাট সিষ্টেম হুয়িচ ইজ ফলোড বাই ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট। সুতরাং প্রশ্নটা লসের নয়। বই এর দরকার। সুতরাং বই পেতে হলে যেভাবে কাজ করতে হবে সেটা অন্যান্য গভর্ণমেন্ট যেভাবে করেন সেই ভাবে আমরা করছি। এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নাই। যদি ব্যতিক্রম

দেখতে পান পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে তাহলে আমরা সেটা স্বীকার করে নেব। কিন্তু হুবহু পশ্চিম বঙ্গের কাছ থেকে এনেই আমরা সেটা করেছি।

সি,টি,টি, আই সম্বন্ধে বলেছেন। এটা নাকি টোটেলী ফেলউর হয়েছে। সাময়িকভাবে এটা সাক্‌সেসফুল না হতে পারে। কিন্তু আমাদের এই এডুকেশনকে আজকে হোক কালকে হোক সিষ্টেমে আসতেই হবে। এখন এটার গুরুত্ব বুঝবে না। এখন সকলে জেনারেল এডুকেশনের মোহ কাটাতে পারে নি। কারণ এটা বৃটিশ আমল থেকে চালু আছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে জেনারেল এডুকেশনে কাজ হচ্ছে না। কারণ গতানুগতিক যে শিক্ষা সেই শিক্ষা নিয়ে বেকারের সংখ্যা বেড়ে গেছে। সুতরাং এমন একটা দিন আসবে যখন ক্রাফট বায়াসড এডুকেশন নিতে হবে। কাজেই ক্রাফটস টিচিং এর প্রয়োজনটা আজকে অনুভূত না হলেও দিন দিন তার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবেই। তাই বলে ক্রাফটস ইনষ্টিটিউট যে বসে আছে তা নয়। প্রত্যেকটা ওয়ার্কার কাজ করছে। আমাদের ক্রাফটস টিচারদের তৈরী জিনিষপত্র ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষের বাইরে পর্য্যন্ত পাঠিয়ে সুনাম অর্জ্জন করেছে এবং সেগুলি আরও লার্জ স্কেলে প্রডাক্‌শন করবার চেষ্টা হচ্ছে যেন আমরা এই কাজ থেকে কিছু পয়সা রোজগার করতে পারি। এমনকি ফরেন মার্কেটেও যথেষ্ট ডিমাণ্ড রয়েছে। সুতরাং ক্রাফটস টিচারস ইনষ্টিটিউটের প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতে কমবে না বরং বাড়বে। কারণ এর প্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে উপলব্ধি হবে যখন জেনারেল এডুকেশনের দিকে ঝোকটা আমাদের কমবে।

মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছেন ট্রান্সফারের কোন রুল নাই। আমরা বার বার বলেছি যে ট্রান্সফার পাবলিক ইনটারেষ্টে করা হয়, যারা বহুদিন বাইরে রয়েছেন তাদের যে আনা হয় না তা নয়, নিশ্চয়ই আনা হয়। ইদানিং বহু শিক্ষককে আনা হয়েছে' আরও আনা হবে। আরও লিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং পাবলিক ইনটারেস্টে এবং নানারকম পরিস্থিতি চিন্তা করে সেটা করা হয়। ট্রান্সফারের জন্য লিখিত কোন রুল নাই। কোথাও সেটা নাই। পাবলিক ইনটারেষ্ট দেখেই বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা করা হয়। এডুকেশন ডিপার্টমেনটও সেটা করছেন। অন্যান্য ডিপার্টমেনটও সেই রকম করছে। তার জন্য কোন বাধা ধরা নিয়ম কোথাও আছে বলে জানি না। শুধু ত্রিপুরায় নয় সব জায়গাতেই এই রকম।

পার্ট টাইম ক্রাফটস ইনষ্ট্রাকটরগণ ৮০ টাকা বেতন পান। তাদিগকে আমরা ১৪০ টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু তারা সেটা গ্রহণ করে নি। তারা ৮০ টাকায় থাকবার অপশান দিয়েছে। তাই তারা এখন ৮০ টাকায় রয়েছেন। লাইব্রেরীয়ান সর্টারের কেস এনোমেলী'তে পাঠিয়েছি। সেটা গভর্ণমেনট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠানো হয়েছে। ষ্টাইপেণ্ডের কথা আমি বলেছি যে সেটা হল ল' ইনকাম গ্রুপের ষ্টাইপেণ্ড। সেটা হল অল ইণ্ডিয়া রেট। গতবার আমি দিল্লী গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম এটাকে বাড়াবার জন্য। কিন্তু ফিনান্স মিনিষ্ট্রি, সেটা টার্ণড ডাউন করেছে। সেটা সম্ভব নয়। কারণ ফিনান্সিয়াল ইমপ্লিকেশান আছে তাতে। সেটা বাড়াবার কোন সম্ভাবনা নাই।

মাননীয় সদস্য দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে দালানের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি দালানের গ্রানটের জন্য মাথা খেয়ে ফেলছেন অথচ এখন তিনি বলছেন যে দালানের কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত মেম্বার বলেছেন যে ঘর নাই, দালান নাই, ঘর করা হোক। কি যে বলেন কথায় কোন লাগাম পাই না। এডুকেশনের স্কুলগুলি এডুকেশনের সার্ভে অনুসারেই করা হয় এবং মাইনর অ্যাডজাষ্টমেণ্ট করা হয়। এডুকেশন সার্ভে বহু আগে করা হয়েছে। তারপর বহু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। পরিবর্ত্তনগুলিকে আমাদের অ্যাডজাষ্টমেণ্ট করে নিতে হয় কারণ আমাদের স্কুল করতে হয়। জিমনাষ্টিকের কথা তিনি বলেছেন যে সরকার একটা ষ্টেডিয়াম করতে পারেন নি। ষ্টেডিয়াম ছাড়াই যে আমাদের ছেলেরা তাদের কৃতিত্ব দেখাচ্ছে তাতে আমরা আরও গর্বিত। টাকা পয়সা খরচ করলেই যে ভাল জিমনাষ্ট হতে পারবে এমন কোন কথা নাই। বহু জায়গায় ষ্টেডিয়াম রয়েছে। কিন্তু জিমনাষ্ট কোথায়? আজকে আমাদের এইগুলি অভাব থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোচরা ট্রেনিং দিয়ে তাদিগকে উপযুক্ত করে তুলেছে এবং অল ইণ্ডিয়া এমন কি ওয়ার্লড কমপিটিশনে তারা যোগদান করতে সমর্থ হচ্ছে। এটা কি কম গৌরবের কথা?

মাননীয় সদস্য ইউ, কে, রায় বলেছেন বিক্ষোভ দূর করতে হবে। এই বাতাবরণকে দূর করতে না পারলে শিক্ষার উন্নতি হবে না। কিন্তু এই বাতাবরণ শুধু ত্রিপুরায় নয়। এই বাতাবরণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতেও দেখা দিয়েছে। শিক্ষকেরা রাস্তায় গড়াগড়ি যান তাতে আমাদের করবার কি আছে? তাদের বিষয়গুলি নিয়ে সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। আমি তাদের বলেছি যে কতগুলি ডিফিকালটি আছে। সেটা যদি তারা না বুঝেন তাহলে আমাদের কিছু করার নাই। তাদের পে স্কেলের যে বৈষম্যটা রয়ে গেছে সেটা দূর করার জন্য ফাইল মুভ করেছে এবং আমি বলেছি তাদের যে এটা একটু সময় নিবে। কিন্তু সেটা হবে। তা সত্ত্বেও তারা যদি রাস্তায় গড়াগড়ি দেন তাহলে আমাদের কিছু করবার নাই। কারণ এম, বি, বি, কলেজের যে ফিকসেশান সেটা বহুদিন হয় নি। আজকে ১-৪-৬১ থেকে লেকচারের পে ফিকসেশান হয় নি। আমি যখন প্রথম অফিসের চার্জ্জ নিলাম আমাকে তখন তারা ধরলো; এবং আমি তাদের বললাম যে ধৈর্য্য ধরুন আমি চেষ্টা করছি। আমি আপনাদের পে ফিকসেশান করিয়ে দেব এবং আমি দিল্লীর সংগে যোগাযোগ করছি। তারা আমরা কথায় ধৈর্য্য ধরেছেন। তারা তো রাস্তায় নামেন নি। তারা কি সেটা পান নি? তারা তা পেয়েছেন। তারপর তিন মিনিষ্ট্রী—এডুকেশন মিনিষ্ট্রী, হোম মিনিষ্ট্রি, ফিনান্স মিনিষ্ট্রী এবং সেক্রেটারীয়েট লেভেলে মিটিং করিয়ে সেটাকে অ্যাকসেপট করিয়েছি। সেই ধৈর্য্য তাদের ছিল। তাই তারা পেয়েছেন। কিন্তু সেই ধৈর্য্য তারা রাখতে পারেন নি, আমি তাদের কথা দিয়েছি যে পে স্কেল এর বৈষম্য দূর করতে চেষ্টা করব। কিন্তু এর মধ্যে অনেক বাধা রয়ে গেছে, অনেক অবজেকশন রয়ে গেছে, সেগুলিকে আমাদের মিট করতে হয়। কিন্তু তারা আমার কথায় আস্থা রাখতে পারেন নি। তারা রাস্তায় নেমেছেন। তাতে আমার কিছু করার নাই। সময় হলে তারা ঠিকই পাবেন। রাস্তায় নামলেই যে পেয়ে যাবেন তা নয়।

যখন আমরা অবজেকশনটা মিট করতে পারব তখনি তারা পাবেন। সুতরাং সেই দিকে তারা যে একটা বিক্ষোভের অবস্থার সৃষ্টি করে দিলেন, চতুর্দিকে যা হচ্ছে তা দেখে, তাতে আমার কিছু করার নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর বেশী বক্তব্য বাড়াব না। তিনি আরও বলেছেন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছেলেগুলিকে কুকুরের মত লাঠিপেটা করা হয়েছে। কিন্তু একথা ঠিক নহে।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P. M. The Minister speaking will have the floor.

Shri Krishandas Bhattacharjee—Mr. Speaker, I have finished.

Mr. Speaker—Then alright.

Mr. Speaker—Discussion on the Demand for Grant No. 14- Education is over. Now I am puting the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to vote.

Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on— Inadequacy of provision for repairs and re-constructions of school buildings, mid-day meals '

The Motion was put to vote and negatived by voice vote.

Mr. Speaker –Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Absence of provision for opening of a Universityin Tripura '

The Motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demend be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Absence of provision for opening a post-graduate hostel at Calcutta for the Tripura student.'

The motion was put to vote and negarived by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'Absence of provision for opening new Colleges at Udaipur, Dharmanagar and Khowai.'

The Motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Absence of provision for opening of a Medical College in Tripura.'

The motion was put to vote and lost by vcice vote.

Mr. Speaker—The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/. to discuss on—'Inadequacy of provision for construction of quarters for the teaching staff at Kanchanbari H. S. School, Charilam and certain other H. S. Schools.'

The Motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—'Absence of provision for opening of Law College at Agartala.'

The Motion was put to vote and negatived by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'Inadequacy of provision for Boarding house stipends to the S. T. and S. C. students.'

The Motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'Absence of provision for stipends to the backward class communities.'

The motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on — Inadequacy provision of grants to Non-Govt. Colleges.'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by 100/- to discuss on— 'Absence of provisions for taking over three Non-Govt. Colleges at Belonia, Ramthakur and Kailashahar Colleges.'

The motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker— The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on— 'Inadequacy of provisions for stipends to children of freedom fighters and educational assistance to children of goldsmith.'

The motion was put to vote and negatived by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on — 'Absence of provision for opening of more H. Secondary Schools at Takerjala Golaghati area, Maslichhera at Kailasahar and Matai at Belonia and Agartala Town,'

The motion was put to vote and negatived by voice vote.

Mr. Speaker—Now I am puting the Cut Motions moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma, to vote.

Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'অমরপুর সহরে ছাত্রীদের জন্য গার্লস হাই স্কুলের বরাদ্দের অভাব।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'খোয়াই পশ্চিম রাজনগর ভূমিহীন কলোনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় এর জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব।'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

কৈলাসহর বিলোনীয়া ও রামঠাকুর কলেজে গৃহ নির্মানের জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব।'

The motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

সাব্রুম, শিলাছড়ি, কৈলাসহরে, শ্রীরামপুর, অমরপুরে—বলংবাসা সদরে—মধুবন, উদয়পুরে—বাগমা, জামজুরী এবং শালগড়া, কমলপুরে—মবাছড়া ও সেলেমা, বিলোনীয়ায়—মতাই ও পুরান রাজবাড়ীতে হাই স্কুলের জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের গৃহ নির্মাণে ও গৃহ মেরামতে সরকারী ব্যর্থতা।'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'তপশীলি জাতি ও উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবং গরীব ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানো ও ৫ম শ্রেণী পর্যান্ত সকল ছাত্রের জন্য বুক গ্র্যাণ্টের ব্যবস্থা না করা।'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সরকারের ব্যর্থতা।'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now I am puting the Cut Motions move by **Shri** Abhiram Deb Barma to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'পোষ্ট গ্রেজুয়েট শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা করায় বিলম্ব।'

The motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'বেসরকারী কলেজ সমূহ সরকারী পরিচালনায় গ্রহণ এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের দাবী সমূহ পূরণে ব্যর্থতা।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'প্রত্যেক কলেজে বিজ্ঞান সহ সমস্ত আবশ্যক বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের দাবী দাওয়া কার্যকরী না করা।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—The question before the House is that the Demand be reduced to Re.1/- to discuss on—

বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্কুলগুলিকে শতকরা একশত ভাগ সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থার অভাব।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speakar :—Now the question before the House is that the Demand be reduced to Re- 1/- to discuss on—

'The Motion was put to vote and negatived by voice vote.'

Mr. Speaker:—Now I am putting the Demand for Grant No 14- Education to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,47 57,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of March, 1971 in respect of Demand No. 14-Education.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :— Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move the following demands viz. 19-Co-operation, 25-Electricity schemes, 39-Capital outlay on Electricity schemes & 44-Loans & Advances by the State/Union Territory Govts.

Shri P. K. Das—Mr. Speaker Sir, as I have been authorised by the Finance Minister, I beg to move the following demands.

Shri Aghore Deb Barma— Sir, Is he authorised ?

Mr. Speaker—Yes, he bas been authorised by the Finance Minister. I would request the Hon'ble Minister to move all the demands together.

Shri P. K. Das—(i) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 12,37,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No 1 (Major Head-34) Co-operation.

(ii) Mr. Speaker Sir, on the recommedation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 41,61,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 25 (Major Head 45) - Electricity Sehemes.

(iii) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,36,54,000/- [inclusive of the sums specified in Colum 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment

during the year ending on the 31st day of March 1971 in rrspect of Demend No. 39 (Major Head 101) Capital outlay on Electricity Schemes.

(iv) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 32,08,000/-, [inclusive of the sums specified in Colum of 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 44 (Major Head Q) Loans & Advances by the State Union Territory Governments.

Mr. Speaker—Here are some cut motions on the Demand for Grant No. 19. Now I would request Hon'ble member Abhiram Deb Barma to move his cut motions and to discuss on the demands together.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯শে ১২ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কয়েকটা কাট মোশান আছে, সেগুলি হল—(১) ভিলেজ সোসাইটির জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা, (২) বিগ্না পুলার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির জন্য বরাদ্দের অভাব, (৩) কো-অপারেটিভ এডুকেশানের ব্যয় বরাদ্দের অপচয়, এবং (৪) অমরপুর চেপাগাং সমবায় সমিতি পুনরুজ্জীবিত করায় ব্যয় বরাদ্দের অভাব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই যে কো-অপারেটিভ তার মূল উদ্দেশ্য হল আমাদের গ্রামীন অর্থনীতির ভিত্তিকে গড়ে তোলা, যাতে করে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে সাধারণ কৃষক এবং মানুষ তাদের কৃষি অর্থনীতিকে গড়ে তোলার মত প্রাথমিক সাহায্য ও সহায়তা লাভ করতে পারে। কিন্তু আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৬/৭ শত কো-অপারেটিভ ছিল, সেগুলি আজ অচল হয়ে গেছে বললেও কোন অত্যুক্তি হবে না। আজকে আর সেই সব কো-অপারেটিভগুলি জনসাধারণ ও কৃষক সাধারণের কোন কাজ করতে পারছে না। এখানে আমি একটা কো-অপারেটিভের নাম দিয়ে বলব, সেটা হল নোয়াবাদিতে যে সমবায় সমিতি আছে, এটা হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যতগুলি কো-অপারেটিভ ছিল, সেগুলির মধ্যে সব চাইতে ভাল কো-অপারেটিভ। কিন্তু আজকে সেখানকার পরিচালক মণ্ডলী সেই কো-অপারেটিভটাকে সম্পুর্ণভাবে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ১৯৬০ সালে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে প্রায় ৪০ হাজার টাকা বিলি করা হয়েছিল এবং এই ৪০ হাজার টাকা বিলি করার পর সাধারণ কৃষকের যে লোন নিয়েছে, সেটা তাদের কাছ থেকে ক্রোক করে আদায় হয়েছে। কিন্তু

ঐ টাকা জোর করে আদায় করা সত্ত্বেও আজকে ১৯৭০ সালে এই কো-অপারেটিভ এর যারা শেয়ার হোল্ডার তাদের দ্বিতীয় কোন ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নাই। অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে সেই কো-অপারেটিভের যারা পরিচালক এবং ঐ কো-অপারেটিভ থেকে যারা বেশী লোন নিয়েছেন, তারা সেই লোন ফেরত না দেওয়ার দরুণ সেটার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে এবং ঐ কো-অপারেটিভ থেকে জনসাধারণ এবং কৃষক সাধারণ আর কোন উপকারই পাচ্ছে না। এবং এই কো-অপারেটিভ আজকে সম্পূর্ণ ধ্বংশের দিকে চলছে। এই কো-অপারেটিভের এর পরিচালক মণ্ডলীর গাফিলতির জন্যই কৃষক সাধারণ এর মাধ্যম যে সাহায্য সহায়তা পেত, সেটা থেকে তারা এখন বঞ্চিত হচ্ছে। আর আমার দ্বিতীয় কাট মোশান সম্পর্কে আমি বলব যে যারা রিক্সা শ্রমিক তারা সাধারণতঃ গরীব, মালিকদের কাছ থেকে রিক্সা ভাড়া নিয়ে এবং চালিয়ে তারা তাদের নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অথচ রিক্সা পুলার্সদের নিয়ে যদি একটি কো-অপারেটিভ করা হয় এবং এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যদি তাদেরকে রিক্সা কেনার জন্য সাহায্য সহায়তা করার ব্যাপারে ঋণ দেওয়া হত তাহলে আজকে তারা যে ভাবে মালিকদের কাছে শোষিত হচ্ছে সেটা বন্ধ করা সম্ভব হত। এই যে আগরতলা শহর এবং মহকুমা শহরগুলির মধ্যে যে সব রিক্সা শ্রমিক কাজ করে চলছেন এবং তারা যেখানে মালিকদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদেরকে নিয়ে একটা কো-অপারেটিভ করা হত এবং সেটার থেকে তারা রিক্সা কেনার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ইত্যাদি পেত তাহলে তাদের জীবিকার একটা ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দের অভাব।

তৃতীয়তঃ হচ্ছে কো-অপারেটিভ এডুকেশান। এটা তো একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। কো-অপারটিভের পরিচালনার ব্যাপারে এই কো-অপারেটিভ এডুকেশান নাম দিয়ে এখানে প্রায় ১ লক্ষ টাকার মত অপচয় করা হচ্ছে। কিন্তু কো-অপারেটিভের যে কি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেটা তারাই জানেন, যারা নাকি কো-অপারেটিভ পরিচালনা করেন। কিন্তু আমি জানি যে সেই রকম কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নি অথচ এই কো-অপারেটিভ ট্রেনিং এর নামে তারা এই টাকাগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে আত্মসাৎ করে নেন।

চতুর্থ হল অমরপুর এবং চেলাগাং সমবায় সমিতি যেটা এক সময়ে উদ্বাস্তু কলোনীতে ছিল, সেটার মধ্যে সিধল শুটকী ব্যবসা থেকে সমস্ত কিছুর লাইসেন্স দেওয়া হল, কিন্তু আজ সেই কো-অপারেটিভের লাল বাতি জ্বলছে। যারা এই কো-অপারেটিভের পরিচালক মণ্ডলী, যারা লাইসেন্স গুলি নিয়ে শুটকীর ব্যবসা করবে, রেশন শপ চালাবে এবং রাইস মিল চালাবে, এই সবের দিকে তাদের কোন খেয়াল নাই। আজকে এই কো-অপারেটিভ গুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং এই কো-অপারেটিভ গুলিকে পুনরুজ্জীবিত

করা একান্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু বরাদ্দের সেখানে অভাব দেখা গেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু এই কথা ভেবে আমি অবাক হই যে এই সরকার এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে গ্রামীন এবং কৃষি অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য যে সমস্ত কথা বলেছিল এবং কথায় কথায় জনসাধারণকে কো-অপারেটিভের নাম করে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য যেখানে নজর দেওয়ার কথা ছিল সেখানে আমরা কি দেখি? অটো রিক্সা কো-অপারেটিভের নাম করে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। অডিট রিপোর্ট এইখানে অটো রিক্সার কথাটা উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন কো-অপারেটিভকে দেওয়া হয়েছে তার কোন উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু অটো রিক্সার নাম করে এইখানে ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। অটো রিক্সগুলো আজ কোথায়? ত্রিপুরাতে যখন প্রথম অটো রিক্সা এল তখন ৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং ৪টি অটো রিক্সা এল এবং অতি আগ্রহী পত্রিকা সেখানে বড় বড় হরফে ছেপে দিয়েছিল যে অটো রিক্সা একটা ভীষণ দর্শন জিনিষ। কিন্তু এই অটো রিক্সা আজ কোথায়? আজকে ৫০,০০০ টাকার কি হল তার কোন উল্লেখ নাই। এই রুলিং পার্টির মধ্যে যারা থাকে তারা নিজেরা জনসাধারণের এই টাকাকে মারবার জন্য যারা চেষ্টা চালায় তাদের কি ব্যবস্থা করা হল? (রেড লাইট)। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটু সময় চাই। ১০ মিনিট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে এই যে অটো রিক্সা তার কোন ব্যবস্থা হল না। আর একটি জিনিষ, কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সিনেমার মেশিন, কিনেছে। এই সিনেমা মেশিন কেনার পরেও অনেকদিন যাবত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয়নি এমন কি এই মেশিন সম্পূর্ণ অচল এবং তাদের খেয়ালখুশী মত কয়েক হাজার টাকা মেসিনের তেল অপচয় করেছে। এক্সপার্ট যারা তারা বলেছে এই সিনেমা মেশিন চালাবার ক্ষমতা তাদের নাই। সেই রকম ট্রেনিং প্রাপ্ত লোক তাদের নাই। কাজেই এই যে অবস্থাগুলি, এইগুলি যদি কো-অপারেটিভের ভিতরে ঢুকে এবং যেখানে আজকে হাজারে হাজারে টাকা তারা মেরে দিয়েছে এটা তদন্ত করা দরকার। আমরা জানি কো-অপারেটিভের মাধ্যমে একটা গ্রামীন কৃষি অর্থনীতিকে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এই শিল্প গড়ে তোলার নাম করে নিজেরা যে ভাবে এই হাজারে হাজারে টাকা এই কো-অপারেটিভের নাম করে আত্মসাৎ করে নিয়েছে তার একটা হদিশ হওয়া দরকার। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তাদেরও একদিন এর মাশুল দিতে হবে। তারপর আর একটা মজার ব্যাপার হল, আর একটা কো-অপারেটিভের গুদাম কেনার নাম করে প্রায় ৫০,০০০ টাকা তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু গুদাম কেনা হল কিনা তার কোন হদিশ নাই। আর একটা কো-অপারেটিভকে দেওয়া হল ৮৫,০০০ টাকা। এই ৮৫,০০০ টাকা তাদের কি গুদাম কেনা হল, না এই টাকা কোথায় জলে ভেসে গেল, না পেটোয়া বুর্জোয়াদের পকেটে চলে গেল তা জানা যায় নি। এইভাবে আজকে কো-অপারেটিভের হাজার হাজার টাকা মেরে দিচ্ছে, আর নিজেরা ঐ কো-অপারেটিভের মহিমা কীর্ত্তন করে চলেছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবে যদি কো-অপারেটিভের অবস্থা চলে এবং দুর্নীতি চলে এবং এটাই যদি তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে টাকা মেরে

দেওয়া, জনসাধারণের টাকাকে মেরে দিয়ে নিজেদের পকেট ভর্তি করা তাহলে এই কথা আমরা ধরে নিতে পারব, এই যে গণতন্ত্র এটা হচ্ছে জনসাধারণের হাজার হাজার টাকা মেরে পকেট ভর্তি করার কৌশল। আর আমরা অবাক হয়ে দেখি মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে ধরে আনা হয়। আর এই দিকে যারা হাজারে হাজারে টাকা মেরে দিয়েছে সেখানে পুলিশ সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়। কেন? তাদের কি কোন ক্ষমতা নাই এদের শাস্তি দেওয়ার, তাদের জেলখানায় পাঠাবার ক্ষমতাটুকু নেই কেন? এই জন্য তাদের জবাব দিতে হবে। লোকের টাকা মেরে দিল যারা তাদের ক্ষেত্রে এরা নীরব থাকে আর এই দিকে গণতন্ত্রের মহিমা কীর্তন করে চলেছে। তারা এই সমাজতন্ত্র গঠন করে চলবে এইভাবে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এবং গ্রামীন অর্থনীতিকে গড়ে তুলবে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ছোট ছোট শিল্পকে গড়ে তুলবে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে। এটা জনসাধারণকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই এই কো-অপারেটিভকে সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যারা এই টাকা মেরে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই যদি না হয় তাহলে জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবে এবং যারা এই সুবিধাগুলি ভোগ করে, জনসাধারণের টাকাকে তারা মেরে দেওয়ার সুযোগ পাবে। কাজেই আমি রুলিং পার্টিকে সাবধান করে দিতে চাই যে আজকে জনসাধারণের হাজার হাজার টাকা মেরে দেওয়াই যদি তাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাদের মাশুল দিতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অবস্থার মধ্যে যে কো-অপারেটিভের ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা নিজেদের দলীয় কিছু মানুষকে পোষণ করার জন্য এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। যে অবস্থা আমরা দেখছি এতে কো-অপারেটিভের কোন সার্থকতা নাই। এতে গ্রামের জনসাধারণের কৃষকের কোন উপকার হবে না। তবে শুধু যারা কংগ্রেসের দলীয় নেতাদের তারা সুযোগগুলি গ্রহণ করে নেবে। কাজেই এই যে ডিমাণ্ড এইখানে আমি তার বিরোধিতা করছি এবং আমার কাটমোশনের পক্ষে বক্তব্য রাখছি। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা। আপনি অনুগ্রহ করে দশ মিনিট বলুন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা—আমি চেষ্টা করব। ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯—কো-অপারেশান, এখানে আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হচ্ছে—সমবায় সমিতিগুলিকে পুর্ণজীবিত করার জন্য বরাদ্দের অভাব।" প্রথমে যখন কো-অপারেটিভগুলি সৃষ্টি হয়, কো-অপারেটিভগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে চালু করা যায় তার জন্য কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার খোলা হয় এবং তার জন্য প্রতি বৎসর টাকা রাখা হয়। কিন্তু সেই যে কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার সেটা একজন ভদ্রলোকের বাসায় করা হয়েছে, সরকার তার জন্য অন্যত্র কোন জায়গা ঠিক করতে পারলেন না। কিন্তু আমি মনে করি তৃতীয় পক্ষের একজনের বাসায় সেই ট্রেনিং সেন্টার রাখা আইনতঃ ঠিক হবে না,

তার জন্য অন্যত্র একটা জায়গা ঠিক করা উচিত ছিল। আমি এই কাট মোশান রাখার কারণ হিসাবে বলব যে আমরা অডিট রিপোর্ট থেকে দেখছি যে অনেকগুলি কো-অপারেটিভ নষ্ট হয়ে গেছে, হাজার হাজার টাকা সেখানে নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু কে বা কারা এইজন্য দায়ী এবং কোন্ কোন্ অপারেটিভ নষ্ট হয়েছে, তার কোন নাম অডিট রিপোর্টে নেই। তার থেকে আমরা চিন্তা করতে পারি যে শাসক গোষ্ঠি শুধু শোষণ করতে পারেন, তারা শাসন করতে পারেন না। এবং তাদের সংগে শাসক গোষ্ঠির যোগাযোগ আছে। কিভাবে তারা জনসাধারণকে শোষণ করছেন, সেটা এই হাউসে আমরা আলাপ আলোচনা করলে বুঝতে পারব। সব জায়গায়ই একটা দুর্নিতি চলছে। অনেক সদস্য অবশ্য এখানে বলেছেন যে এটা যেন একটা লুটের বাজার চলছে, যে যেভাবে পার লুটে নাও, এই হচ্ছে অবস্থা। কিন্তু আমি বলব এইছা দিন নেহি রহেগা—লুটতে থাকেন, তারপর দেখা যাবে এনকোয়েরী রিপোর্টকে কিরকম ভাবে সঞ্চয় করেছেন, সেটা পরীক্ষা নীরীক্ষা করার সময় দেখা যাবে। সেই দিনের জন্য তৈরী থাকুন। কারণ জনসাধারণ আজকে সজাগ, তারা জানে এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে ছোট খাট ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য যে টাকাগুলি ঋণ দেওয়া হয়, সেইগুলি ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে এবং কোথায় যাচ্ছে সেই সম্পর্কে তারা জানে। কাজেই সেইদিকে চিন্তা করে আমি বলব যে যেখানে যেখানে সমবায় সমিতিগুলি নির্জীব হয়ে গেছে, নামে মাত্র টিকে আছে, সেইগুলিকে আরও বেশী টাকা দিয়ে যাতে পুনর্জ্জীবিত করা যায়, তার জন্য এখানে টাকার ব্যয় বরাদ্দের যে অভাব, সেই জিনিষটা দেখানোর জন্যই আমি এখানে কাট মোশান রেখেছি, তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, এবং টাকা বাড়ানো হউক, একথাই আমি এই কাট মোশানের মাধ্যমে রাখছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—সময় আমাদের এইভাবেই দেওয়া হয়, কারণ এখানে আমরা বললে পরে তাদের রুলিং পার্টির সদস্যদের মুখোস খোলে যায়, তার জন্যই আমাদের সময় কম দেওয়া হয়। প্রত্যেক দিনই এইভাবে চলছে। মস্তকের সাথে সব সময়ই লেজ চলে যায়, সেটা আর উত্তর দক্ষিণ হচ্ছে না। আমার যে কাট মোশান তাকে সমর্থন করে, মূল ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্মা। You are allowed ten minutes only for discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—সাংঘাতিক ব্যাপার।

Mr. Speaker— But you assured me that you will not speak. Still I have allowed you ten minutes time for discussion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি শুধু একটা পয়েন্টের উপর বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব, তারপর আমার কাট মোশান, ২৫ ডিমাণ্ডের উপর যেটা রাখা হয়েছে, তার উপর আমি ডিসকাশন করব। এখানে আমার কাট মোশানটা হচ্ছে—

আমি এখানে সেটা একটু মুভ করে রাখছি।

এখানে ব্যাপার হচ্ছে কো-অপারেটিভে এডুকেশানের হেডে ১৯৬৮-৬৯এ একলক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল, ১৯৬৯-৭০এতেএকলক্ষ টাকার প্রভিশন ছিল, এবং ১৯৭০-৭১ এও একলক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। তার পারপাসটা কি ? সেটা হচ্ছে ত্রিপুরায় যে সমস্ত কো-অপারেটিভগুলি আছে, সেগুলিকে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে শিক্ষিত করে, এডুকেশান দিয়ে তাদেরকে ঠিকঠিক ভাবে কো-অপারেটিভ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা যাতে তারা ঠিক ঠিক ভাবে কো-অপারেটিভগুলি রান করাতে পারে, এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু আজকে বছরের পর বছর এই যে এক লক্ষ টাকা করে খরচ করা হচ্ছে, সেগুলি দিয়ে পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে কি না ? ত্রিপুরার মধ্যে প্রায় সর্ব্বমোট সাতশতের মত আছে, তার ইউনিয়ন নাম্বার লাষ্ট ইয়ারে ছিল ৭৯, এটা কমে শেষ পর্যান্ত ৩৮ হয়। তার মধ্যে কিছু রিজেকটেড মেম্বার যারা ডিউ টাইমে মেম্বারশিপ হিসাবে কো-অপারেটিভের দেয় চাঁদা দিতে পারে নি, তারা ডিফল্টার হয়ে যায় এবং তাদের মেম্বারশিপ সীজড হয়। অতএব বর্ত্তমানে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ আছে, তার যে এক্জিষ্টিং কমিটি আছে, যেখানে সাত শত কো-অপারেটিভ আছে, তার ইউনিয়ন নাম্বার হচ্ছে ৩৮টি, তার মধ্যে আবার একটা অংশ ডিউ টাইমে চাঁদা না দিতে পারায় ডিফল্টার হয়েছে এবং তাদের মেম্বারশিপ সিজড হয়ে গেছে। কাজেই বর্ত্তমানে একটা কমিটি নামকোয়াস্তে করে রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে ইল্লীগেল কমিটি অথচ ঐ কমিটিকেই টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেটা খরচপত্র করছে। এখানে আমি অডিট অবজেকশান সম্পর্কে কনক্রীট একটা ইনষ্টেন্স দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ১৯৬৮-৬৯ এ—দি ইউনিয়ন ওয়াজ রেজিষ্টার্ড অন ৭-১-৫৯ আণ্ডার নাম্বার ৫০—এইভাবে বহু আছে, পড়লে অনেক সময় নেবে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য আপনি সারমর্ম্ম বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমি সারমর্ম্মই বলছি। বর্ত্তমানে সেই কো-অপারেটিভের যিনি সেক্রেটারী, তার কথা আমি এখানে রাখছি। তিনি হচ্ছেন শচীন্দ্র কুমার দেওয়ানজী, তাকে সেক্রেটারী করা হয়েছে। কিন্তু সে একজন ডিফল্টার মেম্বার। ১৯৬৮-৬৯ এ তার দেয় চাঁদা দেয় নাই, কাজেই সে মেম্বারই থাকতে পারে না, অথচ তাকে সেক্রেটারী করে আজকে তার মাধ্যমে

এই এক লক্ষ টাকা খরচ করার দায় দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। টাকাগুলি কিভাবে খরচ হচ্ছে, তারও একটা বিবরণ এখানে আমি রাখছি। টাকাগুলি খরচ করার জন্য আইটেম-ওয়াইজ ডিমাণ্ড—কোন্ আইটেমে কত খরচ হবে, সেটা সরকার থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা ঠিক-ভাবে খরচ হচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে সমস্যা। কিছুদিন আগে ডেভেলাপমেণ্ট কমিশনার লিগু, লাষ্ট ইয়ারের যে টাকা আটক করে রেখেছিলেন। কিন্তু চীফ মিনিষ্টার তার বাসায় প্রমিলা ভোজ দিয়ে, খাইয়ে তারপর তাকে খুশী করে, চীফ মিনিষ্টারের ইন্‌ষ্ট্রাকশানে সেই এক লক্ষ টাকা গত বৎসর তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কি করা হয়, বললে সেটা কেলেংকারী। একটা গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে করে শচীন্দ্র দেওয়ানজীর একটা খামার আছে, সেখানে রাত্রিতে যাওয়া আসা হয়, এই হল কাজ। আর যে সমস্ত কর্ম্মচারী সেখানে আছে, সবই মেয়ে, সেণ্ট পারসেণ্ট মেয়ে, শুধু মেয়ে হলেই হবেনা, তাদের আবার জোয়ান হতে হবে। মাস তিন মাস পরে আবার নূতন করে আরও এপয়েণ্টমেণ্ট, দেওয়া হচ্ছে তাদের বদলে, সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা চলছে। এইভাবে সেখানে রীতিমত করাপশান চলছে। যে পারপাসে এই লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার কথা, সেই পারপাসে সেটা খরচ করা হচ্ছেনা। অর্থৎ যেখানে যে পারপোসে টাকাগুলি খরচ হওয়ার কথা সেই পারপোসে খরচ হচ্ছে না। এটা যেন একটা লুঠের বাজার এবং একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় শুরু হয়েছে। কাজেই আজকে এই যে অবস্থা চলছে টাকাগুলি যে কিভাবে খরচ করা হচ্ছে, এটা বন্ধ করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কো-অপারেটিভ প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কে বলছি। আজকে যদি রুলিং পার্টি বা মন্ত্রীদের এই কো-অপারেটিভ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন না ঘটানো হয়, তাহলে এইভাবে এই ডিপার্টমেনটিকে সরকারের এটকা ওভার বার্ডেন হিসাবে পোষার কোন যুক্তি নেই, এটাকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ যে সব রুলস এণ্ড রেগুলেশান্‌স আছে, সেগুলি মেনে চলার যে কথা সেটা মানা হচ্ছে না। শুধুমাত্র খামখেয়ালীর উপর দিয়ে যেন এটাকে চালানো হচ্ছে। কাজেই আজকে এই ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলিকে আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা যদিও বলি, সেটা সরকার পক্ষে কর্ণপাত হবে না, এটা আমরা জানি কারণ কথায় আছে নন্দনে নন্দন চিনে, কাজেই এমন এক ব্যক্তিকে বাছাই করে নেওয়া হয়েছে, সেই ব্যক্তির কি আছে বা নাই, তার বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট আছে কিবা নাই, সেটার কোন কিছুই বিচার বিবেচনা করা হল না কাজেই এই কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আমার পরিষ্কার বক্তব্য যদি আজকে এটার সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন না করা হয়, তাহলে এই ডিপার্টমেণ্টটা রাখার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

তারপরে ইলেকট্রিসিটি স্কীমের উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হল মিস-মেনেজমেণ্ট ইন দি ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্ট। এই আগরতলাতে যে ডিমাণ্ড আছে এবং মিনিষ্টার নিজেই আজকের কোয়েশ্চান অ্যাওয়ারে যে রিপ্লাই দিয়েছেন, তাতে আমরা জানতে পেরেছি যে ৭৫০ জন ইলেকট্রিক কানেকশানের জন্য দরখাস্ত করেছিল তারমধ্যে এই পর্য্যন্ত মাত্র ৯৪ জনকে দেওয়া সম্ভব

হয়েছে। আর বাকী যারা রইল, তাদের চাহিদাটা ফুলফিল করা হবে কিনা সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার কিছু বলতে পারেন নি। তারপরে আবার বিশালগড় পর্য্যন্ত ইলেট্রিক লাইট পোষ্ট এবং লাইন টেনে দেখানো হচ্ছে যে খুব শীঘ্রই সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ইলেকট্রিসিটীর বন্যায় ভাসানো হবে। বিশালগড়েও লাইন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু লাইন দিলে কি হবে? রাত্র আটটার পর সেখানকার কানেকশন কেটে দেওয়া হয়। অর্থাৎ তোমাদেরকে সন্ধ্যা থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত ইলেকট্রিসিটির লাইন দেওয়া হয়েছে, এটা মাত্র ৩ ঘণ্টার জন্য, এরপরে তোমরা অন্ধকারের মধ্যে মাথা খুড়ে মর, তাতে সরকারের কিছু আসে যায় না। এমনই একটা ভাব দেখানো হল। আমি বলি এভাবে আধা মাধা দেওয়ার কি স্বার্থকতা থাকতে পারে যদিনা সেটার দ্বারা তাদের সম্পূর্ণ চাহিদা না মিটে। আর আগরতলা শহরের অবস্থা তো আমরা এই হাউসের মধ্যে বসে টের পাই। কেন না এই যে একবার হঠাৎ করে আসছে আর একবার হঠাৎ করে চলে যাচ্ছে এবং তাতে মনে হচ্ছে এই যেন তাদের গণতন্ত্রের একটা ভেল্কীবাজী? এটা তারা নিজেরাই জানেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এইভাবে সর্ব্বত্র চলছে। স্যার, এই সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে—যেমন যদি কেউ দরখাস্ত করল, বর্ত্তমানে আগরতলা বিজলী ঘরের যে ক্যাপাসিটি আছে তাতে করে নূতন ভাবে আর কোন লাইন বা কানেকশান দেওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু আজকে যদি উমেশ বাবুর মত লোক সেখানে গিয়ে বলে যে আমার অমুককে একটা নূতন লাইন দিতে হবে। তাহলে আর কি সেই লাইন দেওয়া সম্ভব না হলেও যেমন করে হউক একটা নূতন লাইন দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমি বা আপনি সেখানে গিয়ে বলুন, আমাদের শত প্রয়োজন থাকলেও কোন লাইনই দেওয়া হবে না। কাজেই আমি মনে করি এইভাবে একটা ডিপার্টমেণ্ট চলতে পারে না, কেন না সেখানেও রুলস আছে, রেগুলেশান আছে, সেগুলি মেনে চলা দরকার। কিন্তু সেগুলি কখন মানা হবে? সেগুলি মানা হবে আমার আর আপনার বেলায়, আর ঐ যে বললাম উমেশ বাবুদের বেলায় সেটা মানার দরকার নেই। কারণ সেখানে এসব মেনে চললে কোন কাজই হবে না বরং না মেনে যদি তাড়াতাড়ি করে দেওয়া যায়, তাহলে তারা মনে করে যে আমরা ধন্য হয়ে গেছি, আর যারা চাইল তারাও মনে করছে যে অফিসারটা খুব অবিডিয়েণ্ট।

মিঃ স্পীকার—নাউ, আই উড রিকুয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বার টু টেক হিজ সিট।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—স্যার, আমার তো অন্যান্য ডিমাণ্ডগুলির উপর অনেক বলার আছে, আমি শুধু এখানে টাচ্ করে যাচ্ছি। সেগুলিও ইম্পোর্টেণ্ট ডিমাণ্ড এবং সেগুলির উপর আমার বলার দরকার আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা বছরে ৬ মাস পর আমরা একবার এখানে এসে বলার সুযোগ পাই, কাজেই আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। ডিমাণ্ড নাম্বার ৪৪ এর মধ্যে কিছু বলার আছে যেমন লোন্স

এণ্ড এ্যাডভান্স টু মিউনিসিপ্যালিটি, লোন্স টু কাল্টীভেটার্স, লোন্স টু পঞ্চায়েত ইত্যাদি অনেক আছে এবং এগুলি সম্পর্কে বলারও অনেক কিছু আছে। এই মিউনিসিপ্যালিটিকে লোনে টাকা দেওয়া হচ্ছে সেটা ঠিকমত বা প্রপারলি ইউটিলাইজ্‌ড হচ্ছে কিনা, সেটা আমাদের কাছে জানা নেই, এবং সেটা আমাদের জানা দরকার। যেমন ড্রেইনেজ ওয়ার্কস এখানে যে ভাবে চলছে তাতে যদি সামান্য একটু বৃষ্টি হয় তাহলে বনমালীপুরের মধ্য পাড়া থেকে শুরু করে পুরাণ কতোয়ালী থানা পর্য্যন্ত উত্তর দিকে যতটা যাওয়া যায় তার সমস্ত এরিয়াতে যে সব বাড়ীঘর আছে সেগুলি জলে ভেসে যায়। অথচ বছরে লাখ লাখ টাকা এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। কিন্তু টাকাগু'ল কোথায় যায়? সেগুলি কি হাওয়াতে মিশে যায়, তা আমি জানি না। এই ড্রেইনেজ ওয়ার্কস সম্পর্কে এই সভাতেই মাননীয় এক সদস্য বলেছেন যে আখাউড়া রাস্তার পাশে যে খালটা আছে, সেটাই মাত্র পরিষ্কার রাখা হয়, অন্যগুলির প্রতি কোন নজরই দেওয়া হয় না। তারপরে কর্ণেল চৌমুহনীতে নাজির বাড়ীর দিকে মহারাজার আমল থেকে যে একটা ছোট রাস্তা আছে সেটা দিয়ে এখনও না যাওয়া যায় সাইকেলে করে এবং যা যাওয়া যায় রিক্সা করে। অথচ রাস্তাটির দুই পাশে বাড়ীঘর আছে। সেটাকে সরকার বা মিউনিসিপালিটি থেকে সংস্কার করার মতো কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা আমি জানি না। অর্থাৎ শহরের রাস্তাগুলি দিয়ে রুচি সম্পন্ন লোক যাতায়াত করতে পারে না। কেন না রাস্তাগুলির যেমনি অবস্থা, তেমনি তার দুই পাশে যে খাল ডোবা রয়েছে সেগুলির অবস্থাও তাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি তো অনেক বলেছেন, এখন আপনি বসুন। আরও অনেক সদস্য আছেন তাদেরও অনেক কিছু বলার আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—স্যার এখানে রেগুলেটেড মার্কেট সম্পর্কে একটা আছে, এটা সম্পর্কে আমার কিছু বলা দরকার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনিই একমাত্র সদস্য যিনি নিজের কথা নিজেই রাখতে পারেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—স্যার, রেগুলেটেড মার্কেট একটা বিশালগড়ে করা হয়েছে সেটার দ্বারা কি করা হচ্ছে, আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। তবে সাধারণ ভাবে জানি যে সেখানে কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত যে সব দ্রব্য আনবে, সেগুলি মেপে দেওয়াই হল তাদের কাজ। আমি এবং অন্যান্য সদস্যগণ কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে গিয়েছিলাম এবং সেখানে তদন্ত করে দেখলাম

যে সেই রেগুলেটেড মার্কেটের কোন হিসাবপত্র নেই। সেখানে সামান্য ওজন দেওয়ার জন্য একটা এষ্টাব্লিসমেণ্ট করে কতগুলি ষ্টাফকে রাখা হয়েছে, এছাড়া তাদের আর কোন কাজই নেই, অথচ এই খাতে প্রতি বছরই বেশ কিছু টাকা খরচ করা হচ্ছে। সেখানে যে মার্কেটটা করা হয়েছে, সেটা এখন পর্য্যন্ত চালু করা হচ্ছে না। এই খাতে এই বছর ৬০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে কিন্তু এর যে কি কাজ বা জনসাধারণ এর দ্বারা কি ভাবে উপকৃত হচ্ছে সেটা কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। অর্থাৎ যে পারপাসে এটা করা হয়েছিল সেই পারপাসে এটাকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। কাজেই এই আইটেমে কষ্ট অব এষ্টাব্লিসমেণ্ট হিসাবে হাজার হাজার টাকা খরচ করার যে কি যুক্তি থাকতে পারে, সেটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। আর এ্যাপেক্স মার্কেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক, মর্টগেজ ব্যাংক ইত্যাদি তো আছেই। এই বাবদ গত বছর ২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা ছিল। ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৮-৬৯, ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সাল পর্য্যন্ত এই ২ লক্ষ টাকা করে রাখা হয়েছে কিন্তু এটা সম্পর্কে যে কত কেলেঙ্কারী অধ্যায় গেছে, সেটা কে না জানে। তাদের কয়েকজন মানুষকে পোষবার দরকার তাই তারা এই বাবদে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে বরাদ্দ করেছেন। আসল কথা হল সরকারের যত টাকা পয়সা আছে, সেটা নিয়ে যেন একটা ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এবং করা হচ্ছে। সেজন্য আমি এখানে যারা বাজেট পেশ করেছেন তাদের দায়ী না করে পারছি না। যারা বাজেট এখানে উপস্থিত করেছে আমি জানি মিনিষ্টার যারা ইনচার্জ তাঁদের ডিপার্টমেণ্ট যখন আলোচনা হয় তাদের উপস্থিত থাকা দরকার। কিন্তু তারা ইচ্ছা করে অনুপস্থিত থাকে। আজকে কো-অপারেটিভ বলুন, ইলেক্ট্রিসিটি বলুন বা লোন্স অ্যাণ্ড এডভান্স যে কতগুলি আছে আজকে এইভাবে টাকাগুলি মিস ইউজ করা হচ্ছে। জনসাধারণের টাকা অপচয় করা বা লুঠ করা হচ্ছে। অতএব তারা অপরাধী। কাজেই এই ডিমাণ্ড সম্পর্কে যদি তাদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্ত্তন না ঘটে তাহলে টাকাগুলি নষ্ট হবে। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ— অনারেবল স্পীকার, স্যার, হাউসের মধ্যে যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেস করা হয়েছে সেটা আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং কাটমোশনগুলি যে মাননীয় সদস্য এনেছে সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। অনারেবল স্পীকার, স্যার, সমবায় সমিতির কথা বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন। এটা যেহেতু বলা দরকার সেজন্য বলেছেন। কারণ গণতন্ত্রে বা ধনতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী নন্ তাদের কাছে এটা অস্বাভাবিক কারণ কো-অপারেটিভ সংগঠনটাকে নিজেরাই পরিচালনা করেন জনসাধারণ। অতএব সংগঠনটা গনতান্ত্রিক ভিত্তিতে হয়েছে এবং যারা নাকি পরিচালনা করেন তাদের সদস্যরা ভোট দিয়ে নির্ব্বাচন করেন বা নামিয়েও দিতে পারেন। সরকার থেকে ডিক্টেড করে তাদের রাখার কোন নিয়ম নাই। যদি কোন সদস্য ডিফল্টার হয়, যদি কোন সদস্য টাকা ভাঙ্গে তাহলে এই মেম্বারের বিরুদ্ধে আইনগত অধিকার বলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিবার অধিকার তাদের আছে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকীতে যে সোসাইটিগুলি ছিল এখন সেই জায়গায় ৭০০ এর উপরে হয়ে গেছে কো-অপারেটিভ সোসাইটি

এবং তাদের মাধ্যমে কৃষকদের লোন দিতে পেরেছি। এই কো-অপারেটিভের সাহায্যে কয়েকশ কৃষককে লোন দিতে পেরেছি। এস, ডি, এর ঐখানে গিয়ে লোন পায়না বলে আমরা অনেকে সমালোচনা করি যে কৃষকদের সেখানে গিয়ে হয়রানি হতে হয়। তারা এই অবস্থা থেকে রক্ষা পায় বলেই এবং কৃষকেরা সমাজবাদে বিশ্বাস, করে বলেই তারা এই সংগঠনে এসেছে। একটা কথা এডুকেশন সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন যে একজন ডিফলটার মেম্বারকে সোস'ইটির একজিকিউটিভ কমিটির মেম্বার করে রাখা হয়েছে। এতটুকু খবর য'দ তারা জানতে পারেন তাহলে এটা কি তারা জানতে পারেন না যে কাকে এডুকেশন দেওয়া হয়, সেটা মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন। কিন্তু বুদ্ধির জোরে কিংবা বলতে হবে কাজেই জানেন না বলেই বলে দিচ্ছেন এইখানে। আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের ত্রিপুরা অন মার্চ্চ জানুয়ারী ১৯৭০ সালের রিপোর্ট পেয়েছেন। সেখানে দেখতে পাবেন ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার যারা অছে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং ৩৪২ জন মেম্বারকে ট্রেণিং দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু বলেছেন যে সদস্যগণকে আগরতলায় এনে ট্রেণিং দেওয়ার জন্য। ট্রেনিং এর খবর যদি ভালভাবে জানতেন তা হইলে এই কথা তিনি বলতেন না। গ্রামের ছোট ছোট সোসাইটিগুলির শিক্ষার সুবিধার জন্য ইন্সট্রাক্টররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে সমবায় সমিতি ৪-৫টাকে একত্রিত করে ট্রেনিং দেওয়া হয়। অতএব কিছু যে প্রগ্রেস হয় নি সেটা আমরা মানতে পারি না। এটা বলতে হয় বলেই তারা বলছেন। আর একটা কথা হল সমবায় সমিতিগুলিতে যদি কোন গলদ হয়ে থাকে তাহলেও সেটা তারাই সৃষ্টি করছেন। তার কারণ হল ঋণ মকুব করা, এই যে সমবায় সংস্থা, গরীব কৃষকেরা শেয়ার কেপিট্যাল পূজি করে তাদের নিজেদের কাজের জন্য যে টাকাটা কৃষির উন্নয়নের জন্য সে ঋণটা এনেছে তারা তাদের উস্কানিতে সেই ঋণ ফেরত দেয় না। তারাই বলে বেড়ান ঋণ আর ফেরত দেওয়া লাগবে না। অতএব কৃষি ঋণ আর ফেরত দিতে হবে না সেটাও উনারা প্রচার করছেন। এইরকম প্রচার করে সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। কারণ তারা জানেন যে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে সংগঠনগুলি চলছে এবং তারা এই গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে বিশ্বাস করেন না। সেটা তারা বিশ্বাস করেন না বলেই সমবায় সমিতিগুলির নানারকম সমালোচনা করছেন। এই সমবায় সংস্থাতে একজন ১০ টাকার শেয়ার কিনলেও একটা ভোট, ১০০ টাকার শেয়ার কিনলেও একটা ভোট। তারা বলেছেন যে যারা নাকি বেশী টাকার লোন কিনেছে তারা নাকি বেশী লোন নিয়ে থাকেন। সেটা শেয়ারের প্রপোরশান অনুযায়ী পায়। ১০০ টাকার শেয়ার কিনেছে বলেই যে এক হাজার টাকা লোন পাবে তা নয়। অতএব আমি এই কাটমোশনের বিরোধিতা করছি কারণ তার কোন যুক্তি নাই। আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি নিয়ে। সেটা আমি বলতে চাই। আজকে পর্য্যন্ত শুনেছি আমাদের বাজেটে বক্তৃতায় মাননীয় উপরাজ্যপাল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ধর্ম্মনগরে পাওয়ার মেশিন এসেছে। আমরা আশা করেছিলাম যে উমিয়াম থেকে হাইড্রো ইলেকট্রিক এলে কিছুটা রেটের সুরাহা হবে। আমরা ইউমিট প্রতি এখানে ৫০ পয়সা করে দিচ্ছি। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী। যেহেতু এখানে ডিজেল চলে সেজন্য আমাদের এটা দিতে হচ্ছে। সেজন্য উমিয়াম থেকে

হাইড্রো ইলেকট্রিক আসার ব্যবস্থা হচ্ছে। ধর্ম্মনগর থেকে কৈলাসহর পর্য্যন্ত লাইন এসেছে বলে শুনেছি। কিন্তু আমাদের সেজন্য ডিজেলের যে মেশিন আসছে তার জন্যও আলাদা চার্জ্জ দিতে হবে। কবে থেকে যে আমরা এই চার্জ্জ থেকে রক্ষা পাব সেটা ক্লিয়ার কাট জানা দরকার। আর একটা পরিকল্পনার কথা আমি বুঝতে পারছি না একবার বলা হয়েছে ১৯৭০-৭১ থেকে আমরা উমিয়াম থেকে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার পেয়ে যাব এবং সামথিং লাইক সারপ্লাস হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাশিয়া থেকে আরও ইলেকট্রিক পাওয়ার মেশিন ইনষ্টলেশনের প্রশ্ন আসছে। কেন যে নূতন ইনষ্টলেশন হবে বুঝতে পারছি না। তা হলে তো টাকা মিস-ইউজ হবে বলে মনে হয়। ডিজেল চললেই তো আমাদের বেশী টাকা দেওয়া লাগবে। আমাদের কনজামশানের জন্য বেশী খরচ দেওয়া লাগে। তার জন্য আমরা ডুম্বুর প্রজেক্ট, আসাম এবং উমিয়াম থেকে যে পাওয়ার আনছি, সেটা আনার পর আমাদের যে হেভী ইলেকট্রিক্যাল মেশিন ইনষ্টলেশানের কি দরকার আছে আমি বুঝতে পারছি না। অনারেবল স্পীকার স্যার, আমার সময় বেশী নেই, আমি আর সময় নিচ্ছি না, অন্যান্য সদস্যরাও বলার সুযোগ নিবেন। তাই আমি এই হাউসের সামনে এই কথা রাখতে চাই যে আসাম উমিয়াম থেকে যে পাওয়ার আসছে ধর্ম্মনগর দিয়ে, সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এনে যাতে আমাদের ইউনিটের রেটটা কমানো যায়, তার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে, মূল ডিমাণ্ডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। আপনি অনুগ্রহ করে দশ মিনিট বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় খুব কম। কাজেই আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না। যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রাখা হয়েছে তার প্রতি সমর্থন জানিয়ে, তার উপর যে কাটমোশানগুলি এসেছে তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য আমি এখানে রাখছি। আমি খুব বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। তবে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় আঙ্গুল দেখিয়ে আমাকে কটাক্ষ করে বলেছেন যে আপনি বোধ হয় কোন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারী অথবা কোন সোসাইটির সেক্রেটারী আপনার বন্ধু বান্ধব হবে। যার জন্য আপনার গায়ে একথা বললে পরে লাগে। কিন্তু আমি উনাকে বলব যে কোন সোসাইটির আমি প্রেসিডেন্ট নই, কিংবা কোন সোসাইটির সেক্রেটারী বা সদস্য আমার বন্ধু বান্ধব নয়, তথাপি সমবায় সমিতির সঙ্গে আমি জড়িত আছি বিভিন্নভাবে। সমবায় আন্দোলন বা কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট যখন আরম্ভ হয় প্রথম, তখন থেকেই আমি এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম এবং কি করে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তিনি বিশেষভাবে দোষারূপ করেছেন যে কংগ্রেস তার দলীয় স্বার্থে সেই টাকা পয়সা নিয়ে নিচ্ছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে সমস্ত পরিচালক মণ্ডলীই হচ্ছে কংগ্রেসের লোক এবং তারা টাকা মেরে দেয়। কিন্তু আমি উনার অবগতির জন্য বলব

যে কয়েকটি সোসাইটির নাম, যারা সেখানে টাকা মেরে দিয়েছে, এবং সোসাইটিকে শেষ করে দিয়েছে, তাদের কল্যাণে সেই সমস্ত সোসাইটির কোন পাত্তা নেই। তারা কংগ্রেসের লোক নয়, তারা হচ্ছেন সি পি আই (এম)। তার নাম হচ্ছে কমরেড মঙ্গল দেববর্মা। কোথায় সেই কো-অপারেটিভ সোসাইটি? মহারানী চক বাগানে, সেই কো-অপারেটিভ এখন নেই। টাকা পয়সা তারা নিয়েছে, অথচ সেই কো-অপারেটিভের এখন পাত্তা নেই। তারপর হরি দেববর্মা, তাদের আঞ্চলিক কমিটির মেম্বার, তিনি সোসাইটিকে শেষ করে দিয়েছেন, জনসাধারণ সেখানে টাকা পাচ্ছে না। আর অঘোরবাবুর অবগতির জন্য আমি বলছি, কারণ তিনি বারবার আমার দিকে তাকিয়েছেন। তার দক্ষিণ হস্ত একজন লোক আছে, শ্রীকুমার দেববর্মা দুর্গাছড়া সমবায় সমিতির সেক্রেটারী তিনি ছিলেন। কিন্তু তার আজকে কি অবস্থা? তার কথা কিছুটা বলা দরকার। সেই সোসাইটি থেকে চার হাজার টাকা দিয়ে সোসাইটির নামে সম্পত্তি কেনা হয়েছে বলে তিনি অন্যদেরকে বুঝিয়েছেন। তারপর যখন খোঁজ নেওয়া গেল তখন দেখা গেল সেই সম্পত্তি তার ছেলের নামে কেনা হয়েছে, সোসাইটির নামে নয়। সেটা ব্যক্তিগতভাবে তার ছেলের নামে কেনা হয়েছে। যার ফলে সেখানে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে এবং জনসাধারণ টাকা পাচ্ছে না। যথেষ্ট টাকা এই খাতে আছে, কিন্তু তবু তারা আজকে ঋণ নিতে পারছে না। সেই কো-অপারেটিভ শেষ। কাজেই আমি তাদের অবগতির জন্য বলছি যে তারা যাই করুন না কেন, এখানে যেন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশন রাখেন কিভাবে সমবায় সমিতিগুলি উন্নতি করা যায়, সেইভাবে বক্তৃতা রাখা উচিত হবে আমি মনে করি এবং একজন জনপ্রতিনিধির কর্তব্য। যাই হউক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কো-অপারেটিভ সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য কমলজিৎবাবু অনেক কথা বলেছেন। তবে আজকে যে সব সোসাইটিগুলি ডিফেকট হয়েছে, সেইগুলি রিভাইভ করা যায় কিনা, যে কোন ভাবেই হউক সেগুলি যে শেষ হয়ে গেছে, সেগুলিকে রিভাইভ করা যায় কিনা, গাঁ-সভাগুলিতে একটা করে সার্ভিস কো-অপারেটিভ করা যায় কিনা সেই বিষয়ে আমাদের সকলের এবং আমাদের যে কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট আছে, তাদের নজর দেওয়া উচিত। আর একটা কথা হচ্ছে আজকে যে কতকগুলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটীভ আছে, সেই কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলির খবরদারী করার ক্ষমতা এবং তত্ত্বাবধান করার অধিকার সরকারের আছে কিনা, সেটাও দেখার বিষয়। খয়েরপুর মৃতশিল্প সমবায় সমিতি বলে একটা সোসাইটি ছিল সেটা আজকে নেই। আমি এই বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করেছি যাতে এই সোসাইটিকে আরও বেশী ঋণ দেওয়া যায় কিনা; শেয়ার কিনে বা কেপিটাল গ্র্যাণ্ট যদি দেওয়া হয়, তাহলে সেটা থেকে তারা উপকার পাবে। কুম্ভকার যারা এখানে এসেছে, তারা সেটা করেছিল, সেটাকে সাহায্য দিয়ে আবার রিভাইভ করা যায় কিনা, সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখছি।

আর কো-অপারেটিভ এডুকেশান — প্রত্যেকটা গ্রামে গ্রামে শুধু কো-অপারেটিভ মেম্বারদের মধ্যেই নয়, যারা গ্রেজুয়েট আছে, তাছাড়া শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত যারা আছে, তাদের মধ্যে এই এডু-

কেশনটা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। মোটামুটি এই কথাগুলি বলে, মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে, কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনিশিকান্ত সরকার। অনুগ্রহ করে দশ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে যে কো-অপারেটিভ ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি চারটি ডিমাণ্ড রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান রেখেছেন সেগুলি সমর্থন করতে পারছি না, তার কারণ তারা সমবায় নীতি কি, সেটাই তারা জানেন না। খালি একটা কথা বলে যাচ্ছেন ব্যর্থতা ব্যর্থতা, সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি লুটের বাজার, অর্থাৎ সমস্ত মানুষকেই, সমস্ত গ্রামটাকেই তারা চোর বলেছেন। তার কারণ সমবায় সমিতি করা হয় কিভাবে। একটা গ্রামে বসে, গ্রামবাসীরা একটা কমিটি তৈরী করে এবং কমিটির মাধ্যমে প্রেসিডেণ্ট হয় এবং কমিটির মাধ্যমে শেয়ার কেপিট্যাল সংগ্রহ করা হয় তার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্ট সেটাকে টাকা দেয় এবং তার হিসাব নিকাশ সমিতির লোকেরা করে, কিন্তু সেটা তারা জানেন না। কাজেই কিভাবে আমি তাদের কাট মোশান সমর্থন করি? এখানে আমি এই কো-অপারেটিভের উপর দুই একটা সাজেশন রাখছি। তারা যে প্রত্যেকটা গ্রামবাসীকে, প্রত্যেকটা কৃষককে চোর বলছেন, সেটা এখানে বলেছে—নবলুন, কিন্তু সেটা সমিতির মধ্যে বলে দেখুন কি হয়। এর মধ্যে গভর্ণমেণ্টের কিছুই নেই। সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে—যেটা উনারা মুখে মুখে বলেন, সেই অনুসারে চলছে। কিন্তু তারা মুখে যা বলেন, কাজে সেটাকে গ্রহণ করেন না। সমবায় প্রথা চালু হয়েছে গ্রামের উন্নয়নের জন্য, কৃষকের উন্নয়নের জন্য, শ্রমিকের উন্নয়নের জন্য, সেটা কারা করে; গ্রামবাসীরা মিলে করে। ঐ সমবায় সমিতিগুলি যদি নষ্ট হয়ে থাকে, সেটা যারা এখানে বক্তৃতা করছেন, তারাই করেছেন। আমরা দেখেছি কোথাও কোথাও হয়তো কৃষি ঋণ সমিতিগুলিকে দেওয়া হল, তাদের বলা হল, আরে গভর্ণমেণ্টের টাকা কি ফেরত দিতে হয়, সেই টাকা ফেরত দিতে হয় না। সরল আদিবাসী এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কমলজিৎ বাবু সে কথা বলেছেন এবং আমিও সেকথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার সাবডিভিশনে কিল্লাতে একটা আদিবাসী কলোনী আছে, মহারাণী নোয়াবাড়ী মস্ত বড় একটা অঞ্চল সেখানে একটা কো-অপারেটিভ আছে, সেখানে আমার সঙ্গে তাদের আলাপ আলোচনা হয়েছে তারা আমার কাছে বলল যে টাকাগুলি নাকি মুকুব করা হয়েছে। আমি তাদের প্রশ্ন করে জানলাম যে কে বলেছেন, ঐ আমাদের নেতা বলেছেন। যাই হউক তারপর এই হাউসে এহেন কথা তারা কি করে বলতে পারেন আমি বুঝি না। যাই হউক আমি এখানে দুই একটি সাজেশন রাখছি। কেননা তাদের কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় দরকার। তারা সমবায় নীতি কি, সমাজবাদ কি, সেটা জানেন না। সমবায় প্রথা আজকার আগের থেকে এখন

গ্রামবাসীরা ভালভাবে গ্রহণ করে। তাই আমি এই হাউসের সামনে সাজেশন রাখছি, যারা নাকি কো-অপারেটিভগুলি ইন্সপেকশন করতে যান রেজিষ্ট্রার বা এসিষ্টেন্ট রেজিষ্ট্রার, আমার সার্বভিশনে আমি দেখেছি যে দুই তিন শত মেম্বার না হলে পরে তাদের রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া হয় না। এই কথাটা আমি স্বীকার করি না। প্রথম অবস্থায় একটা সমিতির একটা গাঁসভার মধ্যে হয়তো দুই হাজার পরিবার আছে, সেখানে একশত পরিবার নিয়ে প্রথমে হয়তো সেটা চালু করা হয়, এবং আস্তে আস্তে তার গুণাগুণ ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপর তারা—প্রত্যেকটি কৃষক পরিবার সমিতিতে আসতে পারে। আমি কোথাও কোথাও নিজে যাই, তারা শেয়ার কেপিটাল সংগ্রহ করে সমিতি করেছে, কিন্তু তিনশত মেম্বার না হলে পরে তারা তাদের সমিতি রেজিষ্ট্রি করাতে পারছেনা। তাই আমি হাউসের সামনে বক্তব্য রাখছি যদি গ্রামকে উন্নতি করতে হয়, একশত, দেড়শত লোক হলেই যেন প্রথম অবস্থায় রেজিষ্ট্রেশান দেওয়া হয়। আরেকটা জিনিষ আমি দেখছি, কোন কোন সমিতির এগেনষ্টে যে সার্টিফিকেট কেস হয়, সেটা ইস্যু করেন এস, ডি, ও এবং টাকাটা তিনি আদায় করেন। কিন্তু সেটা আদায় করে এই সমিতিকে দেওয়া হয় না, সেই টাকাটা ট্রেজারী বা ব্যাংকে পড়ে থাকে। গ্রামের উন্নতি করতে হলে এবং গ্রামের কৃষকদের মঙ্গল করতে হলে, প্রথম অবস্থায় যেখানে ১০০।১৫০ জন সদস্য হবে সেখানে এই সব সমিতি রেজিষ্ট্রি করতে হবে। আর একটা জিনিষ আমি দেখছি যে কোন কোন সমিতি সার্টিফিকিট কেস যদি করে, সাধারণতঃ এস, ডি, ওরা এই সার্টিফিকেট কেসগুলি করেন কিন্তু সেই টাকাটা আদায় হলে পরে সেটা আর সময়মত সমিতিগুলিতে ফেরত আসে না, টাকা ট্রেজারী বা ব্যাংকে জমা থাকে। এদিকে আমাদের নজর না দিলে, এই যে সমিতির টাকা আদায় হচ্ছে, অথচ সেগুলি সমিতিতে আসছে না। আর একটা জিনিষ যেটা আমি নিজেই অনুভব করছি সেটা হল আমাদের গ্রামের কৃষকদের যদি সত্যি উন্নতি করতে হয় তাহলে সেটা করতে হবে সমবায়ের মাধ্যমে। কেননা কৃষি ঋণ দিতে গিয়ে কোথাও কোথাও যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই সম্পর্কে আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমি এখানে যুক্তি দেখাব যে প্রত্যেকটা গাঁওসভার মধ্যে যাতে বাধ্যতামূলকভাবে একটা করে সমবায় সমিতি হয়। কারণ সেখানে দাদন লোন বলুন আর কৃষি ঋণই বলুন, সব ঋণ আমাদের এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে দিতে হবে, আর তা না হলে কিছু সমবায় থেকে ঋণ পেল আর কিছু এস, ডি, ওর কাছে দরখাস্ত করলো, এতে করে মানুষের অযথা হয়রানি হতে হয়। সেজন্য আমি এসব দিক দিয়ে, এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আর প্রত্যেকটা গাঁওসভাতে যদি একটা করে গোডাউন করা হয় এবং সেই সব গোডাউনে কৃষকদের উৎপাদিত যেসব দ্রব্য সেগুলি যাতে তারা সামান্য ভাড়া দিয়ে রাখতে পারে, সেই ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেগুলি সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। তাতে কৃষকদের ঋণটা তাদের ফসলের টাকা থেকে আদায় করা যেতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় যে সরকারের টাকা নষ্ট হবে না এবং গ্রামবাসীদেরও উন্নতি হবে। আর একটা জিনিষ আমি এই হাউসের সামনে রাখছি, সেটা হল গ্রামের মধ্যে যেসব সমবায় সমিতি চালু করা হবে, সেটার পরিচালক যারা থাকবেন, যেমন প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী তাদের কাজের জন্য তারা কোন এলাউন্স পান না। তাই তারা এই সমিতিগুলির পিছনে যে বছরের পর বছর এবং

মাসের পর মাস খাটছেন, তাতে তারা কোন উৎসাহ পাচ্ছে না। তাই আমি বলব আমাদের গ্রামগুলির মধ্যে যেসব শিক্ষিত লোক এবং আধা শিক্ষিত লোক আছে তাদের যদি মাসে মাসে বা বছর বছর একটা কিছু এলাউন্স দেওয়া হয় তাহলে তারা সেই সমিতিগুলির কাজ করতে উৎসাহিত হবে এবং সমিতিগুলিও ভালভাবে চালাবার জন্য তারা নিজেরা সচেষ্ট হবে। আর একটা জিনিষ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে রাখছি, সেটা হল অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের সমবায় সমিতিগুলি নিজেদের খাম খেয়ালীর জন্য নষ্ট হয়—যেমন আমি বলতে পারি যে যদি একটা লোককে ১০ হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়, সে যদি অন্ততঃপক্ষে ৮ হাজার টাকা শোধ না দিতে পারে তাহলে তাকে আর সরকার থেকে ঋণ দেওয়া হবে না। আর সরকারের খামখেয়েলীর জন্য যে নষ্ট হয়, সেটা আমি আগেও বলেছি যে অনেক সমিতির টাকা আদায় হয়ে গেলেও সেটা সময়মত সমিতিতে ফিরে যাচ্ছে না, ফলে সমিতির যে ফাণ্ড ছিল, সেটা আর পূরণ করা যাচ্ছে না এবং যাদের ঋণের দরকার তারা শত চেষ্টা করেও সেইসব সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পাচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করি যে এদিক দিয়ে সমিতিগুলি একটা গোলমাল অবস্থার মধ্যে আছে এবং গোলমালটা যে কি সেটা তদন্ত করে পুনরায় যাতে সেগুলি চালু করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলের আনীত কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী এস. এল, সিংহ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কো-অপারেটিভ ইলেকট্রিসিটি, ক্যাপিট্যাল আউট-লে অন ইলেকট্রিসিটি স্কীম এবং লোনস এ্যাডভানসেস বাই দি ইউনিয়ান টেরীটরী গভর্ণমেন্টস এই ৪টি ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে, আমি আশা করব এই ৪টি ডিমাণ্ডকে মাননীয় সদস্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন এবং এখানে এই ডিমাণ্ডগুলির যেসব কাট মোশান রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করবেন। প্রথমে হল কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেকগুলি মন্তব্য করেছেন। যেমন তার একটা হল অটো-রিক্সা সম্বন্ধে আর একটা হল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন সম্বন্ধে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই অটো রিক্সার একটা কো-অপারেটিভ হয়েছে এবং সেই কো-অপারেটিভ থেকে অর্থাদি দেওয়া হবে। কো-অপারেটিভটা হল একটা নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠান। অতএব সেখানে যদি কোন গণ্ডগোল হয় তাহলে সেটাকে আইনসঙ্গত ভাবে গ্রহণ করা হবে। আর কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন, সেটাও হল একটা নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তাদের দুঃখের কারণ হল তারা নির্ব্বাচিত হয়ে আসতে পারেননি, কেন না জনসাধারণ তাদেরকে আসতে দেয় না। কারণ তাদের যা চরিত্র, সেটা সম্পর্কে জনসাধারণ সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল আছেন এবং যে যে জায়গাতে তারা নিজেরা কো-অপারেটিভ করেছেন, সেগুলি দেওলিয়া করবার জন্য তারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং হয়তো সেজন্য তারা এখানে এইভাবে তাদের মন্তব্য রেখেছেন। তারপর এই কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে কে নাকি টাকা আটকিয়ে রেখেছিল, আমি নাকি তাকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। এখন নির্বাচিত যে প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানকে

বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার কারো নেই। যেমন আমরা আমাদের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের জন্য যে অর্থ নির্দ্ধারিত করেছি, সেটাও বন্ধ করে দেওয়ার অধিকার কারো নেই। অতএব তাদের এসব কথা বলার কারণ হল এই যে তাদের তো আর নির্ব্বাচনের বালাই নেই, তারা চাই ডিক্টেটারশিপ অব এ ফিউ অর্থাৎ তাদের কথা যদি কেউ না শুনে তাহলে তাদের গলা কেটে ফেলা হবে। অতএব তারা তো নির্ব্বাচনের পক্ষপাতি নয়, সেইজন্যই নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানকে তাদের ভয় হবে বৈ কি? তাতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা জানে যে তাদের নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে হবে, অথচ তারা দাড়ালে জিততে পারেন না, কেন না তাদের স্বরূপ জনসাধারণ চিনে ফেলেছে এবং তারা তাদেরকে বিশ্বাস করে না, ভোট দেয় না তাই তো এই কো-অপারেটিভ সম্পর্কে তারা এত ক্ষেপ্ পা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা কেন কো-অপারেটিভকে গ্রহণ করেছিলাম তার কারণ কি? কারণ হল এই যে ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত যে নীতি সেটা হল গরীব দেশকে আর্থিক দিক দিয়ে যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে আমাদের কৃষকদের যে ছোট ছোট পুঁজি আছে সেটাকে সচ্চল করে দিয়ে, এবং কৃষিতে যে উৎপাদন হয় সেটাকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে এবং সেজন্যই আমাদের এই কো-অপারেটিভগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সেই অনুসারে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে এই একটা নূতন পরীক্ষা শুরু করেছি দি জিরো এবং জিরো থেকে আজকে এই প্রতিষ্ঠান তার মাথা তুলে দাড়িয়েছে। এখন আমরা কোন কোন হেডে কিভাবে খরচ পরিচালনা করছি সেটা আমি এই হাউসের সামনে তুলে ধরব। According to the policy decision of the programme under the Fourth plan is to create potentiality in the farms and villages in the rural areas. So the process of amalgamation of workers' society, liquidation of defunct society, reorganisation of acting society for stepping up the agricultural production for the supply of loan. Another agricultural requisite are also taking up of 50% agricultural families under the Cooperative loans. এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা কো-অপারেটিভ পরিচালনা করছি। অতএব তারাও জানেন যে এর ভিত্তিতে যদি আমরা কৃষকদের উন্নতি করতে যাই, যেটা নাকি তাদের চিরনির্দ্ধারিত পথ সেই পথের এটা সম্পূর্ণ বিরোধী এবং সেজন্যই তারা এটাকে বিরোধিতা করছেন। Because they are now the believer of the constitution but they are not the believer of Democracy, they are believer of autocracy, অতএব সেজন্য তারা এটাকে সহ্য করতে পারছেন না, তাই তারা এই সব কথা বলছেন। A potential viable society to be set up during the Fourth Plan period is proposed to provide with managerial grant at the following sliding stage first year Rs. 1,800/- each, second year Rs. 1,800/- each, third year 1,200/- each. In the year 1970-71. 20 such societies will be set up and will be provided with managerial grant অতএব তারা সেই অনুসারে যদি কার্য্য করেন তাহলে আমাদের কৃষক সমাজ উপকৃত হবেন এবং তাদেরকে আমরা সক্রিয় করে তুলতে

পারব। অতএব তাদেরকে সেখানে গণতান্ত্রিকভাবে আসতে হবে। And for the other scales besides the payment of managerial grant to 5 societies' set up at the end of the year 1969-70 at the following manner. 5 Societies for one year Rs. 1,800/- each, Rs. 9,000/- each, 20 societies for 10 months Rs 1,800/- each. Total Rs. 39,000/-. So the provision for managerial grant for the individual budget for the year 1970-71 according to requirement calculated as per above pattern of societies. তারপরে এখানে যেটা বলা হয়েছে গ্রেন্ট-ইন-এইড টু রিক্সা পুলার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটিস, কারণ যারা উৎপাদন করে, পরিশ্রম করে তাদেরকে আমাদের মালিকানা দিতে হবে। তাই মালিকানার ভিত্তিতে যাতে রিক্সা পুলার্সরা ওনার্স হতে পারে তারি একটা নূতন পরীক্ষা এখানে পরিচালিত হয়েছে। অতএব সেটা তাদের গাত্রদাহ হতে পারে। কারণ যারা প্রডিওসার দে উইল বি দি ওনার্স। তাদের ডিক্টেটরী মতে তারা চলতে রাজী নয়। অথচ তারা চেয়েছিলেন শ্রমিককে তাদের পায়ের তলায় রেখে, তাদের দাবিয়ে রেখে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা। কিন্তু যারা আন্দোলন করছে তাদের বাঁচার জন্য তাদের পক্ষে এটা সহ্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব In the Fourth Five years plan we have a programme for organisation of two rikshaw pullers co-operative societies, for which provision towards managerial grants has been included in the plan scheme as per traget under annual plan 1969-70. One society has been organised and registered at the fag end of the 1969-70 and the remaining one to be organised durjng the later part of the Fourth Plan period. অতএব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা ইচ্ছা করলে সেইভাবে সেটা অরগেনাইজ করতে পারেন। অতএব আমি তাদের কাছে আবেদন করব ঠিক সেইভাবে ওয়ার্কার্স শুড ইউনাইট টুগেদার টু হ্যান্ড দেযার অউন মেশিন। এই চিন্তা নিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে পারব, সেইদিক দিয়ে আমি তাদিগকে আহ্বান জানাই। তারপর বলা হয়েছে গ্রান্ট ইন এড ফর কো-অপারেটিভ এডুকেশন। The scheme for co-operative educational training by the national co-operative union of India approved by the Govt. of India will be implemented by the Tripura State. So their unions are already in existence, অতএব তার অর্থ আটক করে রাখার ক্ষমতা ত্রিপুরা রাজ্যে কোন লোকের নাই এবং আমরা সেইভাবে সেটা করছি কোন লোকের খামখেয়ালীর উপর তা নির্ভরশীল নয়। সেটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। অতএব তাদের নিজের অস্তিত্বের তাগিদে তাদের দাবী আদায় করে। তাকে ব্যর্থ করার ক্ষমতা কারোর নাই। অতএব হাউসের সামনে চীৎকার করতে পারেন, বলতে পারেন, কারণ বলার স্বাধীনতা আছে। তবে শালীনতা রক্ষা করে বলার জন্য আমি অনুরোধ করব। তবে একটা কথা আমি জানি যে চুলার মুখ দিয়ে ছাই উঠে অতএব তারা যদি চুলাতে রূপান্তরিত হন তাহলে ছাই ছাড়া তাদের মুখ দিয়ে

আর কিছু পাওয়া যাবে না। তবে আমি বিশ্বাস করি মানুষকে, তারা বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন। অতএব তাদের চিত্তবৃত্তি ঠিক সেইভাবে সেই খাতে প্রবাহিত হবে। আমি বিধানসভার মেম্বার, অতএব আমি কোন জায়গায় কোন কোয়েশ্চানের উত্তর দেব না। সেই চিন্তা নিয়ে আমরা যা খুশি তা ই বলব, আমরা যাতে তা না করি, ঠিক শালীনতা রক্ষা করে উক্তি করি সেই অনুরোধ আমি করব। কো-অপারেটিভকে যাতে আমরা উন্নতির কাজে লাগাতে পারি সেই অনুযায়ী আমাদের কাজ করতে হবে অতএব সেই অনুসারে তারা যদি সংযুক্ত হয় এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেন এবং কো-অপারেটিভ মুভ-মেন্টের দিকে যদি জনসাধারণকে উৎসাহিত করেন এবং সক্রিয় করে তুলেন তাহলে অনেক বড় কার্য্য উনারা করতে পারবেন। For implemention of the Union is provided with Rs. 1,00,000 as grant for the following purpose as per approved pattern. সেই প্যাটার্ণ অনুসারেই সেটা দেওয়া হয়। Managerial grant, stipend to trainees cent percent cost of granted, cent percent cost of patrol is granted for ruuning vehicles. অতএব উনারা যদি ইলেকশনে জয়যুক্ত হয়ে আসতেন তাহলে সেটাকে কনট্রোল করে, সেটাকে গাইড করে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারতেন। তারা আসতে পারেন নি, ফ্যালুব হয়েছেন। সুতরাং দুঃখ করে লাভ হবে না, জনসাধারণ তাদিগকে গ্রহণ করেন নি। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা তাদিগকে সেখানে জোর করে বসিয়ে দিতে পারি না। ভোটের মাধ্যমে এলে তারা ঐ সোসাইটিকে সক্রিয় করে, প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন। অতএব প্রস্তুত হোন সেই ইলেকশনের জন্য। এখানে বলা হয়েছে চেপাগাং উদবাস্তু সমবায় সমিতি সম্বন্ধে। সেটা প্রপোজাল ফর লিকুইডিশান অব দি সোসাইটি ইজ আণ্ডার কন্সিডারেশন। তারপর বলা হয়েছে কো-অপারেটিভ সোসাইটির গ্র্যান্ট সম্বন্ধে। প্রভিশন ফর রুপিজ ২,৯৮,০০০ হ্যাজ বীন ইনক্লুডেড ইন দি বাজেট অ্যাজ গ্র্যান্ট ফর ৭০—৭১। অতএব তারা যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আসতে পারতেন কো-অপারেটিভে তাহলে এই সুযোগ সুবিধাগুলিকে ভোগ করে জনসাধারণকে গঠনমূলক কার্যে নিয়ন্ত্রিত করে ত্রিপুরাকে সুখী করতে পারতেন। কিন্তু সেইদিকে জনসাধারণ যদি তাদের ভোট না দেন তাহলে আমরা তো বিরোধীদের জোর করে সেখানে বসিয়ে দিতে পারি না। অতএব আবার চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করুন, তাহলে আপনারা কেন পারবেন না, গঠনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের মনকে যদি জয় করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হতে পারবেন। কিন্তু সেইদিক থেকে জনসাধারণ যদি তাদেরকে ভোট না দেয়, তাহলে আমরাতো বিরোধীকে সেখানে জোর করে বসিয়ে দিতে পারি না। আবার চেষ্টা করুন, গঠনমূলক কার্যের দ্বারা জন-সাধারণের চিত্ত জয় করুন, তাহলে পাবেন না কেন, নিশ্চয়ই পাবেন। এই যে অর্থ রাখা হয়েছে, সেটা মঞ্জুর করুন, ভিলেজ সোসাইটি, সেন্ট্রাল ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক—এই খাতে ৩৯ হাজার, এবং ১১ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, কো-অপারেটিভ এডুকেশানের জন্য ১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, প্রাইস ফ্লাকচুয়েশান এণ্ড আদার ফাণ্ডস—১০ হাজার, Co-operative Bank—52,000/-,

Distribution of Consumers Articles in rural areas by the Primary Marketing Societies— 15,000/-, Primary Consumers Stores— Managerial grants— 11,000/- Wholesale Consumers Stores— 7 000/-, Departmental Stores— 10,000/-, Labour Co-operatives—5,000/-, Agri. Credit Stabilisation Fund— 38,000/-, Total 2,98,000/-. The pattern of the grants and assistance under the scheme is as follows :— 1st year—1,800/-, 2nd year—1,500/-, 3rd year—1,200/-, Central Land Mortgage Bank—Cent percent in the list of second year—66⅔ percent, in the 3rd and 4th year 33⅓ percent, in the 5th year 33⅓. Co-operative Education-Managerial Grants, approved pattern. Managerial Grant for Education-Officer, Instructor, Contract man, Driver cent percent stipened to trainees. Cost of publication of journal, cost of literature etc. cent percent grant. Price Fluctuation grant to marketing society to build up fund, Appex Co-operative Bank etc. Managerial grant. for cent percent approved pattern— 1st year—66⅓ and in the 2nd year 33½ p. c. etc etc.

Mr. Speaker—Hon'ble Chief Minister your time is over.

শ্রী এস, এল, সিংহ—এইভাবে আমরা কার্যক্রম নির্ধারণ করে, তার জন্য এখানে ২ লক্ষ ৯৮ হাজার এই বাজেটে বরাদ্দ রেখেছি ফর দি ইয়ার ১৯৭০-৭১।

তারপর হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি স্কীম। এই সম্পর্কে কতকগুলি কথা এখানে বলা হয়েছে, তার উপর আমি একটু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সুতরাং আমি পাঁচ মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি। এখানে একটা কাট মোশান রাখা হয়েছে 'যে Mismanagement in Electricity Department.' এখানে মিসমেনেজমেণ্ট যে কি করে হল, আমি তা বুঝতে পারলাম না। কারণ আমাদের যে কেপাসিটি, তার তিনগুণ কেপাসিটি থাকতে হয়। অতএব আমাদের বর্ত্তমানে যা আছে, সেই কেপাসিটি রেখেই ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে আসছি এবং ইনষ্টলেশান অব এ ৬০০০ কিলো ওয়াট জেনারেটার সেট ইন আগরতলা আর এক্সপেকটেড টু বি কমপ্লিটেড বাই দি মিডল অব ১৯৭০-৭১।

অতএব এই জনহিতকর কার্যের জন্য আমরা যে বাজেট এখানে উত্থাপন করেছি, আশা করি হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker—Discussion on the Demand is over. Now I am puting the Cut Motions to vote first. There are some cut motions on Demand for Grant No. 19. Now I am puting the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'ভিলেজ সোসাইটিজের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা।'

The motion was lost by voice vote.

Now the question before the House is that the Demand be reducrd by Rs. 100/- to discuss on—

'বিষ্ণু পুনাবন কো-অপারেটিভ সোসাইটিজের জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The motion was put to vote and lost by voice vote.

Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'কো-অপারেটিভ এডুকেশান এর জন্য ব্যয় বরাদ্দের অপচয়।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'অমরপুর চেলাগাঙ উদ্বাস্তু সমবায় সমিতি পুনরুজ্জীবিত করার ব্যয় বরাদ্দের অভাব।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am puting the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'সমবায় সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am puting the Demand for Grant No. 19—Co-operation to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,37,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker—Now there is a cut motion on Demand for Grant No. 25—Electricity Schemes moved by Shri Aghore Deb Barma. Now I am puting the cut motion to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on— 'Mismanagement inElectricity Department.'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am puting the Demand for Grant No. 25—Electricity Schemes, to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 41,6I,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No 25—Electricity Schemes.

The Demand was put to vote and passed.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 44—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments. Now I am putiug the Demand for Grant No, 44 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 32,08,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day March, 1971 in respect of Demand No. 44—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments.

The Demand was passed by voice vote.

Shri P. K. Das— (i) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 89,34.000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 17 (Major Head 31) Agriculture.

(ii) Mr Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970/.] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 36 (Major Head 95) Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

(iii) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 10,50,000/- [inclusive of the sums specified

in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970/] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 29 (Major Head- 65) Pension & Other Retirement benefits.

(iv) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970/] be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 30 (Major Head- 67) Privy Purses & Allowences of Indian Rulers.

(v) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970/-] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 42 (Major Head- 120) Payment of Commuted Value of Pensions.

(vi) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,99,83,000/: [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970/,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 43 (Major Head 124) Capital Outlay on Schemes of Government Trading.

Mr. Speaker—Now, I would request Shri Aghore Deb Barma to move his cut motions.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশানগুলি হল :

1) Inadequacy of provision for cost for development of land,

2) Inadequacy of provision for reclamation and development of water areas ar l maintrnance of water areas

3) Failure to supply fish,

4) Improvement of Agricultural marketing in India,

এখানে 'Inadequecy of provision for cost for development of land' এটা সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, বাজেট বক্তব্যের মধ্যে বলা হয়েছে সবুজ বিপ্লবের কথা অর্থাৎ ত্রিপুরার যে খাদ্য ঘাটতি সেটা এই সবুজ বিপ্লবের সাহায্যে পূরণ করা হবে। এইরকম অনেক রঙ্গিন চিত্র এই বাজেট বক্তব্যের মধ্যে তারা রেখেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে বর্ত্তমানেও যে সমস্ত চাষ এর উপযুক্ত জমি আছে সেগুলি যদি উদ্ধার করতে হয় তাহলে বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজেটে যে বরাদ্দ থাকার কথা ঠিক মত রাখা হয় নি। আমাদের এই ত্রিপুরাতে অনেক জমি আছে সেগুলি যদি রিক্লেমেশান করে চাষযোগ্য করে আনা যায় তাহলে সত্যিই আমাদের এই ত্রিপুরাতে খাদ্যের দিক দিয়ে কোন অভাবই থাকবে না। কারণ আমাদের খাদ্য শষ্যের উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাবে। আর আমার ২নং কাট মোশান সম্পর্কে আমি বলব যে ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টে জন্য বাঁধ দেওয়ার পর সেখানে যে জায়গাটা ওয়াটার এরিয়া হবে, সেটা যদি এখন থেকে রিক্লেমেশান করার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেখানে অনেকগুলি খানি জমি পাওয়া যেত। কিন্তু সেটার কিছু করা হবে না, শুধু কথাই বলা হবে এবং তাতে কোন কাজ হবে না।

আর ৩নং কাট মোশানে আমার বক্তব্য হল ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন অনেক জায়গা আছে সেগুলি যদি রিক্লেমেশান করে মাছের চাষ করা হয় তা হলে রাজ্যের অর্থনীতিতে একটা সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমরা দেখছি যে প্রতি বছরেই এই খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয় কিন্তু এই লক্ষ লক্ষ টাকার মাছগুলি যে কোথায় যায় সেটা কেউ বলতে পারবে না। আজকে শুধু কথাই বলা হচ্ছে কিন্তু কোন কাজের কাজ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আজকে পাকিস্থান থেকে যে হারে মাছ আমদানি করা হয়, সেটা যদি হঠাৎ করে কোন কারণে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বুঝা যাবে মাছ কি ভাবে মানুষ খায়? মাছ খাওয়া হয়ত মানুষ ভুলেও যাবে এমনকি তখন সিধল শুটকী পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়বে। আমাদের মাছ খাওয়ার যে একটা অভ্যাস যেখানে নাকি মাছের নাম শুনলে অনেকের জিহ্বায় জল এসে পড়ে, সেই অবস্থায় যদি আমরা পাকিস্থান থেকে মাছ না পেতাম তাহলে যে কি একটা অবস্থা হত, সেটা যারা মাছ খায়, তারা হাড়ে হাড়ে

টের পেতেন। অথচ এই বাবদে প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু খরচ করার পর সেই মাছগুলি যে কোথায় যায়, সেটা কেউ জানতে পারে না। শুধু প্লেন আছে, টাকা আছে এবং খরচ করা হচ্ছে কিন্তু মাছ খাওয়া তো দুরের কথা, সেগুলি মানুষ চোখেও দেখতে পায় না। এখানে মানুষ টাকা পয়সা খরচ করে মাছের পোনা পুকুরে ফেলছে কিন্তু যখন একটা প্লাড হয় তখন যত বিপদ দেখা দেয়, সেই মাছের পোনাগুলি পুকুর ভেসে গিয়ে ঐ পাকিস্থানের দিকে চলে যাচ্ছে। সরকার থেকে সেগুলি রক্ষা করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হচ্ছে না। শুধু বাজেটে টাকা রাখা হয় আর খরচ করা হয় এই টুকুই সার। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা, সেটা মানুষ আদৌ বুঝতে পারে না কিন্তু উপদেশ দিলে কি হবে? কথায় আছে চোরে তো আর ধর্মের কাহিনী শুনবে না, সে তার যে চুরির নেশা সেটা নিয়েই দিন রাত ব্যস্ত থাকবে, শত উপদেশ দিলেও সেটা তার কর্ণে যাবে না। আমরা আজকে এখানে কাট মোশানগুলি কেন দেই, সেগুলি দেওয়ার কারণ হল—টু ভেন্টিলেট দি গ্রিভেন্সেস অব দি পাবলিক। অর্থাৎ টাকাটা যে পারপাসে ধরা হয়, ঠিক সেই পারপাসে খরচ হচ্ছে কিনা সেটা দেখা দরকার। কিন্তু এখানে যা কিছু হচ্ছে, তাতে আমি দেখছি যে টাকা সম্পূর্ণভাবে মিস- ইউজ হচ্ছে, আর এটাই হল আমার আসল বক্তব্য। কিন্তু উপদেশ দিয়ে কি হবে? কথায় আছে চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। চোরকে ধর্মের কাহিনী শুনিয়ে লাভ নেই। কাট মোশান দেওয়ার অর্থই হল টু ভেন্টিলেট দি গ্রিভেন্সেস। কাজেই এই টাকাগুলি মিস—ইউজ, হচ্ছে এই আমার বক্তব্য। সুতরাং প্রপারলী যাতে টাকাগুলি ইউজ করা হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। তা যদি করা হত তাহলে আমাদের অনেক মাছ বাড়ত এবং ত্রিপুরার প্রয়োজন অনেকটা মিটতে পারত। আর একটা আছে ইমপ্রুভমেণ্ট অব এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইন ইণ্ডিয়া। খুব ভাল কথা। স্কীম খুবই ভাল। কিন্তু এইগুলি কাজে ঠিক ঠিক মত রূপায়িত হচ্ছে না। শুধু এর জন্য একটা ডিপার্টমেণ্ট এবং ষ্টাফ মেনটেন করার কোন যুক্তি নাই। আর একটা হল বিশালগড়ে আমরা দেখেছি ডেভেলাপমেণ্ট অব মার্কেটের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু জনতার উপকারে সেটা আসছে না। এটা কেন করা হয়? তার কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এক সাকরেদের একটা জায়গা আছে মরাগাঙে। সেটা যদি অ্যাকুইয়ার করে আনা হয় তাহলে ভাল একটা টাকা পাওয়া যায়। আর জায়গাটা ভরাট করতে একটা হেভী অ্যামাউণ্ট খরচ হয়েছে। কিন্তু তাতে কি পিপলের ইনটারেষ্ট সার্ভড হয়েছে? কিছুই হয়নি। কাজেই এইভাবে একটা ডিপার্টমেনট রাখার কোন যুক্তি নাই। যে পারপাসে টাকাগুলি রাখা হয় সেই পারপাসটা সার্ভ করে না। অতএব আমি এই কাট মোশনের মাধ্যমে বলছি যে এই ডিপার্টমেণ্ট উঠিয়ে দেওয়া উচিত এবং এই খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে সেটা অন্য খাতে খরচ করলে জনতার অনেক উপকারে আসবে। শুধু কিছু মানুষকে কিছু অর্থ পাইয়ে দিতে হবে সেটা উচিত মনে করি না যদি সেই টাকায় বেশীর ভাগ লোকের উপকার হয় তবে সেটা খরচ করলে কোন ক্ষতি নাই।

আর পেন্সন সম্পর্কে তো কথাই নাই। যাদের তদ্বির করার লোক থাকে তারাই সেটা পায় আর যাদের তদ্বিরের লোক নাই তারা পায় না। যেমন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নিজেও

জানেন, এই সম্পর্কে বহুবার বলাও হয়েছে। যেমন লেট জিতেন্দ্র দেববর্মা এস, ডি, ও, ছিলেন এখন পর্য্যন্ত কেসটা ঝুলছেই। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট একটা মহা সমুদ্র, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট একটা সমুদ্র। একটার পর একটা ঘুরে আসছে। এই অবস্থাই চলছে। এই সম্পর্কে সরকারের যে একটা দায় দায়িত্ব আছে বা যেটা পাওয়ার যোগ্য সেগুলি যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু এইগুলি করা হয় না। অর্থাৎ আছে আছেই। কোন দায় দায়িত্ব নাই। আর প্রিভি পার্স এণ্ড এলাউন্সেস অব ইণ্ডিয়ান রুলারস। এই সম্পর্কে মোটামুটি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট একটা নীতি ঠিক করেছেন। আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকেও এটা বন্ধ করার জন্য বহুদিন থেকে বলে আসছি। তবে এই বিশেষনে একটা কথা বলতে হয়। বর্তমানে যারা পাচ্ছে তাদের কথাই আমি বলছি। যদি এই বাবদে যাদের রুজি রোজগার নাই তাদের কিছু কমপেণসেটরী এলাউন্সের একটা প্রভিশন থাকে তাহলে ভাল হয়। এইখানে ঘটনা হচ্ছে যে গিরিধারী কর্ত্তা মারা যাওয়ার পর উনার যে এখন রাণী, তার কোন আয় বা রোজগার নাই। তিনি অনেক সন্তান সন্ততি নিয়ে আছেন, অনেক কষ্ট করে জীবন যাপন করছেন। তার প্রিভি পার্স পাওয়ার কোন যুক্তি নাই। কাজেই যাতে এই সমস্ত কেসগুলিতে, তারা যাতে বাঁচতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখে অন্ততঃ কমপেনসেটরী এলাউন্স হিসাবে তাদিগকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। যদি না দেওয়া হয় তাহলে অত্যন্ত অন্যায় করা হবে। যাক্ প্রিভি পার্স বন্ধ হওয়া দরকার। সেনট্রাল গভর্ণমেণ্টের যে নীতি সেটা যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে অযথা বাজেটের মধ্যে হেভী অ্যামাউণ্ট রাখার যৌক্তিকতা নাই, এটা বন্ধ করে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত, আমি এটার বিরোধিতা করছি। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি ইচ্ছাকৃত ভাবে করা হয়েছে কিনা তা আমি বুঝতে পারছি না, আমার একটা ডিসকাসন যুক্ত করার কথা ছিল এবং রাজকুমার কমলজিৎ সিংহের একটা ছিল। এই দুটো রাখা হয়েছে। এই দুটো আজকের মধ্যে হবে কি না জানি না। এটা ডিমড টু বি উইথড্রন করবার উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছে কিনা জানি না। সেইদিকে নজর রেখে আমি আমার বক্তব্য কাট করে এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker — Now I would call on Shri Abiram Deb Barma.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার ১৭— এগ্রিকালচার, এই খাতে ৮৯,৩৪,••• টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এখানে আমার কাট মোশান হল—১) সাক্রমে গুড়ের দর বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দের অভাব। ২) জমি রিক্লেমেশনের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা ও ৩) প্রয়োজনীয় সাব-সিডি দিয়া উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ সার ও সেচের পাম্পিং সেট বরাদ্দের ব্যাপারে ব্যর্থতা। শেষের দুইটি হল পলিসি কাট।

এগ্রিকালচারটাই হল মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র সম্বল। এগ্রিকালচারটা যদি ঠিক মত না হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যটাই নাই। যাই হোক যারা কৃষি করবে সেই কৃষকরা যদি তার পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য না পায়, তার উৎপাদিত ফসলের দর যদি না পায় তাহলে সেই কৃষকের মধ্যে হতাশা নিরাশা আসবে, সেটা স্বাভাবিক। ত্রিপুরার মধ্যে সাব্রুমেই সবচেয়ে বেশী গুড় উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই গুড় ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগেও যায় এবং ত্রিপুরার প্রয়োজন সেটা সম্পূর্ণ মেঠাতে না পারলেও অন্ততঃ আংশিক হলেও ত্রিপুরার প্রয়োজন মেঠাতে পারে। কিন্তু আজকে কৃষকেরা যে আশা ভরসা নিয়ে গুড়ের এই ফসল করে এই ফসল যখন উঠবে তখন তারা দাম পাবে না। বাজার যখন নামবে তখন স্বাভাবিক ভাবে কৃষকদের মধ্যে একটা হতাশা আসে। আবার দেখা গেছে যখন তেল ডাল নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষের দর বাড়ছে তখন কৃষকদের একমাত্র যে ফসল গুড়, এই গুড়ের দাম কমছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। এবার দেখা গেছে যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম বাড়তে আরম্ভ করেছে, অপরদিকে এই যে কৃষকদের একমাত্র ফসল গুড় তার দাম কমতে আরম্ভ করেছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার। এইসব কৃষকদের এর উপর জিবীকানির্বাহ করে, ছেলেমেয়েদের তাদের সারা বৎসরের পড়াশোনা নির্ভর করে, স্বাস্থ্য উৎসব ইত্যাদি এর উপর নির্ভর করে, এই একমাত্র ফসলের উপর। এই ফসলের উপর নির্ভরশীল হয়ে তারা সেই ফসলের ন্যায্য দাম পাবে না, নিজের পরিশ্রমের মূল্য সে পাবে না তখন স্বভাবতঃই তার মনে হতাশা আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সেইভাবে আমরা সাব্রুমে দেখি। শুধু সাব্রুম নয়, বিলোনিয়া, অমরপুর যে যে বিভাগে গুড় উৎপাদন করা হয়, সেইসব এলাকার কৃষকের মনে হতাশা বিরাজ করছে। সাব্রুম আমি নিজে দেখে এসেছি ২০ থেকে ২৩ টাকা প্রতি মণ গুড়ের দাম, অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম নাগালের বাহিরে চলে যাচ্ছে। এই যে কৃষকের উৎপন্ন ফসলের দাম কমতে আরম্ভ করেছে, সরকার থেকে তারা যাতে তাদের উৎপন্ন ফসলের মূল্য পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। কো-অপারেটিভ ডিম্যাণ্ডের উপর আলোচনা আমরা যদি করেছিলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উপরে কো-অপারেটিভগুলির সুনাম এবং কীর্তির মহিমা কীর্তন করেছেন। কৃষকসাধারণের উপকারের জন্য যেখানে কো-অপারেটিভ ত্রিপুরাতে করা হয়েছে, কৃষকেরা যখন গুড়ের উপযুক্ত পাচ্ছে না, সেখানে কো-অপারেটিভ কেন নীরব? কৃষকদের ন্যায্য মূল্য দেওয়ার জন্য তারা কেন এগিয়ে আসে না। কৃষক তার খাওয়া পরার জন্য উৎপাদন করবে, পরিশ্রম করে যেখানে ফসল ফলাবে, কেন সেখানে তারা অগ্রসর হয়ে আসেনা। আর কৃষকদের থেকে আদায় করার ক্ষেত্রে সরকারতো বেশ অগ্রসর হয়ে যায়, তাদের উপর জোর জুলুম করতে ছাড়ছে না কেন? যখন তাদের ফসলের দাম অস্বাভাবিক ভাবে কমতে থাকে, কৃষকেরা উপযুক্ত দাম পাচ্ছে না সেখানে যাতে তারা উপযুক্ত দাম পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। তা না হলে কৃষকদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসাহ আসবেনা এবং সম্পূর্ণভাবে এই কৃষকদের জীবনে একটা ভয়াবহ হতাশা আসবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে জমির পুনরুদ্ধার। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক লুঙা জমি, উচু জমি এবং টিলা জমি আছে, যে সমস্ত টিলা জমিগুলি পুনরুদ্ধার করতে

পারলে পরে আজকে যেখানে জুমিয়ার সংখ্যা বাড়ছে, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে জমি পুনরুদ্ধার করে কৃষকদের ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। তাদের সেই সমস্ত জায়গায় পুনর্বাসন দিয়ে, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের উন্নতি করে, খাদ্য সংকট সাময়িকভাবে কিছু সাহায্য করতে পারে, সেইদিক থেকে আজকে কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া দরকার। আরেকটা আমার এখানে পলিসি কাট হচ্ছে—প্রয়োজনীয় সার, বীজ ধান, সাবসিডি দিয়ে যাতে কৃষককে কৃষি কাজের সুযোগ দেওয়া যায়, তার জন্য। সরকারী তরফ থেকে একটা ব্যবস্থা আছে, সেটা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই ব্যবস্থা কৃষক সাধারণের স্বার্থে যায় না। কারণ সীড স্টোরে গেলে পরে দেখা যায়, সেই সারগুলি কৃষকরা উৎসাহের সংগে নিচ্ছে না। কৃষকরা সেটা নেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না। এতে একথা বুঝায় না যে কৃষকরা এই সার নিতে বিরোধী। কারণ কৃষকরা জানে যে জমিতে সারের ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের জমিতে ফসল বাড়বে। ভারতবর্ষের অন্যান্য কৃষকরা যেমন সার দিতে উৎসাহী, ত্রিপুরার কৃষকরাও উৎসাহী। তারাও জানে জমিতে সার দিলে ফসল বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও কেন নিচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে সাবসিডি রেট যেটা আগে দেওয়া হত, সেটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং কৃষকদের পক্ষে ঐ বেশী দাম দিয়ে সার কিনে নিয়ে জমিতে ফসল ফলানো সম্ভবপর নয়। তারপর আমরা দেখি যে সরকারের সমাজতন্ত্রের ফলে, সরকারের সুচিন্তিত অভিমতের দরুণ কৃষকদের প্রতি বৎসর জমি সেচের জলে ভেসে যাচ্ছে এবং সেইজন্যই কৃষকরা সার নিতে উৎসাহ বোধ করে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই এই কৃষকদের যদি উৎসাহ দিতে হয়, তাহলে তাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আমাদের তাদের কাছে শুধু দাবী করলেই হবে না, যেহেতু সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা সমাজতন্ত্রের কথা মুখে মুখে বলছেন, আজকে তাকে কার্যে যদি রূপ দিতে হয়, তাহলে এই যে কৃষক যারা জমিতে ফসল ফলাবে, তাদের সেই জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দিতে হবে—যাতে তারা সোনার ফসল ফলাতে পারে, কৃষকরা সার কিনে নেওয়ার মত সামর্থ হতে পারে, সার কিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বোধ করে, তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ত্রিপুরার অন্যদিকের কথা নাই বললাম। এই যে কৃষকরা তারা আজকে এক ফোটা জলের জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, ছোট ছোট পাম্পিং সেটের মাধ্যমে তাদের জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা, সার দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ যদি দেওয়া যায়, তাহলে তারা আজকে জমিতে ফসল ফলাতে উৎসাহী হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্য সংকট দূর করে আস্তে আস্তে ঘাটতি যেটা আছে সেটা পূরণ করবে এবং সেইদিকে আগ্রহী হতে পারবে। কিন্তু কোথায় সে পরিকল্পনা, কোথায় সেই সার দেওয়ার ব্যবস্থা, কোথায় পাম্পিং সেটের মাধ্যমে জল সেচ করার ব্যবস্থা? যখন বীজ ধান দেওয়ার সময়—চৈত্র বৈশাখ মাসে কৃষকদের বীজ ধানের ব্যবস্থা যদি করে দেওয়া যায় তাহলে তারা তাদের জমিতে ঠিক ঠিক ভাবে বীজ ধান বপন করতে পারে এবং আউস ফসল ফলাতে পারে। কিন্তু এই বীজ ধান দেওয়া হবে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ব্লক অফিস থেকে। একথা আশা করি রুলিং পার্টির মেম্বাররা অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই অবস্থা ব্লক অফিসগুলিতে চলছে, এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টেও

চলছে। কাজেই এই অবস্থাগুলি পরিবর্তন করা যদি না যায়, বাজেটে টাকা রাখলে কৃষকদের উপকারে সেই টাকা লাগবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিপুটি মিনিষ্টার তিনি কৃষি মন্ত্রীও বটে, ত্রিপুরাকে তিনি চষে ফেলেছেন, তারই জন্য হয়তো আমি একথা বলায় তিনি কিছুটা লজ্জা বোধ করছেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিতে হবে স্যার।

কাজেই ত্রিপুরাতে মানুষের একমাত্র পথ হচ্ছে কৃষি, এই কৃষির কাজে যদি সুযোগ সুবিধা দেওয়া না যায়, যত কিছুই বলা হউক না কেন, কিছুই উন্নতি হবে না। এই যে উপমন্ত্রী মহোদয় যখন জিরানিয়া প্রদর্শনী জমিতে যখন ধান কাটতে যান, সেই ধানটা কি রং হয়েছিল? ব্লক অফিসের সামনে ঢাক ঢোল পিটিয়ে অনেক সার খরচ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেটাকে করেছেন। সেই জমির ধান কি রকম হয়েছিল, যদি সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হত, তাহলে এই ধান হয়তো দ্বিগুণ করা যেত। কাজেই মন্ত্রী মহোদয়ের লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। আরেকটু উত্তরে গেলে আমরা দেখব মোয়ামাটির মাঠ, সেখানে স্বনামধন্য কংগ্রেস সদস্য আশুবাবুর মাঠে গেলে পরে দেখতে পাবেন কৃষকরা কিরকম আরামে ফসল সেখানে করছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি না ব্যবস্থা সেখানে করে দিয়েছেন। এইগুলি যখন বলি তখন কৃষি মন্ত্রী মহাশয় লজ্জাবোধ করেন। উনাকে আমি আর লজ্জিত করতে চাই না। এই যে অব্যবস্থা তাকে স্বীকার করে নিয়ে এই কৃষকদের কাছে সৎসাহস নিয়ে তাদের সামনে এগিয়ে যান, কিন্তু আমি জানি আপনাদের সেই সৎসাহস নেই এবং তাদের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ আছে সেটা পুরণ করতে চেষ্টা করুন। যে সমস্ত গলদ আছে, সেগুলি সংশোধন করতে চেষ্টা করুন এবং সংশোধন করে ঐ কৃষকদের পাশে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করুন। আজকে সমাজতন্ত্র এবং বিজ্ঞানের যোগ বলে চীৎকার করলে চলবে না, সৎসাহস নিয়ে আজকে এই কৃষকদের দুর্দিনের দিকে সাহায্যের ভাণ্ডার নিয়ে এগিয়ে যান, তাদের সাহায্য করুন তাহলে তারা আজকে সোনার দেশে, সোনার ফসল ফলাবে, ধন ধান্যে ত্রিপুরাকে ভরে তুলবে, সবুজ বিপ্লবকে তারা সার্থক করে তুলবে, ত্রিপুরা রাজ্যের যে খাদ্যে ঘাটতি সেটা তারা পূরণ করবার শক্তি এবং সামর্থ সংগ্রহ করবে। ত্রিপুরার ২২ বছর কংগ্রেস রাজত্বে আমরা দেখলাম কেবল কথা আর কথা, মুলতঃ কৃষকদের কাছে তাদের সৎসাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস হল না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার কাটমোশানের পক্ষে বক্তব্য রেখে এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার সেভেণ্টিনের উপর আমি একটা কাট মোশান রেখেছি, সেটা হল—মৎস্য চাষের জন্য ব্যয় বরাদ্দের স্বল্পতা।

কেন আমি এই কাট মোশানটা রেখেছি ? তার কারণ হল আজকে ২২ বছর হল মৎস্য চাষ করার জন্য সরকার থেকে অনেক অফিস আদালত খোলা হয়েছে এবং অনেক পুকুর দীঘিও কাটা হয়েছে। আজকে মাছের সৃষ্টি হচ্ছে ; কোথায় মাছের সৃষ্টি হচ্ছে পাকিস্তানে। পাকিস্তান থেকে যদি মাছ না আসতো তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মাছ খাওয়া তো দূরের কথা, মাছ চোখেও দেখতে পেত না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্তান বর্ডার সংলগ্ন হওয়ায়, সেখান থেকে মাছ রাতদিন চোরা পথে আমদানি হচ্ছে এবং আমরা এখন যা কিছু মাছ দেখতে পাচ্ছি বা খেতে পাচ্ছি, সেটা ঐ পাকিস্তানের আশীর্ব্বাদেই সম্ভব হচ্ছে। তা না হলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মাছ খাওয়া তো দূরের কথা, মাছ দেখতে পেত কিনা, তাতেও সন্দেহ ছিল। এখানে সরকারী যে নিয়ম আছে, তা পড়ে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে মৎস্য চাষের জন্য কাদেরকে ঋণ দেওয়া হবে ? ঋণ দেওয়া হবে তাদেরকে যারা নাকি মৎস্য চাষে অভিজ্ঞ এবং আগ্রহী। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে সেই রকম কিছু করা হচ্ছে না। এখানে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ পাচ্ছে কারা ? যারা নাকি মৎস্য চাষে অভিজ্ঞ নয় বা আগ্রহী নয় তারা এই ঋণ পাচ্ছে। তাদের ঋণ পাওয়ার কারণ হল তারা এই ঋণের দ্বারা তাদের মুনাফার পাহাড় দিনের পর দিন আরও জম জমাট করে তুলতে পারছে। শুধু যে মৎস্য ঋণের বেলায় এমন হচ্ছে তা নয়, সরকারের কৃষি ঋণের বেলায়ও এই রকম হচ্ছে। সরকার কাদেরকে জমি দিচ্ছে,সরকার জমি দিচ্ছে তাদেরকে যাদের নাকি বেশী জমি আছে সিলিং লিমিটো কিন্তু আইনতঃ তারা সেই জমি পেতে পারে না। আইনে আছে যারা নাকি ভূমিহীন ট্রাইবেল বলুন আর নন-ট্রাইবেল বলুন তারাই জমি পাবে, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আইন থাকা সত্ত্বেও তারা জমি পাচ্ছে না। তাই আমি বলছিলাম সরকারের কৃষি ঋণ এইভাবেই চলছে বা দেওয়া হচ্ছে। তেমনি যেখানে মৎস্য-জীবিদের এই মৎস্য ঋণ পাওয়ার কথা, তারা সেই ঋণ পাচ্ছে না। আর উপজাতি দরদী সেজে এখানে অনেকে অনেক কথা বললেন কিন্তু তাদেরকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব স্কীম আছে, সেগুলি কি ঠিকমত কার্য্যকরী হচ্ছে ? আমার জানা মতে সেগুলি ঠিকমত আদৌ করা হচ্ছে না। যেমন এই আগরতলা শহরের উপজাতিদের জন্য যে একটা রেষ্ট হাউস বা রিসিপশান অফিস আছে, তাতে কি আছে ? ঠিক তদ্রূপ মৎস্যচাষীদের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে রেখে যারা নাকি মুনাফাখোর, তাদের মুনাফার জম জমাট করা হচ্ছে। আজকে উদয়পুর যে সমস্ত দিঘীগুলি আছে বা অন্যান্য সাব-ডিভিশানে যে সব দিঘী ও জলা জায়গা আছে সেগুলিকে সংস্কার করে যদি মৎস্যচাষীদের মৎস্য চাষ করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত, তাহলে নিশ্চয় আমাদের ত্রিপুরাতে মৎস্যের যে অভাব সেটা অনেকাংশে কেটে যেত। কিন্তু সেদিকে সরকার কিছুই করবে না, সরকার আছে যারা মুনাফাখোর তাদের মুনাফা আরও কি করে বাড়বে সেদিকে। মৎস্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে প্রতি বছর যে মাছের পোনা দেওয়া হত, সেটা আজ দুই বছর যাবত দেওয়া হচ্ছে না। আমি দেখেছি খোয়াইতে এক জায়গাতে মাছের পোণার চাষ করা হত, সেই পোনাগুলি যে এখন কোথায় গেল, সেটা এখন কেউ বলতে পারবে না। কাজেই আমাদের মৎস্য চাষ যাতে বৃদ্ধি হতে পারে, সেজন্য এই বাজেটে আরও অর্থের প্রয়োজন ছিল আর সেজন্য আমি আমার কাট মোশানটা রেখেছি মৎস্য চাষের ব্যয় বরাদ্দের স্বল্পতা।

তাই সরকারের কাছে আমার অনুরোধ যাতে করে ত্রিপুরাতে মৎস্য চাষ বৃদ্ধি পায়, সেজন্য যেন সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষি খাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। এই ব্যয় বরাদ্দের ভিত্তিতে সারা ত্রিপুরাতে সবুজ বিপ্লব সম্ভব আমি মনে করি। কৃষিখাত সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় আমার কৃষকদের কতগুলি অসুবিধার কথা। আজকের দিনে আমাদের কৃষকদের যে সব অসুবিধা আছে সেগুলি যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা আমাদের আছে, সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আজকে ত্রিপুরাতে ছোট ছোট কৃষকেরা ঋণগ্রস্ত তারা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। কারণ যাদের আন ইকনোমিক হোল্ডিং রয়েছে অল্প জমি যাদের রয়েছে তাদের সেই ভূমিগুলিতে ফসল বাড়াবার যে সুযোগ সুবিধা সেটা তারা ঠিকমত পাচ্ছে না। আবার তাদের উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও তারা ঠিকমত পাচ্ছে না। এইসব কারণে আজকে আমাদের কৃষকদের কৃষিজাত উৎপাদন বাড়াতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কৃষি উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে বলতে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের এদিক দিয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। আগের তুলনায় ফসল অনেক বেড়েছে। কিন্তু জমির পরিমাণও তার সংগে বাড়ছে, সেইদিক দিয়ে ফসল বাড়ছে। কিন্তু একর প্রতি যে পরিমাণ ফসল বাড়ার কথা, আমার মনে হয় সেটা হয় না। স্বাভাবিক গতিতে জমি যেমন বাড়ছে ফসলও তেমনি বাড়ছে। আমাদের এখন চিন্তা করতে হবে সেই ফসল বাড়ানোর কথা, একর প্রতি ফসল বাড়ানোর কথা, কাণি প্রতি ফসল বাড়ানোর কথা। কারণ ফসল বাড়ার পরেও আমাদের সমস্যার সমাধান হয় না। আমাদের প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ধর্ণা দিয়ে অনেক চাউল, গম, আটা আনতে হয়। প্রয়োজনের তুলনার অনেক সময় বেশীও আনতে হয়, হঠাৎ একটা ফসল যদি ফেল করে তাহলে সময়মত কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা পাব কিনা সেই চিন্তা করেই বেশী আনতে হয় যার ফলে কিছু অপচয় হয়, পোকায়, মাকড়ে নষ্ট করে। এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরার মাটিতে ফসল বাড়াবার যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করি তাহলে আমি মনে করি ত্রিপুরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে। কারণ ত্রিপুরার টিলাতেও মাটি আছে, কাংকর বা পাথর নাই। সাধারণ যে টিলা আছে সেগুলিতে ফসল বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কৃষি উৎপাদনের জন্য জলসেচ এবং জমির আবাদ বা লেভেলিং। এই দুইটার দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে। উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা নাই বলে কৃষকদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলতে হয়। সেই উচুনীচু জমিতে অতি কষ্টে কৃষকদের চাষাবাদ করতে হয়। আজকে সারা ত্রিপুরায় অফিসে, আদালতে, এসেমব্লীতে চীৎকার চলছে আদিবাসীরা ভূমিহীন হয়ে যেতে চলছে। অল্প জমির মালিক আদিবাসীরা। তাদের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে। কেন জমি তারা বিক্রী করছে? তাদের সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে বলে জমি বিক্রি করছে। উপযুক্ত ফসল তারা ফলাতে যদি পারত তাহলে তাদের জমি বিক্রি করতে হত না।

আজকে অনেক আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য আমি বলব যে অল্প জমির মালিক যারা তারা যাতে উপযুক্ত ফসল ফলাতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করা দরকার। উঁচু জমিগুলিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা দরকার এবং কৃষির দিকে যাতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া যায় সেইরকম ব্যবস্থা করা দরকার। অল্প জমির মালিক যারা তারা কম সুদে যাতে ঋণ পেতে পারে এবং সেই ঋণের দ্বারা যাতে তাদের জমি আবাদ করতে পারে সেইরকম ব্যবস্থা করা। ব্যাপকভাবে জলসেচের পরিকল্পনা যদি গ্রহণ করা না যায় তাহলে কৃষির উন্নয়ন কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখলে—রাস্তাঘাটে যখন আমরা চলি তখন আমরা যদি ফসলের দিকে দৃষ্টি দিই তখন আমরা বুঝতে পারি পার একর ফসল বাড়ে নি। বাড়ছে, হয়ত কৃষকরা আগে এক ফসল করত এখন সেখানে দুই ফসল করে। একরে যা হচ্ছে তার চেয়েও বেশী ফলাতে পারে।

আমি দেখেছি বিলোনীয়া আলুতে প্রথম পুরস্কার পায়, ধানেও প্রথম পুরস্কার পায়। পরিশ্রম করে তারা ফলন ফলায় অথচ তাদের ফসলের দাম কম। সেইজন্য একটা ক্রাইসিস তাদের সম্মুখে এসে যায়। তাহলে দেখা যায় কম ফলালেই দাম বেশী হতে পারে। কিন্তু তারা বেশী ফলায়। এই কারণে তাদের ধানের দাম কম, গুড়ের দাম কম, সব জিনিষের দাম কম। বিলোনীয়াতে ধানের দাম এক টাকা পাঁচ সিকা, আর উদয়পুরে এক টাকা ষাট পয়সা। আগরতলায় দেখা যাবে আরও একটু বেশী। বিলোনীয়ার কৃষকদের অসুবিধা হচ্ছে তারা চাউল অবাধে উদয়পুর আনতে পারে না যার ফলে তাদের উপযুক্ত দাম পাওয়ার কোন সুযোগ সুবিধা থাকে না। আলু যখন ক্ষেত থেকে উঠে সেই সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি করে দিতে হয়। যেহেতু কাঁচা মাল যদি দুই মাস চার মাস রাখবার একটা ব্যবস্থা হত তাহলে আলুর দাম বেশী হত। দুমাস আগে যে আলুর দাম ছিল ৩০ পয়সা এখন এই আলুর দাম ৫০ থেকে ৬০ পয়সা হয়েছে। এই জন্য আমি অনুরোধ রাখব এই আলুর জন্য, কাঁচা মাল রাখবার জন্য যদি হিমঘরের ব্যবস্থা থাকে তাহলে কৃষকেরা সেই হিমঘরে তাদের আলু বা অন্যান্য কাঁচামাল রেখে বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারে। সেজন্য আমি বলব কৃষির উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হচ্ছে জলসেচের ব্যবস্থা করা আর দ্রব্যমূল্যে সমতা রক্ষা করা। বিলোনীয়াতে যখন চালের দাম কম থাকে তখন উদয়পুরে বেশী থাকে। আইন অনুযায়ী বিলোনীয়া থেকে চাল উদয়পুরে আসতে পারে না। কিন্তু বেআইনীভাবে চাল উদয়পুরে আসছে। গর্জি বাজার থেকে প্রতি বাজার বারে ট্রাকে ট্রাকে লোড করে চাল আসছে উদয়পুরের দিকে। কোথা থেকে আসে? মনে হয় সেখানে যেন ধানের গোলা চাউলের গোলা রয়েছে, সেখান থেকে আসছে। কিন্তু তা নয়। বিলোনীয়ার বিভিন্ন পথ দিয়ে উদয়পুরের নিকটবর্তী স্থানে আসছে। কারণ চোরাই পথে আনতে হয়। ব্যবসায়ীরা সেখান থেকে কম টাকা দিয়ে আনে এবং উদয়পুরে বেশী টাকায় বিক্রি করে। তাতে কৃষকেরা সেই দামটা পায় না। ঠিক ঠিকভাবে আনার যদি ব্যবস্থা থাকত, যদি আটকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হত তা হলে আমি মনে করি চাউলের দাম সেখানে আরও বেশী হত। বিলোনীয়ার কৃষকের দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই, তারা বেশী

ফলায় সেজন্য তা কম দাম পায়। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি কৃষির উন্নয়নের জন্য যেমন জলসেচ দরকার সেই সংগে যাতে উপযুক্ত মূল্যে কৃষক তার উৎপাদিত ফসল বিক্রি করতে পারে সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এগ্রিকালচার সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন ভাবে বক্তব্য পেশ করেছেন। কাজেই আমার এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে তার বিরুদ্ধে যে কাটমোশন আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। বিরোধীতা করছি এইজন্য যে তারা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যা রেখেছেন আমার মনে হয় তাদের চিন্তা ধারায় একটা অস্বচ্ছতার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে গেলে তার ফাণ্ডামেণ্টাল প্রসেসগুলিকে যদি আমরা ঠিক করতে না পারি তাহলে কৃষির উন্নতি কোনদিনই সম্ভবপর নয় তা আমরা জানি। এখানে উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থাকে প্রবর্ত্তন করা এটা একটা নূতন এবং বৈপ্লবিক চিন্তা ধারা। ভারতের স্বাধীনতার পর, আমাদের দেশের লোক সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছি যে কি করে উন্নত ধরণের চাষাবাদ এই জায়গাতে করা চলে, গ্রো মোর ক্যাম্পেনকে সাকসেসফুল আমরা করতে পারি। যখন আমরা এই ক্যাম্পেন সুরু করি, তখন বিরোধীরা তাদের নানারকম কথা নানাভাবে বলেছেন। আমি এখানে বলব যে আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়, যে কৃষি ব্যবস্থায় পিছিয়ে আছে তা নয়, কিন্তু এই যে উন্নত ধরণের চাষাবাদ, টেরেসিং ইত্যাদি সেটা একটা নূতন ধরণের ব্যবস্থা, সেটা করতে গেলে এক্সপেরিমেণ্ট দরকার করা কোন্ জায়গাতে কোন ফসল উৎপাদন করা হবে। অতএব এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে পূর্বে ছিলনা। তাকে এখানে প্রবর্ত্তন করে, ত্রিপুরা রাজ্যের কোন জায়গায় কোন শস্য আমরা লাগাব, কোন্ জায়গায় কোন্ প্ল্যাণ্ট রোপন করা এবং তার সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে আমাদের সয়েল ইরোশান এর দিকে। এই সয়েল ইরোশান এখানে ব্যাপকভাবে সুরু হয়েছে। তার ফার্ষ্ট এণ্ড ফোরমোষ্ট কারণ হল যদৃচ্ছভাবে গাছ পালা কর্ত্তন করে ফরেষ্টকে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে এবং সেদিকে হয়তো তাদের মোটেই দৃষ্টি ছিলনা, তারা অজ্ঞতাবশতঃই তা করেছেন। শান্ত, নিরীহ জনসাধারণকে উস্কানি দিয়ে সেই ফরেষ্টকে উলঙ্গ করে দিয়েছেন। অতএব এইদিকে লক্ষ্য রেখে, ফরেষ্ট রেখে তাকে বর্দ্ধিত করে, বৈজ্ঞানিকভাবে তাকে লালন পালন করার মধ্য দিয়ে কৃষিকে সহজ করার জন্য এবং ইরোশান অব সয়েলকে বন্ধ করা হচ্ছে। বৃক্ষ রিজার্ভিয়ার অব ওয়াটার অপসো এবং তার সাথে সাথে ফ্লাড়উডকেও এটা কণ্ট্রোল করে, বৃষ্টিপাতকে নিয়ন্ত্রণ করে দেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে, সেইজন্য আমাদের কৃষিকার্য্যকে বৈজ্ঞানিকরূপ দিতে হলে এই করতে হচ্ছে। এদিকে আমাদের যে পপুলেশান ছিল, আজকে তার চারগুণ পপুলেশান হয়ে গেছে এবং সেই দিক দিয়ে আমাদের এখানে ইনফ্লাক্স হচ্ছে। অতএব আমাদের এই জায়গায় এই যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদেরকে ভূমি দেওয়া, এবং তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা দরকার।

একাধারে আছে উদ্বাস্তু ভাইয়েরা, আরেক ধারে আদিবাসী ভাইয়েরা আছেন। তাদের আবার একটা বিরাট অংশ জুমিং'এ অভ্যস্ত, কমপ্লেক্স এ্যাগ্রিকালচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাদেরকে ল্যাণ্ড দিয়ে, সেই কাজে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তাই আমরা রিহ্যাবিলিটেশান স্কীম ফর ল্যাণ্ডলেস জুমিয়া নিয়েছি এবং আজকে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে পরে, ভূমির উন্নয়ন করা দরকার। তাই আমরা ভূমি সম্বন্ধে আইন করে তার মধ্য দিয়ে এখন জোতদার এবং বর্গাদারের মাঝখানে এসে পৌঁছেছি। অতএব ঐদিকে লক্ষ্য রেখে, আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে যে বর্গাদারকে এভিক্ট করা চলবে না। কিন্তু আজকে বর্গাদারদের দাবী হয়েছে, জমির মালিকানা চাই। কারণ জমির যদি মালিক না হয়, তাহলে জমির প্রতি তার মহব্বত আসে না, মহব্বত যদি না আসে, তাহলে সে জমিতে কেন পরিশ্রম করবে? অতএব সেইদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে আমরা কৃষির উন্নয়ন কল্পে ভূমি আইনকে পরিবর্তন এবং পরিবর্দ্ধন করার চিন্তা করে, তার এ্যামেণ্ডমেন্টের চিন্তা করছি। একজন বক্তা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন এই যে জমি বিক্রি করে ফেলে। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি মানুষ অজ্ঞতা বা অভাবের জন্য জমি বিক্রি করে দেয় না। হাংগার ফর ল্যাণ্ড আজকে সবচেয়ে বড়। তাহলে উদ্বাস্তু ভাইয়েরা যারা এখানে এসেছেন তারা তাদের সব জমি কেন বিক্রি করছেন না? তাদের জমি মোটেই ছিল না। কিন্তু আদিবাসী ভাইয়েরা কেন বেচেন? আমি আগেই বলেছি মোষ্ট অব দেম আর জুমিয়া। আজকে তারা এই যে কমপ্লেক্স মেশিনারী, লাঙ্গল ইত্যাদি চালাতে হবে, টাক্কল ছিল তাদের একমাত্র যন্ত্র, সেই জায়গায় আজকে তাদের গরু রাখতে হবে, হালচাষ করতে হবে, লাঙ্গল ধরতে হবে, তাদের সেই বিষয়ে ট্রেণ্ড আপ হতে হবে এবং বৃষ্টির সাথে সাথে জমিতে নামতে হবে, এই যেমন তাদের পক্ষে একটা অসুবিধার কারণ আছে, অন্যদিকে তাদের ইকনমিকস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান নেই। কারণ তাদের একটা চিন্তা হল- whatever they collect in Jhuming, they spend it. তাদের সঞ্চয় বলে কিছু থাকে না। অতএব তাদের যে চিন্তাধারা, আজকের বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার সাথে তার কোন মিল নেই—বললেও অত্যুক্তি হবে না। তারা তাদের গতানুগতিক চিন্তাধারায় উদ্ভব এবং সেইভাবে তারা চলে আসছে। আজকে যারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, কেবল অভাবে তারা জমি বিক্রি করে ফেলছেন, সেটা আমি মানতে রাজী নই। অনেকে আবার তাদের ফাঁকি দিয়ে জমি থেকে চ্যুত করতে চেষ্টা করেন। আমি অনেক দেখেছি যে সভাতে তোমাদের যেতে হবে, তোমাদের লালছেলাম জিন্দাবাদ বলতে হবে, না বললে পরে বেত দেব, এইসব কারণে তাদের মনে করে যে আজকে আমি ফসল করে যদি ভোগ করতে না পারি, কেবল পার্টিতে দিতে হয়, তাহলে আমার জমিতে ফসল করে কি হবে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে কি হবে, অতএব সেই জায়গাতে সবচেয়ে বিপর্য্য় সৃষ্টি তারা করেন। বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষি ব্যবস্থাকে প্রণয়ন করতে গেলে যেমন ভূমি সংরক্ষণ দরকার, ভূমির পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার, জলের নিয়ন্ত্রণ, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ এবং সেই জায়গাতে উপযুক্ত পরিমাণ ফার্টিলাইজার, জলের প্রয়োগ এবং ভাল উন্নত ধরণের বীজের প্রয়োগ, পোকা মাকড়ের হাত থেকে সেটা রক্ষা করা, ফ্লাড প্রটেকশানের ব্যবস্থা, এই সমস্ত

জিনিষগুলি একত্রিত করে, একটা বিরাট কর্ম্মকাণ্ড এখানে চলছে বলেই আজকে আমাদের বাইরে থেকে আর হাই ব্রীড এর বীজ আনতে হচ্ছে না। অতএব এখানে যারা হতাশা প্রকাশ করেছেন, তারও একটা কারণ আছে। কারণ হল তারা বলেছিলেন আমরা বিপ্লব এনে ফেলেছি, তোমরা চল। এই বলে কৃষককুলকে তাদের যে ফিলসফি, ব্যারেলস অব গান, তার মধ্য দিয়ে একটা বিভল্যুশান আনা হয়তো—একটা ভাঙ্গা পিস্তল নিয়ে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেই লোকগুলিকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারপর দেখা গেল বিপ্লবতো আসে না, তারই ফলে এখন তারা এখানে এসে নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। যারা নৈরাশ্যবাদী, তারা সব সময়ই টেরারিষ্ট মাইণ্ডেড হল, মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করাই তাদের কাজ। তারই জন্য তাদের মুখ থেকে নৈরাশ্যকর উক্তি আমরা শুনতে পাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি তাদেরকে বলব, বাজেটকে অন্ততঃ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাতে এখানে এসে কথা বলেন। আমাদের যেটুকু এচীভমেণ্ট হয়েছে, তাদের জ্ঞাতার্থে এখানে আমি বলছি, Diversion scheme, reclamation scheme, drainage scheme, seallow tube-well scheme, lift irrigation scheme, এই স্কীমগুলি করা হয়েছে এবং এর দ্বারা বেনিফিটেড হবে—২,৭৫০ একর জমি। অতএব সেইদিক দিয়ে আমি তাদেরকে বলব এই জিনিষগুলি দেখার জন্য এবং জানার জন্য। Total areas of laad taker up under the Minor Irrigation Scheme upto the end of 1967-68—12,500 acre and 1968-69—2,000 acre, 1969-70—6.5 lakh acres. অতএব আজকে তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমারা কোথায় এসেছি। তারা সব সময় নাই নাই বলেছেন নৈরাশ্য হয়ে, অতএব তাদের কাছ থেকে অন্য কিছু আমরা শুনতে পাব না।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—পয়েণ্ট অব অর্ডার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের মধ্যে কনভেনশান হচ্ছে লালবাতি যখন জ্বালানো হবে, তখন বক্তার সময় শেষ। যদি তারপর তাকে বলতে হয়, তাহলে তাকে সময় চেয়ে নিতে হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সময় চেয়ে নিয়েছেন কিনা, সেটাই আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার—এটা পয়েণ্ট অব অর্ডারের বিষয় বস্তু নয়।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় সভ্য হয়তো আমাকে আমার বক্তব্য থেকে বিচলিত করার জন্য, বিপথগামী করার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। লালবাতি যখন জ্বলে, তখন মাননীয় স্পীকার যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন আমি তার কাছ থেকে সময় নিশ্চয়ই চেয়ে নেব। বিকজ উই রেসপেকট দি অনারেবল স্পীকার। অনারেবল স্পীকার যা বলবেন, তাই করতে আমরা অভ্যস্ত, করব এবং করতে বাধ্য।

Mr. **Speaker** —Hon'ble Chief Minlster your time is over.

Shri S. L. **Singh**—I want five minutes' time.

The Consolidated scheme-that have already been completed to get the full benefit to run the new scheme. A provision of Rs. 1.5 lakhs has been made for providing the main channel. It is for lack of these main channels, full benefit from the completed scheme are not been realised. Construciion of main channel will be taken up during this year. With regards to the field channel, acquisition of land would be necessary. It is necessary that these are made available in advance and the Government would look forward for making good offices to hand over the land to the Deptt. well in advance of land acquisition proceedings এই করা হলে পরে আমরা আরও দ্রুত কাজ করতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, this will help us to achieve our target within 1970-71. I would appeal to them to help up for that second object of our programme. It is proposed to go for Lift Irrigation Scheme in a big way. This big irrigation scheme will provide irrigation facilities along with major river system for the State-presently for cultivation of land on the banks of the river In this connection, I would like to inform them that in the recent meeting Planning Commission has approved the provision of 4th Plan for Lift Irrigation Scheme Rs. 30 lakhs for 1970-71. Under the Lift Irrigation Schemes we proposed to take up more Lift Irrigation Scheme in Northern Region. where Assam power is readily available. For running these Lift irrigation pump in the Southern region, we proposed to take up diesal operated lift irrigation scheme at Hrishyamukha near Belonia Sub-division to provide irrigation facilities to 200 acres of land or it may be more. We also proposed to provide experimental mobile unit on river Gumti, to provide irrigation facilities near Udaipur. এইভাবে আমরা অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তারপর এখানে বলেছেন— Inadequacy of provision for cost for development of land.' সেই জায়গাতে আমি বলছি যে বাজেটে ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আণ্ডার এ সেটা তারা দেখে নিতে পারেন। আর ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৫ শত টাকা ধরা আছে, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৭, মেজর হেড ৩১ এ্যাগ্রিকালচার সেখানে ফর ডেভলাপমেণ্ট অব পোয়ার ল্যাণ্ড, ফর সয়েল কনজারভেশন ওয়ার্ক, প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং সিমিলার প্রভিশন হ্যাজ বীন মেড আণ্ডার ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট অলসো।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় চীফ মিনিষ্টার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রী এস, এল, সিংহ—আর দুই মিনিট স্যার।

প্রভিশন ফর রিক্লেমেশন ওয়ার্ক আমরা এক লক্ষ টাকা রেখেছি। আর ৪ লক্ষ টাকা ফিশারীর জন্য রাখা হয়েছে তারপর ইমপ্রুভমেন্ট অব মার্কেটিং ফেসিলিটীজ সেটা এখানে রাখা হয়েছে। তারপর এক জায়গায় বলা হয়েছে যে কোন কোন জায়গায় গুড়ের দাম কমে গেছে, তাই আমি তাদের জ্ঞাতার্থে বলব গুড়ের দাম প্রতি কুইন্টাল হচ্ছে ৭২·০০ টাকা আর প্রতি কে, জি'র দাম হচ্ছে সাড়ে তিন টাকা। তারপর এখানে বলা হয়েছে সাবসিডি দিয়া উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ, সার সরবরাহের ও সেচের পাম্পিং সেট বরাদ্দের ব্যাপারে ব্যর্থতা।' সেখানে আমি বলব এই খাতে ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। প্যাডি সীড'এ ফাইফ পারসেণ্ট সাবসিডি পাচ্ছে, হুইট সীড এণ্ড পটেটো সীডস ফিফটি পারসেণ্ট সাবসিডি এবং অয়েল সীডস—৪০ পারসেণ্ট সাবসিডি, এইভাবে আমরা এখানে তার প্রভিশন রেখেছি।

Mr. Speaker—The House will be extended for five minutes.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মৎস্য চাষের জন্য বরাদ্দ আমরা যেটা রেখেছি, ১,৫০,০০০ টাকা। এই হেডে আর অ্যাডভান্সের জন্য রাখা হয়েছে ৪,০১৬ টাকা। কাজেই দুঃখ করার কিছু নাই এবং actual expenditure under this Head Rs. 5,85,000, Budget Estimate 7,56,000 and revised estimate in 1969-70 Rs. 7,46,000 and Budget Estimate 1970-71, Rs. 8,96,030/-. কাজেই তাদের ভালভাবে মাছ খাওয়াতে পারব, সুটকী ও সিদলও খাওয়াবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Dy. Speaker—I am now puting the cut motions to vote first.

The cut motions of Shri Aghore Deb Barma on the Demand for Grant No. 17—Agriculture, that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

i) Inadequacy of provision for cost for development of land.

ii) Inadequacy of provision for reclamation and development of water areas and maintenance of water areas.

iii) Failure to supply fish, were then put to vote and lost.

The cut motion of Shri Aghore Deb Barma on this grant that the Demand be reduced to Re. 1/-.

iv) Improvement of Agriculture marketing in India was then put and lost.

Then the Cut Motion of Shri Abhiram Deb Barma on the same Demand that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

i) সাক্রমে গুড়ের দাম বৃদ্ধির জন্য বরাদ্দের অভাব was then put and lost.

Then the cut motions of Shri Abhiram Deb Barma on this Demand that the Demand be reduced to Re. 1/-.

ii) জমি রিক্লেমেশনের জন্য বরাদ্দের স্বল্পতা।

iii) প্রয়োজনীয় সাব-সিডি দিয়া উন্নত ধরণের বীজ সরবরাহ, সার সরবরাহে ও সেচের পাম্পিং সেট বরাদ্দের ব্যাপারে ব্যর্থতা were then put to vote and lost.

Another Cut Motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—'মৎস্য চাষের জন্য ব্যয় বরাদ্দের স্বল্পতা was then put to vote and lost.

Then the Demand for Grant No. 17 that a sum not exceeding Rs. 89,34,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 17—Agriculture, was then put and agreed to.

The Cut Motion of Shri Aghore Deb Barma on the Demand for Grant No. 36 that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on— Inadequacy of provision for Minor Irrigation Scheme was put and lost.

Then the Motion of Demand for Grant No. 36 that a sum not exceeding Rs. 13,20,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 36—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Researh was put and agreed to.

The Motion of Demand for Grant No. 29 that a sum not exceeding Rs. 10,50,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 29—Pension & Other Retirement Benefits, was put and agreed to.

The Motion of Demand for Grant No. 30 that a sum not exceeding Rs. 2,30,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 30—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers, was then put and agreed to.

The Motion of Demand for Grant No. 42 that a sum not exceeding Rs. 10,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 42— Payment of Commuted Value of Pensions was put and agreed to

The question that a sum not exceeding Rs. 5,99,83,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 43— Capital Outlay on Schemes of Government Trading was put and agreed to.

Mr. Speaker—The House stands adjourned till to-morrow 11 A.M. The resolutions are deferred.

PAPERS LAID TO THE TABLE

Unstarred Question No. 129

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state :—

QUESTION	ANSWER
(১) ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সনে মোট কত মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে তাহার বছর ভিত্তিক হিসাব ;	(১) ১৯৬৭ — ১১৪, ১৯৬৮ — ১৫০, ১৯৬৯ — ১৭২
(২) দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়া থাকিলে তাহার কারণ ;	২। (i) গাড়ীর চালকগণ বেপরোয়া এবং অবহেলাপূর্ণ গাড়ী চালাইবার দরুন। (ii) জনসাধারণের কিছু অংশের নিরপত্তার জ্ঞানের অভাবে এবং রাস্তায় চলাচলের জ্ঞানের অভাব।

QUESTION

(৩) দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন ;

ANSWER

(৩) (i) কোন ব্যক্তিকে মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য অনুমতি পত্র দেওয়ার আগে তার সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আছে কিনা তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়।

(ii) মোটরগাড়ী রাস্তায় চলার উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃতি দানের পুর্ব্বে সেই গাড়ীটিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়।

(iii) ১৯৩০ইং সাল পর্য্যন্ত তৈরী কোন গাড়ীতেই যাত্রী বহন অথবা ভাড়ার বিনিময়ে মাল পরিবহনের অনুমতি পত্র দেওয়া হয় না।

(iv) ওভারলোড না টানার জন্য বা ওভারলোড যাহাতে হইতে না পারে সেই জন্য মোটর ড্রাইভার ও জনসাধারণের প্রতি মাইক দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুরোধ করা হইয়াছে। ওভারলোড ধরার জন্য একটি Weigh Bridge স্থাপন করা হইয়াছে।

(v) M V. Act এর ধারা ভঙ্গ করার জন্য প্রতি মাসে প্রচুর পরিমাণ সংখ্যায় মোকদ্দমাদি দায়ের করা হইতেছে।

QUESTION	ANSWER
(৪) দুর্ঘটনার পরও মোটর মালিকরা নিহত বা আহতদের কোন ক্ষতিপূরণ দেন কিনা, না দিলে উহা আদায় করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ; এবং	(৪) মোটর দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবীর মোকদ্দমা Motor Accident Claim Tribunal এ দায়ের করিলে বিচারাদির পর কোর্টের আদেশে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। অনাদায়ী ক্ষতিপূরণের জন্য আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।
(৫) দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আদালতে শাস্তি হইয়া থাকিলে তাহাদের বছর ভিত্তিক হিসাব ?	(৫) ১৯৬৭ / ৭ ১৯৬৮ / ১৪ ১৯৬৯ / ১২

Unstarred Question No. 175

By—Shri Aghore Deb Barma

Will the Ho'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

1. Total numbers of Dighis used by Government for pisciculture ;

2. Division-wise names of those Dighis ;

3. Total amount of money spent for each of those Dighis ;

4. Total amount of fish produced till now from the said Dighis ?

ANSWER.

1. 12 Nos.

2. 3 & 4. The Sub-Division-wise names of those Dighis, total amount of money spent for each and total amount of fish produced from each are shown below :—

Name of Sub-Division	Name of Dighi	Total amount of money spent for the Dighi	Total amount of fish produced
1	2	3	4
Sadar	1. Bodhjung Dighi	Rs. 11,184.83	12,848 800 Kg
	2. Banamalipur Dighi	Rs. 11,351.21	9,785.530 ,,
	3. College Tilla Lake No. 2	Rs. 4,300.00	20,736.400 ,,
	4. College Tilla Lake No. 3	Rs. 14,400.00	8,886.600 ,,
	5. College Tilla Lake No, 4.	Rs. 2,400.00	6,986.600 ,,
Udaipur	1. Amarsagar	Rs. 1,04,000 00	60,524.250 ,,
	2. Dhanisagar	Rs. 1,11,000.00	19,980.350 ,,
	3. Chandrasagar	Rs. 88,000.00	3,517.450 ,,
	4. Rajdhar Manikya Dighi	Rs. 41,400.00	12,307.100 ,,
	5. Jagannath Dighi	Rs. 5,600.00	4,490,.000 ,,
Amarpur	1. Fatiksagar	Rs. 9,000.00	10,037.000 ,,
Dharmanagar	1. Ranar Dighi	Rs, 733.52	1,202.150 ,,
	TOTAL—	Rs. 4,03,369.11	1,71,302.230 kg.

Un-starred Question No. 343.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Engineering Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ডম্বুর হাইড্রো প্রজেক্টের জন্য ইঞ্জিনীয়ারীং ডিপার্টমেন্ট ১৯৭০ এর জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত ইট ক্রয় করিয়াছেন এবং যাহাদের নিকট হইতে এই ইট ক্রয় করিয়াছেন তাহাদের নাম, প্রত্যেকের ইটের পরিমাণ ?	১। ক) শ্রী:গাপাল চন্দ্র সাহা-কন্ট্রাক্টর১,৫০,০০০ নং খ) শ্রীগোপেন্দ্র চৌধুরী-কনট্রাকটর— ৫,০০০ নং গ) শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র ঘোষ-কনট্রাকটর—৬৯,০০০নং ঘ) মেসার্স এন, পি, সি, সি.— ১৫,০৬,৭৫৭ নং মোট ১৭,৩০,৭৫৭ নং
২। ইহা কি সত্য যে এম, পি, সি, সি'র মাধ্যমে ঠিকেদার দেওয়ান সিংএর ইট ক্রয় করার ফলে ত্রিপুরা সরকারকে প্রায় ৭০ হাজার টাকা বেশী খরচ করিতে হইয়াছে ?	২। না।
৩। সরকার এই বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখিবেন কি ?	৩। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।
৪। ইহা কি সত্য যে সি, ডি, আর কনষ্ট্রাকশান (গোমতী) এর ইট বিলো ষ্টেণ্ডার্ড এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের আপত্তি সত্বেও উহা ব্যবহার করা হয় এবং	৪। না
৫। এ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করিবেন কি ?	৫। ৪ নং উত্তরে পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Un-Starred Question No. 534

By Sri Rajkumar Kamaljit Shingh

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Deptt. be pleased to state :-

Question

১। আগরতলা সিমনা রাস্তায় বাস সার্ভিসের জন্য কতটি গাড়ীর রোড পারমিট দেওয়া হইয়াছে? গাড়ীগুলির নম্বর ও মালিকের নাম;

Answer

১। আগরতলা সীমনা রাস্তায় ১৬টি বাসের রোড পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

মালিকের নাম	বাসের নম্বর।
শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী চক্রবর্ত্তী—	টি-আর-এস—৫
শ্রীঅনিল চন্দ্র ধর—	টি-আর-এস—৯
শ্রীসুরেন্দ্র মোহন দেবরায়—	টি-আর-এস—১০
,, হরিবন্ধু দেবনাথ—	টি-আর-এস—১৭
,, দেবব্রত রায়—	টি-আর-এস—২৮
,, মোহন লাল সাহা—	টি-আর-এস—৩১
,, দেবব্রত রায় এবং	
,, সম্ভু চন্দ্র দেবনাথ—	টি-আর-এস—৪৬
,, সেফাল চন্দ্র ঘোষ—	টি.আর-এস—৫০
,, বিমল সেনগুপ্ত—	টি-আর-এস—৫৬
,, বিনোদ লাল সাহা—	টি-আর-এস—৭২
শ্রীমতী সুভাসী বালা সাহা—	টি-আর-এস—৭৮
শ্রীশেফাল চন্দ্র সাহা—	টি-আর-এস—৭৯
	টি-আর-এস—১৬৬
,, গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ—	টি-আর-এস—১১৯
,, অশ্বিনী কুমার দেবরায়—	টি-আর-এস—১৪৯
শ্রীমতী নমিতা রাণী সেনগুপ্তা—	টি-আর-এস—১৬৭

Question	Answer
২। আগরতলা বামুটিয়া (গান্ধীগ্রাম হইয়া) বাস সার্ভিসের জন্য কতটি গাড়ীর রোড পারমিট দেওয়া হইয়াছে। গাড়ী-গুলির নম্বর ও মালিকের নাম ;	২। আগরতলা বামুটিয়া রাস্তায় ৫টি বাসের রোড পারমিট দেওয়া হইয়াছে।

মালিকের নাম	বাসের নম্বর
শ্রীচন্দ্রোদয় সূত্রধর—	টি-আর-এস— ১৫
,, দেবব্রত রায়—	টি-আর-এস—১৩৫
,, গোপাল চন্দ্র দাস—	টি-আর-এস—১৩৯
,, ধীরেন্দ্র চন্দ্র বণিক এবং	
,, মরণ চন্দ্র বণিক—	টি, আর, এস, ১৪৮
,, গোবিন্দ চন্দ্র দেব—	টি-আর-এস—১৮০

Question	Answer
৩। চাহিদা অনুযায়ী বাসের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত কিনা	৩। হ্যাঁ—আগরতলা সিমনা রাস্তায় বাসের অপ-র্য্যাপ্ততা সম্পর্কে কোন রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।
৪। আগরতলা বামুটিয়ার আরও বাসের জন্য এলাকার জনসাধারণ কোন দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন কি ?	৪। হ্যাঁ—যদিও উক্ত এলাকার জনসাধারণের নিকট হইতে উক্ত রাস্তার জন্য আরও একটি বাস বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সন্তোষজনক বিধায় সরকার এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বিবেচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না।